গ্রন্থাবলী-সিরিজ

মহাকবি মাইকেল

মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী

(কাব্য ও নাটক)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

সূচিপত্র

মেঘনাদবধ কাব্য

সটীক—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

উৎসর্গপত্র

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু।

আর্য্য,—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলন-বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্যকুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তবুও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহসপূর্ব্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্যবিহীন দেখায় না।

যখন আমি "তিলোত্তমাসম্ভব" নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সৎক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে; বীর-কেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব—ইতি।

দাস শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

ভূমিকা

বৃত্রসংহার-প্রণেতা

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত

(লেখক-মহোদয় কর্ত্তৃক সংশোধিত)

মেঘনাদ-বধ-কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন? অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্পকালের মধ্যে এই পয়ার-প্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবেন, এ কথা কাহার মনে ছিল? কিন্তু বোধ হয়, এক্ষণে সকলে স্বীকার করিবেন যে, মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্লভ যশঃপ্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল; অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য রচনা করা বাতুলের কার্য্য—বঙ্গভাষায় যাহা হইবার নয়, তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা বৃথা যত্ন—পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রন্থখানি সুমধুর হইত। এক্ষণে এ সকল কথা আর তত শুনা যায় না; এবং যাঁহারা পূর্ব্বে কোন ভাষায় কখন অমিত্রচ্ছন্দ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই কাব্যখানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহার কারণ কি? বাগ্‌দেবীর বীণা-যন্ত্রের নূতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার এত আদর করেন, না সুমধুর কবিতারস-পানে মত্ত হইয়া ছন্দাছন্দের বিচার করেন না? এ কথার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে কবিতা কি এবং কেনই বা কাব্য-পাঠে লোকের মনোরঞ্জন হয়, ইহা স্থির করা আবশ্যক। সামান্যতঃ ভাষামাত্রেই গদ্য এবং পদ্য দুই প্রকার রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। নির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং ওজনবিশিষ্ট শব্দবিন্যাসের নাম পদ্য, আর যাহাতে মাত্রা ও ওজনের নিয়ম নাই, তাহাকে গদ্য কহে এবং পদ্য-রচনার নিয়মও কোন কোন ভাষায় দুই প্রকার অর্থাৎ মিলিত এবং অমিলিত-পদ-সংযুক্ত পদ্য।

কিন্তু যে প্রণালীতেই পদ্য রচনা হউক, কবিতার প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কোন গ্রন্থই কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় না। ফলতঃ ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার-স্বরূপ; কারণ, গদ্য-রচনার স্থানে স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতালক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতারসাস্বাদনের সম্যক্ সুখ অনুভূত হয়। ইহার দৃষ্টান্তস্থল কাদম্বরী। সুতরাং অমিলিতপদ-বিশিষ্ট বলিয়াই উপস্থিত কাব্যখানির এত গৌরব ও সমাদর হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহার অন্য কোন কারণ আছে। সে কারণ কি?

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য;—ভয়, ক্রোধ, আহ্লাদ, করুণা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শান্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল কিংবা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে পরিপূর্ণ থাকে, তাহাকে কাব্য কহে, এবং তাহাতে কবিতা-রূপ পীযূষ পান করিয়াই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে সেই সুধার প্রাচুর্য্য থাকাতেই এত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকর্ত্তা যে অসামান্য কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়। সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গ-ভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস-সঙ্কলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্র এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। ইত্যগ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে, তৎ-সমুদায়ই করুণ কিংবা আদিরসে পরিপূর্ণ—বীর অথবা রৌদ্ররসের লেশমাত্রও পাওয়া সুকঠিন; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কবি।

ইন্দ্রজিদ্‌বধ এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল উপাখ্যান বারংবার পাঠ ও শ্রবণ না করিয়াছেন, বোধ করি, বঙ্গবাসী হিন্দুসন্তানের মধ্যে এমত কেহই নাই; কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে, অভিনবকায় সেই উপাখ্যানটিকে এই গ্রন্থে পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত এবং রোমাঞ্চিত না হন, এ দেশে এমন হিন্দুসন্তানও কেহ নাই।

সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানা-দেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্ন সহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থ-সমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়-লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল, বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়,—যাহাতে দেব-দানব-মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপ-শালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণরসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি?

অত্যুক্তি জ্ঞানে এ কথায় যদি কাহারও অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া একবার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিবেন, তখন বুঝিতে পারিবেন, মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী শক্তি!—তাঁহার কাব্যোদ্যানে কল্পনাদেবীর কিরূপ লীলাতরঙ্গ! কখনও তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্পাহরণ করিতেছেন এবং কখনও বা নবীনকুঞ্জ সৃজন করিয়া অভিনব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। ইন্দ্রজিৎ-জায়া প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের যমপুরী-দর্শন, পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার সহমরণ কিরূপ আশ্চর্য্য, কতই চমৎকার, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা এতদিন কবিকুলের চক্রবর্ত্তী ভাবিয়া ভারত-চন্দ্রকে মাল্যচন্দনদানে পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হয়, এত দিন পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল। এ কথায় পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে, আমি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে, কেহ বা লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্তহরণ করেন; ভারতচন্দ্র যে শেষোক্ত প্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য, তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কাহারও সাধ্য নাই। পরিপাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শব্দবিন্যাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই; এবং সেই গুণেই বিদ্যা-সুন্দর এত দিন সজীব রহিয়াছে, কিন্তু গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন, ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল। বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্ররচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দ্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কৈ? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগ কৈ? বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাচ্ছটা কোথায়? তাঁহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জ-বনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়;—বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গ-তর্জ্জন নাই;—মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, অথচ নয়ন-শ্রবণ-তৃপ্তিকর।

মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা-উক্তি, বকুল-তল-বিহারী সুন্দরদর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, বিদ্যাসুন্দরের প্রথম মিলন, কোটালের প্রতি মালি-নীর ভৎর্সনার ন্যায় সরল সুকোমল বাক্যলহরী মেঘনাদবধে নাই; কিন্তু উহার শব্দপ্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটাগর্জ্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। বোধ হয়, এ কথায় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং আমাকে মাইকেল মধুসূদনের স্তাবক জ্ঞান করিবেন। তাঁহাদিগের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, পূর্ব্বে আমারও তাঁহাদিগের ন্যায় সংস্কার ছিল যে, মেঘনাদবধের শব্দবিন্যাস অতিশয় কুটিল ও কদর্য্য এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও পূর্ব্বে আমি ক্ষান্ত হই নাই। কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারংবার আলোচনা করিয়া আমার সেই সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি

জন্মিয়াছে যে, বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদ-বধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয়, কিন্তু রণতরঙ্গবিলাসী প্রমত্ত যোধগণের উৎসাহবর্দ্ধন জন্য তূরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক;—ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না। পাঠক মহাশয়েরা ইহাতে মনে করিবেন না যে, মাইকেলের রচনাকে আমি নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা করিতেছি। তাঁহার রচনার কতকগুলি দোষ আছে, কিন্তু সে সমস্ত দোষ শব্দের অশ্রাব্যতা বা কর্কশতাজনিত দোষ নহে। বাক্যের জটিলতা-দোষই তাঁহার রচনার প্রধান দোষ অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অন্বয়, বিশেষ্য, বিশেষণ, সংজ্ঞা, সর্ব্বনাম এবং কর্ত্তাক্রিয়া-সম্বন্ধ—তৎ-পরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; সুতরাং অনেক স্থলে অস্পষ্টার্থদোষ জন্মিয়াছে—অনেক পরিশ্রম না করিলে, ভাবার্থ উপলব্ধি হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি উপর্য্যুপরি রাশি রাশি উপমা একত্র করিয়া স্তূপাকার করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বত্র উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না।

তৃতীয় দোষ—প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা। যথা—"স্তম্ভিলা," "শান্তিলা," "ধ্বনিলা," "মর্ম্মরিছে," "দ্বন্দ্বিয়া," "সুবর্ণি" ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ—বিরাম-যতি-সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে; যথা—

"কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে—"
"নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক;—"
"হেন কালে হনূ সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে!—"
"রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র!—"
"দেবদত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে কুসুম-অঞ্জলি—
আবৃত;—"

এই সকল স্থলে "গায়ক," "শিবিরে," "বীরেন্দ্র," "আবৃত" শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ায় পদাবলীর স্রোতোভঙ্গহেতু শ্রবণ-কঠোর হইয়াছে।

এ সমস্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদবধ গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত, কিন্তু এরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও কাব্যখানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলতঃ—

"গাঁথিব নূতন মালা,—
রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

বলিয়া গ্রন্থকার যে সদর্প উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ সফলতা হইয়াছে এবং এই 'নূতন মালা,' চিরকালের জন্য যে তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা-সম্পাদন করিবে, ইহার আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর ছন্দঃপ্রণালী সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা আবশ্যক।

ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পদ্য-রচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ এবং ইংরেজি ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ আশ্রয় করিয়া পদ্য বিরচিত হয়; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সেরূপ নয়। ইহাতে যদিও হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু উচ্চারণকালে তাহার ভেদাভেদ থাকে না। সুতরাং সংস্কৃত এবং ইংরেজী ভাষার প্রথানুসারে বঙ্গভাষায় পদ্যরচনা করার নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র; অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয় চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ এবং চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর বিরাম যতি থাকে; এবং আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে ছন্দ অনুসারে শ্বাসপতন করিতে হয় এবং যে সকল স্থানে শব্দের মিল থাকে, আপাততঃ বোধ হয়, যেন শব্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবনা করিলেই বুঝা যায় যে, শব্দের মিল ইহার আনুষঙ্গিক এবং শ্বাস-নিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত অমিলিতশব্দপূর্ণ পদ্যাবলীতেও পাওয়া যায়, যথা;—

"দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী"—১
"আর কি কাঁদে, লো নদি! তোর তীরে বসি
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?"—২
"কি কাজ বাজায়ে বীণা, কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?"—৩
"শুনি গুন্ গুন্ ধ্বনি, তোর এ কাননে,
মধুকর! এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে!"—৪
"এসো সখি! তুমি আমি বসি এ বিরলে,
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে";—৫

ইত্যাদি।

মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দ-রচনারও এই প্রণালী। অতএব অমিত্রচ্ছন্দ বলিয়া কাহারও কাহারও তৎ-প্রণীত গ্রন্থের প্রতি এত বিরাগের কারণ কি এবং সেই বিষয় লইয়া এতই বা বাগ্‌বিতণ্ডার আড়ম্বর কেন, বুঝিতে পারি না। তিনি কিছু রচনা বিষয়ে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়মানুসারেই লিখিয়াছেন। কারণ, বিরামযতি অনুসারে পদবিন্যাস করা তাঁহারও রচনার নিয়ম। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, পয়ারাদিচ্ছন্দে যেমন শব্দের মিল থাকে এবং পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি যখন যে ছন্দ আরম্ভ হয়, তাহার শেষ পর্য্যন্ত সমসংখ্যক মাত্রার পরে সর্ব্বত্রই একরূপ বিরামযতি থাকে; মাই-কেলের অমিত্রচ্ছন্দে তদ্রূপ না হইয়া সকল ছন্দ ভাঙ্গিয়া সকলের বিরামযতির নিয়ম একত্র নিহিত এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শব্দের মিল নাই। সুতরাং কোনও পংক্তিতে পয়ার-ছন্দের নিয়মে আট এবং চতুর্দ্দশ মাত্রার পরে, কোনটিতে ত্রিপদী ছন্দের ন্যায় ছয় এবং আট এবং কখনও বা এক পংক্তিতেই দুই তিন প্রকার ছন্দের যতিবিভাগ নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইবে, যথা—

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,—১
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা—২
নারীদেশে; দেবদত্ত শঙ্খনাদে রুষি—৩
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে,—৪
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি,—৫
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি;—৬
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,—৭
আস্ফালি ফলক-পুঞ্জে! ঝক্-ঝক্ ঝকি—৮
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী!—৯
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, উর্দ্ধকর্ণে শুনি—১০
নূপুরের ঝনঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী,—১১
ডমরুর রবে যথা নাচে কালফণী।—১২
বারিমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,—১৩
গম্ভীর-নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি—১৪
দূরে! রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,—১৫
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি;—১৬
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।—১৭

উদ্ধৃত পদাবলী পাঠে বিদিত হইবে যে, ১, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭ পংক্তির পদবিন্যাস পয়ারের ন্যায় এবং বিরামস্থল আট ও চতুর্দ্দশ মাত্রার পর, ২য় এবং ৩য় পংক্তিতে "আসি," "উতরিলা", "নারীদেশে" এবং "রুষি" শব্দের পর দশম অথবা চতুর্থ মাত্রার পর, এবং ১৫শ পংক্তিতে "দূরে," "শৃঙ্গে," ও "কন্দরে" শব্দের পর বিশ্রাম-যতি স্থাপিত হইয়াছে।

পাঠক-মহাশয়েরা ইহা দ্বারাই মাইকেলপ্রণীত অমিত্রচ্ছন্দ-রচনার সন্ধান বুঝিতে পারিবেন এবং ঐ সমস্ত বিরামস্থলে শ্বাসপতন করাই এই ছন্দ আবৃত্তি করার কৌশল।

প্রকারান্তরে অমিত্রচ্ছন্দ বিরচিত হইতে পারে কি না, সে একটি স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু বঙ্গভাষার যেরূপ প্রকৃতি এবং অদ্যাবধি তাহাতে যে নিয়মে পদ্য রচনা হইয়া আসিয়াছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, এই প্রণালী অতি সহজ ও প্রশুদ্ধ প্রণালী। হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বঙ্গভাষায় ছন্দ রচনা হইতে পারে এবং ভুবনচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত ছন্দকুসুমগ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে; কিন্তু বোধ হয় যে, যত দিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয়, তত দিন সে প্রণালীতে পদ্য রচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র, ইহা ছন্দকুসুম গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠক-মহাশয়-দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরন্তু যদি কখনও বঙ্গ-ভাষার প্রকৃতির তত দূর বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে সামান্য কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অনুবর্ত্তী হন, তবে সে প্রণালী যে উৎকৃষ্টতর এবং তাহাতেই পদ্য বিরচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তৎপক্ষে সংশয় নাই। *

---

* এইটি মেঘনাদবধকাব্যের ২য় মুদ্রাঙ্কণকালে লেখক মহোদয় কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

কুসুমকলিকা-প্রণেতা

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী কপোতাক্ষ-নদতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন বিখ্যাত উকীল ছিলেন এবং তাঁহার মাতা জাহ্নবী দাসী জেলা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমীদার ৺গৌরীচরণ ঘোষের দুহিতা। রাজনারায়ণ দত্তের তিন পুত্র; তন্মধ্যে মধুসূদন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। অপর দুই জন শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। দেশীয় রীত্যনুসারে কবিবরকে প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িতে হইয়াছিল। পরে উপযুক্ত সময়ে তিনি হিন্দুকলেজে বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আনীত হয়েন। এইখানে তিনি ইংরেজী ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহারই পর বিজাতীয় 'মাইকেল' নাম তাঁহার নামের 'শ্রী'হানি করিয়া দেয়। মধুসূদন ধর্ম্মান্তর আশ্রয় করিলেও (তিনি তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র বলিয়া) তাঁহার পিতা স্নেহবশতঃ তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন করিবার পর চারি বৎসর শিবপুরস্থ বিশপ্স কলেজে অধ্যয়ন করিতে তাঁহার যে ব্যয় হইয়াছিল, তাঁহার পিতাই সেই সমস্ত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বিশপ্স কলেজে গ্রীক ও লাটীন ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি মান্দ্রাজে গমন করেন। সেখানে সর্ব্বদা ইংরেজী সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি এক জন উত্তম ইংরেজী-লেখক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে মান্দ্রাজ কলেজের প্রধান শিক্ষকের কন্যা মধুসূদনের আন্তরিক গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

অনুমান ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি একখানি ক্ষুদ্রকলেবর ইংরেজী পদ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা মিত্রাক্ষরচ্ছন্দে লিখিত। "ক্যাপ্‌টিব লেডী" নামক একটি উপাখ্যান-কাব্য এবং অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে রচিত "ভিসান্স অব দি পাষ্ট" নামক আর একটি খণ্ডকাব্য আছে। ভারতবর্ষের অনৈতিহাসিক বিবরণের অংশ-বিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রথমোক্ত কবিতাটি লিখিত হইয়াছিল। পাঠকগণের কৌতূহল-নিবারণার্থ ঐ কবিতার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"'Tis night—Oh ! how I hate her smile,
Which lights the horrors of this isle,
Where, like lone captives, we must sigh
O'er arms that rust and idly lie—
Far from the scenes, where oft the brave
Will meet thee, glory ! or a grave—
Far from the scenes, where revels gay
Will chase the darkest cares away —
Far from the scenes, where maiden bright
Will steal to list, at fall of night,
Her lover's lute and roundelay,
And like a viewless spirit shower
Her dewy wreaths on leaf and flow'r,
Love's token—and then swiftly fade,
And vanish like an airy shade !"

"ক্যাপ্‌টিব লেডী" হইতে আর একটি অংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে ও এই অংশে বিলক্ষণ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণ, অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই সময়েই

কবির হৃদয়ে ব্রজাঙ্গনা কাব্যের অঙ্কুর উঠিল; কবি গাহিলেন—

"And all around the dazzled eye,
Met scenes of gayest revelrie;
For, here beneath the perfum'd shade,
By some bright silken awning made,
Midst rose and lily scatter'd round,
That blush'd as if on fairy ground,
Bright maidens—fair as those above—
Sang—softly—for they sang of love;
How fondly in the moonlit bow'r,
When midnight came with star and flow'r
Young Krishna with his maidens fair
Rov'd joyously and sported there—
Or, on the Jumna's holy stream
Where star-light came to sleep and dream,
From his light skiff, that sped along,
His soft reed breath'd the gayest song,
Which swelling on the fitful sweep
Of the lone night-wind's sigh—so deep—
Wing'd ravishment where'er it fell—
Love's accents in-their airy spell!"

কবি "ক্যাপ্‌টিব লেডী"র আরম্ভে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"Oh! beautiful as Inspiration, when
She fills the poet's breast—her fairy shrine,
Woo'd by melodious worship! welcome then!
Tho' ours the home of Want, I ne'er repine:
Art thou not there, e'en thou, a priceless gem and mine?
Life hath its dreams to beautify its scene,
And sun-light for its desert; But there be
None softer in its store—of brighter sheen—
Than Love—than gentle Love: and thou to me
Art that sweet dream, mine own! in glad reality.
Though bitter be the echo of the tale
Of my youth's wither'd spring, I sigh not now;
For I am as a tree, when some sweet gale
Doth sweep away the sere leaves from each bough,
And wake far greener charms to re-adorn its brow."

প্রাচীন জাতির হৃদয় ভিন্ন অন্যত্র যে প্রেমের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, উপরি-উদ্ধৃত পঞ্চদশ পংক্তিতে সেই প্রেমের তরঙ্গ খেলিতেছে। পাঠকগণ এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিলাত-সম্ভবা গৌরাঙ্গী আত্মকুল-ত্যাগ করিয়া কোন শ্যামাঙ্গ বাঙ্গালী যুবাকে আত্মদান করিয়াছিলেন;—অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিলাতের আইবী (Ivy) লতা কেন বঙ্গের বটবৃক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। ভরসা করি, কোনও পাঠককে এ কথা বুঝাইবার জন্য বলিতে হইবে না—

"অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং
তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ।"

কবি "ভিসান্স অব দি পাষ্ট"এর প্রারম্ভেই যে চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি লিখিয়াছেন, পাঠকগণ তাহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য দেখুন—

"I sat me by a shrine, and heard a strain,
Sweet as thy whispers, cedar'd Lebanon!
Which lull the weary pilgrims, when the sun
Seeks in wide ocean's gem-lit, vast domain,
His nightly haunt: it sunk, then swell'd again,
High to the throne of Israel's Holy one,
Nor swell'd its vestal symphony in vain;—

Echo'd by sainted spirits He hath won !
The bridal song of her the spouse below ;
I wept !—How oft, O world ! thy harlot-smile
Hath woo'd me from the fount, whose waters flow
In beauty, which dark death will ne'er defile :
I wept !—A prodigal once weeping sought
His father's breast,—and found love unforgot !"

"ভিসান্স অব দি পাষ্ট" নামক কবিতাটি পাঠ করিলে, বায়রণের 'ড্রিম' শীর্ষক কবিতাটি স্মরণ হয়। যাহা হউক, ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দেওয়া গেল—

"I look'd, it came that fulgent vision bright ;
A fleet of light upon a crystal Sea !
And as it came, the shadowy beings, which thron'd,
And hung around that bow'r of loveliness,
Like misty curtains, fled speed-wing'd and fast.
—As when, Bengala ! on the sultry plains,
Beneath the pillar'd and high arched shade
Of some proud Banyan—slumberous haunt and cool—
Echo in mimic accents 'mong the flocks,
Cuch'd there in noon-tide rest and soft repose,
Repeats the deafening and deep-thunder'd roar
Of him—the royal wanderer of thy woods !
They fled—that darksome crew, and as they fled
I saw that bow'r of beauty—but how chang'd—
How chang'd, alas ! from primal loveliness !
As if some desolation-breathing blast
Had wing'd in blighting sweeps its dark career
Over its fairy beauty—withering all !
But where were they, the gentle beings and fair,
I erst beheld within that blushing bow'r,
Pent in each other's arms in balmy rest ?
Methought I saw them stand with pallid brow
Eclips'd—as when from out the starless realm
Of the dark Grave—by the Fancy fondly woo'd
In midnight resurrection, the pale shade
Of what was once ador'd and beautiful,
Stands by the mourner's pillow—silently
But as they saw that airy vision bright,
They fled like Guilt behind a leafy tree.
I stood as one entranced, and sight and sense
Slumber'd in deep and dark oblivion."

মধুসূদন দত্ত মান্দ্রাজে 'এথীনিয়ম' নামক একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক হইয়া এমন সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে, সম্পাদক স্বদেশগমনকালে তাঁহারই হস্তে সংবাদপত্রখানির সম্পাদনভার অর্পণ করিয়া যান। কবিবর দক্ষতার সহিত এই গুরুকার্য্য সম্পাদন করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন দত্ত সস্ত্রীক বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করেন।

মধুসূদন দত্ত বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতার তদানীন্তন পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে কেরাণী নিযুক্ত এবং কিছুকাল পরে তত্রত্য ইণ্টরপ্রিটরের পদে উন্নীত হন। ১৮৫৮ সালে

তিনি পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়দ্বয়ের অনুরোধে রত্নাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন। এ কাল পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। পরম্পরায় শুনা গিয়াছে যে, তিনি বাল্যাবধি মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর উপক্রমণিকা পাঠ করিলে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, রত্নাবলী নাটকের অনুবাদের পর হইতেই মাতৃ-ভাষার প্রতি তাঁহার সেই আশৈশব-পোষিত ঘৃণা দূর হইয়া বরং তৎপ্রতি বিশেষ অনুরাগ লক্ষিত হয় এবং সেই সময়ে ন্যূনাধিক তিন বৎসরমধ্যে তিনি যথাক্রমে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, একেই কি বলে সভ্যতা? বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক এবং বীরাঙ্গনা কাব্য এই নয়খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন।

মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মধুসূদন দত্ত বঙ্গদেশে যে কয় বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে কয় বৎসর তিনি শান্তিভোগ করিতে পারেন নাই। তখন তিনি "Tho' ours the home or Want. I ne'er repine" বলিয়া সংসারের প্রতি ভ্রূকুটি করিতে সমর্থ হন নাই। তখন তিনি সংসারী, দুঃখের সংসারে সংসারী, সংসারমরুতে আশা-মরীচিকা-ভ্রান্ত পথিক। আত্মবিলাপশীর্ষক তাঁহার যে একটি কবিতা ১৮৬১ সালের আশ্বিন-মাসের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইটি পাঠে পাঠকগণ তাঁহার তদানীন্তন মনোভাব অবগত হইবেন বলিয়া সেই কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

আত্মবিলাপ

১

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে যায়
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

২

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুমভাতি
কত দিন রবে?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে!
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে;
এ তিনের ছলসম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি?
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।

৫

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে!
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী!
এ বিষম বিষ-জ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে?

৬

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়!
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুমগন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে;—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে, অনিদ্রায়?

৭

মুকুতাফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জল-তলে
ফেলিস্ পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে ভুলিবি কত আশার কুহকছলে!"

১৮৬২ সালের শেষভাগে দানশীল মহানুভব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অর্থসাহায্যে মধুসূদন দত্ত আইন-শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। স্বদেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া যে কয় পংক্তি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

বঙ্গভূমির প্রতি

সোনাই, ১২৬৯।

"My Native Land Good Night!"
—Byron.

"রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,—
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে!
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,—
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি মা, ডরি শমনে—
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃতহ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্ত, কি শরদে।"

ইউরোপে থাকিয়াও মধুসূদনের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের হ্রাস হয় নাই, সুবিস্তীর্ণ সাগর-ব্যবহিত, বিজাতীয়গণে পরিবৃত, দুস্তর কার্য্যক্ষেত্রে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি মাতৃভাষার অনুশীলনে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। ইউরোপখণ্ডে তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী প্রণয়ন করেন। তিনিই বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর কবিতা-রচনার পথপ্রদর্শক।

কবিবর বারিষ্টরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপযুক্ত সময়ে কলিকাতায় প্রত্যাগমন এবং কলিকাতার হাইকোর্টে বারিষ্টরের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। চন্দ্রগ্রহের ন্যায় ব্যবহারশাস্ত্রেরও একদিকে আলোক এবং অপরদিকে অন্ধকার সঞ্চিত থাকে। দূর হইতে ব্যবহারশাস্ত্রের উজ্জ্বল আলোক-দর্শনে মোহিত হইয়া দুরাশামত্ত কবিগণ উহার দিকে ধাবমান হয়েন এবং অবশেষে নিকটবর্ত্তী হইয়া সকলেই প্রায় উহার অন্ধকারময় অংশ দর্শন করিয়া থাকেন। গেটে, শিলার, ডেন্হাম, স্কট, মূর, কুপার প্রভৃতি ইউরোপীয় কবিগণ এই জটিল নিয়মের অধীন হইয়াছিলেন। আমাদিগের মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যভিচার লক্ষিত হয় নাই। তিনি প্রতিভাবলে সাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, নির্জীব বঙ্গভাষাকে জীবন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বারিষ্টরের অগ্রগণ্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, কতিপয় কারণ বশতঃ আমরা এই সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত-মধ্যে তাঁহার জীবনের এই অধ্যায়ের বিশেষ বিবরণ দিতে বিরত হইলাম। স্থূলতঃ এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি জীবনের শেষভাগ অবধি বারিষ্টরের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকিয়া অবসরক্রমে হেক্টরবধ নামক একখানি গদ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পত্নী-বিয়োগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবার বেলা প্রায় দুইটার সময় আলিপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বিপুল পরিশ্রমে, অমোঘ অধ্যবসায়ে, প্রদীপ্ত প্রতিভাবলে বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া শ্রীমধুসূদন বিশ্রামদিনে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় মহাকবি মিল্টনও বিশ্রামদিনে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের মৃত্যুপলক্ষে প্রকৃত গুণগ্রাহী তেজস্বী লেখক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে যে কয় পংক্তি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বঙ্গবাসিগণ বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদনের নিকট বঙ্গভাষা কি পরিমাণে ঋণী এবং

বঙ্গকবিগণের মধ্যে তিনি কোন্ আসন পাইবার অধিকারী। সেই কয় পংক্তির অধিকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। *

"আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না। এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালীজাতির গৌরব হইবে। কেন না, বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।

"যে দেশে এক জন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য! যশঃ মৃতের পুরস্কার—জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? প্রায় দেখা যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী নহেন; যিনি যশের অপাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী। সক্রেতিস্ এবং যীশুখ্রীষ্টের দেশীয়েরা তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপরনিকস, গেলিলীয়, দান্তে প্রভৃতির দুঃখ কে না জানে? আবার হেলি, সিওয়ার্ড প্রভৃতি মহাকবি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এ দেশে আজিও দাশরথি রায়ের একটু যশঃ আছে। যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালাদেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।

"বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। যাঁহারা ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মুখে শুনেন যে, বাঙ্গালা নদীমুখনীত কর্দমে সম্প্রতি রচিত, তাঁহারা যেন না মনে করেন যে, কালি পরশ্ব হিমাচল-পদতলে সাগরোর্ম্মি প্রহত হইত। সেরূপ অনুমান-শক্তি কেবল হুইলর সাহেবের ন্যায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসরমধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

"যদি কোনও আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি? বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।

"স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্ন-প্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কেবলই কি বঙ্গদেশে?

"আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও রত্ন-প্রসবিনীর সন্তান, সকলে সেই কথা মনে করিয়া জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু?—রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে কালভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না?

"ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন, ইউরোপ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ, 'শ্রীমধুসূদন!'

"বঙ্গদেশ, বঙ্গকবির জন্য রোদন করিতেছে। বঙ্গকবিগণ মিলিয়া বঙ্গীয় কবিকুলভূষণের জন্য রোদন করিতেছেন। কবি নহিলে কবির জন্য রোদনে কাহার অধিকার?"

বর্ত্তমান বঙ্গ-কবিকুল-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মধুসূদনের মৃত্যুপলক্ষে যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা চিরকাল স্বর্গীয় কবির সমাধিস্তম্ভের বক্ষঃস্থ মণিময়-ফলক বলিয়া পরিগণিত হইবে। কল্পনার লীলাতরঙ্গময়ী সেই কবিতাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। *

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বঙ্কিমবাবু অনুগ্রহ করিয়া এই জীবনবৃত্তান্তমধ্যে তাঁহার লিখিত কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন।—প্রসন্ন।

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, হেমবাবু অনুগ্রহ করিয়া এই জীবনবৃত্তান্তমধ্যে তাঁহার লিখিত কবিতাটি সন্নিবেশিত করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন।—প্রসন্ন।

স্বর্গারোহণ

১

"—'খোল খোল দ্বার খোল দ্রুতগতি
হিরণ্ময় জ্যোতিঃ যার,'
বলিলা কৃতান্ত ডাকি অনুচরে
মুখেতে প্রীতির ভার ;
'সংবরি সংসার লীলা আপনার
শ্রীমধুসূদন আসে,
সম্ভাষি আদরে লও রে তাহারে
বাণী-পুত্রগণ-পাশে ;
কবি-কুঞ্জধাম পবিত্র কানন
অমর-ভবনে যাহা,
নিরজন স্থান সদা মধুময়
দেখাও উহারে তাহা ;
যাও দ্রুতগতি যাও যাও সবে
সুখে বংশীধ্বনি কর,
কুসুমে গাঁথিয়া সুন্দর মালিকা
মস্তক-উপরে ধর ;
ভুঞ্জি বহু দুঃখ সংসার-কারাতে
শ্রীমধু দুঃখেতে আসে,
ত্বরা করি যাও, যশোগীতি গাও,
লও কবিকুঞ্জ-বাসে।'

২

খুলিল ত্বরিতে উত্তর-তোরণ
সঙ্গীত ঝঙ্কারে ধায়,
দিগঙ্গনাগণ দেবদূত সঙ্গে
রঙ্গে যশোগীত গায় ;—
'এসো এসো সুখে বাণী-বরপুত্র
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি,
স্বভাবের শিশু সুধাতে পালিত
কল্পনা-হীরার খনি ;
বাল্মীকি-হোমর সুমন্ত্রে দীক্ষিত
মধুর সুতন্ত্রীধারী,
অকাল কোকিল মরুতল-তরু
অনীর দেশের বারি ;
এসো ভাগ্যবান্ কবিকুঞ্জ-ধামে
চির-সুখে কাল হর,
চিরজীবী হয়ে চির-আকাঙ্ক্ষিত
জয়-মাল্য শিরে পর ;
বলিতে বলিতে ঘেরিয়া সকলে
মণ্ডলী করিয়া আসি,
দিগঙ্গনা দল কুসুমের দামে
শীর্ষ সাজাইল হাসি।

৩

সখীগণ চলে কবি-কুঞ্জবনে
কলকণ্ঠ ঝরে সুরে,
কুসুম-বাসিত সুমন্দ মলয়
সুগন্ধ বিতরে দূরে।
ঘন কুহুধ্বনি, ভ্রমর-ঝঙ্কার
শ্যামার সুন্দর তান,
বেণু-বীণা-শ্রুত অস্ফুট কাকলী
পুলকিত করে প্রাণ ;
ভুলে মর্ত্ত্য-শোক মধুমত্ত কবি
মধু সে আস্বাদ পায় ;
অতুল আনন্দে নয়ন বিস্ফারি
কবি-কুঞ্জপানে চায়।
চারি পাশে বামা কলকণ্ঠ-স্বরে
মধুর কীর্ত্তন করে,
আকাশে পবন ঘ্রাণে সুবাসিত
মধুর সঙ্গীত ঝরে ;
যবে উতরিলা কবিকুঞ্জধামে
শরীরে রোমাঞ্চ ধরি ;—
'কবি ধন্য তুমি শ্রীমধুসূদন'
ধ্বনিল কানন ভরি।

৪

সদা মধুময় কবিকুঞ্জ সেই
সুমিষ্ট সকলি তায়,
স্বভাবের গুণে সকলি সুন্দর
ক্ষণে রূপভেদ পায় ;—
এই ইন্দ্রধনু তনু মনোহর
গগন উজ্জ্বল করে,
ঝলকে ঝলকে ক্ষণ পরে এই
বিজলী সুহাস্য ধরে ;
সতত সুন্দর শরতের শশী
সুনীল অম্বরে ভাসে,
সতত সুন্দর কুসুমের রাশি
তরু-কোলে কোলে হাসে ;

স্বভাবের গুণে সরসীর নীর
ক্ষীর সম শোভা পায়,
নদী-নদ-বারি অমৃত সঞ্চারি
প্রবাহ ঢালিয়া যায়;
মধুময় যত নিখিল জগতে
সকলি সেখানে ফলে,
অতাপ অনল অশোক বাসনা
গিরি তরু বায়ু জলে।

৫

লীলা সাঙ্গ করি হ'লে অবসর
অহে বঙ্গ-কুলরবি!
যত দিন ভবে থাকিব বাঁচিয়া
ভাবিব তোমার ছবি;—
আকর্ণ-পূরিত সেই নেত্রদ্বয়
সুহৃৎরঞ্জন ভাণ,
মধুচক্র-সম মধুর ভাণ্ডার
সরল কোমল প্রাণ;
আনন্দলহরী ভাষার নির্ঝর
শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ-ভাসিত বদনমণ্ডল
পঙ্কজ বান্ধব-কুলে;
বীর অবয়ব বীরভাষা-প্রিয়
গউড়-সন্ততি সার,
প্রিয়ংবদ সখা প্রণয়ের তরু
কামিনী-কণ্ঠের হার,
সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি!

৬

গেল চলি মধু কাঁদায়ে অকালে
পাইয়া বহুল ক্লেশ,
ক্ষিপ্ত-গ্রহ-প্রায় ধরাতে আসিয়া
জ্বলিয়া হইলা শেষ;
ছিলে উদাসীন গেলে উদাসীন
জয়মাল্য শিরে পরি,
অনাথ-দুটিরে কার কাছে বল
গেলে সমর্পণ করি?
ভেবেছিলা জানি তুমি গত যবে
গউড়বাসীরা সবে

অনাথ-পালক তোমার বালক
অঙ্কেতে তুলিয়া লবে;
হবে কি সে দিন এ গউড়-মাঝে
পূরিবে তোমার আশা,
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা!
হায়, মা, ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে!"

মধুসূদনের মৃত্যু-সংবাদে সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের হৃদয়ের ভাব গৈরিক-নিঃস্রাবের ন্যায় নিম্নলিখিত কবিতায় স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। *

১

"হা অদৃষ্ট!—কবিবর! এই কি তোমার
ছিল হে কপালে?
মধুসূদনের, হায়! (শুনে বুক ফেটে যায়,)
এই পরিণাম বিধি লিখেছিল ভালে?

২

দিয়াছিল যেই রত্ন ভারতী তোমায়
অপার্থিব ধন;
রাজ্য বিনিময়ে আহা, কেহ নাহি পায় তাহা,
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ!

৩

কিংবা কণ্টকিত হায়! যে বিধি করিল
গোলাপ কমল;
সে বিধি পাষাণমনে দহিতে সুকবিগণে
কবিত্ব-অমৃতে দিল দারিদ্র্য-অনল।

৪

বহু যুদ্ধে না পারিয়া করিতে নির্ব্বাণ
এই হুতাশন;
প্রাণপত্নী-করে ধরি নরলীলা পরিহরি
পশিলে, মধুসূদন, অমর জীবন।

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নবীন বাবু অনুগ্রহ করিয়া এই জীবনবৃত্তান্তমধ্যে তাঁহার লিখিত হৃদয়-গ্রাহী কবিতাটি সন্নিবেশিত করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন।—প্রসন্ন।

৫

কৃতঘ্ন মা বঙ্গভূমি ! এত দিন তব
কবিত্ব-কানন,
যেই পিকবর-কল উছলে যমুনাজল
উছলিত ব্রজে শ্যাম-বাঁশরী যেমন ;—

৬

সে মধু-সখারে আজি পাষাণ-পরাণে
(কি বলিব হায় !)
অযত্নে মা অনাদরে বঙ্গ-কবি-কুলেশ্বরে
ভিক্ষুকের বেশে মাতা দিয়াছ বিদায় !

৭

মধুর কোকিল-কণ্ঠে—অমৃত-লহরী—
কে আর এখন,
দেশদেশান্তরে থাকি কে 'শ্যামা জন্মদে' ডাকি
নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ ?

৮

তোমার মানসখনি করিয়া বিদার,
কাল দুরাচার,
হরিল যে রত্ন হায় ! কত দিনে পুনরায়
ফলিবে এমন রত্ন ! ফলিবে কি আর ?

৯

শূন্য হ'ল আজি বঙ্গকবি-সিংহাসন !
মুদিল নয়ন
বঙ্গের অনন্ত-কবি কল্পনা-সরোজরবি
বঙ্গের কবিতামধু হরিল শমন।

১০

বঙ্গের কবিতে ! আজি অনাথা হইলে
মধুর বিহনে,
আজন্ম শৃঙ্খলভরে দীনা ক্ষীণা কলেবরে
বেড়াইতে বঙ্গালয়ে বিরস-বদনে ;

১১

কল্পনার বলে সেই চরণ-শৃঙ্খল
কাটিয়া যে জনে,
মধুর অমিত্রাক্ষরে তুলিয়া স্বরগোপ'রে
দেখাইল তিলোত্তমা 'মুকুতা যৌবনে,'

১২

রত্নসৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে
লইয়া তোমারে,
মৈথিলী অশোকবনে প্রমীলা সজ্জিত রণে
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে বীর অহঙ্কারে,

১৩

দেখাইল ;—বেড়াইল কল্পনার বক্ষে
লইয়া তোমারে,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ধরাতলে প্রচণ্ড জলধিতলে
শুনাইল মেঘনাদ গভীর ঝঙ্কারে ;

১৪

ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা নয়নের জলে—
প্রেমবিগলিত ;
সাজায়ে সুন্দর ডালা গাঁথিয়া নূতন মালা
আদরে তোমার অঙ্গ করিল ভূষিত ;

১৬

পুণ্যখণ্ড ইউরোপে বসিয়া বিরলে
সেই দিন, হায় !
গাথিয়া কল্পনা-করে পরাইল শ্রদ্ধাভরে
রত্নময় 'চতুর্দ্দশ' লহরী গলায়।

১৭

কৃষ্ণকুমারীর দুঃখে কাঁদাইয়া, হায় !
বঙ্গবাসিগণ,
বঙ্গনাট্য-রঙ্গাঙ্গনে মোহিত দর্শকগণে
পদ্মাবতী শর্ম্মিষ্ঠারে করিয়া সৃজন ;

১৮

বঙ্গভাষা সুললিত কুসুম-কাননে
কত লীলা করি,
কাঁদাইয়া গৌড়জন সে কবি মধুসূদন
চলিল—বঙ্গের মধু বঙ্গ পরিহরি।

১৯

যাও তবে, কবিবর ! কীর্ত্তিরথে চড়ি
বঙ্গ আঁধারিয়া
যথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কৃত্তিবাস, কালিদাস
রচিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া !

২০

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া
কবিতা-ভাণ্ডারে ;
অনন্ত কালের তরে গৌড় মন-মধুকরে
পান করি, করিবেক যশস্বী তোমারে !"

মধুসূদনের কাব্যসমূহের দোষ-গুণ-সম্বন্ধে হেমবাবু মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদিত না হইলেও এই ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্তমধ্যে আমরা সে সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করিব না। প্রস্তাবান্তরে সবিস্তারে সে বিষয়ের আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

এক্ষণে কবিবরের চরিত্র। ইহা সম্বন্ধে আমরা হাঁ-না-আচ্ছা প্রণালী অবলম্বন করিয়া দুই এক কথায় স্বমত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহি; তাহা করিলে, সেই পরলোকগত মহাত্মার প্রতি ঘোর অত্যাচার করা হয়। কেবল কার্য্য দেখিয়া লোকের চরিত্রের দোষ-গুণ নির্ণয় করা যায় না। একই কার্য্য অবস্থাভেদে দোষের বা গুণের হইয়া থাকে। অবস্থা-বিবেচনায় কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রহন্তা ব্রুটস্‌কে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে হয়, আবার অবস্থা-বিবেচনায় প্রজারঞ্জক রামচন্দ্রের পত্নীবিসর্জ্জনকে কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতে হয়। ফলতঃ, অমুক ব্যক্তি কোন্ অবস্থায় কি কার্য্য করিয়াছেন, না জানিতে পারিলে তাঁহার চরিত্রের দোষ-গুণ স্থির করা যায় না। তবে মাইকেল সম্বন্ধে আমরা এ নিয়মের ব্যভিচার ঘটিতে দিব কেন? তিনি কোন্ অবস্থায় পতিত হইয়া কোন্ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার বিচার না করিয়া, তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নিজমত প্রকাশ করিয়া, তাঁহার প্রতি ঘোর অত্যাচার করি কেন? যখন এই ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্তমধ্যে সেরূপ বিচার করিবার স্থান নাই দেখিতেছি, তখন তাঁহার চরিত্রের দোষ-গুণ-নির্দ্দেশে উদাসীন থাকাই উচিত। অতএব এ স্থলে আমরা সে বিষয়ে উদাসীন থাকিলাম। তবে সমাজ-দর্পণ নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক মাইকেলের চরিত্র সম্বন্ধে যে দুই চারিটি কথা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগের অনুমোদিত হউক বা না হউক, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা আপাততঃ পাঠকবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"অগ্নির কণা শরীরে পতিত হইবামাত্রই চমকিয়া উঠিতে হয়। যদি ঐ অগ্নি প্রবলবেগে হৃদয়দেশে প্রবেশ করে মনে করা যায়, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, মানুষ কখনই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না; সে একবার গঙ্গায়, একবার যমুনায়, একবার মহাসমুদ্রের তরঙ্গে নিপতিত হইতে যায়, তথাপি তাহার হৃদয়ানল নির্ব্বাপিত হইতে পারে না। ঐশিক অনল হৃদয়াদেশে আবির্ভূত হইলেও মানুষের কখন কখন এই দশা ঘটিয়া থাকে। আমাদের মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও এই দশা ঘটিয়াছিল। তিনি জীবনের মধ্যে এক দিনও স্থিরভাবে থাকিতে পারেন নাই। আজি হিন্দু, কালি ক্রিশ্চিয়ান; আজি ইংলণ্ডে, কালি ফ্রান্সে; আজি ধনবান্, কালি নির্ধন, এইরূপ হইয়া তিনি সংসারে যাবজ্জীবন কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন।

"মাইকেল যথেচ্ছাচার ছিলেন, তিনি কখনও কাহারও কথা শুনিতেন না, কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করিতেন না, যাহাতে সুখবোধ হইত, সর্ব্বজন-বিনিন্দিত হইলেও তাহা সর্ব্ব-সমক্ষে অবলম্বন করিতেন। কিন্তু তাঁহার একটি মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। মাইকেল অসাধারণ বিদ্বান্ ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার থাকিলে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনুকূলতা প্রদর্শন করিতেন। * * তিনি কবিগণের বা গুণিগুণের অবমাননা করিতেন না। * * অসাধারণ উন্নতমনা মাইকেল মধুসূদন দত্ত আপনার চতুর্দ্দশপদী কবিতায় আপনার অলোকসামান্য মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুগতেরা তাঁহাকে ভারতের অপেক্ষা মহান্ বলিতেন, * * অথচ তিনি আপন চতুর্দ্দশপদী কবিতায় ভারত ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি গুণীদিগকে অন্তরের সহিত স্তব-স্তুতি করিয়া গিয়াছেন। * * পুরুষের হৃদয় তো এইরূপ হওয়াই উচিত বটে, চারিদিকে যশঃসৌরভ নিঃসারিত হইতেছে অথচ অভিমান নাই, কেবল গোলাপ ফুলের মত আপনার মনে আপনি হাসিতেছে।

"মাইকেল অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি কখন কখন স্পষ্টই বলিতেন যে, ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা বৎসর না হইলে ভদ্রলোকের কিরূপে চলিতে পারে? আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি, মাইকেলের অনেকটা ধরণ গোল্‌ডস্মিথের সহিত এক হয়। গোল্‌ডস্মিথ কখনই শান্তিভোগ করিতে পারেন নাই। আমোদপ্রিয়তাবিষয়ে মাইকেল তাঁহার অপেক্ষাও অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়। গোল্‌ডস্মিথ উলঙ্গ হইয়া অর্থীকে সর্ব্বস্ব দান করিতেন, আমাদের মাইকেলও এইরূপ ছিলেন। ঘরে খাবার নেই, স্ত্রীপরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হওয়াই ক্লেশকর, অথচ মাইকেলের দানশক্তি কমে না।

"ফলতঃ 'হেসে খেলে নাও রে যাদু মনের সুখে,' এই যে একটি কথা আছে, মাইকেল তাহার

সার্থকতা করিতে চাহিতেন। * * আমরা এ স্থলে ইহাও বলি যে, মাইকেল গোল্‌ডস্মিথের অপেক্ষা উন্নতমনা ছিলেন। যে জনসন্ তাঁহার এত উপকার করিতেন, গোল্‌ডস্মিথ তাঁহারই ঈর্ষা ও নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমাদের মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপকৃত হইয়া চিরকাল তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

* * * *

"আমাদের মাইকেল কবিত্বের সহিত বিচার-শক্তির সংক্রম করিতে পারেন নাই, করিলে তিনি অসাধারণ কবি হইতেন, সন্দেহ নাই।" * * "বিচারশক্তির হীনতাবশতঃ মাইকেলের কবিত্ব-শক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি, উহা তাঁহার কবিত্বের অর্দ্ধেক হানি করিয়াছে।

* * * *

"বিচারশক্তির হীনতাবশতঃ মাইকেল যে সকল অন্যায় কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পরধর্ম্ম অবলম্বন করাকে তৎসমুদয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অপকর্ম্ম বলিতে পারা যায়। ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মেও মাইকেলের কণামাত্র বিশ্বাস ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে কথা এই যে, তাঁহার হৃদয়ের বেগ এইরূপ ছিল যে, স্বধর্ম্মে স্থির হইয়া থাকা তাঁহার মত লোকের একেবারেই অসাধ্য ছিল। আমরা এ কথা কখনই বিশ্বাস করি না যে, মাইকেল বাঙ্গালিত্বের একবারেই বিরোধী ছিলেন। যদি থাকিতেন, তবে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার এতদূর আগ্রহ কখনও দেখিতে পাওয়া যাইত না।

* * * *

"যাহা হউক, দুঃখের বিষয় এই, আমরা মাইকেলের অশৌচগ্রহণ করিতে পারিলাম না, কারণ, ওরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ জাত্যন্তর ও সমাজ-চ্যুত হইতে হইবে। * * হা মাইকেল! তোমার অন্ত্যেষ্টির সময় তোমার নিকটে গিয়া তোমার আত্মীয়গণ রোদন করিতে পারিল না। তুমি পরের মত বিদেশী ও ম্লেচ্ছগণের হস্তে মস্তক প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছ। তুমি কবরে গমন করিবার সময় বিজাতীয়েরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিল, আমরা সজল-নয়নে দূর হইতেই কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম; নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিলেও যাইতে পারিলাম না। হিন্দুধর্ম্মের পারে গমন করিয়া তুমি যেন সমুদ্রপারবর্ত্তী জনের ন্যায় বহু দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলে। যাহা হউক, আমরা তোমার নিমিত্ত গোপনে রোদন করিব, বঙ্গভাষা তোমাকে বহুদিন স্মরণ করিয়া রাখিবেন। তোমার অস্থি কবরে শান্তিলাভ করুক। তুমি জীবনে নানা ক্লেশের অধীন হইয়াছিলে, আমরা তোমার নিমিত্ত অন্তরের সহিত অনুতাপ করি।"

মধুসূদনের কবিত্ব

শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত

বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহাতে একাধিকবার প্রতিভা-পুনঃপ্রদীপ্ত হইয়াছে। য়ুরোপের Renaissanceএর কথায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :—

"আমাদিগেরও এক বার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয় ; তার পর রূপ-সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি, ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্ত্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়।"

ইহার পরবর্ত্তী প্রতিভা-পুনঃ-প্রদীপ্তি ইংরেজী শিক্ষার ফলে। যাঁহারা সেই প্রদীপ্তির প্রতীক, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদিগের অন্যতম—অনেকের গুরু-স্থানীয়। এ কথা বলিবার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের পর যেমন গাণ্ডীবী আর গাণ্ডীব উত্তোলিত করিতে পারেন নাই, তেমনই 'বঙ্গদর্শনের' তিরোভাবের পর বঙ্কিম-মণ্ডলের বহু প্রসিদ্ধ লেখকের রচনায় আর 'বঙ্গদর্শনের' সময়ের সেই ঔজ্জ্বল্য লক্ষিত হয় নাই—ভাষা আর সে ভাস্বতী কিরণমালা বিকীর্ণ করিতে পারে নাই, ভাবের আর সে মৌলিকতা ছিল না। যাঁহারা এই প্রদীপ্তিকালে বাঙ্গালীর স্মরণীয় ও বরণীয়, তাঁহাদিগের মধ্যে মধু "যাঁর মধুধ্বনি"—সেই মধুসূদন দত্তের স্থান কত উচ্চে, তাহা তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। বিখ্যাত কবি হোমারের সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

> "Seven wealthy towns contend for
> Homer dead,
> Through which the living Homer
> begged his bread."

হোমারের মৃত্যুর পর তাঁহার লীলাস্থল বলিয়া সাতটি সমৃদ্ধ নগর আত্মপরিচয় দিতে চাহিয়াছে—আর জীবদ্দশায় হোমার সেই সব নগরের পথে পথেই ভিক্ষা করিয়াছেন।

হোমারের যেমন, সেক্সপীয়রেরও তেমনই—যশ মৃত্যুর বহুকাল পরে লাভ হইয়াছিল। আমাদিগের সৌভাগ্য—মধুসূদনে সে নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সত্য বটে, মধুসূদন দারিদ্র্য-দুঃখের পরিবেষ্টনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন—তাঁহার মৃত্যুর পর বাঙ্গালার যে সব ধনী তাঁহার বন্ধুত্বগৌরব ঘোষণা করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহারা দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মধুসূদনের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়েন নাই—শুনেন নাই মধুসূদন শেষশয্যায় সেক্সপীয়রের রচনা হইতে আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

> "Out, out, brief candle !
> Life's but a walking shadow ; a poor
> player,
> That struts and frets his hour upon
> the stage,
> And then is heard no more : it is a
> tale
> Told by an idiot, full of sound and
> fury
> Signifying nothing."

> "নিবে যা' রে ক্ষীণ দীপ !
> চলচ্ছায়া মানব-জীবন, ক্ষুদ্র অভিনেতা নর,
> ক্ষুদ্র আয়ুষ্কাল ধরি দম্ভে—গর্জ্জে—দুঃখে,
> কাঁদে নিজ রঙ্গভূমে, তার পর নাহি থাকে
> কোন সাড়া ! তাহার কাহিনী নির্ব্বোধের মুখভ্রষ্ট
> কথা, অর্থহীন প্রলাপ-বচন, ভাবহীন
> রসনা-টঙ্কারে পূর্ণ শুধু।"

কিন্তু যাঁহারা জাতির ভাবকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত—যাঁহারা জাতির ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত করেন—আর যিনি ভারতবাসীকে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র দিয়া চিরধন্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট মধুসূদনের

প্রতিভা উপযুক্ত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের মৃত্যুতে 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন :—

"আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সন্দেহ করি না—এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালী জাতির গৌরব হইবে, কেন না, বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে। অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।

"যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য। যশঃ মৃতের পুরস্কার—জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? প্রায় দেখা যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী নহেন। যিনি যশের অপাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী। সক্রেটিস্ এবং যীশুখৃষ্টের দেশীয়েরা তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপরনিকস্, গেলিলীয়, দান্তে প্রভৃতির দুঃখ কে না জানে? আর হেলি, সিওয়ার্ড প্রভৃতি মহাকবি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এ দেশে, আজিও দাশরথি রায়ের একটু যশ আছে। যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।

"বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

"যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত য়ুরোপীয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি? বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব; দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ; কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন। স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কেবলই কি বঙ্গদেশে?

"আমাদের ভরসা আছে, আমরা স্বয়ং নিগুর্ণ হইলেও, রত্নপ্রসবিনীর সন্তান। সকলেই সেই কথা মনে করিয়া, জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না?

"ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—য়ুরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।"

মধুসূদনের কাব্যের ও প্রতিভার সমালোচনা স্বল্পপরিসরে করিবার চেষ্টা করা যায় না। সে চেষ্টা আমরা করিব না। আমরা তাঁহার উদ্দেশে কেবল আমাদিগের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিব। তাঁহার কবিতার কথাই স্মরণ করিব।

তিনি ভিক্টর হিউগোর উদ্দেশে যাহা লিখিয়াছিলেন, আজ তাঁহার কৃত কার্য্যের গৌরবে গৌরবান্বিত তাঁহার স্বদেশীয়রা তাঁহার উদ্দেশে তাহাই বলিতেছে :—

> "অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম র'বে,
> তব জন্মদেশ-বনে, কহিনু তোমারে;
> প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গলি মাটি হ'বে—
> শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে।"

যখন বাঙ্গালা ভাষা নানা কারণে বর্ত্তমান কালোপযোগী পুষ্টি ও শক্তিলাভ করে নাই; আজ যে ভাষা আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে বিকুণ্ঠিত, দ্বিধায় বিচলিত, আবেগে উদ্বেলিত, রোষে বিক্ষুব্ধ, ঘৃণায় সঙ্কুচিত, গর্ব্বে স্ফীত, আশায় সমুজ্জ্বল—সেই ভাষা যখন কেবল তাহার তরুণ সমৃদ্ধি অর্জ্জন করিতেছে, তখন মধুসূদনের আবির্ভাব। তাঁহার সাধনালব্ধ ক্ষমতায় দীর্ঘ রাত্রি ক্ষণকালমধ্যে শেষ হইয়া যায় এবং অমান্ধকারমসীমলিন আকাশ উষার অরুণরাগরঞ্জিত হইয়া নবদিবালোকবিকাশসূচনা করে। ভগীরথের সাধনা যেমন এই পুণ্যভূমির অধিবাসীদিগের উদ্ধারসাধনের কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে—তাঁহার সাধনার ফল তিনি তেমনই তাঁহার দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন—সে জন্য তাঁহাকে :—

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।"

মধুসূদনের নিকট বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা-স্বীকার বহু কবি ও বহু কোবিদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে কবিবর হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন;—

"সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ
বঙ্গের উজ্জল রবি;
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।"

আর নবীনচন্দ্র সেই শোকে সান্ত্বনার সন্ধান করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"যাও তবে কবিবর! কীর্ত্তিরথে চড়ি
বঙ্গ আঁধারিয়া:
যেথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কীর্ত্তিবাস, কালিদাস
রচিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।"
"যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া
কবিতা-ভাণ্ডারে;
অনন্ত কালের তরে গৌড়মন-মধুকরে
পান করি করিবেক যশস্বী তোমারে।"

আর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যিনি যোগ্যতম পাত্র—সেই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের মৃত্যুতে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

ভিক্টর হিউগো বলিয়াছিলেন—লেখনীর শক্তি তরবারের শক্তি অপেক্ষা অধিক। আর বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন:—

"রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকাল কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশ-ভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না? ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল। সেই পথে আবার চল—আবার উন্নত হইবে।"

মধুসূদনের কবিতার—তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার উদ্ভব কোথায়? তাহা জাতীয়তার উৎস হইতে উদ্গত হইয়াছিল।

যখন জ্ঞানান্বেষণের অভিপ্রায়ে তিনি য়ুরোপ-যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তিনি মাতৃপদে অর্ঘ্য-প্রদান করিবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেই মাতার স্নেহময় অঙ্ক ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সে দিনও তাঁহার প্রথম ও শেষ চিন্তা—মা,—যে চিন্ময়ী জননীকে আমরা মৃন্ময়ীরূপে দেখিয়া মা বলিয়া ডাকি—ডাকিয়া শোকে শান্তি ও দুঃখে সুখ পাই—সেই মা। সেই মা—বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহার মূর্ত্তি অপলকনেত্রে দেখিয়া ধ্যান-মগ্ন হইয়া "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন:—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।"

যাঁহার রজনী শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত, যিনি ফুল্ল-কুসুমিতদ্রুমদলশোভিনী, যিনি সুহাসিনী ও সুমধুর-ভাষিণী—যিনি বরদা, যিনি সন্তানের বাহুতে শক্তি ও অন্তরে ভক্তি—সেই মা। দেশত্যাগকালে তাঁহার মনে হইয়াছিল—হয়ত দৈববশে প্রবাসে জীবতারা দেহাকাশ হইতে খসিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহাতে দুঃখ কি—যদি মা মনে রাখেন?—

"কিন্তু যদি রাখ মনে
নাহি, মা, ডরি শমনে—
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,—
লোকে যারে নাহি ভুলে—
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

কিন্তু সে ত সাধনা-সাপেক্ষ। সে সাধনার সিদ্ধি জননীর কৃপা-সাপেক্ষ—

"—কোন্ গুণ আছে যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে।"

কিন্তু মা যে স্নেহময়ী। তাই আশা—

"তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতিজলে
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্তে কি শরদে।"

মা তাঁহার এই সাধক সন্তানকে অমর-বরই দিয়াছিলেন—যত দিন সভ্যতার আলোক প্রলয়ের ফুৎকারে নির্ব্বাপিত না হইবে, তত দিন মধুসূদনের যশ সমুজ্জল থাকিবে।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' যথার্থ ই বলিয়াছিলেন—মধুসূদন কেবল কবি নহেন—তিনি অকৃত্রিম দেশ-সেবকও

বটেন। তাই মধুসূদনের কবিতা জাতীয়তার ভাবে পরিপূর্ণ।

মধুসূদন তাঁহার সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ কবিতাটি রচনা করিয়া গিয়াছিলেন :—

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ; তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে—জননী জাহ্নবী।"

এক জাহ্নবী-তনয়ের কীর্ত্তি-কৌমুদীতে মহাভারত সমুজ্জ্বল ; আর বাঙ্গালার এই জাহ্নবী-তনয়ের কীর্ত্তিতে বাঙ্গালা আজ জ্যোতির্ম্ময়।

২৯শে জুন মধুসূদনের তিরোভাবের দিন। যে দিন আষাঢ়ের আকাশে মেঘমালা—প্রকৃতি বাঙ্গালার কৃতী পুত্রের তিরোভাবে বিষাদ-মলিনা— বর্ষার বাতাসে বাঙ্গালীর দীর্ঘশ্বাসবিকাশ। এই দিনে বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে বলিবেন—যদি বঙ্গদেশে তোমার জন্ম হইয়া থাকে, তবে তুমি মধুসূদনের অক্ষয় কীর্ত্তির উত্তরাধিকারী। যে বাঙ্গালী মহাকবি মাতৃভূমির—শ্যামা জন্মদার—স্নেহময় অঙ্কে মহানিদ্রায় মগ্ন—আজ তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া ধন্য হও—তাঁহার প্রতিভার উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করিয়া স্মরণ কর—তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার কথা। মনে কর—তিনি মাতৃভাষার সেবায় সর্ব্বস্ব-ত্যাগী হইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন,—যে সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীকে বিলাইয়া দিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন!

আজ আমরা তাঁহার উদ্দেশে বলি ; তোমার—

"ধরাদগ্ধ প্রাণ হউক শীতল
মর জনমের হাহা ;
লভ লভ, গুরো, মরণ সম্বল
জীবনে খুঁজিলে যাহা।"

মেঘনাদবধ-কাব্য

—:o:—

প্রথম সর্গ

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি!
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
উর্ম্মিলা-বিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন-কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি!
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?

২। বীরবাহু—রাবণের পুত্র, তিনি অতিশয় যোদ্ধা ছিলেন।

৫—৬। রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি—রাক্ষসবংশ-শ্রেষ্ঠ রাবণ।

৬—৮। কি কৌশলে ইত্যাদি—উর্ম্মিলাবিলাসী লক্ষ্মণ কি কৌশলে রাক্ষসকুলভরসাস্বরূপ বাসববিজয়ী মেঘনাদকে বধ করিয়া বাসবকে নির্ভয় করিলেন।

১১—১৫। যেমতি, মাতঃ ইত্যাদি—পুরাণে লিখিত আছে যে, কবিগুরু বাল্মীকি যৌবনাবস্থায় অতি দুরাচার এবং দুর্বৃত্ত ছিলেন। কোন সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা ঋষিরূপ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভর্ৎসনা করাতে তিনি অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি স্নান করিয়া আপন আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় এক জন ব্যাধ তাঁহার সমক্ষে কামক্রীড়াসক্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বাণাঘাতে বধ করিল। তিনি এতাদৃশ ক্রূরাচরণ দর্শন করিয়া সরোষে এই নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন;—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

ওরে নিষাদ! তুই অকারণে ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিলি, অতএব এই পৃথিবীতে কখনও তুই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবি না।

সেই শুভক্ষণ অবধি ভারতে কবিতার সৃষ্টি হইল। এ স্থলে গ্রন্থকার সরস্বতীর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, তিনি যেমন কামাসক্ত ক্রৌঞ্চের নিধনাবসরে বাল্মীকির রসনাগ্রে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন, তেমনি যেন এ গ্রন্থকারের প্রতিও সানুকম্পা হন। এই কাব্যখানির অনেক স্থল বাল্মীকিকৃত রামায়ণ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, এই হেতু কবি বাল্মীকির ভারতীকে আরাধনা করিতেছেন। ক্রৌঞ্চবধূসহ অর্থাৎ ক্রৌঞ্চবধূসহবাসী।

২—৪। নরাধম আছিল ইত্যাদি—যে নরাধম যৌবনকালে দস্যুবৃত্তিরত ছিল (অর্থাৎ বাল্মীকি), সে এক্ষণে তোমার প্রসাদে অমর হইয়াছে।

৪। মৃত্যুঞ্জয়—অমর। মৃত্যুঞ্জয়—উমাপতি মহেশ্বর।

৫—৬। রত্নাকর—কবিগুরু বাল্মীকির পূর্ব্বনাম। রত্নাকর, সাগর। ৮। হায়, মা ইত্যাদি, আমার

কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক! উর তবে উর, দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত; উরি দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকুট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে! ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে! ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে!
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা,
হর-কোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধররূপে!
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ-মূরতি,
পাণ্ডব-শিবিরদ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী-লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল-বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে পৌরবে?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্বকলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল-তরঙ্গ,
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কতক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমর-বৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,

এমন কি পুণ্য আছে যে, কবিগুরু বাল্মীকির ন্যায় তোমার প্রসাদ লাভ করি।

৩। উর—আবির্ভূত হও। ৬—৭। মধুকরী কল্পনা—রূপক অলঙ্কার। কবিকল্পনাও যেন এক জন দেবী।

১৮। ফণীন্দ্র—বাসুকী। ২০। ঝলি—ঝল ঝল করিয়া।

২৩। ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ। ২৪। রতনসম্ভবা বিভা—রত্নসমূহ হইতে যে আলোকের উৎপত্তি হয়।

১। শূলপাণি—যাহার হস্তে শূল।

৩। কাকলী—দূরস্থিত যন্ত্র-সমূহের একত্রীভূত মৃদুমধুরধ্বনি।

৪। বাঁশরী ইত্যাদি—গোকুল-বিপিনে বাঁশরী-স্বর যেরূপ মনোহর, বায়ু দ্বারা আনীত কাকলী-লহরী তদ্রূপ মনোহর।

১০। তিতিয়া—ভিজাইয়া।

হরিলি এ ধন তুই ? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি ? কে আর রাখিবে
এ বিপুল-কুল-মান এ কাল-সমরে !
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর ! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে ! তা না হ'লে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে ? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ ? হায়, শূর্পনখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল-পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি,
আনিনু এ হৈম-গেহে ? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে !
কুসুম-দাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?"
এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ ; হায় রে, মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।
তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে ;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে।
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে ;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি ;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা দূতপানে চাহি,
আদেশিলা ;—"কহ দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু-বলী ?"
প্রণমি রাজেন্দ্র-পদে করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—"হায়, লঙ্কাপতি !
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী ?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীর-কুঞ্জর অরিদল-মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে !
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে ;
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর !

২৩। দেউটী—প্রদীপ। ২৯। অন্ধরাজ—ধৃতরাষ্ট্র।
৩১। যে দিবস জয়দ্রথ-বধ হয়—দ্রোণপর্ব্ব।
৩২। সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ—মন্ত্রিকুলপ্রধান বিজ্ঞজন।

১। অভ্রভেদী—আকাশভেদী।
৬। অমাত্যপ্রধান—মন্ত্রিকুলশ্রেষ্ঠ।
১১। বৃন্ত—ফুলের বোঁটা। ১৪। কুবলয়—পদ্ম।
১১—১৪। হৃদয়-বৃন্তে ইত্যাদি—মৃণাল হইতে পদ্ম ছিঁড়িয়া লইলে যেরূপ মৃণাল জলে মগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ হৃদয়স্বরূপ বৃন্তে প্রস্ফুটিত পুত্রস্বরূপ কুসুমকে ছিঁড়িয়া লইলে হৃদয় শোকসাগরে মগ্ন হইয়া যায়।
২২। মদকল—মদমত্ত।
২৮। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। পবনপথে—আকাশে।

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে ; বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে
শন্‌শনে! ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী-মনোহর ;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত ;—"কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি!
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্ব্বজন্ম-দোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি। হায়, রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ;—"সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল-ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্‌জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীরচূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!—
হেম-হর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন-মাঝে ;
কমল-আলয় সরঃ ; উৎস রজঃ-ছটা ;
তরুরাজী ; ফুলফল—চক্ষুঃ-বিনোদন,
যুবতী-যৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ ; নানা রাগ রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারু লঙ্কে, তোর পদতলে,
জগৎ-বাসনা তুই সুখের সদন।

১। পশিলা—প্রবেশ করিলেন।
৬। কলম্ব—তীর।
১৮—১৯। সন্দেশবহ—দূত।
২৪। হর্য্যক্ষ—সিংহ।
২৯। ভাতিল—দীপ্তিমান হইল।
৩০। চর্ম্ম—ঢাল।
৩১। কম্বু—শঙ্খ। অম্বুরাশি—সমুদ্র।

৬। পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা—পৃষ্ঠে অস্ত্রের দাগ নাই। আমি সম্মুখ-যুদ্ধ করিয়াছি ; সুতরাং বক্ষঃস্থল ক্ষত হইয়াছে। পলায়ন করি নাই, সুতরাং পৃষ্ঠে অস্ত্রের চিহ্ন নাই।

১৮। দিনমণি অংশুমালী—উভয় শব্দের অর্থ সূর্য্য, কিন্তু এ স্থলে পুনরুক্তি-নিবারণার্থ অংশুমালী বিশেষণ পদ, অর্থ—অংশু অর্থাৎ কিরণজাল যাহার গলদেশে মালাস্বরূপ।

১৯—২০। কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—কাঞ্চন-নির্ম্মিত সৌধ অর্থাৎ অট্টালিকা যে লঙ্কার কিরীট-স্বরূপ হইয়াছে।

দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রিদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা
জাগে রথ, রথী, অশ্ব, গজ, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর-বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিংবা আকাশমণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্বদ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ-দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নববলে বলী ;
কিংবা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ-ফণা—
ত্রিশূল-সদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে !
উত্তর-দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ ! দাশরথি পশ্চিম-দুয়ারে—
হায় রে, বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রহরণে
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
গহন-কাননে যথা ব্যাধদল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমা-সমা ! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে ; কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে ;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে ; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে রক্তস্রোতে।
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে !
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতি পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্র ! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রিদল যন্ত্রদলমাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যমদণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ ; হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষস-নিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে !
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে !
তবু, বৎস, যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে,
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্য্যামী যিনি। আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী ? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব ?
হা পুত্র, হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র-কেশরি !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?"

১৩। কঞ্চুক—সর্পচর্ম্ম।
১৫। অবলেপে—গর্ব্বে।
২৬। ভীমাসমা—চণ্ডীর সদৃশী।

৭—৯। যেরূপ শীর্ষস্বরূপ সুবর্ণচূড়ামণ্ডিত শস্য কৃষকের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ ইত্যাদি। ৩২—৩৪। হিড়িম্বা—রাক্ষসী, ভীমসেনের প্রণয়িনী। গরুড়—গরুড় সদৃশ বলবান্। ঘটোৎকচ—ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র। কালপৃষ্ঠ—কর্ণের ধনুঃ। একাঘ্নী—মহা অস্ত্রবিশেষ। এই অস্ত্র কর্ণ পার্থকে মারিবার হেতু যত্নে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের অনুরোধে ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত করেন।
২২। এ বজ্র-আঘাতে—বজ্রতুল্য পুত্রশোকাঘাতে।

এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ নিচয়,
ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম
প্রশস্ত; বহিছে জনস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধুপানে চাহি ;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জন-বৈরি তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"

এতেক কহিয়া রাজ-রাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি; পাত্র-মিত্র সভাসদ্-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে!
হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদলসাথে
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে,
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কালফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারি-ধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।
চমকিল লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর;
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিল অসি
ভীমরূপী; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে!
কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে;—

৩। মকর—জলজন্তুবিশেষ।
৬। ফণিবর—বাসুকি। ১১। বীরকুলর্ষভ—বীরকুলশ্রেষ্ঠ।
১৪। প্রচেতঃ—হে বরুণ!
১৯। প্রভঞ্জন—পবন।
২০। নিগড়—শৃঙ্খল।
২২। শৃঙ্খলিয়া—শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া।
২৪। বীতংস—মৃগপক্ষীদিগের বন্ধনোপকরণ ফাঁসি।

৮। কিঙ্কিণীর বোল—অলঙ্কারসমূহের শব্দ।
১০। চিত্রাঙ্গদা—রাবণের এক জন মহিষী, বীরবাহুর জননী।
১১। কবরী—কেশপাশ, চুল।
১২। হিমানী—হিমসমূহ।
১৭। সুরসুন্দরী—বিদ্যুৎ। সুরসুন্দরীরূপে—বিদ্যুতের ন্যায়। ২২। আসার—বৃষ্টিধারা। জীমূত-মন্দ্র—মেঘধ্বনি।
২৬। নিষ্কোষিল—নিষ্কোষ করিল অর্থাৎ খাপ হইতে বাহির করিল।

"একটি রতন মোরে দিয়েছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুলমণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবক যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী ;—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে ?
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে !
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তূলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি ;—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হতপুত্রহেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দু-নিভাননে, তিত অশ্রুনীরে ?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য ব'লে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার,—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈম-সিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজকর্ম্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !"
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গিদলে লয়ে
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সু-কনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। "এত দিনে" (কহিলা ভূপতি)
"বীরশূন্য লঙ্কা মম। এ কাল-সমরে
আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান ? যাইব আপনি।
সাজ, হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ !
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি !
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !"

২৩—২৪। হায়, দেবি, ইত্যাদি—যেরূপ বন-দেশে প্রবলতর বায়ু বহিয়া শিমুল-শিম্বী অর্থাৎ তূলার পাবড়ী স্ববলে ফুটায়, তদ্রূপ।

৬। বীরপ্রসূন—বীরকুলকুসুমস্বরূপ। প্রসূ—জননী। সরযূ—অযোধ্যা-দেশের নদীবিশেষ। ইহার আর একটি নাম ঘর্ঘরা।

১৭। কাকোদর—সর্প।

৩৩। অরাবণ ইত্যাদি—হয় ত অদ্য আমি রামকে মারিব, নয় রাম আমাকে মারিবে।

এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে! সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নরত্রাস! বাহিরিল বেগে,
বারী হ'তে (বারিস্রোতঃসম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক-শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল, আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝনঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে!
টলিল কনকলঙ্কা বীর-পদভরে;
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিলা সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি
মধুস্বরে;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া! পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গ-চয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে; কারাগারে রোধিতে সবারে!
হাসিয়া কহিলা দেব;—'অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরী, তরঙ্গিণী বিমল-সলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত—
তা হ'লে পালিব আজ্ঞা'; তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এত ঝড় নহে; কিন্তু ঝড়াকারে

৪। কর্ব্বুরবৃন্দ—রাক্ষসসমূহ।
৫। দেব-দৈত্য-নরত্রাস—দেবতা, দৈত্য, মনুষ্য ইহাদিগের ভয়ের হেতু। ৬। বারী—গজগৃহ।
৭। মন্দুরা—অশ্বালয়। ৯। মুখস্—লাগাম।
১০। ব্রজ—সমুদায়। ১১। শিরস্ক—পাগড়ী।
১১। ভাস্বর,—দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল। পিধান—আচ্ছাদন, আবরণ, (তরবারি পক্ষে) খাপ।
১৪। আয়সী—লৌহ-আবরণ, সাঁজোয়া।
১৫। নিষাদী—মাহুত।
১৬। বজ্রপাণি—ইন্দ্র। সাদী—অশ্বারূঢ়।
১৭। ভিন্দিপাল—অস্ত্রবিশেষ। ১৮। পরশু—কুঠার।
২১। কেতন—ধ্বজা।
২৪। হয়ব্যূহ—অশ্বসমূহ। হেষিল—হ্রেষারব করিল। অশ্বধ্বনির নাম হেষা বা হ্রেষা।

১। কোদণ্ড—ধনুঃ। ৬। বারুণী—বরুণপত্নী।
৮। আরাব—রব, ধ্বনি।
১১। জলেশ পাশী—এ স্থলে উভয় শব্দেরই বরুণার্থ-বাচকতা প্রযুক্ত পুনরুক্তিদোষের সম্ভাবনা। অতএব তন্নিবারণার্থ উভয়ের মধ্যে একটিকে বিশেষ্য অপরটিকে বিশেষণ কল্পনা করিতে হইবে। জলেশ—জলের ঈশ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা। পাশী—পাশ-নামক অস্ত্রধারী। বরুণের অস্ত্রের নাম পাশ।
২৭। কল কল রবে—বারুণীর সখীর নাম মুরলা। মুরলা নদীবিশেষ। সুতরাং তাহার কলকলরবেই উত্তর করা স্বভাব

সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ ;—"সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণ-কমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা-দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজৎ-কান্তিছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বসন্তানিল—চির-অনুচর—
দেবীর কমল-পদ-পরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুমরাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজি যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণ-দীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশি-তেজে!
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা!
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা ; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী।—কহিতে লাগিলা ;—
"কি কারণে হেথা আজি, কহ, লো মুরলে,
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?
রমার আশার বাস হরির উরসে ;—
হেন হরি-হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধ-গুণে!
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী ,—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল সুখে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙ্গা পা-দুখানি ;
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না ;—হায়, লো স্বজনি,
দিন দিন হীনবীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।

২। লাঘবিতে—লাঘব করিতে। ১২। গৃহ—স্বগৃহে। বৈকুণ্ঠধামে। ১৫-১৬। রজৎকান্তিছটা-বিভ্রম, সফরীর (পুঁটিমাছের) শরীরের শোভা দেখিলে বোধ হয়, যেন বিধাতা তাহাকে রজৎ (রূপা) দিয়া গড়িয়াছেন। বিভাবসুরে—সূর্য্যকে। ২৫। ধনদ—কুবের। ৩১। যেমন পূর্ণচন্দ্রের তেজে জোনাকীব্রজ হীনতেজাঃ হয়, তদ্রূপ লক্ষ্মীর রূপের আভায় দীপসমূহ তেজোহীন হইয়া জ্বলিতেছে।

১৭। উরসে—বক্ষঃস্থলে।
২৭। পাশী—পাশ অস্ত্রধারী বরুণ।
৩১। যাদঃপতি—সাগর। রোধঃ—তট। চল—চঞ্চল। উর্ম্মি—তরঙ্গ।
৩৪। অতিকায়—রাবণের পুত্র।

মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি।
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্র-শোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবানিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতিগৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী!"
সুধিলা মুরলা;—"কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব-রমণী;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল, লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধু-বোলে
বাজিল কিঙ্কিণী; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়ন-রঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে!
দেউল-দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগর-তরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কালদণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হেম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবন-মোহিনী
লঙ্কা-বধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার,
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দু-বদনের পানে;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমল-নয়না;—
"হায়, সখি, বীরশূন্য স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী!
মহারথিকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষোদল-পতি,
প্রক্ষেড়নধারী বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারী! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী;—"কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃকুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী সতি, এ কাল-সমরে?"
উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী;—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
বীরবাহু; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে! কহিও তাঁরে, এ কনকপুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।

১৫। দুকূল—পট্টবস্ত্র। ১৭। কাঞ্চী—মেখলা, কটিভূষণ। ২২। চক্রনেমি—চক্রের নেমি অর্থাৎ পরিধি। ২৪। দন্তী—হাতী। দণ্ডধর—যম।
২৪-২৫। দণ্ডধর যথা কালদণ্ড—যম যেরূপ কালদণ্ড আস্ফালন করেন। নিক্কণ—মধুরধ্বনি।
২৮। বাতায়ন—জানালা।
৩২। ত্রিদিব-বিভব—স্বর্গের ঐশ্বর্য্য।

১। স্বরীশ্বর—ইন্দ্র।
৭। মহারথী—অতি শ্রেষ্ঠযোদ্ধা; অস্ত্রশস্ত্র-প্রবীণ যে যোদ্ধা একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন।
১২। প্রক্ষেড়ন—লৌহধনুঃ।
২২। বৈশ্বানর—অগ্নি।

হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু-কুঞ্জবনে!
উতরি জলধি-কূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল অম্বু-রাশি! হেথা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃকুল-লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কতক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথায় বসে চির-রণ-জয়ী
ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়; চারিদিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি।
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণদ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামা-বৃন্দ, শরাসন করে!

৮। প্রাক্তন—অদৃষ্ট।
১১। শিখণ্ডিনী—ময়ূরী। আখণ্ডল-ধনুঃ—ইন্দ্রের ধনুঃ। ইন্দ্রের ধনুতে যে সকল নানাপ্রকার রত্ন-আভা লক্ষিত হয়, সেইরূপ আভাতে ইত্যাদি।
১৩। মঞ্জু—সুন্দর, মনোরম। মুরলার গৌরবর্ণ, নীলবস্ত্র এবং মণিময় স্বর্ণালঙ্কারসকলের একত্রীভূত আভা ইন্দ্রধনুঃ সদৃশ। ২১। বৈজয়ন্তী—ইন্দ্রের পুরী, ইহার আর একটি নাম অমরাবতী।
২২। অলিন্দ—বারান্দা, কানাচ।
২৭। বসন্তানিল—বসন্তকালীন বায়ু।
৩০। শরাসন—ধনুঃ।

দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর, মণিময় ফণী!
উচ্চ-কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ-কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল-কমলে।
তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর
আয়ত লোচনে শর। নবীন যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ব-বিম্বে; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী;
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারিদিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে; কিংবা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে!
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি; বিশদ-বসনা!
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা;—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন, আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশারণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"

১। নিষঙ্গ—তূণ।
৯। শিঞ্জিত—অলঙ্কারধ্বনি।

রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা ;—"হায় ! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি ; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি ; রক্ষঃকুল-
মান, এ কাল-সমরে, রক্ষ চূড়ামণি !"
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে ; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময় ! "ধিক্ মোরে !" কহিলা গম্ভীরে
কুমার ;—"হা ধিক্ মোরে ! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল-মাঝে ?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি ;
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুকুলে।"
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর ; কিংবা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাট-পুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীরচূড়ামণি
বীরদর্পে, হেনকালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-করযুগ (হায় রে যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরুকুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী ;—"কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন-কাননে
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ ! তবে কেন তুমি, গুণনিধি ;
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ ;—"ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া,
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় দেহ, বিধুমুখি !"
উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি !
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘমাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিল জলধি !
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি ;—
বাজিছে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ ;
হেষে অশ্ব ; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী ;
উড়িছে কৌশিক ধ্বজ ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেনকালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিল কর্ব্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা ;—"হে রক্ষঃকুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি !
কিন্তু অনুমতি দেহ ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি ! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে ;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"
আলিঙ্গি কুমারে চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি ;—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস ; তুমি
রাক্ষসকুল-ভরসা। এ কাল-সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারংবার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি,
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু ;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে

১৬। রথীন্দ্রর্ষভ—রথিবরশ্রেষ্ঠ।
১৭। হৈমবতী-সুত—কার্ত্তিকেয়।
১৯। কিরীটী—অর্জ্জুন।
২৩। আশুগতি—বায়ু।
৩১। ব্রততী—লতা।

৮। শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা।
১৫। কাঞ্চন-কঞ্চুক—সোনার সাঁজোয়া।
১৭। কর্ব্বুর—রাক্ষস।
৩০। মেঘবাহন—ইন্দ্র।

তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন ; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুইবার আমি হারানু রাঘবে ;
আর একবার, পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"
কহিল রাক্ষসপতি ;—"কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে ; হায়, দেহ তার, দেখ সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিংবা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে ;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস রাঘবের সাথে!"
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে ; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি!
রক্ষঃ-কুল রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ, রাণি, দেখ ওই ভীম বাম-করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণিগণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র-কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃপতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস ;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে!

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী ;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী ; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে ;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভীবৃন্দ ধায় হম্বা-রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা-দেবী ; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা-মাঝে,

১৮। বন্দী—স্তুতিপাঠক।
২৬—২৭। সুচারু-তারা শর্ব্বরী—সুন্দরতারা-বৃন্দ-মণ্ডিতা রজনী।
২৮। বিলাসী—সৌখীন, ফুলবাবু।

২। হে রাজসুন্দরি—হে রক্ষোরাজধানি লঙ্কে!
৬। রাণি—হে লঙ্কে! ঐ ভীম বামকরে—মেঘনাদের ভীষণ বামকরে।
৮। অখণ্ডল—ইন্দ্র।
৯। পশুপতি—শিব। পাশুপত—শৈব অস্ত্রবিশেষ।
১৩। নৈকষেয়—নিকষার পুত্র রাবণ। বীরধাত্রী—বীরজননী।
১৫। অরিন্দম—শত্রুদমনকারী।

হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইল সুসমীরণ, নন্দন-কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে!
কেহ বা দেব-ওদন, কুঙ্কুম কস্তূরী,
কেশর বহিছে কেহ ; চন্দন কেহ বা ;
সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ!
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা ;—"হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তর করিলা ইন্দ্র ;—"হে বারীন্দ্র-সুতে,
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা-দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা, মা গো! যার প্রতি তুমি
কৃপা করি, কৃপাদৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি। কোন্ পুণ্যফলে
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?"
কহিলেন পুনঃ রমা ;—"বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, লঙ্কা-ধামে।
বহুবিধ রত্নদানে, বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্মদোষে,
মজিছে সবংশে পাপী ; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে দেব! বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হ'তে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে!
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে ; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে ; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব ; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃকুলশ্রেষ্ঠ শূরমণি!"
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা ; আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর-নাদে।
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম ; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিতকুঞ্জে, শুনি পিকবরধ্বনি।
কহিলেন স্বরীশ্বর ;—"এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দম্ভোলি,
বৃত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী ; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্ব্বশুচি-বরে,
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"

৭। বাদিত্র—বাজনা।
১১। শিঞ্জিতে—অলঙ্কারধ্বনিতে।
১৩। ওদন—অন্ন।
২২। পুণ্ডরীকাক্ষ—বিষ্ণু।

৪। বৃত্রবিজয়ি—হে বৃত্রঘ্ন ইন্দ্র।
১৬। বৈনতেয়—বিনতা-নন্দন গরুড়।
১৭। বলজ্যেষ্ঠ—বলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।
২৩। স্বকর্ম্ম—গীতবাদ্যাদি।
২৮। পন্নগ-অশন—সর্পভক্ষক, গরুড়।
৩২। সর্ব্বশুচি—অগ্নি, মেঘনাদের ইষ্টদেব।

কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্র-নন্দিনী ;—
"যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্রশেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও, সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার ; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হ'তে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে!
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা!" এতেক কহিয়া
বিদায় লইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বরপথে সুকেশিনী
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে ;
সোনার প্রতিমা, যথা বিমল সলিলে
ডুবে তলে, জলরাশি উজলি স্বতেজে!
আনিলা মাতলি রথ ; চাহি শচী-পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর-বচনে
একান্তে ;—"চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি ;
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ-কমল-গুণে, শুন, লো ললনে!"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে!
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বরা
আপনি খুলিল দ্বার মধুর-নিনাদে
অমনি! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান ; সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত ;
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে।
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে।
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সু-শ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত-ধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ!
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরীরূপে বসেন ঈশ্বরী,
স্বর্ণাসনে ; ঢুলাইছে চামর বিজয়া ;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে
ভব-ভবনের কবি বর্ণিবে বিভব?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে।
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তিভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা ;—"কহ, দেব, কুশল-বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে?"
করযোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী ;—
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে। কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে!
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতি!
কহিলেন হরিপ্রিয়া, 'কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতি না পারি সহিতে' ;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী

৩। চন্দ্রশেখর—চন্দ্রশিরোভূষণ, শিব।
৯। বিরূপাক্ষ—শিব।
১৬। ত্র্যম্বক—মহাদেব।
১৯। অনম্বর-পথ—আকাশপথ।
২৩। মাতলি—ইন্দ্রসারথি।
৩৩। বাহিরি—বাহির হইয়া।

৪। রাত্রি অধিক হইয়াছে, এই ভাবিয়া
২৮। পরন্তপ—শত্রুপীড়ক।
৩৫। শেষ—বাসুকি।
৩৫। তিনিও আপনি—স্বয়ং লক্ষ্মীও।

আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে অন্নদে !
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুলমণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী,
যুঝিবে যে রণভূমে রাবণির সাথে ?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে !
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি ! তুমি কৃপা না করিলে কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি !"
উত্তরিলা কাত্যায়নী ;—"শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয় ; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি ; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হ'তে ? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"
কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা ;—
"পরম অধর্ম্মচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী ! আপনি, হে নগেন্দ্রনন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি ! দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা হেতু, সুখভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড়-কাননে !
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল
অমূল্য ; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস ? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট ! হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ তৃণ-জ্ঞান করে দেবগণে !
পর-ধন, পরদারলোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর দয়াময়ি ?"
নীরবিলা স্বরীশ্বর ; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর সুস্বরে ;—
"বৈদেহীর দুঃখে দেবি, কার না বিদরে
হৃদয় ? অশোক-বনে বসি দিবানিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে ! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙাচরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে ? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে ;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি !
মরি, মা, সরমে আমি, শুনি লোকমুখে
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে !"
হাসিয়া কহিলা উমা,—"রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু, তুমি—হে মঞ্জুনাশিনি
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃকুল ; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে ?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহাভয়ঙ্কর,
ঘন-ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে ?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম।"
কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন ;—
"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তিদায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ
ত্রিভুবন ; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা ;
হ্রাসো বসুধার ভার ; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির ; বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেনকালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী ; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল-নিক্বণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর-কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি।

৫। কুলিশ—বজ্র।
২৬। হরে দুষ্ট—দুষ্ট রাবণ হরণ করিয়াছে।

৬। দাসীর কলঙ্ক—আমার পতিকে যে ইন্দ্রজিৎ রণে পরাভূত করে, এই আমার কলঙ্ক।
১০। মঞ্জুনাশিনী—সুন্দরী-কুল-গর্ব্বহারিণী।
১১। নিধনে—নাশে।
১৭। বৃষধ্বজ—শিব।
২৪। জগদম্বে—হে জগন্মাতঃ।
২৯। স্তুতিলা—স্তব করিলেন।
৩০। মঙ্গলনিক্বণ—মঙ্গলধ্বনি।

টলিল কনকাসন। বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা ;—"লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে ?
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী ;—"হে নগ-নন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত ঘটে, সু-সিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে!
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ ; তার তারে বিপদে, তারিণি!"
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী ;—
"দেব-দম্পতিরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি!"
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈমগেহে। দেবেন্দ্র বাসবে,
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম-আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা ; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতনরাজি, বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী ; ত্রিলোক মোহিল!
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগিব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা!
প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা ;—"কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে?"
ক্ষণকাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ু তরঙ্গিণী-রূপে, বহিল নিমেষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলীর পরশনে! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ুপথে কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হর-প্রিয়া-পদে!
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা ;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র ; কেমনে
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি?" উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী,—"ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর-বপুঃ, আনি
নানা আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা!"
এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক-মুকুতা-মণি-খচিত ; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী ;
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা-দুখানি চিত্রিলা হরষে

১৮। বিকটশিখর—ভীষণশৃঙ্গ। মহাদেব এই শৃঙ্গোপরি বসিয়া যোগসাধন করেন বলিয়া ইহা যোগাসন নামে বিখ্যাত। কবি এই সর্গের স্থানান্তরে তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন, যথা—

কৈলাসশিখরিশিরে ভীষণশিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে * * *

২৫। তারাকারা—তারাকৃতি অর্থাৎ তারাস্বরূপ।

৪। ভবেশ-ভাবিনী—শিবমোহিনী দুর্গা।
৫। ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব।
৮। বিহারিতেছিলা—বিহার করিতেছিলেন।
১৫। ত্বিষাম্পতি—সূর্য্য। ১৯। সমাধি—ধ্যান। ২৩। পিনাকী—পিনাক নামক ধনুর্দ্ধারী অর্থাৎ শিব। ৩১। কৌষেয়—রঙবিশেষ। রত্ন-সঙ্কলিত-আভা অর্থাৎ যে বস্ত্রে বিবিধ রত্নের আভা আছে।
৩২। লাক্ষারস—আলতা।

চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্রবালা; রসানে মার্জ্জিত
হেমকান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল!
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ-বিকচিত রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়-পানে;—
"ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে!)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে!
কহিলা শৈলেশ-সুতা;—"চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা; চল ত্বরা করি।"
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে;
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে;
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"

আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী;—
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয়-হৃদয়ে,
অনঙ্গ! আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিজ্ঞার কৌশলে!"
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা;—"অভয়দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে;—
কেমনে মন্দির হ'তে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগৎ, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী-মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কান্তি কত মনোহর!" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ-বরণ ঘন, মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে

৭। স্মর-হর-প্রিয়া—শিবপ্রিয়া দুর্গা। স্মর-প্রিয়া—কামপ্রিয়া রতি।

১২। স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি—স্বদেশীয় ভাষা শব্দ।

২৮। মলম্বা—স্বর্ণপত্র। অম্বর—বসন। মলম্বা অম্বরে ইত্যাদি—তাম্র স্বর্ণপত্রস্বরূপ বস্ত্রাবৃত হইলে অর্থাৎ তামার গিল্‌টি করিলে যদি এত শোভা হয়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ কাঞ্চনকান্তি কত মনোহর হইবে। শ্রীপতি বিষ্ণু পুরুষ হইয়া স্ত্রীবেশ ধরিতে যখন এত মনোহর হইয়াছিলেন, তখন তুমি প্রকৃত নারী, তোমাকে এ বেশে দেখিলে লোকের কি দশা না ঘটিবে!

ঢাকিল বদন-শশী ! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি-মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা !
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশুমণ্ডলে !
দ্বিরদ-রদ-নিৰ্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা ! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী ।
কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ-শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উতরিলা গজগতি । অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব-নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে ; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে !
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপৰ্দ্দী তপস্বী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত-নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত !
কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী ;—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি ?
হান তব ফুল-শর ।"—দেবীর আদেশে
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টঙ্কারি,
সম্মোহন-শরে শূল বিঁধিল উমেশে !
শিহরিলা শূলপাণি । নড়িল মস্তকে
জটাজূট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে
ঘোর মড়-মড় রবে নড়ে ভূকম্পনে ।
অধীর হইলা প্রভু ! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে !
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরি-কিশোর-ত্রাসে কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর-নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল-তেজে !
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি ।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা ।
মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি,—"কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া জয়া ?"—হাসি উত্তরিল
সুচারু-হাসিনী উমা ;—"এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা-দুখানি ! যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরীসহ সে কি যায় পতি-পাশে ?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার !" আদরে ঈশান,
ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে । অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে,
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইলা ধাইয়া ;
বহিল মলয়বায়ু ; গাইল কোকিল ;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে !) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শরজাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী !
লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু !
মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব ;—"জানি আমি, দেবী,
তোমার মনের কথা, বাসব কি হেতু

৯ । কণ্টকময় মৃণাল ইত্যাদি—অগ্রে দুর্গা নলিনী-স্বরূপ, পশ্চাতে মদন কণ্টকময় মৃণাল। তূণস্থ শরসকল কণ্টকস্বরূপ ।

১৬ । শান্তিদেবী আসিলে যেমন সমুদ্র স্থির-ভাব ধরেন ।

১৮ । কপৰ্দ্দী—মহাদেব ।

৩০ । চিত্রভানু—অগ্নি ।

১ । কেশরি-কিশোর ইত্যাদি ;—মেঘের গর্জ্জনে এবং বিদ্যুদগ্নিতে ভীত হইয়া যেমন কেশরি-কিশোর অর্থাৎ সিংহশাবক সিংহীর ক্রোড়দেশে প্রবেশ করে, সেইরূপ শিবের ললাটস্থ অগ্নির গর্জনে ও তেজে ভীত হইয়া মদন ভগবতীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় লইলেন ।

২৯-৩০ । চন্দ্রচূড়কে কামমদে মত্ত দেখিয়া ললাটস্থ চন্দ্র লজ্জায় মলিন হইলেন। অগ্নিও ভস্মাবৃত হইয়া রহিলেন ।

শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে ;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ?
পরম ভকত মম নিকষা-নন্দন ;
কিন্তু নিজ কর্ম্মফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি ! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র-সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে !”
চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন-পানে ! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা ! পতির বিহনে !
হেনকালে মধু-সখা উতরিলা তথা,
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুকাইল অশ্রু-বিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্ত-কালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয় ভাষে ;—“বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন !
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে ?
বামদেব নামে, নাথ, সদা কাঁপি আমি
স্মরি পূর্ব্বকথা যত ! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি ! যেয়ো না গো আর তার কাছে
মোর কিরে প্রাণেশ্বর !” সুমধুর হাসে,
উত্তরিলা পঞ্চশর ;—“ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি ?
চল এবে যাই যথা দেব-কুলপতি।”
সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুত-গতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর-নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘ-দলে।
কতক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথবরে,
সুরকুল-রথিবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা, দেব, কে পারে বর্ণিতে ?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত-
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা ;—“আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি !”
আশীষি সুধিলা দেবী ;—“কহ, কি কারণে
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন ?”
উত্তরিলা দেবপতি ;—“শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি ? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।”
ক্ষণকাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে ;—
“দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি

৯ তারে—ইন্দ্রকে।

১৪-১৫। ঘন রাশি রাশি ইত্যাদি—স্বর্ণবর্ণ মেঘ-পুঞ্জ সুরভিবায়ুস্বরূপ নিশ্বাস ত্যাগ এবং নানাপ্রকার সুগন্ধ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া দেবদম্পতিকে বেষ্টিত করিল।

১৬। প্রসূনাসার—পুষ্পবৃষ্টি।

২৮। ভানু—সূর্য্য।

১। বামদেব—মহাদেব।

৫। পঞ্চশর—পঞ্চবান অর্থাৎ কন্দর্প।

৬। ভাস্কর-কর—সূর্য্যকিরণ।

৮। বাসব—ইন্দ্র। ১২। বাজী—ঘোড়া।

১৫। সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র।

১৯। সৌর-খরতর-কর-জাল ইত্যাদি—সূর্য্যের করজাল নির্ম্মিত ; অর্থাৎ অতীব উজ্জ্বল।

২৭। সৌমিত্রি—সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ।

সমরে ; কৃত্তিকা-কুলবল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে ; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত ; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর-ফণি-পূর্ণ নাগ-লোক যথা !
ওই দেখ ধনুঃ, দেব !" কহিলা হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী ;—
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময় ! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে !
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর !
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?"
"শুন, দেব," (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)—
"ওই সব অস্ত্র-বলে, নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্র-বলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়-যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল নিধি !
ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে পদ্ম-কর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্র-কেশরী
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে।"
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।
বসি দেব সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে ;—
"যতনে লইয়া অস্ত্র যাও, মহাবলি,
স্বর্ণ-লঙ্কাধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার ; পার্ব্বতী আপনি
হরপ্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও, সুমতি !
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথিবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কাপুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে ; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে ; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা ;
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।"
প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা ;—"প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাড়ি,
কারাবদ্ধ বায়ুদলে, লহ মেঘদলে ;
দ্বন্দ্ব ক্ষণকাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে !" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙ্গিলে শৃঙ্খল লম্ফি কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরিগর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে ; গিরি (দেখিলা) নড়িছে
অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে

১। কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী—কার্ত্তিকেয়।
৪। বৃষভধ্বজ—শিব।
৫। ফলক—ঢাল।
৭। সুনাসীর—হে ইন্দ্র !
২৮। পূর্ব্বাশার—পূর্ব্বদিকের।
৩০। ইন্দ্রজিত-ত্রাসহীন করিবে—কেন না, লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করিবে।
১৯। চপলা—চঞ্চলা অর্থাৎ বিদ্যুৎ।
২০। দম্ভোলি—বজ্র। ২৩। প্রভঞ্জন—বায়ু।
৩৩। অন্তরিত পরাক্রমে—কেন না, পরাক্রমী বায়ুদল তাহার অন্তরে অর্থাৎ গর্ভদেশে আবদ্ধ রহিয়াছে।

যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল। কাঁপিল মহী; গর্জ্জিল জলধি!
তুঙ্গ শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণ-রঙ্গে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত; হাসিল
ক্ষণপ্রভা; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড় মড়ে; মহাঝড় বহিল আকাশে;
বর্ষিল আষাঢ় যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়-তড়-তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির-মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল-ঝল-ঝলে!
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী? দৈব বিভা ধাঁধিল নয়নে,
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া দেব-দূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা;—"হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা, রূপে?—কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব, হায়!" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে;—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন, দাশরথি;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে; গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে;
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ, নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি!
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!"
কহিলা রঘুনন্দন;—"আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে!
অজ্ঞ নর আমি; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"
হাসিয়া কহিলা দূত;—"শুন, রঘুমণি,—
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র-আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!"
প্রণমিলা রামচন্দ্র; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড়; শান্তিলা জলধি;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।

৩। তুঙ্গ শৃঙ্গধরাকারে—উচ্চ পর্ব্বতাকারে। তরঙ্গ-আবলী—ঢেউ-সমূহ। ৫। মন্দ্র—গম্ভীর শব্দ। জীমূত—মেঘ।

৬। ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।

১২। বৃষ্টিল শিলা—শিলাবৃষ্টি হইল।

১৮। সারসন—কট্যাভরণ অর্থাৎ কোমরবন্ধ।

২১। সৌর কিরীট—সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল মুকুট।

২৫। হে ত্রিদিববাসি ইত্যাদি—হে স্বর্গবাসি, আপনি যে এক জন স্বর্গীয় পুরুষ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কেন না, স্বর্গ ব্যতীত আর কোন্ স্থলে লোকের এরূপ মহিমা এবং রূপের সম্ভব আছে?

১১। আবির্ভাবি—আবির্ভূত হইয়া।

২৪। বলি—পূজোপহার।

৩১—৩৩। তরল সলিলে ইত্যাদি—রজোময় কৌমুদিনী অর্থাৎ রৌপ্যপ্রভা চন্দ্রিকা পুনঃ তরল সলিলে অর্থাৎ চঞ্চল জলে দেহ আবগাহে—অবগাহন করিতে লাগিল অর্থাৎ মেঘমুক্ত চন্দ্রের কিরণ-জাল পুনঃ জলস্থলে শোভমান হইল।

আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীর-মদে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রু-আঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জবনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজ-বালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য-নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা। কভু বা উঠি উচ্চ গৃহ-চূড়ে,
একদৃষ্টে চাহে বামা দূর-লঙ্কাপানে,
অবিরল চক্ষুঃজল মুছিয়া আঁচলে !—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীতধ্বনি। চারিদিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে !
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী ?
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কলস্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি, কহিতে লাগিলা ;—
"ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি ! কোথায়, সখি, রক্ষঃকুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে ?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো, আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা ;—"কেমনে কহিব,
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি ?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি !
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি ? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে ? আইস মোরা যাই কুঞ্জবনে।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে, বিজয়ী রথচূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।"
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে ; গাইছে ভ্রমরী ;
কুহরিছে পিকবর, কুসুম ফুটিছে ;
শোভিছে আনন্দময়ী বন-রাজি-ভালে
(মণিময় সিঁথীরূপে) জোনাকীর পাঁতি ;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।

১। শিবা—শৃগালী।
২। শবাহারী—মৃতদেহভক্ষক।
৪। পতিবিরহে ইত্যাদি—প্রথম সর্গে মেঘনাদ প্রমীলার নিকট বিদায় লইয়া লঙ্কায় গমন করেন এবং রক্ষোরাজ কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না ; প্রমীলা পতির বিরহে উতলা হইয়া উঠিলেন।

২। ভীম প্রহরণ—ভয়ানক অস্ত্র।
৫। ব্যাজ—বিলম্ব। ৮। বসন্তসখা—কোকিল।
৯। বিলম্বেন—বিলম্ব করেন।
১০। সীমন্তিনি—হে রমণী।
১৭। দাম—মালা। ২০। কৌমুদী—জ্যোৎস্না।
২৪। পাঁতি—শ্রেণী।
২৫। মর্ম্মরিছে—মর্ম্মর শব্দ করিতেছে।

কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে ?
কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে ;—
"তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশাকালে,
ভানুপ্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা !
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে !
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে !
যে রবির ছবি-পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি !
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে ?"
অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী ;—"এই তো তুলিনু
ফুলরাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা ; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে !
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।"
কহিলা বাসন্তী সখী,—"কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি ! অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে !
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।"
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী ;—
"কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?"
এতেক কহিয়া সতী গজপতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলা
নারীদেশে ; দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসি-রাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে ; ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী ;
মন্দুরায় হেষে অশ্ব, উর্দ্ধকর্ণে শুনি
নূপুরের ঝনুঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল-ফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর-নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে ! রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিল অমনি ;—
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।
নৃ-মুণ্ডমালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী।
অশ্বপার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝনুঝনি।
নাচিল শীর্ষক-চূড়া ; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল। হেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানবদলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি !
বাজিল সমর-বাদ্য ; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।

১। কত যে ইত্যাদি—প্রমীলা শিশিরস্বরূপ অশ্রুবিন্দু দ্বারা অনেক ফুলদলকে মুক্তিল অর্থাৎ যেন মুক্তাফল দিয়া অলঙ্কৃত করিল। ৩। সূর্য্যমুখী—পুষ্পবিশেষ। ৪। মিহির—সূর্য্য। ১২-১৩। আর কি পাইব ইত্যাদি—সূর্য্যমুখি, যেমন নিশা প্রভাত হইলে তুই তোর প্রাণনাথ সূর্য্যকে পাইবি, আমি কি আর আমার প্রাণনাথকে পাইব ?
২৩। চমূ—সৈন্য।

১১। কার্ম্মুক—ধনুঃ।
১২। ফলক—ঢাল।
১৩। কঞ্চুক—বর্ম্ম, সাঁজোয়া।
১৭। শ্রবণ—কর্ণ। বিদরি—বিদীর্ণ করিয়া।
১৯। কন্দর—পর্ব্বতগহ্বর।
২৪। অলিন্দ—বারান্দা।
২৭। শীর্ষক—শিরোভূষণ। ৩৩। দিবে—স্বর্গে।

রোষে লাজ-ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!
ঝক্‌ঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্ত্তুল
যথা রম্ভা-বন-আভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরশাণ অসি; দীর্ঘ শূল করে;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা-আভরণ!—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিংবা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মদ বীর-মদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা!
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে;—"লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে!
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে রাঘবের হেরি বীর-পণা।
দেখিব, যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটীবনে;
দেখিব, লক্ষ্মণ শূরে; নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে!
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল পড়িল অরি-মাঝে!"
নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনী-যূথ যথা—মত্ত মধু-কালে!
যথা বায়ু-সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল-চৌদিকে;—
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা? অগ্নি-শিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে!
কতক্ষণে উতরিলা পশ্চিম-দুয়ারে
বিধুমুখী। একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ, বন-হস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত!
পবন-নন্দন হনূ ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা;—
"কে তোরা এ নিশাকালে আইলি মরিতে?
জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে!
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।

১১। বর্ত্তুল—গোল।

১৩। খরশাণ—তীক্ষ্ণ।

২০। বামী—অশ্বস্ত্রী। বড়বা শব্দেরও ঐ অর্থ; কিন্তু এ স্থলে প্রমীলার ঘোড়ার নাম। বাড়বাগ্নিশিখা সদৃশ তেজস্বিনী।

২১। কাদম্বিনী—মেঘমালা। ৩৩। দ্বিষৎ-শোণিত-নদে ইত্যাদি—রিপুকুল-রক্ত-সৃষ্ট নদে।

১৩। বায়ু-সখা—বায়ুরূপ সখা।

২৬। পশ্চিম দ্বারে রামচন্দ্র আপনি ছিলেন।—
"দাশরথি পশ্চিম-দুয়ারে"
—প্রথম সর্গ।

২৯। ভীষণ-দর্শন—ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি।

কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি, দুর্ম্মতি ?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়াবল আমি টুটি বাহু-বলে ;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী !)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে ;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,
বর্ব্বর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী !
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ, সিংহী কি বিবাদে ?
দিনু ছাড়ি ; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি !
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর ; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী !
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে ?"
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনূ, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভাসম বিভা খেলিছে কিরীটে ;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি !
বিস্ময় মানিয়া হনূ ভাবে মনে মনে ;—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর-খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশাকালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোকবনে (হায়, শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে ;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে !
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী !"
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন-স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে ;—
"বন্দী সম শিলাবন্ধে বান্ধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর ; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?
নির্ভয়-হৃদয়ে কহ ; হনূমান্ আমি
রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ;
কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"
উত্তর করিলা সতী ;—হায় রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনূর কানে বীণা-বাণী যথা
মধুমাখা !—"রঘুবর পতি-বৈরী মম ;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?
অবলা, কুলের বালা আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি এই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে,
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বরা করি।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী-
আকৃতি, পশিলা দর্পে অরি-দল মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা পক্ষবতী তরী,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী !
আগে আগে চলে হনূ পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীর-বৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে ! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। এক দৃষ্টে চাহে বীর যত।
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটিদেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব্বজনে কটাক্ষের শরে।

১৯। পাবনি—পবনপুত্র।

২৮। পক্ষবতী—পক্ষবিশিষ্ট। তরীর পক্ষে পাল।

তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক-কলাপময়, নাচে কুতূহলে;
ধকধকে রত্নাবলী কুচযুগ-মাঝে
পীবর! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে!
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরি-শৃঙ্গ-মাঝে!
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি;
কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সম-তেজঃ, ভৈরব-মূরতি।
দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জন-রাগে, কুসুম-অঞ্জলি
আবৃত; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে;
সারি সারি চারিদিকে জ্বলিছে দেউটী।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র-পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ; চর্ম্ম-বর কেহ,
সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ; তূণীর কেহ বা,
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি! আপনি সুমতি
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব;
"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহুবলে; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে!
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই, নোয়াইবে এরে?"
সহসা নাদিল ঠাট; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি-পানে চাহি কহিলা কেশরী;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির-বাহিরে।
নিশীথে কি উষা আসি উত্তরিলা হেথা?"

বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
"ভৈরবী-রূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া!
মায়াময় লঙ্কাধাম; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে;
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!"
হেনকালে হনূ সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলিপুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি একতানে!)
কহিলা;—"প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে;—নৃ-মুণ্ড-মালিনী
নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" অশীষিয়া বীর দাশরথি
সুধিলা;—"কি হেতু, দূতি! গতি হেথা তব?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ভীমারূপী;—"বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে;
নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে!
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে;
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র! রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর; নহে চর্ম্ম, অসি,
কিম্বা গদা; মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত!
যথা রুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ-পালে!"
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশির-মণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে!
উত্তরিলা রঘুপতি;—"শুন, সুকেশিনি!

৩। কুচ-যুগ-মাঝে পীবর—পীবর অর্থাৎ স্থূল কুচ-যুগ-মাঝে। ৯। গিরিশৃঙ্গসদৃশ বীরদলের মধ্যে উষাসদৃশী। ১৫। রঞ্জন-রাগে—রক্তচন্দনের রক্তিমায়। রাম দেবাস্ত্র-সকল পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়াছেন।
২৪। পিনাক—শিবধনুঃ। ৩২। নিশীথে কি উষা ইত্যাদি—প্রমীলার দূতী উষাসদৃশী তেজস্বিনী। বিভীষণ দূতীকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—অর্দ্ধরাত্রে কি উষা আসিলেন?

২৪। ভয়ঙ্করী—চিত্রবাঘিনীর বিশেষণ।

বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘু-রাজ-কুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে !
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী !
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে ;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি !"
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে ;—
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি ! অতি সাবধানে,
শিষ্ট-আচরণে তুষ্ট করি বামা-দলে।"
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ ;—"দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি ! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক !
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি ?" কহিলা রাঘব ;—
"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি !
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে ;
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে ! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।

সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী !
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা ;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী ;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরিচূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায়ে দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দল !
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে
হৈমময় ; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী-দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত ! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে !
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা !
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহুঃ হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে ! সিংহপৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী ;
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে !
ধীরে ধীরে, বৈরিদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী ; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি ;
আস্ফালিলা শূলে কেহ ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিট্‌কারি ; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী !

৬—৭। রঘুরাজ-কুলে বীরেশ্বর—রঘু দিগ্বিজয়ী ছিলেন। আমি বীরকুলোদ্ভব, অতএব সর্ব্বত্রই আমা কর্ত্তৃক বীরবীর্য্য সম্মানিত হইয়া থাকে। ৩৪। সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে—মেঘসমূহকে সুবর্ণান্বিত করিয়া।

৪। আস্কন্দিতে—এক প্রকার অশ্বগতি অথবা নৃত্যে। ১৬। শূলপাণি বীরাঙ্গনা—যে সকল বীরাঙ্গনার হস্তে শূল অস্ত্র আছে। ২১-২২। প্রমীলার প্রতি যে দৃষ্টিপাত করিতেছে, সেই তৎক্ষণাৎ কাম-মদে মুগ্ধ হইতেছে। ২৪। খগেন্দ্র—পক্ষিরাজ অর্থাৎ গরুড়। রমা—লক্ষ্মী। উপেন্দ্র—বিষ্ণু।
২৯। উলঙ্গিলা অসি—অসি নিষ্কোষিত করিলেন অর্থাৎ অসির খাপ খুলিলেন।

লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব ;—
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয় ! কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে !
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি ?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রক্ষোত্তম !
না পারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বক্ষো না আমারে।
চিত্ররথ-রথি-মুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়াদেবী দাসের সহায়ে ;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে ? কহ, বুধ, কার এ ছলনা ?"
উত্তরিলা বিভীষণ ;—"নিশার স্বপন
নহে এ বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে ! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে ? দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে !
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল-হস্তী ! যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি ! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক !
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"
কহিলেন রঘুপতি ;—"সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথিশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে !
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে ! কিন্তু শুভক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে !
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি ?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;
কে রাখে এ মৃগ-পালে ? দেখ হে চাহিয়া,
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু ! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলা ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।
ভেবে দেখ মনে, শূর, কালসর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে ;
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক-লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।"
কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া,
ভ্রাতৃপদে ;—"কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি ? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে ?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে জয় লভে ?
অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুল-পতি ;
তার পাপে হত-বল হবে রণভূমে
মেঘনাদ ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুররথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে ?"
উত্তরিলা বিভীষণ ;—"সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর ! যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায় রক্ষঃ-কুল-পতি !
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ, কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী ;

৮। প্রপঞ্চ—বিস্তার, বিবরণ। ১৯। হর্য্যক্ষ—সিংহ। ২১। দিগম্বরী যথা দিগম্বরে—কালী যেরূপ শিবকে পদতলে রাখিয়াছেন, প্রমীলা আপন পতিকেও সেইরূপ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে।

২৭—২৮। যমুনার সুবাসিত জলে ইত্যাদি—যমুনার সুগন্ধ জলস্বরূপ প্রমীলার প্রেমসাগরে কাল-ফণিস্বরূপ ইন্দ্রজিৎ মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

৭—৮। একে আমি বিপৎসাগরে মগ্ন, তাহাতে আবার সেই সাগরে হলাহল জলিতে আরম্ভ করিল, অর্থাৎ আমার বিপদ্ বাড়িয়া উঠিল।

১১—১২। কালসর্প তেজে ইত্যাদি—তোমার অগ্রজ রাবণ তেজোগুণে কালসর্প সদৃশ।

নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী
রণ-প্রিয়া। কালসিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন্, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে!
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।"
কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে;—
"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে;
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলী;
কোথা বা সুগ্রীব মিতা? এ পশ্চিম-দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ-হাতে!"
"যে আজ্ঞা" বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
উর্ম্মিলা-বিলাসী শূরে। সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিংবা ত্বিষাম্পতি সহ ইন্দু সুধানিধি।
লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিংবা করি-যূথযথা
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষ্বেড়নকরে;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদা-ধারী;
ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত! হেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে;
দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আস্ফালিল;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে;
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয়-গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে। আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী;—
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ্ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়কা ধরি হড় হড় হড়ে!
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইল ধাইয়া
পৌরজন; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি,
বরষি কুসুমাসারে; যন্ত্রধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা,
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী; হেষি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ; ঝনঝনিল কৃপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কতক্ষণে বামা
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ কহিলা কৌতুকে;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে, চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!"—হাসি, কহিলা ললনা;—
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে!
অবহেলি শরানলে; বিরহ-অনলে,
(দুরূহ) ডরাই সদা; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যাঁরে চাহে, তাঁর কাছে।
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীরভূষণে; পরিলা দুকূলে।

১। (দ্বিতীয়) নৃ-মুণ্ড-মালিনী—চণ্ডী।
১৭। তারক-সূদন—কার্ত্তিকেয়।
১৮। ত্বিষাম্পতি—সূর্য্য। ইন্দু—চন্দ্র।
২৩। রোষে—রোষ করিয়া উঠিল।
২৭। কৌন্তিক—কুন্তধারী যোধদল। কুন্ত—শূলবিশেষ।
২৮। নারাচ—এক প্রকার লৌহময় বাণবিশেষ।

৫। সুন্দরী—প্রমীলা।
১৫। কৃপাণ—তরবারি। পিধানে—কোষে, খাপে।
২১। মণিহারা ফণী ইত্যাদি—যেমন মণিহারা ফণী মণি পাইলে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ প্রমীলাও পতি-সমাগমে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।
২৯। বিরহ-অনলে (দুরূহ)—দুরূহ বিরহানলে।

রতনময় আঁচল, আঁটিয়া, কাঁচলি
পীন-স্তনী; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সীঁথি,
অলকে মণির আভা, কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়ামণি
মেঘনাদ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতি।
গাইল গায়কদল; নাচিল নর্ত্তকী;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখী; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি।
বহিল বসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে!
পূরব-দুয়ারে নীল, ভৈরবমূরতি;
বৃথা নিদ্রাদেবী তথা সাধিছেন তারে।
দক্ষিণ-দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূলপাণি কৈলাস-শিখরে।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্রমণ্ডলমাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।
চারি দ্বারে বীর-ব্যূহ জাগে; যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যূহ,
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে;—"লঙ্কাপানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি! বীরবেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে!
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে?
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্য-যুগে। ওই শুন ভয়ঙ্কর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে!
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে!"
উত্তরে বিজয়া সখী—"সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি! হেন রূপ কার নর-লোকে?
জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি?
একাকী জগৎ-জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ!
কেমনে রক্ষিবে রামে, কহ, কাত্যায়নি?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?"
ক্ষণকাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী;—
"মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি,
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে;
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষণ শূর নাশিবে সংগ্রামে

২। পীনস্তনী—স্থূলপয়োধরা। শ্রোণিদেশে—নিতম্বে।

১১। ভুলি নিজ দুঃখ ইত্যাদি—গায়কদল এরূপ সুমধুর স্বরে গীত আরম্ভ করিল যে, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিসকলও স্ব স্ব দুঃখ, অর্থাৎ তাহারা যে পিঞ্জর-স্বরূপ কারাবদ্ধ, এই বিষম দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গীতরঙ্গে মত্ত হইল।

২৪। হরি—সিংহ।

১। তৃণজীবী জীবে—যে জীবসমূহ তৃণাহারে জীবন ধারণ করে।

মেঘনাদে! পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে ; শিবের সেবা করিবে রাবণি ;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।"
এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে ;
লভিলা কৈলাসবাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম ; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা,
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে সমাগমো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর-তীর্থ-দরশনে!
তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্ত্তৃহরি, সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী ;
মুরারি-মুরলীধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর ; কীর্ত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার! হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।
ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক ; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!

৩। দীপি—উজ্জ্বল হইয়া।
৪। সুখধাম—কৈলাসপুরী।
৫। কীর্ত্তিবাস—যাহাতে কীর্ত্তি সর্ব্বদা বসতি করে, অর্থাৎ যিনি পরম যশস্বী। কীর্ত্তিবাস—কবি কীর্ত্তিবাস, (কৃত্তিবাস) যিনি ভাষা রামায়ণ রচনা করেন।

৫। কবিগুরু—কবিকুলপ্রধান, বাল্মীকি।
৭—৮। তব অনুগামী দাস ইত্যাদি—যেমন কোন দরিদ্র জন কোন প্রতাপশালী রাজার সমভিব্যাহারে দূরতীর্থ (যে তীর্থস্থলে সে একাকী গমনে অক্ষম) দর্শন করিতে যায়, তেমনি আমিও যশোমন্দিরস্বরূপ তীর্থে তোমার অনুসরণ করিতেছি।
৯। তব পদচিহ্ন ধ্যান করি ইত্যাদি—হে কবিগুরু, তোমার পদ-চিহ্ন ধ্যান অর্থাৎ নিরীক্ষণ করিয়া কত যাত্রী, এ ভবমণ্ডলকে যিনি সর্ব্বদা দমন করেন, এমন যে যমরাজ, তাঁহাকে দমন করিয়া অর্থাৎ অমর হইয়া যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ অনেক কবি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বহুবিধ কাব্যরচনায় চিরস্থায়ী যশোলাভ করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি—ভট্টি-কাব্যের গ্রন্থকার। সূরী—পণ্ডিত, বিদ্বান্। ভবভূতি—বীরচরিতাদি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৩। ভারতে খ্যাত রঘুবংশরচয়িতা কালিদাস, যিনি ভারতে ভারতীর অর্থাৎ সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত।
১৫। মুরারি—শ্রীকৃষ্ণ। মুরলী—বংশী। (দ্বিতীয়) মুরারি—অনর্ঘরাঘব কাব্যের গ্রন্থকার। মুরারি-মুরলীধ্বনি-সদৃশ-মুরারি-মনোহর—শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিস্বরূপ মুরারির রচনা মনোহর।

৬—৭। হে পিতঃ! কেমনে ইত্যাদি—হে কবিগুরু! যদি তুমি আমাকে না শিখাও, তাহা হইলে মহাকবিদিগের সহিত আমি কি প্রকারে কবিতা-সরোবরে কেলি করি ?
১৪। ভাসিছে ইত্যাদি—বীরবর ইন্দ্রজিৎ এবং প্রমীলা সুন্দরীর সমাগমে লঙ্কাপুরবাসী জনসমূহ আনন্দে মগ্ন হইয়াছে।
১৫। সুবর্ণ-দীপ-মালিনী—সুবর্ণদীপাবলী যাহার মালা-স্বরূপ হইয়া জ্বলিতেছে।
১৮। কেলিছে—কেলি করিতেছে।

কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে ;
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে ;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতি ;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী ।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী । জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর-প্রার্থনে !—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে ; মারিবে লক্ষ্মণে ;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরি-দলে সিন্ধু-পারে ; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু ; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে ।" আশা, মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে ?
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার-কুটীরে
নীরবে ! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর-বনে !
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত-মণি :
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে !
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা !—নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে ; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী !
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে ।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে !
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেনকালে তথা,
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে ; সরমা-সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে !
কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর স্বরে ;—"দুরন্ত চেড়ীরা
তোমারে ছাড়িয়া দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা-দুখানি । আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা । এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি !
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারা-রত্ন যথা !
দিয়া ফোঁটা, পদধূলি লইলা সরমা ।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু ; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে ।"

---

১ । সুরতে—কামক্রীড়ায় । শীধু—মদ্য ।

৫ । যথা মহোৎসবে ইত্যাদি—যেরূপ কোন পুরে পুরবাসী জনগণ মহোৎসবে মত্ত হইলে, হইয়া থাকে ।

১৫—১৬ । রাহুরূপ রামের সৈন্য চন্দ্ররূপ কনক-লঙ্কাকে ত্যাগ করিয়া দূরীভূত হইবে ।

১৬ । আশা মায়াবিনী ইত্যাদি—পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে অর্থাৎ সর্ব্বত্র সকলকেই এই কথা কহিতেছে যে, ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে মারিবে ইত্যাদি । ২১ । রাঘব-বাঞ্ছা—সীতা দেবী ।

২৬—২৯ । হায় রে, যেমতি ইত্যাদি—যে খনিগর্ভে সৌর-কর-রাশি অর্থাৎ সূর্য্য-কিরণপুঞ্জ প্রবেশ করিতে অক্ষম, সে খনিগর্ভে সূর্য্যকান্তমণি যেরূপ আভাহীন ইত্যাদি । রমা—লক্ষ্মী । অম্বু-রাশি—সাগর ।

৭ । বীচি-রবে—তরঙ্গ-শব্দে ।

৮ । এ দুঃখ-কাহিনী—সীতার দুঃখবার্ত্তা । (পাঠান্তরে "এ দুঃখ-বারতা")

১১ । ও অপূর্ব্ব রূপে !—সীতার অপূর্ব্ব রূপে ।

২৯ । সীমন্তে—সীঁথিতে ।

এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে ; আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী ;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে !
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে ?"
কহিলা সরমা ;—"দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে !
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী,
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর ? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে ?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী আদরে সম্ভাষি
সরমারে ;—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি ! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ-বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল-মূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ; কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে !
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ ! রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি !
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগা'ত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক গীতে
খোলে আঁখি ? শিখী সহ শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্ত্তক-নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।
সরসী আরসি মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল রতন-সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে !
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা-দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়ন-মণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ

৯—১০। সেই সেতু—অলঙ্কারনিক্ষেপরূপ সেতু অর্থাৎ আমার অলঙ্কার সকল পথে দেখিয়া প্রভু আমার তত্ত্ব পাইয়াছেন।

৯। মধু—বসন্তকাল। ১২। বৈতালিক—স্তুতিপাঠক।

১৬। করভ—হস্তিশাবক।

১৮। চিত্রিত—নানাবর্ণিত।

৩০—৩১। আশার সরসে রাজীব—আশারূপ সরোবরে পদ্মস্বরূপ অর্থাৎ চিরবাঞ্ছনীয়।

সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?—
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে।"
উত্তরিলা প্রিয়ংবদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা !) "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীরে অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন লো সরমে !
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে ?
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি !
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মুঞ্জরিত যবে
দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র-কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা ! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?"—নীরবিলা আয়ত লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী ;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে।
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা ?
জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনী !
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব-পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি

৪। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি। ৫। প্রিয়ংবদা—মিষ্ট-ভাষিণী। কাদম্বা—কলহংসী।

৯। প্লাবন—বন্যা।

১৪। অরক্ষ-পুরে—রাক্ষসপুরে। ১৭। কান্তার—দুর্গম পথ। ১৯—২০। সৌর-কর-রাশি-বেশে ইত্যাদি—পদ্মবনে সৌরকর-রাশি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ-সমূহ দেখিয়া ভাবিতাম, যেন দেবকন্যাসকল সৌরকরবেশে পদ্মবনে কেলি করিতেছেন।

২৩। অজিন—চর্ম্ম।

৬। ব্রততী—লতা।

১১। ব্যোমকেশ—মহাদেব।

১৭—১৮। সাঙ্গ কি ইত্যাদি—হে দারুণ বিধাতা নাথের সঙ্গীতস্বরূপ বাক্যধ্বনি আর কি কখনও আমার শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিবে না ?

২৪—২৫। বনস্থলে তমোময়—তমোময় বনস্থলে, অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ কাননে।

হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্যসুধা, দেবি, দেব সুধানিধি !
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।”
কহিলা রাঘবপ্রিয়া ;—“এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা শূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে !
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা ! ধিক্ তারে ! নারী-কুল-কালি।
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে ! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর-মাঝারে।
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে ? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে।
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে !
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।
“কতক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি ; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদুস্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ-সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে !) কহিলা কান্ত ;—‘উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন ! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ ! এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি ?’—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি ?”—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিত হইয়া সতী ; ধরিলা সরমা !
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে।
কতক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি ;—“ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি ! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি !” উত্তর করিলা
মৃদুস্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা ;—
“কি দোষ তোমার, সখি ? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা ছলয়ে যেমতি !)
ছলিল, শুনেছ তুমি শূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি ! ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুৎ-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী !
“সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—
‘কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে ?
মরি আমি !’ চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী !
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি ;—
“যাও, বীর ; বায়ুগতি পশ এ কাননে ;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি !
“কহিলা সৌমিত্রি ;—‘দেবি, কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে ?
কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে ?’—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ ;—‘মরি আমি ! এ বিপত্তিকালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই ? কোথায় জানকি ?’
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি !

৩। পিইছেন—পান করিতেছেন। ৩৫। যথা যবে ঘোর বনে ইত্যাদি—পতিবিরহ-শোকস্বরূপ ব্যাধ অদৃশ্যভাবে মধুরগীতগায়িনী পক্ষিণীস্বরূপ জানকীকে শরাঘাতে ভূমে পাতিত করিল।

৩৩। ভৃগুরাম-গুরু বলে—যিনি পরশুরামকে স্ববলে পরাজয় করিয়াছেন।

ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে ;—
সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নির্দ্দয় ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর্! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি !
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ-স্বরে কে স্মরে আমারে
দূরবনে ?" ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা ;—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম ! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা !
যাই আমি ; গৃহ-মধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি ? নহে দোষ মম ;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে !'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে ?
বাড়িতে লাগিল বেলা ; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ-করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা ! হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি-মাঝে দুষ্ট কালসর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হ'লে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ?
"কহিল মায়াবী ;—'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি !) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।'
"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু,—'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন, প্রভু, তরুমূলে ; অতি
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ !' কহিল দুর্ম্মতি ;—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা ; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি ? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে ?
দেহ ভিক্ষা ; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে ; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাস্কর তব আমায় তখনি।
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে,
ভ্রমিতেছিনু কাননে ; দূর-গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী ! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে !
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূরশ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে !
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে।
পূরিনু কানন আমি হাহাকার-রবে।
শুনিনু ক্রন্দনধ্বনি ; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা !
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন ! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে ?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া ?

১। কহিনু কুক্ষণে—কেন না, আমি এরূপ গ্লানি না করিলে, লক্ষ্মণ আমাকে কখনই ত্যাগ করিয়া যাইতেন না, এবং আমার দুরবস্থা ঘটিত না।

২৪। বৈশ্বানর—অগ্নি।

২৫। কমণ্ডলু—যোগীদের পাত্রবিশেষ।

২৭। ফুলরাশি ইত্যাদি—মৃগশিশু, করভ, করভী এ সকল ফুলস্বরূপ। সদাব্রত-ফলাহারী জন্তু-দলের মধ্যে রাবণ কাল-সর্পবেশে প্রবেশ করিয়াছে।

৩০। শুনিনু ক্রন্দনধ্বনি—আপনার ক্রন্দন-ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিয়া দেবী ভাবিলেন, যেন বনদেবী ইত্যাদি। ৩২—৩৪। হুতাশন তেজে ইত্যাদি—যাহার কঠিন হৃদয়, সে পরাক্রমে যেরূপ শান্ত হয়, করুণবাক্যে তাদৃশ হয় না। যেমন অতি কঠিন বস্তু লৌহ অগ্নি-সংযোগে গলিয়া থাকে, জল তাহার কি করিতে পারে ?

"দূরে গেল জটাজুট ; কমণ্ডলু দূরে !
রাজরথি-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা !
"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা ! স্বর্ণ-রথ-চক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজি, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ ! প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী ?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ; ছড়াইনু পথে ;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা ;—
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি :
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার !" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা ;—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে !
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে ?—
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি ;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছট্‌ফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি !
"হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর-রবে কহ যথা রঘু-চূড়ামণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী !
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি ; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু ! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে !
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি ; গাও পঞ্চস্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল ! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে।
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।
"চলিল কনক-রথ ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিড়ি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানাদেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি ; কি কাজ বর্ণিয়া ?—
"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর ! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজি-রাজি, স্বর্ণ-রথ চলিল অস্থিরে !
দেখিনু, মিলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ ! 'চিনি তোরে,' কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর,—'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুল-বধূ আজ হরিলি, দুর্ম্মতি ?
কার্ ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়ে এবে
প্রেম-দীপ ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রি-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে ! আয় মূঢ়মতি !
ধিক তোরে, রক্ষোরাজ ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে ?'
"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র !
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে !
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে ? সভয়ে আমি মুদিনু নয়নে !
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে
অরি মোর ; উদ্ধারিতে বিষম-সঙ্কটে
দাসীরে ! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূরদেশে। হায় লো, পড়িনু,
আছাড় খাইয়া যেন ঘোর ভূকম্পনে !
আরাধিনু বসুধারে,—'এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে

৩৮। গুঞ্জর—গুঞ্জরধ্বনি করিয়া কহ।

৬। অভ্রভেদী—মেঘস্পর্শী, উচ্চতম।
৮। পুষ্পক—রাবণের রথ।
১১। অস্থিরে—অস্থিরভাবে।
২৪। স্যন্দন—রথ।

লহ অভাগীরে, সাধ্বি ! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা ? এস শীঘ্র করি !
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট ; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
পর-ধন ! আসি মোরে তরাও, জননি !
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি ;
কাঁপিলা বসুধা ; দেশ পূরিল আরাবে !
অচেতন হৈনু পুনঃ । শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী !—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার ! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী ;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে !
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি ; আশীষিনু তোরে !
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি !—
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি ; দেখ্ চেয়ে ।'—
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি ;
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন ! হেনকালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে ।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার ? বীর পঞ্চ জনে
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে ।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে ।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল-সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজসিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ-জন-মাঝে ।
ধাইল চৌদিকে দূত ; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে ।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদভরে !
সভয়ে মুদিনু আঁখি ! কহিলা হাসিয়া
মা আমার,—'কারে ভয় করিস্, জানকি ?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর । বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালী নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে ।
কিষ্কিন্ধ্যা-নগর ওই । ইন্দ্র-তুল্য বলি-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে ।' দেখিনু চাহিয়া
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি ! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙ্গিল নিবিড় বন ; শুকাইল নদী ;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে ;
পূরিল জগৎ, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে ।
"উতরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে ।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা ! শৃঙ্গধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত ।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি ।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে ! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক !
টলিল এ স্বর্ণপুরী বৈরি-পদচাপে,—
'জয় রঘুপতি, জয় !' ধ্বনিল সকলে !
কাঁদিনু হরষে, সখি ! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি ।
আছিলা সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক ; কহিল সে,—'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি ; নতুবা মরিবে
সবংশে !' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী ।
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর ।"—কহিল সরমা,—
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব ?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী ;—

৩—৪ । হায়, মা, যেমতি ইত্যাদি—যেরূপ তস্কর অর্থাৎ চোর নিহিত ধন লইতে গোপনভাবে আইসে, সেইরূপ রাবণ আমার নিকট আবার আসিবে ।

২৪ । পঞ্চ জন বীর—সুগ্রীব, হনুমান্ প্রভৃতি ।

৩২ । সে দেশের রাজা অর্থাৎ বালী ।

২৬ । ধীর ধর্ম্মসম বীর এক—এ স্থলে সরমার পতি বিভীষণ ।

"জানি আমি, বিভীষণ উপকারী মম
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি!
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে!
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন!—
"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে?
বহিল শোণিত-নদী! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর!
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম; পালে পালে শৃগাল; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে।
"দেখিনু কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন-বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ,—হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলি-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।
কে রাখিবে রক্ষঃকুলে সে যদি না পারে?
ধাইল রাক্ষস-দল; বাজিল বাজনা
ঘোর-রোলে; নারীদল দিল হুলাহুলি।
বিরাট-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে?)
কাটিলা তাহার শিরঃ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর। জয় রাম ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই! কাঁদিল রাবণ!
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে!
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন! কহিনু মায়ে, ধরি পা-দুখানি,—
রক্ষঃকুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার!
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে! হাসিয়া কহিলা
বসুধা,—'লো রঘু-বধু, সত্য যা দেখিলি!
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মিলিয়া।'—
"দেখিনু, সরমা সখি, সুরবালা দলে
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র; হাসি তারা বেড়িল আমারে।
কেহ কহে,—'উঠ, সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে!' কেহ কহে,—'উঠ,
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে!'
"কহিনু, সরমা সখি, কর-পুটে আমি;—
কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ-ভূষণে
দাসীর? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা; কাঙ্গালিনী সীতা,
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি!
"উত্তরিলা সুরবালা;—'শুন, লো মৈথিলি!
সমল খনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা!'
"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী!
পাগলিনী-প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি!—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটী,
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা
আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে!
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে?"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃকুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূরূপে)
কহিলা;—"পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি!
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে!
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে

১৩। কবন্ধ—মস্তকরহিত দেহ।
২৮। রক্ষোরথী—কুম্ভকর্ণ।
২০। পরিষ্কারি—পরিষ্কার করিয়া।
৩৮। জিষ্ণু—জয়শীল।

লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই ; মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে ;—
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে ; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!
"কহিল রাঘব-রিপু—; 'ইন্দীবর-আঁখি
উন্মীলি দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে,
রাবণের পরাক্রম! জগৎ-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে!
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন!
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে?'
'ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ;'—কহিলা শূর অতি মৃদুস্বরে,—
'সম্মুখ-সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ্ রে ভাবিয়া!
শৃগাল হইয়া, লোভিলি সিংহীরে!
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ! পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে!'
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা!
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,
বীরবরে ; সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী ; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে!
"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর-নির্ঘোষে!
শুনিনু ভৈরব রব ; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্ম্মিময়! বহিছে কল্লোলে,
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে ;
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।
"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।

১। পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যের পৌত্র রাবণ।
৩১। নীলোর্ম্মিময়—নীলবর্ণ-তরঙ্গ-পরিপূর্ণ।
৩৬। অনম্বর-পথে—আকাশ-পথে।

সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী!
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি!
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে!"—কাঁদিলা রূপসী
সরমার গলা ধরি ; কাঁদিলা সরমা।
কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা ;—"দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা! সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি! বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে!
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা-কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী ধনে।

২। রঞ্জন—রক্তচন্দন। কেন না, লঙ্কা সুবর্ণ-গঠিত।
৪। কমনীয়—মনোহর, নয়নানন্দদায়ক।
১৭—১৮। এ পুরে বীর-যোনি—বীরপুত্রজন্ম-দায়িনীস্বরূপ লঙ্কাপুরে অর্থাৎ যে স্থানে বীর জন্মায়।
২৪। মন্দারের দামে—পারিজাত-পুষ্পের মালায়। ২৬। বসুধা-কামিনী ইত্যাদি—বসন্তে পৃথিবী বহুবিধ পুষ্পরূপ ভূষণে ভূষিতা হয়েন ইত্যাদি। ৩১। ও প্রতিমা—তোমার মূর্ত্তি।

বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী!" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী;—"সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কে লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল-কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?"

নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা;—
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে!"
কহিলা মৈথিলী;—"সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে: শুনি আমি দূর-পদ-ধ্বনি;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা: রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুমমাত্র অরণ্যে যেমতি।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে
মহেন্দ্র; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌনভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে;—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে;—
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা, উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন!
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা!
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তাঁর? এ ঘোর-নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল? দৈত্য-দল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে?"
উত্তরিলা অসুরারি;—"ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি!"
"পাইয়াছ অস্ত্র, কান্ত"; কহিলা পৌলোমী
অনন্ত-যৌবনা,—"যাহে বধিলা তারকে,
মহাসুর তারকারি; তব ভাগ্য-বলে,
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ, কি কারণে?"

৪—৫। প্রাণপতি আমার—বিভীষণ।

১২। সে বিজন বনে—অর্থাৎ জনশূন্য অশোকবনে।

১৪। ত্রিদশ-আলয়ে—স্বর্গে।

১৫। বৈজয়ন্ত-ধাম—ইন্দ্রের পুরী।

১৪—১৫। শচীদেবী দেবরাজকে একান্ত ব্যাকুল দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে এই কথাটি কহিলেন।

২৩। দাসীর সাধনে—দাসীর প্রার্থনায়।

উত্তরিলা দৈত্য-রিপু ;—"সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন ;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে ?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি, শুনি, সুবদনে ;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর ; দেখি ইরম্মদে ;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী ;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবী, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে
মহেষ্বাস ; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম প্রহরণে !" বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত !)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারি দিকে ; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা ! মৌনভাবে বসিলা দম্পতি ;
হেনকালে মায়াদেবী উত্তরিলা তথা।
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে !
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলিপুটে সুর-কুল-নিধি
সুধিলা ;—"কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে ?"
উত্তরিলা মায়াময়ী ;—"যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পূরিব ;
রক্ষঃ-কুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে ;
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে !
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি ! মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায়-মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ?
মরিবে রাবণি রণে ; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে,
রঘু-মিত্র ? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীম-বাহু ! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে ?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।"
উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন ;—
"পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে,
মহামায়া, সুরসৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে !
যাও তুমি আগে, মাতঃ, মায়াজাল পাতি,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি ! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয় ;
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্ব্বুরে।"
"উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি !" কহিলেন মায়া :—"পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে !" এতেক কহিয়া
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে !
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি।
ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে,
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয় ! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
খুলিলা নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
আর যত আভরণ ; খুলিলা কাঁচলি ;

১৩। মহেষ্বাস—মহাধনুর্দ্ধর।
২৮। মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি—পারিজাত ফুলের সুবর্ণ-বর্ণ। ৩৭। পুরন্দর—ইন্দ্র। ভবানন্দময়ী—সংসারানন্দদায়িনী।

৫। আনায়—জাল।
৩০। দেবেন্দ্রের পদে ইত্যাদি—নিদ্রাদেবী আসিয়া ইন্দ্রের পদতলে প্রণত হইলেন, অর্থাৎ ইন্দ্রের ঘুম পাইতে লাগিল।

শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ-কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে!
স্বর্গের কনকদ্বারে উতরিলা মায়া
মহাদেবী; সুনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিশ্ব-বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি,
এই কথা—'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর-দ্বারে বনরাজী-মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণ-ময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।
অবিলম্বে, স্বপ্নদেবি, যাও লঙ্কাপুরে;
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।"
চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী; নীল-নভঃস্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা! ত্বরা উরি যথা শিবির-মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে
কুহকিনী;—"উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি!
লঙ্কার উত্তর-দ্বারে বনরাজী-মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে!"
চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে!
হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল! "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র,—"দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা-দুখানি
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ?" মুছি অশ্রুধারা,
চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে,
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা।
কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে;—
"দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি!
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন,—'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর-দ্বারে বনরাজী-মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে! তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘু-মণি?"
জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী;
"কি কহ, হে মিত্রবর! তুমি? রক্ষঃ-পুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে!"
উত্তরিলা রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠ;—"আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি, দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি!
যে পূজে মায়েরে সেথা, জয়ী সে জগতে!
আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব!"

৯। বিশ্ব-বিমোহিনী—মায়াদেবী।
২২। যশস্বি—মেঘনাদকে বধ করিলে যশঃ হইবে, যশস্বি! সম্বোধনে ভাবী যশের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।
৭। মুছি অশ্রুধারা—চক্ষুজল মোচন করিয়া।
৮। কুঞ্জর-গমনে—ধীরপদে।
২৯। রাক্ষসনাথ—রাবণ।

"রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী, রক্ষঃকুলোত্তম,
এ দাস"; কহিলা বলী লক্ষ্মণ,—"যদ্যপি
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে!
কে রোধিবে গতি মোর?" সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর;—"কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায়! কিন্তু কি করি? কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই? যাও সাবধানে,—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলি! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে!"
প্রণমি রাঘব-পদে বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণ-করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর-দ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্ররূপী
বীর-বর-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর;—"কে তুমি? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ!" উত্তরিলা হাসি
রামানুজ;—"রক্ষোবংশ-ধ্বংস, বীরমণি,
রাঘবের দাস আমি!" আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর-মুখে ঊর্ম্মিলা-বিলাসী।
কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ-নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ; শালবৃক্ষ-সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে। চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী;—"দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে!
সতত অধর্ম্ম-কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ! দেহ রণ, বিলম্ব না সহে!
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে;—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব!"
যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে!—
"বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়ামণি
লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর!" ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী; কানন-মাঝে পশিলা সৌমিত্রি।
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি।
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে! আইল ধাই রক্তবর্ণ-আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি!
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি।
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে!
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণপ্রভা-দানে!
কড়-কড়-কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে,
মুহুর্ম্মুহুঃ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন! দাবানল পশিল কাননে!
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী

৭। আয়াসিতে—আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দিতে। ১০। আয়সী—লৌহময় কবচ। ১৫। বীতিহোত্র—অগ্নি। ৩০। তাহার মাঝারে ইত্যাদি—যেমন শারদ নিশাতে কৌমুদীর রজোরেখা অর্থাৎ জ্যোৎস্নার রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র আলোকরেখা মেঘমালায় শোভমান হয়, সেইরূপ গঙ্গার জল মহাদেবের শিরোদেশে শোভমান হইতেছে।

৩। রঘুজ-অজ-অঙ্গজ ইত্যাদি—রঘুর পুত্র অজ, তাঁহার পুত্র।

১৩। বৃষধ্বজ—মহাদেব।

১৪। বাখানি—প্রশংসা করি।

২৫। হর্য্যক্ষ—সিংহ।

সে রৌরবে! আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি;
থামিল তুমুল ঝড়; দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত; তারাদল শোভিল গগনে!
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
ছুটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্বনিলা।
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি।
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্কণে!
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা; উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব-রব, চিত্ত বিমোহিয়া!
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন!
কেহ অবগাহে দেহ, স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশিতে যথা! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণ-পদ্ম যথা!
কেহ তুলে পুষ্পরাশি; অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড়! কেহ ধরে করে
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকুতা-খচিত
কোলম্বক; ঝকঝকে হৈম তার তাহে,
সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী; কুচযুগ পীবর-মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে কণিছে রশনা!
মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দংশনে;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী

মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জলে
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে,
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা; খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে!
অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল;—"স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়ামণি!
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী!
নন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে;
উরজ-কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত;
না শুকায় সুধারস অধর-সরসে;
অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে
আমা সবে; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি! রোগ-শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন!" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি,—
"হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ! ক্ষম এ দাসেরে!
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক, বর দেহ সুরাঙ্গনে!
নর-কুলে জন্ম মোর; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে!" মহাবাহু এতেক কহিয়া
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন!
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,

১। রৌরব—অগ্নিময় নরকবিশেষ, এ স্থলে দাবানল। ১০। স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব-রব—স্ত্রীলোকের কণ্ঠজনিত মধুর ধ্বনি অর্থাৎ মেয়েলী সুর। ২০। কোলম্বক—বীণার অঙ্গবিশেষ। ২৪। কণিছে—বাজিছে। রশনা—মেখলা, চন্দ্রহার। ২৫। কালরূপ ফণী দংশন না করিলে কখনই লোকের মৃত্যু হয় না। কিন্তু এ সকল দেববালাগণের পৃষ্ঠদেশে লম্বমান এক মণিমণ্ডিত বেণীরূপ ফণী দর্শন করিবামাত্রেই কামবিষে লোকের প্রাণবিয়োগ হয়, অর্থাৎ ইহারা এতাদৃশ সুকেশী যে, ইহাদের রূপ দেখিলেই লোকে একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়ে, আর যদি কেহ পথিমধ্যে কৃতান্তের দূত অর্থাৎ যমদূতস্বরূপ ফণীকে দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণভয়ে পলায়ন করে, কিন্তু এই ত্রিদিব-বাসিনী-দিগের পৃষ্ঠদেশস্থিত বেণীরূপ ফণীকে ভুজঙ্গভূষিত শূলধারী উমাপতির ন্যায় কে না গলায় বাঁধিতে ইচ্ছা করে? অর্থাৎ ইহাদের সৌন্দর্য্যগুণে বিমুগ্ধ হইয়া সকলে ইহাদের সমাগমে অভিলাষী হয়।

১৬। উরজ-কমল-যুগ—আমাদের বক্ষঃসরোবরের কমল দুটি (পয়োধর যুগল)।

কিংবা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী !—
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে ?
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।
কত ক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
সুবর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ ;
পীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শঙ্খ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি ; ধূপ ধূপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
কুসুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে
শূরেন্দ্র, করিলা স্নান ; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল ; দশ দিশ পূরিল সৌরভে।
প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্রকেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে
যথাবিধি। "হে বরদে !" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ,—"দেহ বর দাসে !
নাশি রক্ষঃ-পুরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্য্যামিনি,
তুমি যত জান, হায় মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত ? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে, সাধ্বি !" গরজিল দূরে
মেঘ ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা ! দুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে !
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন-
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে !
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক্‌ ! হাসিলা সতী ; পলাইল ভয়ঃ
দ্রুতে ; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি !
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে।
কহিলেন মহামায়া ;—"সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব-দেবী যত
তোর প্রতি ! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে !
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ তারে ! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ! নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি !" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কূজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রি-দল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিক্কণে !
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরবর-শিরে
তরুরাজী ; সমীরণ বহিল সুস্বনে।
"শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে, লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর !"—কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে !
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই ! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি !"
নীরবিলা সরস্বতী ; কূজনিল পাখী
সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে।
কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্যকথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি)—"ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল ! মিল, প্রিয়ে ! কমল-লোচন !
উঠ, চিরানন্দ মোর ! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তে ; তুমি রবিচ্ছবি ;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার ! নয়ন-তারা ! মহার্হ রতন !
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমন ফুটিছে,
চুরি করি, কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম !" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে !
আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে ;—

১। সদ্যোজীবী—ক্ষণকালস্থায়ী।

"পোহাইল এতক্ষণে তিমির-শর্ব্বরী ;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুর্দ্বয় ? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে !
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।"
সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে ; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী !
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে !
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইল দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত ; ধাইল অলি পরিমল-আশে ;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; নাদিল রক্ষক ;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে !
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতী ! বহিল যান যান-বাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে !
মহাপ্রভাধর গৃহ ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে !
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে ! ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম
করে ; অশ্বারূঢ়া কেহ ; কেহ বা ভূতলে।
তারকারূ দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে।
বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু
বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি !
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী ; "শুন, লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু ; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে ;
কহ, পুত্র, পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি !" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিলা শূরে ত্রিজটা ;—(বিকটা রাক্ষসী)—
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে !
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে ?
কার বা এ হেন মাতা ?"—এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।
গাইল গায়িকাদল সুযন্ত্র-মিলনে ;—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতি ; শক্তিধর তব
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
সঙ্গে সেনা সুলোচনা ! দেখ আসি সুখে,
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ ; পুত্র, যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে। ভাগ্যবতী তুমি !
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী !"
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতি পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী !
হায় রে মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুক্তার ধাম, মণিময় খনি !
শরদিন্দু পুত্র ; বধূ শারদ-কৌমুদী ;
তারা-কিরীটিনী নিশি-সদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী ! অশ্রু-বারি-ধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল !
কহিলা বীরেন্দ্র ;—"দেবি, আশীষ দাসেরে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে !
শিশু ভাই বীরবাহু ; বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে ?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ ! তোমার প্রসাদে
নির্বিঘ্ন করিব আজ তীক্ষ্ণ শর-জালে
লঙ্কা ! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী ! খেদাইব সুগ্রীব অঙ্গদে
সাগর-অতল-জলে !"—উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে ;—
"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি !
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ-শশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী ;

১৪। শিশির অমৃতভোগ—শিশিররূপ অমৃতপান।

১২। সঙ্গে সেনা সুলোচনা—কার্ত্তিকেয়ের পত্নী।

দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর ; কাল-সর্পসম
দয়া-শূন্য বিভীষণ ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু ! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে !
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি !"
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী ;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী ? দুই বার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে ! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস ! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম, দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী ;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র ! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে ?
কি ছার সে রাম, তারে ডরাও আপনি ?"
মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী ;—
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত !
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন ? কেবা বাঁচাইল,
নিশা-রণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে ? এ সব আমি না পারি বুঝিতে !
শুনেছি, মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি ; আসার বরষে !
মায়াবী মানব রাম ! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে ? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা শূর্পণখা মায়ের উদরে ?"
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা বীর-কুঞ্জর ;—"পূর্ব্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে !
নগর-তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে !
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি ! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময় ? রথী যত
মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে !
ওই, শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী !
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?"
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী ;—"যাইবি রে যদি ;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে ! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব ?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই !" কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে ;—
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ !
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।"
বন্দি জননীর পদ বিদায় লইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ-সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথিবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিস্তৃত পথে যজ্ঞশালামুখে।
সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে। "হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী ;—
"ভেবেছিনু যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে ;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি ?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।

২২। বহুলে তারার করে ইত্যাদি—বহুলে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে নিশানাথের অভাবে তারাসমূহের কিরণেও বসুমতী উজ্জ্বল হয়েন। আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশি-স্বরূপ পুত্র ইন্দ্রজিতের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত তুমি তারায় স্বরূপ হইয়া আমার হৃদয়কে উজ্জ্বল কর।

রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি
রবি-তেজে সমুজ্জলা; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগৎ, নাথ, কহিনু তোমারে!"
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে?

উত্তরিলা বীরোত্তম;—"এখনি আসিব
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি!
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে গো রোহিণী!
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন গো উদিছে
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর-গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে।"

যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে!
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে!

প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী!

কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে;—
"জানি আমি, কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্, রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি,
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি? সরু মাঝা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেব-কুল-পতি।"

এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি;—
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে
কৃপাময়ি! রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে!
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে!
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে!
দেখ, মা, কুঠার যেন না স্পর্শে উহারে!
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি!
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে?"

বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, সহসা
বায়ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে
শূন্যালয়ে কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে উদ্যোগো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

৭। উজ্জ্বলতর মুকুতা—এ স্থলে অশ্রুবিন্দু অর্থাৎ প্রমীলা সুন্দরী ক্রন্দন করিলেন। ১৪। আলোকাগারে—আলোকগৃহে অর্থাৎ তোমার চক্ষুর্দ্বয়ে।

১৫। পয়োবহ—মেঘ।

১৯। কুসুমেষু—ফুলবাণ অর্থাৎ কন্দর্প।

ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।

কতক্ষণে মহাযশাঃ উত্তরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি ;—
"কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে
চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধ-গুণে!
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জ্জিয়া
সিংহ ; বিমুখিনু তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নি-সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী ; কতক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে,
পূজি, বর মাগি, দেব, বিদাইনু সবে!
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব-দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দুলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; পিধানে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয়-হৃদয়ে
যা চলি, রে যশস্বি!'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি? পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে!"

উত্তরিলা রঘুনাথ ;—"হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্ত-দূতে দূরে হেরি,—ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে ;—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প-বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে ;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে

২। শিবির—তাঁবু। ৬। প্রহরণ—যদ্দ্বারা প্রহার করা যায়, অর্থাৎ অস্ত্র। নশ্বর—নাশক, সংহারক। ১৫। চন্দ্রচূড়—যাঁহার চূড়ায় চন্দ্র আছে, অর্থাৎ মহাদেব। মহোরগ—মহাসর্প।

২৪। বায়ুসখা—অগ্নি।

১১। বৈশ্বানর—অগ্নি। ১৪। পিধান—খাপ। অসি—তরবারি। ২০। কৃতান্ত-দূত—যম-দূতস্বরূপ রাবণি। ২২। যার বিষে—রাবণির ক্রোধানলবিষে।

২৩। সে সর্পবিবরে—রাবণিরূপ সর্পের গর্ত্তে অর্থাৎ রাবণির নিকটে।

২৬। রাক্ষসগ্রাম—রাক্ষসসমূহ।

সসৈন্যে ; শোণিতস্রোতঃ হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে !
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।”
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী ;—
“কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত ? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে ? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী।
দেখ চেয়ে লঙ্কাপানে ; কালমেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে ! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু ! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদ-প্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা ? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম-কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?”
কহিলা মধুর ভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র ;—“যা কহিলা সত্য, রাঘবেন্দ্র রথি !
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।

১৭। সহস্রাক্ষ—সহস্রচক্ষু: অর্থাৎ ইন্দ্র।
১৮। বিরূপাক্ষ—ত্রিলোচন, মহাদেব। শৈল-বালা—গিরিবালা, দুর্গা।
২৫। অবহেল—অবহেলা কর।
২৭। আর্য্য—মান্য।
২৮। মঙ্গলঘট—মঙ্গলার্থ কলসী, অর্থাৎ পূর্ণ-কলসী।
৩২। বাসবত্রাস—যাহাকে দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হন।

স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজ-লক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী,—‘হায় ! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি ? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল ? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা ? কিন্তু তোর পূর্ব্বকর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই ! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
তুই তার ! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বুররাজ !’—উঠিনু জাগিয়া ;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু ! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে,
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী !
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী ; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ;—মরি,
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে ! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা ! বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি ! এ সকল কথা

৬। কলুষদ্বেষিণী—পাপদ্বেষকারিণী।
৮। পঙ্কিল—পঙ্কযুক্ত, অর্থাৎ ময়লা। জীমূতাবৃত—মেঘাচ্ছাদিত। ১৭। ভাবী কর্ব্বুররাজ—ভবিষ্যৎ রক্ষোরাজ অর্থাৎ যিনি রাবণের নিধনানন্তর রাক্ষসদিগের রাজা হইবেন। বিভীষণের রাজ্যলাভ ভবিষ্যদ্‌গর্ভে, এজন্য বিভীষণকে ভাবী কর্ব্বুররাজ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।
১৯। বাদিত্র—বাজনা।
২১। মোহে—মোহিত করে।
২২—২৬। কাদম্বিনীরূপী কবরী—মেঘমালা-স্বরূপ কেশপাশ।
২৭। জগদম্বা—জগন্মাতা।

মনঃ দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে!"
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে;
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃরতনে আমি এ অতল-জলে?
হায়, সখে, মন্থরার কুপরায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয়; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষাহেতু; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে।
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা! উচ্চ অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব?
না মানিল অনুরোধ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা,—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কে জানে,
কি কুহক-বলে তুই ভুলালি বাছারে?
সঁপিনু এ ধন তোরে। রাখিস্ যতনে,
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে! দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি!
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র, বিশারদ রণে
অঙ্গদ সুযুবরাজ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতুসম
অগ্নিরাশি; নল, নীল, কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য; তুমি মহারথী;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।"
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে;—
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল?
দেখ চেয়ে শূন্যপানে।" দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহিসহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব-আরাবে দেশ পূরিছে চৌদিকে!
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা, ঘোষিল
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে;
গরজিলা অজগার—বিজয়ী সংগ্রামে।
কহিলা রাবণানুজ,—"স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে!
নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব, দেখালে তোমারে;—
নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী!"

৮। কেমনে ফেলিব ইত্যাদি—ভ্রাতৃ-রতনে লক্ষ্মণরূপ ভ্রাতৃশ্রেষ্ঠে। এ অতলজলে—মেঘনাদের সহিত যুদ্ধরূপ ঘোর বিপৎসলিলে।

১৬। উর্ম্মিলা—লক্ষ্মণের পত্নী।

২০। তরুণ-যৌবন—নবযৌবন।

৩১। প্রভঞ্জন—বায়ু।

১০। সংশয়িতে—সংশয় অর্থাৎ সন্দেহ করিতে।

১৩। অহি—সর্প। অম্বর—আকাশ।

১৪। শিখী—ময়ূর। কেকারব—কেকাশব্দ, ময়ূরের ধ্বনির নাম কেকা।

২২-২৩। ময়ূর ও সর্পে সংগ্রাম হইয়া পরিশেষে ময়ূর পরাজিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল, এতদ্বর্ণনের মর্ম্ম এই যে, লক্ষ্মণ ও মেঘনাদে নাশ্যনাশকভাব-সম্বন্ধ হইলেও লক্ষ্মণের সহিত সংগ্রামে মেঘনাদের ময়ূরের দশা ঘটিবে, অর্থাৎ লক্ষ্মণ রণে মেঘনাদের প্রাণসংহার করিবেন। ২৪। নিরর্থ—ব্যর্থ, নিষ্ফল। ২৭। প্রপঞ্চরূপে—বিস্তারিতরূপে।

২৯। নির্বীরিবে—নির্বীর করিবে।

প্রবেশি শিবিরে তবে রঘু-কুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি-
সদৃশ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময়; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক; দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ দুলিল
শরপূর্ণ। বামহস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্দ্ধর; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক্; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরিপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে—
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে!
বাহিরিলা বীরবর; বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে!
বরষিলা পুষ্প দেব; বাজিল আকাশে
মঙ্গল-বাজনা; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পূরিল জয়-রবে!
আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
আরাধিলা রঘুবর;—"তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে। ভুল না, দেবি, এ তব কিঙ্করে!
ধর্ম্মরক্ষাহেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙ্গাপদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃ-সমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে!
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেবদলে, নিস্তারিণি! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি, দুর্ম্মদ রাক্ষসে!"
এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে!
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাস-সদনে।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে; পবন অমনি
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে।
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু বলি আশীষিলা মাতা।
হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখ-তমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা শত-তারাতেজে!
ফুটিল কুন্তলে ফুল নব-তারাবলী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা;—
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল্য রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথিবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে;—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে!"
আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে বিভীষণ বলী;—
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি;

৩। স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়। তারকারি—তারক-নাশক। এক জন অসুরের নাম তারক।
৪। সারসন—কটিবন্ধ।
৬। ভাস্বর—দীপ্তিশালী।
৮। দ্বিরদ-রদ—হস্তিদন্ত। ফলক—ঢাল।
৯। নিষঙ্গ—তূণ।
১৫। কেশর—সিংহের ঘাড়ের লোম, এই নিমিত্ত সিংহের একটি নাম কেশরী।
২১। বিভীষণ রণে—সংগ্রামে ভয়প্রদ।
৩১। ভুঞ্জাও—ভোগ করাও। মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে—শিব-প্রিয়ে। শিবের একটি নাম মৃত্যুঞ্জয়, অর্থাৎ যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন।
২। কিশোর—বালক।
৫। মর্দ্দি—মর্দ্দন অর্থাৎ নাশ করিয়া। দুর্ম্মদ—যাহাকে অতিকষ্টে নাশ করা যায়।
৭। পরিমলধন—সৌরভস্বরূপ ধন।
৮। শব্দবহ—যে শব্দকে বহন করে।
১১। আশুতরে—অতিশীঘ্র। শব্দবাহক—আকাশ।
১২। নগেন্দ্রনন্দিনী—গিরিরাজবালা।
১৮। মধুজীবী—যাহারা মধুপান করিয়া জীবন-ধারণ করে।
২৩। অমূল্য-রতনে—লক্ষ্মণস্বরূপ অমূল্য রত্নে।
২৭। মহেষ্বাস—মহাধনুর্দ্ধর!

কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।"

বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্ঝটিকা গিরি-শৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে।

যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ-বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশব-বাসনা;
"কি কারণে মহাদেবি, গতি এবে তব
এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি?"

উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী;—
"সংবর, নীলাম্বুসুতে, তেজঃ তব আজি;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি, নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।
কালানলসম তেজঃ তব, তেজস্বিনি:
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি! তার, বরদানে,
ধর্ম্মপথ-গামী রামে, মাধব-রমণি!"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি। সংবরিব, দেবি,
তেজঃ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে!"

চলিলা পশ্চিম-দ্বারে কেশব-বাসনা
সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যূষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া! শুকাইল রম্ভাতরুরাজি;
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট; শুষিলা মেদিনী
বারি। রাঙাপায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে,
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে!
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা! হারাইলে, মরি,
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি!
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল; বৃষ্টিচ্ছলে গগন কাঁদিলা;
কল্লোলিলা জলপতি; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি!

প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিংবা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে! সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
বায়ু-সখা সহ বায়ু—দুর্ব্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষস-ভরসা
রাবণিরে! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী; কিংবা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।

৫। হিমানীতে—হিমসংহতিকালে, অর্থাৎ শীত-কালে।

১৫। সংবর—সংবরণ কর। নীলাম্বুসুতে—জলধিকন্যে।

১৮। দম্ভী—অহঙ্কারী।

২৫। বিশ্বধ্যেয়া—বিশ্বারাধ্যা।

৩১। প্রাক্তন—অদৃষ্ট, কপাল।

২। অরিন্দম—শত্রুদমনকারী। ৫। আসার—বারিধারা। ২২। বায়ু-সখা—অগ্নি।

২৩। রাক্ষস-ভরসা—রাক্ষস-কুলের আশাস্বরূপ।

২৫। গুল্ম-আবরণে—গুল্মরূপ আবরণের মধ্য দিয়া।

২৬। সুযোগ-প্রয়াসী—যে সুযোগ চেষ্টা করে।

২৭। অবগাহক—যে ব্যক্তি নদী কিংবা পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নামিয়া স্নান করে।

২৮। যমচক্র-রূপী—যমের চক্রস্বরূপ ভয়ানক। নক্র—কুম্ভীর।

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়েরে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধব-প্রিয়া! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে,
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব? হায়! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে!
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদিবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি, ভীমবীর্য্য; অজেয় সংগ্রামে।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে!
হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষ্বেড়নধারী,
সুবর্ণ-স্যন্দনারূঢ়, তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতিসম;—
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস। ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি! যথা সুরপুরে!—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে?
নক্ষত্র-মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজ-রাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন-হীরকস্তম্ভ; গগন পরশে
গৃহচূড়া, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষু বিনোদিয়া,
তুষার-রাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা;—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে?"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ;—"যা কহিলা সত্য, শূরমণি!
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগরতরঙ্গ যথা! চল ত্বরা করি,
রথিবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে!"
সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য! রাক্ষস-বধূ, মৃগাক্ষি-গঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসী কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি। কমল-ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায়; পদাতিক, আয়সী-আবৃত

১০। অশনিনাদে—বজ্রধ্বনিতে। ১৬। নিষাদী—হস্ত্যারোহী, মাহুত। ২১। সর্ব্বভুক্‌রূপী—অগ্নিসম তেজস্বী। ২২। বিরূপাক্ষ—এক জন রাক্ষসের নাম। প্রক্ষ্বেড়ন—অস্ত্রবিশেষ।

২৩। স্যন্দন—রথ।

২৬। রিপুকুলকাল—রিপুকুলের কাল অর্থাৎ যমস্বরূপ।

৩২। উৎস—নির্ঝর।

৫। দেবলোভ—দেবতাদিগের লোভজনক অর্থাৎ যাহা দেখিয়া দেবতাদিগেরও লোভ জন্মে। মাৎসর্য্য—অন্যের সৌভাগ্যে দ্বেষ।

১৩। তুষার—হিম, বরফ।

১৪। সৌরকর—সূর্য্যকিরণ।

২৮। মৃগাক্ষি-গঞ্জিনী—সুন্দরীকুল-গঞ্জনাকারিণী অর্থাৎ যাহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সুন্দরীকুল লজ্জিত হয়।

ত্যজি ফুলশয্যা ; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা ; সাজাইছে বাজী
বাজীপাল ! গর্জ্জি গজ সাপটে প্রমদে
মুদ্গর ; শোভিছে পট্ট আভরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাঁতি ; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে ।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব-বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে !
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে,
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুল-সখী
উষা যথা ! কোথাও বা দধি-দুগ্ধ ভারে
লইয়া, ধাইছে ভারী ;—ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত ।

কেহ কহে,—"চল, ওহে, উঠি গে প্রাচীরে ।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ । জুড়াইব আঁখি,
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে ।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে ;—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর-উপরে ?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্কতৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে ।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে ; চল সভাতলে !"

কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি ? হাসি মনে মনে,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ;—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে ।

কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক-বস্ত্র, কৌষিক-উত্তরী,
চন্দনের কোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে ।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূতঘৃতরসে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা,
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি ! পাশে হেম-ঘণ্টা ; উপহার নানা,
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ; বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাসগিরি, তব উচ্চ-চূড়ে !

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠ-গৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে । ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজী, তূণীর ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীর-পদভরে ।

চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি ।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী !

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
কহিলা ;—"হে বিভাবসু ! শুভক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ-অর্পণে !
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃ-কুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে ? এ কি লীলা তব,
প্রভাময় ?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে ।

উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি ;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি ! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে !
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে ।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধ-ফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি

৩। বাজীপাল—অশ্বপালক অর্থাৎ সহিস।
৪। পট্ট-আবরণ—পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত আচ্ছাদন, অর্থাৎ গদি। ১১। অবচয়ি—অবচয়ন করিয়া, তুলিয়া।
১৩। উজলি—উজ্জ্বল করিয়া।
২২। প্রগল্‌ভে—অহঙ্কারে।

৫। পূত—মন্ত্র দ্বারা পবিত্র। ৭। কলুষনাশিনী—পাপবিনাশিনী। ৮। উপহার—উপকরণ, পূজার সামগ্রী। ১৫। বাজী—বাণ। ২৬। প্রসাদিতে—প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ করিতে।
২৮। রৌদ্র—ভয়ানক।
৩৪। ঊর্দ্ধফণা—উদ্গতফণা অর্থাৎ ফণাধারী।

পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!

বিস্ময়ে কহিলা শূর;—"সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম-অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগরদ্বার; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ;—প্রাচীর-উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে?
মানবকুলসম্ভব, দেবোকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি?
নহে নিরাকার, দেব, সৌমিত্রি; কেমনে
মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ
রুদ্ধ-দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে,
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে—
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"

উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটী কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি!
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"

এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি;—

"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?"

জলদ-প্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি;—
"আনায়-মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃ-কুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!"

কহিলা বাসবজেতা;—(অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্তশূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে!)—"ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই! ক্ষত্রিয়-সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর সদৃশ

৩। পিণ্ড—লৌহপিণ্ড। ৪। মিহির—সূর্য্য।
৫। অম্বুনাথ—জলপতি, সমুদ্র। নিদাঘ—গ্রীষ্মোত্তাপ।
১৮। বঞ্চাইছ—বঞ্চনা করিতেছ।
১৯। সর্ব্বভুক্—সর্ব্বসংহারক, অর্থাৎ অগ্নি।
২৪। কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপ—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা, অর্থাৎ সুগ্রীব।
২৬। রাজদ্রোহী—রাজ-অনিষ্টকারী।
২৭। ভগ্নোদ্যম—ভগ্নোৎসাহ, হতাশ। রক্ষঃ-চমূ—রাক্ষসসেনা। বিদাও—বিদায় কর।

৫। উলঙ্গিলা—উলঙ্গ করিলেন অর্থাৎ খাপ হইতে বাহির করিলেন। ৮। কৃপাণবর—তরবারিশ্রেষ্ঠ। শক্রকরে—ইন্দ্রহস্তে।
১২। মহাহবে—মহাযুদ্ধে।
২০। জলদপ্রতিমস্বনে—মেঘগর্জ্জনসদৃশ স্বরে।
২১। আনায়—জাল।
২৭। সপ্তশূরে—সাত জন বীরে।
৩০। রোধিবে—রোধ করিবে অর্থাৎ ঢাকিবে।

শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর? কে তোরে হেথা আনিল, দুর্ম্মতি?"

চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর-নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝনঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে!
বহিল রুধির-ধারা! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ;—নারিলা তুলিতে
তাহায়! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ-সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!
চাহিলা দুয়ার-পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল-হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!

"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে;—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃ-পুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলিশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ, ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী,
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"

উত্তরিলা বিভীষণ;—"বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধে?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—

"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কেবা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল-সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথি-প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি

১। শাস্তিয়া—শাস্তি দিয়া।
২। কাকোদর—সর্প।
৭। ভীম প্রহরণে—ভীম আঘাতে।
১৩। কার্ম্মুক—ধনুঃ।
১৫। ফলক—ঢাল।
১৬। শুণ্ডধর—হস্তী।
২২। খুল্লতাত—কনিষ্ঠ তাত অর্থাৎ খুড়া।
২৭। শূলিশম্ভুনিভ—শূলাস্ত্রধারী মহাদেব সদৃশ।
২৮। বাসববিজয়ী—ইন্দ্রজিৎ।

২। গঞ্জি—গঞ্জনা অর্থাৎ তিরস্কার করি।
৫। ভঞ্জিব—ঘুচাইব। আহবে—সংগ্রামে।
৬। সাধনা—প্রার্থনা, ইচ্ছা।
১০। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি।
১২। বিধু—চন্দ্র। বিধি—বিধাতা। স্থাণু—মহাদেব।
২১। সম্ভাষে—সম্ভাষণ করে।
২২। অজ্ঞ—নির্ব্বোধ।

ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে !
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল-কমলে
কীটবাস ? কহ, তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?"

মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি, রাবণ-আত্মজে ;—
"নহি দোষী আমি, বৎস ! বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি ! নিজ-কর্ম্মদোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা, রাজা, মজিলা আপনি !
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি ! পরদোষে কে চাহে মজিতে ?"

রুষিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী ;—"ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ;—কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর ! কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে।
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।"

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে !
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী।
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে,
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপচারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্তরথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়া, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে !
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইল দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে
করপদ্ম-সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণপানে গর্জ্জি ভীমনাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
শূল-হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথিবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্কল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিংবা সিংহ আনায়-মাঝারে !

ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;

৫। দম্ভী—অহঙ্কারী। শাস্তি—শাস্তি দিই।
১৪। রাবণ-আত্মজে—রাবণপুত্র মেঘনাদে।
১৫। ভর্ৎস—ভর্ৎসনা কর।
২১। আশ্রয়ী—যে আশ্রয় অর্থাৎ যে শরণ লয়।
২৪। নিশীথে—অর্দ্ধরাত্রে। অম্বরে—আকাশে। মন্দ্রে—গম্ভীর শব্দ করে। জীমূতেন্দ্র—মেঘরাজ। কোপি—কোপ করিয়া। ৩৩। সহবাস—সংসর্গ অর্থাৎ সঙ্গে থাকা।

১। বর্ব্বরতা—মূর্খতা।
৫। সন্ধানি—সন্ধান করিয়া।
৩০। নিষ্কল—চন্দ্রপক্ষে কলারহিত, মেঘনাদ-পক্ষে তেজোহীন।

গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু! ভৈরব-আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড়া যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে!
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে!
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল!
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে!

অন্যায়-সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষস-কুল-ভরসা, পরুষ-বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে;—"বীর-কুলগ্লানি
সুমিত্রা-নন্দন, তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে।
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে।
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?

কেবা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিংবা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

কহিলা রাবণানুজ সজল-নয়নে;—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায়? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী?
সুরবালা-গ্লানি-রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলের? উঠ উৎস! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক? উঠ বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে!
হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগৎ-নয়নানন্দ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে;
গর্জ্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে;
সাজে রক্ষঃ-অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম!
এ বিপুল-কুলমান রাখ এ সময়ে!"

এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্র-শোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী

৯। বামেতর—বাম হইতে ইতর বা ভিন্ন, অর্থাৎ দক্ষিণ। ১২। মূর্চ্ছিলা—মূর্চ্ছান্বিত হইল।
১৮। পরুষ—কর্কশ।
২৭। বারতা—বার্ত্তা, খবর।
৩৬। ত্রাণিবে—ত্রাণ অর্থাৎ রক্ষা করিবে।

৩। অন্তিমে—চরমে, শেষাবস্থায়, মৃত্যুকালে।
১২। বিরাগ—দুঃখ।
১৫। শরদিন্দুনিভাননা—শরচ্চন্দ্রসদৃশমুখী।
২৫। অংশুমালী—অংশু কিরণ যাহার মালা-স্বরূপ অর্থাৎ সূর্য্য।
৩০। অনীকিনী—সেনা।

কহিলা ;—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি !
কি ফল এ বৃথা খেদে ? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
তোমার ! যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য, শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে শূর।" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর ! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূল অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে !
কিংবা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বথামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডব-শিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্য্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে !
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলী-বিলাসী।

প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা কর-পুটে ;—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর ! গতজীব মেঘনাদ বলী
শক্রজিৎ !" চুম্বি শিরঃ আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজলনয়নে ;—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি !
সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !
ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল ! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম ; নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব ! সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে !"

মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ ;—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে !
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে !
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী।" কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাদিল,
"জয় সীতাপতি জয় !" কটক চৌদিকে,—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে !

১। সংবর—পরিত্যাগ কর।
৩। বিধান—নিয়ম, আজ্ঞা।
১০। শার্দ্দূলী—ব্যাঘ্রী। অবর্ত্তমানে—অনুপস্থিতিকালে। ১১। নিষাদ—ব্যাধ। ১২। আক্রমে—আক্রমণ করে। ১৩। গতজীব—গতপ্রাণ অর্থাৎ মৃত। বিবশা—অধীরা।

১। অবতংস—অলঙ্কার। ২২। শঙ্করী—মঙ্গলদায়িনী, অর্থাৎ ভবানী, দুর্গা। কুসুমাসার—পুষ্পবৃষ্টি।
২৪। কটক—সৈন্য।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে বধো নাম ষষ্ঠঃ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন-ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী;
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।

নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা বিনানিলা বেণী।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণকেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলীমাঝে
শরদে! রতনময় কঙ্কণ লইলা
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা;—
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিত কোমল কণ্ঠে! সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী
কহিলা;—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি,

২। পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র। পদ্মযোনি—ব্রহ্মা।

৯। স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী—ভূমিতে তুল্যপ্রেমাকাঙ্ক্ষী, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে নলিনী জলে যেরূপ প্রফুল্লিত হয়, সূর্য্যমুখী স্থলে তদ্রূপ। সূর্য্যমুখী—পুষ্পবিশেষ, এই পুষ্প দিবাভাগে বিকসিত থাকে, রাত্রিকালে নিমীলিত হয়, এজন্য সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখীর নলিনীর সহিত সমপ্রেম বর্ণিত হইয়াছে।

১২। স্নানি—স্নান করিয়া।

হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি! নিবার যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে,
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা-দুখানি!"

নীরবিলা বীণাবাণী; উত্তরিলা সখী
বাসন্তী;—"বাড়িছে ক্রমে শুন কান দিয়া,
আর্ত্তনাদ, সুবদনে! কেমনে কহিব
কেন কাঁদে পুরবাসী? চল আশুগতি
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণ-মদে,
রথ, রথী, গজ, অশ্ব, চলে রাজপথে;
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী
কান্ত তব, সীমন্তিনি?" চলিলা দুজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে।

বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জ্জটি,
হৈমবতী-পানে চাহি কহিলা;—"হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব; হত রথিপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল-রণে! যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি, নাশিল তারে মায়ার কৌশলে!
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,
বিধুমুখি! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হ'তে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—

৪। অনুরোধে—অনুরোধ করে।

৫। বীণাবাণী—বীণার ন্যায় সুমধুরভাষিণী। এ স্থলে বীণাবাণী—প্রমীলা।

১৪। সীমন্তিনি—হে সুন্দরি।

১৯। ধূর্জ্জটি—শিব।

সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে!
কি করে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যত্তপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে!
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে;
দেহ অনুমতি এবে তুমি দশাননে।"

উত্তরিলা কাত্যায়নী;—"যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি! বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী;
এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে!
আর কি কহিবে দাসী ও পদ-রাজীবে?"

হাসিয়া স্মরিলা শূলী বীরভদ্র শূরে।
ভীষণ-মূরতি রথী প্রণমিলে পদে
সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর;—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস! পশি যজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথি,
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে?
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূতবেশে তুমি; ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।"

চলিলা আকাশ-পথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। উত্তরিলা রথী
রক্ষঃপুরে; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।

পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্র! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল-নয়নে বলী হেরিলা কুমারে।
ব্যথিল অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি।

কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি, উত্তরিলা তথা
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি-মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু-সম তেজোহীন এবে।
প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা কর-পুটে, অশ্রুময় আঁখি,
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা;—"কি হেতু,
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম্ম? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে
আজি, অমঙ্গল-বার্ত্তা কি মোরে কহিবে?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।" ধীরে উত্তরিলা
ছদ্মবেশী;—"হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি?
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্বুরপতি,
কর দাসে!" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী;—

"কি ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা করি,—
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে।"

বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী,
কহিলা;—"হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী!"

যথা যবে ঘোর-বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জ্জি ভীমনাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায়! সচিববৃন্দ, হাহাকার-রবে,

১। সর্ব্বহর—সর্ব্বনাশক। কাল—সময়।
১২। পদরাজীবে—পাদপদ্মে।
১৩। শূলী—শূলাস্ত্রধারী অর্থাৎ মহাদেব।
১৫। হর—শিব।

৪। মর—যাহাদের মৃত্যু আছে অর্থাৎ মনুষ্যাদি।
১০। কর-পুটে—করযোড়ে।
১৪। সন্দেশ-বহ—বার্ত্তাবহ অর্থাৎ দূত।
২৬। ভবে—সংসারে।
২৮। বিরূপাক্ষচর—শিবদূত।
৩৩। হরি—সিংহ।

বেড়িল চৌদিকে শূরে ; কেহ বা আনিল
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ।
রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে ;—
"কহ, দূত, কে বধিল চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিতে আজি রণে ? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী ;—"ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি,
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে
চক্ষঃজলে। পুত্রহানী শক্র যে দুর্ম্মতি,
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌরজনগণে!"
আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে।
দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে
প্রণমি, কহিলা শৈব,—"এত দিনে, প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার ? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময় ? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ! পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীবপদে।"
সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ;—"এ কনকপুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইল শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে।

২। বিউনিল—বিউনি করিল, অর্থাৎ বাতাস করিল। বিউনি—পাখা।
১৬। পুত্রহানী—পুত্রহন্তা অর্থাৎ যে পুত্রকে হনন করে।
২৩। শৈব—শিবভক্ত।

যথা সে ভৈরব রবে কৈলাসশিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস ; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে!
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ ; ধূম্র-বর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে ; বাহিরিল হেষে
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর, অমর-ত্রাস ; রথিবৃন্দ সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূতবৃন্দ-মাঝারে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে!
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমাবলী
অশ্বপতি ; বিড়ালাক্ষ পদাতিক-দলে,
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে!
আইল পতাকী দল, উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে।
গজরাজতেজঃ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
স্বর্ণরথ শিরঃ-চূড়া ; অঞ্চল পতাকা
রত্নময় ; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে ;
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে!
থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে ;

৪। রথগ্রাম—রথসমূহ।
৫। বারণ—হস্তী।
৭। তুরঙ্গম—অশ্ব।
৮। চামর—রাক্ষসবিশেষ।
৯। উদগ্র—এক জন রক্ষঃ। ২১-২২। রক্ষঃকুল-অনীকিনী, গজরাজতেজঃ ভুজে ইত্যাদি দ্বারা দানব-দলনী চণ্ডীর সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা—রাক্ষসসেনার সহিত গজরাজ ছিল, কিন্তু চণ্ডীর ভুজে গজরাজের বল ছিল, অর্থাৎ চণ্ডী স্বীয় হস্ত দ্বারাই হস্তীর কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অশ্বগতি পদে ইত্যাদি স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় উপমা-উপমেয়-ভাব কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।

(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে ?—
হয় ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি ; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে !”

আশীষিয়া সুকেশিনী কেশব-বাসনা
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ-ঘনবাহনে ; পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরস-বদন, মরি, রক্ষঃ-কুল-দুঃখে।

রণমদে মত্ত সাজে রক্ষঃকুলপতি ;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল। বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেনকালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুল কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।

যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ ;—“বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি ! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার ; যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণী মন্দোদরি ?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবরশিরে ;
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে !”

ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে ! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে ;—
“দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে

১৬। নীড়—পক্ষীর বাসা।
৩৪। অবরোধ—অন্তঃপুর।
৩৭। শরজাল—বাণসমূহ।

কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ;
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে ! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার ! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি ;
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম ? কিন্তু দেব-নরে
পরাভবি কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা ! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে
বামতম মম প্রতি ; তেঁই শুকাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল-নিদাঘে !
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে ?
আর কি পাইব তারে ? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন ? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী ;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে ! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি !
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস তোমরা সমরে,
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে, চল রণস্থলে ;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী !”

নিরবিলা মহেম্বাস নিশ্বাসি বিষাদে।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃ-সৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে,
তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে।

২। নাগ—সর্প। ৬। নিভৃত—নির্জ্জন স্থান।
৭। আসন্নকালে—মৃত্যুসময়ে। ৯। দয়িতা—স্ত্রী।
১৪। বামতম—অত্যন্ত প্রতিকূল। ১৭। আলবাল
—বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে জলরক্ষার্থ যে গোলাকার বাঁধ।
অকাল—অসময়। নিদাঘ—গ্রীষ্ম। ২০। কপট-
সমরী—কূটযুদ্ধকারী।
৩৩। তিতিয়া—ভিজাইয়া। নয়ন-আসারে
—অশ্রুধারায়।

শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে।
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনূ, নেতৃনিধি যত
রক্ষোযম; নল, নীল, শরভ সুমতি,—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয়রাম-নাদে;
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি;
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি!

মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে;—
"বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহু মূর্ত্তি ধরি;—
কূর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে; বিরাজিনু দশন-শিখরে
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
সদৃশী) বরাহমূর্ত্তি ধরিলা যে কালে.
দীনবন্ধু! নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, জুড়ালে দাসীরে।
খর্ব্বিলা বলীর গর্ব্ব খর্ব্বাকার ছলে,
বামন। বাঁচিনু, প্রভু, তোমার প্রসাদে।
আর কি কহিব, নাথ? পদাশ্রিতা দাসী,
তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।"

হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি;—
"কি হেতু কাতরা আজি, কহ, জগন্মাতঃ
বসুধে? আয়াসে আজি কে, বৎসে, তোমারে?"
উত্তরিলা কাঁদি মহী;—"কি না তুমি জান,
সর্ব্বজ্ঞ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি।
রণে মত্ত রক্ষোরাজ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী!
মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে!
দেবাকৃতি রথিপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে;
আকুল বিষমশোকে রক্ষঃকুলনিধি
করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে;
করিলা প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে
বীরদর্পে;—অবিলম্বে, হায়, আরম্ভিবে
কাল-রণ, পীতাম্বর, স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব
এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে?"

চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কাপানে।
দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগৎ কাঁপায়ে;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকাররূপে। টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য; উর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা ভক্ষ্য ফণী,
হুঙ্কারে! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে,
পলাইছে যোগিকুল যোগ-যাগ ছাড়ি;
কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,
ভয়াকুলা; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি! ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে;—

১। স্বন—শব্দ। ৪। নেতৃনিধি—নেতৃশ্রেষ্ঠ। ৭। মন্দ্রিলা—মন্দ্র অর্থাৎ গম্ভীরধ্বনি করিলেন। জীমূতবৃন্দ—মেঘসমূহ। ৮। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। ১০। সৌদামিনী—বিদ্যুৎ। ১২। তিমিরপুঞ্জ—অন্ধকাররাশি। তিমিরবিনাশী—অন্ধকারনাশক।

১৫। প্লাবন—জল-প্লাবন অর্থাৎ বন্যা।

২৪। কূর্ম্ম—কচ্ছপ। দশন-শিখরে—দন্তের অগ্রভাগে।

২। আয়াসে—আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দেয়।

৮। মদকল—মদমত্ত।

২০। প্রতিঘ-অন্ধ—রাগান্ধ।

২৩। পরাগ—ধূলি। উর্ম্মিকুল—ঢেউসমূহ।

"বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি
তব পক্ষে! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে,
তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে।
না হেরি উপায় কিছু; যাহ তাঁর কাছে,
মেদিনি।" পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
বসুন্ধরা;—"হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী
ত্রিশূলী; সতত রত নিধনসাধনে!
নিরন্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি।
কাল-সর্প-সাধ, শৌরি, সদা দংশাইতে,
উগরি বিষাগ্নি, জীবে! দয়াসিন্ধু তুমি,
বিশ্বম্ভর; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
কে আর বহিবে, কহ? বাঁচাও দাসীরে,
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে।"

উত্তরিলা হাসি বিভু;—"যাও নিজ স্থলে,
বসুধে; সাধিব কার্য্য তোমার, সংবরি
দেববীর্য্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
দেবেন্দ্র, রাক্ষস-দুঃখে দুঃখী উমাপতি।"

মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজস্থলে।
কহিলা গরুড়ে প্রভু;—"উড়ি নভোদেশে
গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি;
কিংবা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"

বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।

যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ারে পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিংবা ভানু মধ্যাহ্নে; আইলা
শিখিধ্বজরথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী;
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে।
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে!

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি;—
"দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি!
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল, ত্রিদিবনিবাসী!"

উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে;
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি;
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী। নিজ কর্ম্ম-দোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি; কে রক্ষিবে তারে?
লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ডি লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর,-অর্পিবে তোমারে
দেবকুল! কত কাল অতল-সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে।"

বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অম্বুরাশিসম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ! গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদ-তেজে
ভেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে
শোণিত! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে; পড়িল নিনাদি
বাজিরাজী; রণভূমি পূরিল ভৈরবে!

আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর—অমরত্রাস। চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে।
আহ্বানিল ভীমরবে সুগ্রীবে উদগ্র

৭। নিধন—মারণ, বিনাশ।
২২। বৈনতেয়—বিনতানন্দন গরুড়।
৩৪। সহস্রাক্ষ—সহস্রচক্ষুঃ অর্থাৎ ইন্দ্র।
৩৫। ভানু—সূর্য্য।

২। বাহন—যে বহন করে অর্থাৎ অশ্ব-হস্ত্যাদি।
২৩। কম্বু—শঙ্খ, শাঁখ। কলম্বকুল—বাণসমূহ।
২৯। কুঞ্জরপুঞ্জ—হস্তিসমূহ।
৩৫। সৌরতেজঃ—সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী।

রথীশ্বর ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে
শতজলস্রোতোনাদে। চালাইলা বেগে
বাস্কল মাতঙ্গযূথে, যূথনাথ যথা
দুর্ব্বার, হেরিয়া দূরে অজদে ; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে ! অসিলোমা, তীক্ষ্ণ-অসি করে,
বাজিরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে
বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্ব্বনাশী) হনু সহ আরম্ভিলা কোপে
সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা
বজ্রধর ! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজ প্রতিমূর্ত্তি মর্ত্ত্যে ! উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি ; টলটল টলে
টলিলা কনক-লঙ্কা ; গর্জ্জিলা জলধি।
সৃজিলা অপূর্ব্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী।

বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী ;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে।
রতনসম্ভবা বিভা নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, উষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে !
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।

সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী ;—
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত, একাকী,
দেখ চেয়ে ! ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য-মাঝে !
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিৎ !" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গম্ভীরে ;—

"চালাও, হে সূত, রথ, যথা বজ্রপাণি
বাসব।" চলিল রথ মনোরথগতি।
পলাইল রঘুসৈন্য, পলায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী ! কিংবা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে

ঘোরনাদে, পশুপক্ষী পলায় চৌদিকে
আতঙ্কে ! টঙ্কারি ধনুঃ তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্রকেশরী,
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ ! কিংবা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি। অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলি-পুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে ;—
"শঙ্করীশঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর ! লঙ্কায় তবে বৈরিদল-মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা ? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার ? রথীন্দ্র তুমি ; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে ; দেহ পথ ছাড়ি !"

কহিলা পার্ব্বতীপুত্র ;—"রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে !"

সরোষে তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে ! বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা ;—"দেখ লো, সখি, চাহি লঙ্কাপানে,
তীক্ষ্ণশরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয় ! আকাশে দেখ, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
দেবতেজঃ ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে ;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে,
স্বজনি !" চলিলা আশু সৌরকররূপে

৮। বীরর্ষভ—বীরশ্রেষ্ঠ।
২০। বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা।
২৬। হে সূত—হে সারথি।

৫। বালিবন্ধ—বালির বাঁধ।
৬। গোষ্ঠবৃতি—গোয়ালের বেড়া।
৭। শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা।
১৪। কুমার—কার্ত্তিকেয়।
২৩। কাতরিয়া—কাতর করিয়া।
২৪। শক্তিধর—কার্ত্তিকেয়।
৩২। স্নেহেন—স্নেহ করেন।

নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী কর্ণমূলে কহিলা ;—"সংবর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি !
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাশূর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।

বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে
রক্ষেন্দ্রে ; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজি।
পলাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায় ! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।

ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ লক্ষ্যি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি সুরীশুর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে ;—
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির-কম্পমান তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট-সংগ্রামে !
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ ! অবধ্য তুমি, অমর ; নহিলে
দমেন শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে !—নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব !" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি !

হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে।
অমনি হরিল তেজঃ গরুড় ; নারিলা
নাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী !

প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে ! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
অভিমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।

কহিলা রাক্ষসপতি ;—"না চাহি তোমা
আজি, হে বৈদেহীনাথ ! এ ভব-মণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে !
কোথা সে অনুজ তব কপট-সমরী
পামর ? মারিব তারে ; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ !" নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র ; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।

চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে ;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি ; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু ! যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে ; চলিলা রক্ষঃ হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে ; ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইলা রাক্ষস-বৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে।

বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, গর্জ্জি ভীমনাদে।

যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তূলারাশি
চৌদিকে, রাক্ষসবৃন্দ পলাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।

১। নীলাম্বর-পথ—আকাশপথ।
৬। কটক—সৈন্য।
৯। প্রসরণ—প্রতিসর, বেষ্টন।
১০। নিরস্তিলা—নিরস্ত করিলেন।
১৪। পার্থ—পৃথাপুত্র অর্জ্জুন।
২৯। কোষ—তরবারির খাপ।
৩০। কুলিশী—বজ্রী, ইন্দ্র।
৩২। দম্ভোলি—বজ্র।

৬। মাতলি—ইন্দ্রের সারথি।
১৬। জীব—জীবিত থাক।
২৫। পুত্রহা—পুত্রহন্তা অর্থাৎ যে পুত্রকে মারে।
২৯। অঞ্জনাপুত্র—হনুমান্।
৩৬। অস্থিরিলা—অস্থির করিলেন।

অধীর হইলা হনু, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে! পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা
নন্দনে, মিহির যথা নিজকরদানে
তুষেন কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী সুরথী
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে;—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পলাইলা হনু।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ;—"রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথিকুল-মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে
আর তার?" ভীমরবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব;—"অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ? পরদারালোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট! রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে।
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে!"
এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনম্বর আঁধারি ধাইল
শিখর; সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে! বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,
পলাইলা; পলাইল সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে)
কোলাহলে;) দেবদল, তেজোহীন এবে,
পলাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
পবন! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি! বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্তকরী মত্তকরিনাদে!
দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ;—"এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথায় এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে, পামর, আজি? এ আসন্নকালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উর্ম্মিলা,
ভাব দোঁহে! মাংস তোর, মাংসাহারী জীবে
দিব এবে; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী!
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল্য জগতে।"
গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী;—
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথাসাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!"
বাজিল তুমুল রণ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্ম্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে!
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা;—"বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্, সুরথি,
তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!"
স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি! বজ্রনাদে উঠিলা গর্জ্জিয়া,
উজ্জ্বলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণ রিপুনাশিনী! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝনঝনি

১। ভূধর—যে পৃথিবীকে ধারণ করে, অর্থাৎ পর্ব্বত। ৪। মিহির—সূর্য্য। ২০। পরদারা-লোভে—পরস্ত্রীলোভে।
২৫। অনম্বর—আকাশ।

৩। মত্তকরী—মত্তহস্তী।
১১। কলত্র—স্ত্রী।
১৭। চাপ—ধনুঃ।

দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।
গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইলা ধরিতে শবে! উঠিল চৌদিকে
আর্ত্তনাদ! হাহাকারে দেব-নর-রথী
বেড়িলা সৌমিত্রি শূরে। কৈলাসসদনে
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী;—
"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে। ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে! তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি; লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব্ব; কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে!"
হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে;—
"নিবার লঙ্কেশে, বীর!" মনোরথ-গতি,
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র; "যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে,
রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ সমরে?"
স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দিবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে!
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে,
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব। তারাদলে আইলা রজনী;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনূ, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে!
চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনু করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃ-পুরে—
আজি এই রক্ষঃ-পুরে অরি-মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া

২। সপন্নগ—সসর্প।
৬। শব—মৃতদেহ।
১৩। লাঘবিলা—লাঘব করিলেন অর্থাৎ কমাইলেন।
১৭। বিরাম-মন্দিরে—বিশ্রামগৃহে।
২০। তমোহা—অন্ধকারনাশক। মিহির—সূর্য্য।
১০। তাণ্ডবি—তাণ্ডব অর্থাৎ নৃত্য করিয়া।
১৭। গৈরিক—ধাতুবিশেষ।
১৮। প্রস্রবণ—ঝরণা।

আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি। কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্ত্যেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুল-জয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলিদল ! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি !
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা,—'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার অনুজ তোর ?' কি ব'লে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে, আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার ! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"
এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে ;
উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে,
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।
নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
রঘুনন্দনের দুঃখে ; উৎসঙ্গ-প্রদেশে,
ধূর্জ্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে
অশ্রুবারি, শতদলে শিশির যেমতি
প্রত্যুষে ! সুধিলা প্রভু ;—"কি হেতু, সুন্দরি,
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে ?"
"কি না তুমি জান, দেব ?" উত্তরিলা দেবী

১৩। পৌলস্ত্যেয়—পুলস্ত্যনন্দন রাবণ।
১৫। সর্ব্বভুক্‌সম—অগ্নিতুল্য।
২০। বিলাপে—বিলাপ করে।
২২। কর্ব্বুরোত্তম—রাক্ষসশ্রেষ্ঠ।
২৪। উন্মীলি—উন্মীলন করিয়া, অর্থাৎ প্রকাশিয়া, চাহিয়া।
২৮। অভাগিনী—ইহা সীতার বিশেষণ। রামের সীতাকে অভাগিনী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সীতার নিমিত্তই লক্ষ্মণের এতাদৃশী দুরবস্থা ঘটিয়াছে।
১৭। সরস—সরস করিয়া থাক।
১৮। প্রসূনে—লক্ষ্মণরূপ পুষ্পে।
১৯। বিতর—বিতরণ অর্থাৎ দান কর।
২৫। নিশীথ—অর্দ্ধরাত্র।
২৭। শৈলসুতা—গিরিবালা।
২৮। উৎসঙ্গপ্রদেশে—ক্রোড়দেশে।
২৯। ধূর্জ্জটি—মহাদেব। সঘনে—ক্রমাগত, নিরন্তর, ঘন ঘন।

গৌরী ;—"লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন সকরুণে।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে!
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায়; ডুবালে নাম কলঙ্ক-সলিলে।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র; তেঁই বুঝি দণ্ডিলা এরূপে?
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে!
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে!"
নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে।
হাসি উত্তরিলা শম্ভু ;—"এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্র-নন্দিনি?
প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতান্তনগরে
মায়া সহ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে
আবার; এ নিরানন্দ ত্যজ, চন্দ্রাননে!
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি!
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ; পূজিবে ইহারে,
প্রেতকুল; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।"
কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায়; মৃদুস্বরে কহিলা পার্ব্বতী ;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি!
কাঁদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে
আকুল; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে; দশরথ পিতা
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি! অগ্নিস্তম্ভ সম,
তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর।" প্রণমিয়া উমায় চলিলা
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পলাইলা দূরে,
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা।
পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী
লঙ্কাপানে! কতক্ষণে উতরিলা দেবী
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ণ রঘুকুলমণি।
পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে।
রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী ;—
"মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে; যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।"
সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত
নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি—
মহাতীর্থ। অবগাহি পূতস্রোতে দেহ
মহাভাগ, তুমি দেব পিতৃলোক আদি
তর্পণে, শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা
একাকী। উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি
দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলি-পুটে
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পূজিলা দেবীরে।
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর-ভূষণে—
বীরেশ, সুড়ঙ্গ-পথে পশিলা সাহসে—
কি ভয় তাহার, দেব সুপ্রসন্ন যারে?
চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে।
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।
কতক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি

২। আক্ষেপিছে—আক্ষেপ করিতেছে।
১৪। কৃতান্তনগরে—যমপুরে।
১৬। প্রেতদেশ—মৃতব্যক্তিদিগের স্থান, অর্থাৎ যমালয়।
২১। তমোময়—অন্ধকারময়।

৪। খমুখে—আকাশমুখে অর্থাৎ আকাশে।
৫। সিন্ধুনীরে—সমুদ্রজলে। তরী—নৌকা।
৩০। তনু—শরীর।

কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন! দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত!
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে!
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে;
কিংবা চন্দ্র, কিংবা তারা; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে!
সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি—
হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে!
সুধিলা বৈদেহীনাথ; "কহ, কৃপাময়ি,
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে?"
উত্তরিলা মায়াদেবী;—"কামরূপী সেতু,
সীতানাথ; পাপিপক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পুণ্য প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা!
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে;
ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর; পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জলে পাপ প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন!
চল মোর সাথে তুমি; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।"
ধীরে ধীরে রঘুবীর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ দেউটি সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জ্বলি বিকটদেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মুরতি
যমদূত, দণ্ডপাণি। গর্জ্জি বজ্রনাদে
সুধিলা কৃতান্তচর;—"কে তুমি? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে!" হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।
নতভাবে নমি দূত কহিলা সতীরে;—
"কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি
তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে!"
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিকে উজলি!
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে;—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির-দুঃখ-ভোগে;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে!"
অস্থি-চর্ম্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি

১। কল্লোল—কলকল শব্দ। ৪। পরিখা—গড়খাই। ৬। পয়ঃ—দুগ্ধ। ১০। পাবকরাশি—অগ্নিরাশি।

১২। পিনাকী—মহাদেব। পিনাক—শিবধনুঃ। ইষু—বাণ।

২৩। কামরূপী—স্বেচ্ছারূপী অর্থাৎ যখন যেমন ইচ্ছা, সেইরূপ রূপ যে ধারণ করিতে পারে।

৩৩। পীড়য়ে—পীড়া দেয়। পুলিনে—তীরে।

২২। আগ্নেয়—অগ্নিময়। ২৩। তোরণ—ফটক। ২৫। স্পৃহা—ইচ্ছা, লোভ। ৩০। শ্লেষ্মা—কফ। ৩২। বিশাল-উদর—লম্বোদর।

৩৩। অজীর্ণ—অপাক।

৩৩—৩৪। অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য ইত্যাদির তাৎপর্য এই যে, ঔদরিক ব্যক্তির ভোজন-লালসা অধিক হয় সুতরাং সে উপাদেয় সামগ্রীর ভক্ষণ-স্পৃহায় পূর্ব্বভক্ষিত অপাক দ্রব্যজাত উদ্গিরণপূর্ব্বক উদর শূন্য করে

পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা!
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে!
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি;
মুখমলদ্বারে বহে লোহের লহরী
শুভ্রজলরয়রূপে! তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ; অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে! অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা!
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত; কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা; কভু বা কাঁদে; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে;
গলে দড়ি! কভু, ধিক্! হাব-ভাব-আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্নসহ মাখি, হায়, খায়, অনায়াসে!
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে!
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে?
দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে,)
রণে! রথমুখে বসে ক্রোধ সূতবেশে;
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে! দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গাপাণি;
উর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধন-সাধনে!
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাষে
কহিলেন মায়াদেবী;—"এই যে দেখিছ
বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি,
নানা বেশে এ সকল ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম, ঘোরবনে কিরাত যেমতি
মৃগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্ত-নগরে,
সীতাকান্ত; দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।
দক্ষিণ দুয়ার এই; চৌরাশী নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে। চল ত্বরা করি।"
পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত; অমৃত কিংবা জীবশূন্য দেহে!
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে!
কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী
ছটফটি হাহাকারে! "হায় রে বিধাতঃ
নির্দ্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে

২। প্রমত্তত্ব—প্রমত্ততা। নৃত্য, গীত, ক্রন্দন, জ্ঞান-হরণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রমত্ততার স্বাভাবিক লক্ষণ।

৯। যক্ষ্মা—যক্ষ্মাকাস।

১১। বিসূচিকা—ওলাউঠা, উদরপীড়া।

১৩। শুভ্রজলরয়রূপে—শুভ্রজলবেগরূপে অর্থাৎ ওলাউঠা রোগে সর্ব্বশরীরের শোণিত জলরূপে পরিণত হইয়া মুখ ও মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। আর পিপাসা, আকর্ষণী প্রভৃতি ক্রিয়া উক্ত রোগের প্রধান লক্ষণ। ১৪। অঙ্গগ্রহ—আকর্ষণী, ধনুষ্টঙ্কার, খেঁচারোগ।

১। প্রবাহিণী—নদী।

৪। খর—তীক্ষ্ণ।

৫। সূতবেশে—সারথিবেশে।

৮। নিধনসাধনে—নাশসম্পাদনে, মারণে।

১৮। জীবে—জীবিত থাকে।

২২। দাবদগ্ধ—দাবানলদগ্ধ।

২৭। দুর্গন্ধময়—দুর্গন্ধ-পূর্ণ। সমীর—সমীরণ, পবন।

এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে?
কোথা তুমি, দিনমণি? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব? কোথা সুত দারা,
আত্মবর্গ? কোথা, হায়, অর্থ, যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি?"

এইরূপে পাপিপ্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্ম্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে;—
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে!
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে!"

নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে;
কাটে কৃমি; বজ্রনখা মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়া-দেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ী
হুহুঙ্কারে! আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী!

কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি;—
"রৌরব এ হ্রদ-নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময়! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চিরবাস হেথা; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে!
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জ্বলে নিত্য! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে; তপ্ত তৈলে যমদূতে ভাজে
পাপিবৃন্দে যে নরকে! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি!
কিংবা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
চিরবন্দী!" কর-পুটে কহিলা নৃপতি;—
"ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে? অসহায় নর; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে?" উত্তরিলা মায়া;—
"নাহি বিষ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধ যারে! যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ-সহ রণে যে সুমতি,
দেব-কুল অনুকূল তার প্রতি সদা;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে!
এ সকল দণ্ড-স্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে!"

কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বন-সুশোভিনী।
স্থানে স্থানে পত্র-পুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু রোগিহাস্য যথা।

লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, রঘুনাথ, মধু-ভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে;—
"কে তুমি, শরীরী? কহ, কি গুণে আইলা

১১। শূন্যদেশভবা বাণী—আকাশ-বাণী অর্থাৎ দৈববাণী। ১৫। সুবিধি—সুনিয়ম। বিধির—বিধাতার। বিধি—নিয়ম। ১৮। কৃমি—কীট, পোকা।

২০। পূরে—পূর্ণ করে।

৪। চিরবন্দী—চিরবন্দিস্বরূপ। আত্মঘাতীদিগকে চিরবন্দী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাদের উক্ত নামক কূপনরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কখনও সম্ভাবনা নাই। ৯। কলুষকুহকে—পাপকুহকে।

১৩। অবহেলে—অবহেলা করে।

১৪। রণে—রণ করে।

১৬। আবরেন—আবরণ করেন, ঢাকেন; অর্থাৎ ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন। ১৯। কান্তার—দুর্গম পথ। ২৪। রোগিহাস্যের সহিত কিরণা-বলীর উপমা দিবার মর্ম্ম এই যে, যেমন পীড়িত ব্যক্তির হাস্যের কোন রস বা শক্তি নাই, সেইরূপ কিরণজালের পত্রমধ্য দিয়া প্রবেশ করাতে কেবল আলোকমাত্র আছে, কিন্তু তাহাতে কোন তেজঃ নাই।

এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি?
কহ কথা; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে! যে দিন হরিল
পাপ-প্রাণ যম-দূত, সে দিন অবধি
রসনা-জনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে।"
উত্তরিলা রক্ষোরিপু;—"রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেত-কুল; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী;
রাম নাম ধরে দাস; হায়, বন-বাসী
ভাগ্য-দোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।"
উত্তরিলা প্রেত এক;—"জানি আমি তোমা,
শূরেন্দ্র; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটী-বনে আমি।" দেখিলা নৃমণি
চমকি মারীচ রক্ষে—দেহ-হীন এবে!
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র;—"কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে?"
"এ শাস্তির হেতু, হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ!" উত্তরিলা শূন্য-দেহ প্রাণী,
"সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম!" আইল দূষণ
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে,) হেরি রঘুনাথে
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে,
বিষ-দন্ত-হীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা! সহসা পূরিল
ভৈরব আরাবে বন, পলাইল রড়ে
ভূত-কুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড়! কহিলা শূরেশে
মায়া; "এই প্রেত-কুল, শুন, রঘুমণি,
নানা কুণ্ডে করে বাস; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপ-বনে, বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে।" দেখিলা বৈদেহী-
হৃদয়-কমল-রবি, ভূত পালে পালে,
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত; বেগে
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগ-পাল যথা
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
ঊর্দ্ধশ্বাস! মায়া সহ চলিলা বিষাদে
দয়া-সিন্ধু রামচন্দ্র সজল-নয়নে।
কত ক্ষণে আর্ত্ত-নাদ শুনিলা সুরথী
শিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভা-হীন, দিবা-ভাগে শশি-কলা যথা
আকাশে! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী,
কহিছে;—"চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মন; ধর্ম্মকর্ম্ম ভুলি,
উন্মদা যৌবন-মদে!" কেহ বিদরিছে
নখে বক্ষঃ, কহি:—"হায়, হীরা-মুক্তা-ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে;
কি ফল ফলিল পরে?" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়ন-দ্বয়, (নির্দ্দয় শকুনি
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিয়া, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপ চক্ষুঃ, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গ-নয়নে!
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?"
চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
পশ্চাতে কৃতান্ত-দূতী, কুন্তল-প্রদেশে

২। তোষ—তুষ্ট কর।

৫। রসনাজনিত ধ্বনি—রসনোচ্চারিত শব্দ অর্থাৎ মানববাক্য।

১২। ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব।

২০। পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যনন্দন রাবণ।

২৪। খর—খরনামক রাক্ষস।

২৭। অহি—সর্প। নকুল—নেউল। খর-দূষণের বিষদন্তহীন সর্পের সহিত তুলনা দিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন সর্পের বিষদাঁত ভাঙ্গিলে আর বল থাকে না, সেইরূপ খর-দূষণ রামের নিকট পরাজিত হওয়া অবধি পরাক্রমশূন্য হইয়াছে।

২৩। কুড়িছে—উপড়াইতেছে অর্থাৎ তুলিয়া ফেলিতেছে।

২৪। অঞ্জন—কাজল।

২৭। ঘৃণিতাম—ঘৃণা করিতাম।

২৮। গরিমার—গৌরবের। কেশাবলী প্রভৃতির চিকণ বন্ধনাদি দ্বারা কামিগণের মনোহরণাদি পূর্ব্বক নানা সুখভোগ বর্ণনান্তর "গরিমার পুরস্কার" ইত্যাদি বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে, কেশাবলী প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গতুল্য সুখভোগ করিয়াছি, অবশেষে কি সে সুখ-ভোগ নরকভোগরূপে পরিণত হইল?

স্বনিছে ভীষণ সর্প ; নখ অসি সম ;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ ; দুলিছে সঘনে
কদাকার স্তন-যুগ ঝুলি নাভি-তলে ;
নাসা-পথে অগ্নি-শিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধকধকি ; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা ;—"এই যে
নারী-কুল-রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে,
বেশ-ভূষাসক্তা সবে ছিল মহী-তলে।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বন-স্থলী, কামি-মন মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা ! এবে কোথা সে রূপ-মাধুরী,
সে যৌবন-ধন হায় ?" অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি,—"এবে কোথা সে রূপ-মাধুরী,
সে যৌবন-ধন, হায় ?" কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে।
আবার কহিলা মায়া ;—পুনঃ দেখ চেয়ে
সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু," দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে !
পরিমলময়ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গনয়নে,
মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে !
দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে
গ্রীবা-দেশ ! সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূতার কাঁচলি
আচ্ছাদন ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
কামীর ! সুক্ষীণ কটি, নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু-উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তারা যবে।

বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা ;
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।
রূপস-পুরুষ-দল আর এক পাশে
বাহিরিল মৃদু হাসি ; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্ত্তিকেয় বলী,
কিংবা, রতি, মনমথ মনোরথ তব !
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি
কপটে কটাক্ষশর হানিলা রমণী,—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।
তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে ম্লান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে ; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি ?
বিহঙ্গ-বিহঙ্গী যথা প্রেম-রঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে !
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে !
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর-নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি, মারি, হস্ত-পদাঘাতে।
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক-মুখ চিরি
বজ্র-নখে। রক্ত-স্রোতে তিতিলা ধরণী।
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি

২। রক্তাক্ত—রক্তমিশ্রিত। ২২। কম্বু—শঙ্খ। কবিরা সচরাচর শঙ্খের সহিত গ্রীবা অর্থাৎ ঘাড়ের তুলনা দিয়া থাকেন। ২৩—২৫। সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূতার কাঁচলি—স্তনাবরণ, স্তনকে আচ্ছাদন না করিয়া বরং তাহার রুচি অর্থাৎ কান্তির বৃদ্ধিকরত কামিগণের কামানল উদ্দীপ্ত করে। ২৫—২৯। এই স্ত্রীলোকদিগের পরিধান-বসন নীলবর্ণ এবং এত পাতলা যে, তদ্দ্বারা উরুদেশের আবরণ দূরে থাকুক, বরং তন্মধ্য দিয়া আপন কান্তি সকল এমন প্রকাশ করিতেছে যে, যেমন বস্ত্রহীনা অপ্সরীদের কান্তি তাহাদের জলকেলিকালে প্রকাশ পায়।

৮। কিংবা হে রতিদেবি, এ সকল পুরুষ তোমার মনোরথ মন্মথের চেয়ে সুন্দর।

৯—১২। পুরুষকুলদর্শনে এই সকল দুর্বৃত্তা নারীগণের কামরিপু প্রবল হওয়াতে তাহাদের শ্বাসবায়ু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের কণ্ঠস্থিত কুসুমমালার রজঃ অর্থাৎ কুসুমধূলি উড়াইয়া ইত্যাদি—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই স্ত্রীলোকেরা কামে বিবশা হইল। পুরুষদলও তাহাদের হাবভাব-লাবণ্যদর্শনে একবারে বিমোহিত হইয়া পড়িল।

১৬—১৯। বিহঙ্গ-বিহঙ্গী যথা, এ স্থলে নারী ও পুরুষদলের বিহঙ্গ-বিহঙ্গীর সহিত তুলনা দিবার তাৎপর্য্য এই যে, রতিকালে তাহাদের যেমন স্থানাস্থান ও সময়াসময়ের বিবেচনা থাকে না, নারী ও পুরুষগণেরও এ স্থলে সেই দশা ঘটিয়া উঠিল।

বিরাটে। উতরি তথা যম-দূত যত
লৌহের মুদ্গর মারি আশু তাড়াইলা
দুই দলে। মৃদু-ভাবে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘু-কুলানন্দ রাঘব-নন্দনে ;—
"জীবনে কামের দাস, শুন বাছা, ছিল
পুরুষ ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে,
বর্জ্জি লজ্জা ;—দণ্ড এবে এই যম-পুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে,
মরু-ভূমে ; স্বর্ণ-কান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে ; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে ; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝে দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
মর্ত্ত্য-ভূমে নরকাগ্রে, বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কামানলরূপে
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে—
এ পাপি-দলের এই পুরস্কার শেষে!"
মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি ;—
"কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে!
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি ? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।"

হাসিয়া কহিল মায়া ;—"অসীম এ পুরী,
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্তনগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ! পূর্ব্ব-দ্বারে সুখে
পতিসহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে ; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন-মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাইছে সু-পিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা!
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে ;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা!
চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ, পেয় যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা ; মহেষ্বাস, সদ্যঃ ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা ; উত্তর-দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃপদ হেরিবে, নৃমণি!"
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে!
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি
তুষার ; কেহ বা গর্জ্জি উগরিছে মুহুঃ
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পূরি কোলাহলে
চৌদিক! দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি
তাড়াইছে বালিবৃন্দে উর্ম্মিদলে যেন!
দেখিলা তড়াগ বলী সাগর-সদৃশ
আকুল ; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে

১০—১৪। মরুভূমে মরীচিকা কেবল তৃষার উৎপাদক মাত্র, কিন্তু তৃষার নিবারণে সে শক্তিহীনা। মাকাল ফলেরও অবিকল সেই ধর্ম্ম। এ সুরূপা স্ত্রীদল ও সুদৃশ্য পুরুষদল বিধাতার দণ্ডবিধানানুসারে উভয়ে উভয়ের মনোরথ সফল করিতে অক্ষম; তন্নিমিত্তই উপরি-উক্ত বিবাদ। প্রথম দর্শনে উভয়ের মনে যে অনুরাগ জন্মে, সে অনুরাগ বৃথা হইয়া মহাক্রোধরূপ ধারণ করে।

১৫—২১। এই অসাধারণ বর্ণনা নীতিশূন্য নহে; প্রথমতঃ পাঠকগণের মনে ইহা অশ্লীল বোধ হইতে পারে, ফলতঃ ইহা তাহা নহে। কবি এ কুপাপের যে দণ্ড এ স্থলে বর্ণনা করিতেছেন, তাহা কোনমতেই এতদপেক্ষা সুকৌশলে প্রকাশ করা যায় না, এই নীতিগর্ভ উপদেশবাক্য বোধ হয় সকলেরই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। "যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী"—এই বর্ণনাটি নূতন সঙ্কলিত।

৯। সুসরসী—সুসরোবর। ১৮। কামধুক্—স্বর্গ। কাম—ইচ্ছা, অভিলাষ। ধুক্—দোহনকর্ত্তা অর্থাৎ যিনি মনোরথ পূর্ণ করেন। ২৫। বন্ধ্য—ফল-শূন্য, বাঁজা। ২৮। দ্রবি—দ্রব করিয়া অর্থাৎ গলাইয়া। ৩২। উর্ম্মিদলে—তরঙ্গসমূহে।

তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি; করে কেলি তাহে
ভীষণমূরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীরে!
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী
শেষ যথা; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে;
সাগরমন্থনকালে সাগরে যেমতি।
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে
বিলাপি! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে,
ভীষণদশন কীট! আগুন ভূতলে,
শূন্যদেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর-দ্বারে!
দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী।

নিকটয়ে তট যবে যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
কুসুমবনজনিত পরিমল-সখা
সমীর; জুড়ায় কান শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব, জনরব সহ—
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি! চারি দিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক-প্রসূন-পূর্ণ; সুদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয়ধাম! কহিলা সুস্বরে
মায়া;—"এই দ্বারে, বীর, সম্মুখ-সংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের! কানন-পথে চল, ভীমবাহু,
দেখিবে যশস্বিজনে, সঞ্জীবনী পুরী
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-রূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জ্বলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে,
অগ্রে শূলহস্তে মায়া! কতক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রঙ্গভূমিরূপে।
কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা
বিশাল; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে; কোথায় গরজে
গজেন্দ্র। খেলিছে চর্ম্মী অসি-চর্ম্ম ধরি,
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি;
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন।
কুসুম-আসনে বসি স্বর্ণ-বীণা করে,
কোথায় গাহিছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে,
বীরকুল-সংকীর্ত্তনে! মাতি সে সঙ্গীতে,
হুঙ্কারিছে বীরদল; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে, পারিজাতফুল রাশি রাশি,
সুসৌরভে পূরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা;
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি।

কহিলা রাঘবে মায়া;—"সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি ক্ষত্র-চূড়ামণি!
কাঞ্চন-শরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলিশম্ভুনিভ পরাক্রমে;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গম-দমী
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে;—
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ।" সুধিলা সুমতি
রাঘব;—"কেন না হেরি কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায় নরান্তক (রণে
নরান্তক,) ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শূরে?"

উত্তরিলা কুহকিনী;—"অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি!
নগরবাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ, বীরবর আসিছে এ দিকে
সুবীর; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে তুমি।"
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।

সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে

৪। মহোরগবৃন্দ—মহাসর্পসমূহ। অশেষশরীরী—দীর্ঘদেহবিশিষ্ট।

৫। শেষ—শেষনামক সর্প, অনন্তনাগ।

২২। কনক-প্রসূন-পূর্ণ—স্বর্ণ-কুসুম-পরিপূর্ণ।

৩৪। রঙ্গভূমি—যুদ্ধক্ষেত্র।

২৭—২৮। প্রথম নরান্তক এক জন রাক্ষসের নাম। দ্বিতীয় নরান্তক—নরকুলের অন্তকারী অর্থাৎ যম।

তেজস্বী ; কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,
ঝল-ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ ? করে শূল, গজপতিগতি।

অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে,
সুধিলা ;—"কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘু-কুল-চূড়ামণি ! অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ;
কিন্তু দূর কর ভয় ; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালী।" সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি
রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে ! কহিলা হাসিয়া
বালী ;—"চল মোর সাথে, দাশরথি রথি !
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে
সুবর্ণকুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসখা তব !
পরম পীরিতি রথী পাইবেন হেরি
তোমায় ! জীবন দান দিলা মহামতি
ধর্ম্মকর্ম্মে—সতী নারী রাখিতে বিপদে ;
অসীম গৌরব তেঁই ! চল ত্বরা করি !"

জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু ;—"কহ কৃপা করি,
হে সুরথি, সমদ্যুতী এ দেশে কি তোমা
সকলে ?" "খনির গর্ভে" উত্তরিলা বালী,
"জনমে সহস্র মণি, রাঘব ; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে ;—
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি ?"
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে।

রম্য বনে, বহে যথা পীযূষসলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি,
জটায়ু গরুড়-পুত্রে, দেবাকৃতি রথী ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, বিবিধ রতনে
খচিত আসনাসীন ! উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি ! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি
উজ্জ্বলে সে বনরাজি, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে !
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
বাসন্ত ! আদরে বীর কহিলা রাঘবে ;—
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্র পুত্র ! ধন্য তুমি ! ধরিলা তোমারে
শুভক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী !
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব !
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি
রণ-বার্ত্তা ! পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ ?" প্রণমি প্রভু কহিলা সুস্বরে ;—
"ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,
বিনাশিনু বহু রক্ষে ; রক্ষঃ-কুলপতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃ-পুরে।
তার শরে হত-জীব লক্ষ্মণ সুমতি
অনুজ ; আইলা দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি। কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি ?"

কহিলা জটায়ু বলী ;—"পশ্চিম-দুয়ারে
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে ;
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি !"

বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
বহু স্বর্ণ-অট্টালিকা ; দেবাকৃতি বহু
রথী ; সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে ;
কিংবা নিশাভাগে যথা খদ্যোত, উজলি
দশ দিশ ! দ্রুতগতি চলিলা দুজনে।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে।

কহিলা জটায়ু বলী ;—"রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী ! সশরীরে শিবের আদেশে
আইলা এ প্রেত-পুরে, দরশন-হেতু
পিতৃপদ ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজস্থানে, প্রাণিদল !" গেলা চলি সবে
আশীর্ব্বাদি। মহানন্দে চলিলা দুজনে।
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী ! বহিছে কলে প্রবাহিনী ঝরি !
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছজলে।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে

১১। বিমল রয়ে—নির্ম্মল বেগে।

১৮। রিপুদমি—হে শত্রুদমনকারি।
৩৫। কপর্দ্দী—শিব ; কল—মাধুর্য্যুক্ত শব্দ।

শ্যামভূমি ; তাহে সরঃ ; খচিত কমলে !
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে।
বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে ;—"পশ্চিম-দ্বারে দেখ, রঘুমণি !
হিরন্ময় ; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘ শিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী ! পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ ;—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।
অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু !"

অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতির পদতলে ; সুধিলা আশীষি
দিলীপ ;—"কে তুমি ? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি ?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম !" কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা :—"হে সুভগ, কহ ত্বরা করি,
কে তুমি ? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা ! কোন্ সাধ্বী নারী
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি ?
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে ? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে ?"

উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলি-পুটে ;—
"ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন যিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল ; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী : তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি ; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা ; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে।
সুমিত্রা-জননীপুত্র লক্ষ্মণ কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে ! কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে !"

উত্তরিলা রাজ-ঋষি ;—"রামচন্দ্র তুমি,
ইক্ষ্বাকুকুলশেখর, আশীষি তোমারে !
নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্ ! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ ! ওই যে দেখিছ
স্বর্ণ-গিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণী-তটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু ; যাও, মহাবাহু,
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।"

বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি-দেশে
সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী-নদীতীরে, পীযূষসলিলা
এ ভূমে ; সুবর্ণ শাখা, মরকত-পাতা,
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে ?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতি-প্রদায়ী।

হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা ;—"আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুর্দ্বয় ? পাইনু কি আজি
তোরে, হারাধন মোর ? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র ? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়-জ্বলনে।
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই ! তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা ; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকানন-শোভা আশালতা মম

১। সরঃ—সরোবর।
৩। বিনতানন্দনাত্মজ—গরুড়পুত্র অর্থাৎ জটায়ু।
৯। সুদক্ষিণা—দিলীপের স্ত্রী।
১০। নিদান—আদিকারণ, মূল।

১। শত্রুঘ্ন—শত্রুনাশক।
২৩। প্রসরি—বিস্তার করিয়া অর্থাৎ বাড়াইয়া।
৩৪। আয়াস—ক্লেশ, দুঃখ।

মত্তমাতঙ্গিনী-রূপে।" বিলাপিলা বলী
দশরথ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ ;—"অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে ; কে তারে রক্ষিবে
এ বিপদে ? এ নগরে বিদিত যদ্যপি
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি! না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা! আজ্ঞা দেহ এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ।" কাঁদিলা নৃমণি
পিতৃপদে ; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা
দশরথ ;—"জানি আমি কি কারণে তুমি
আইলে এ পুরে, পুত্র! সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গলহেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্নকারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা ; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব
আশুগতিপুত্র হনূ, আশুগতিগতি ;
প্রের তারে ; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম।
নাশিবে সমরে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে ; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে ; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে :—
কিন্তু সুখভোগ ভাগ্যে নাহি বৎস, তব!
পুড়ি ধূপদানে, হায় গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহুক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারত-ভূমি, যশস্বি, সুযশে!
মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে ;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।
"অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি ; যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে ; প্রের ত্বরা বীর হনূমানে ;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে,
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।"
আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে।
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম!—বৃথা!
নারিলা স্পর্শিতে পদ! কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে ;—
"নহে ভূত-পূর্ব্ব দেহ এবে যা দেখিছ,
প্রাণাধিক! ছায়ামাত্র! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিংবা জলে, এ শরীর মম।
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কা-ধামে।"
প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উতরিলা বলী,
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী ;
চারি দিকে বীর-বৃন্দ নিদ্রা-হীন শোকে।

২৬। আশুগতিপুত্র—পবনপুত্র। আশুগতি-গতি—পবনগতি অর্থাৎ পবনের ন্যায় দ্রুতগামী।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে প্রেতপুরী নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী ; জয়রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগর-কল্লোল-সম ! বিস্ময়ে সুরথী
সুধিলা সারণে লক্ষ্যি ;—"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরি-বৃন্দ, নিশা-ভাগে নিরানন্দ শোকে ?
কহ শীঘ্র। প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি ? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল !
অবিরাম-গতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম ; ভাসিল শিলা যার মায়া-তেজে
জল-মুখে ; বাঁচিল যে দুইবার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে ?
কহ, শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে ?"
করপুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে ;—
"কে বুঝে দেবের মায়া, এ মায়া-সংসারে,
রাজেন্দ্র ? গন্ধমাদন, শৈল-কুল-পতি,
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশা-কালে,
মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে ; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণ-তেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে ;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করি-যূথ, নাথ শুনি যূথ-নাদে !"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ ;—"বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈব-বলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্ব-ধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি !
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে ?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি। মরিল সংগ্রামে
শূলিশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসব-জয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর ! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে ?
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভব-তলে ?
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব ;—কহিও শূরে,—'রক্ষঃকুল-নিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি !
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহু-বলে, বলি, বীর-শূন্য এবে
বীর-যোনি স্বর্ণ-লঙ্কা ! ধন্য বীরকুলে
তুমি ! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি !

১। প্রভাতিল—প্রভাত হইল। বিভাবরী—রাত্রি।

৭। লক্ষ্যি—লক্ষ্য করিয়া।

১৮। করপুটি—করযোড় করিয়া।

২৪। হিমান্তে—শীতাবসানে অর্থাৎ গ্রীষ্মে।

২। মর—যাহাদিগের মৃত্যু আছে অর্থাৎ মনুষ্যাদি।

১০। শূলিশম্ভুসম—শূলধারী মহাদেবসদৃশ।

১১। কুমার—পুত্র অর্থাৎ মেঘনাদ। বাসবজয়ী—ইন্দ্রজয়ী।

১৮। পরিহরি—অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া।

১৯। সৎক্রিয়া—সৎকার অর্থাৎ দাহাদি।

২১। বিপক্ষ ইত্যাদি—বীরপুরুষেরা বীর বিপক্ষ হইলেও তাহার সম্মান করিয়া থাকেন।

অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃ-পতি পতিত বিপদে ;
পর-মনোরথ আজি পূরাও, সুরথি !'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে।"

বন্দি রক্ষঃ-কুল-ইন্দ্রে, সঙ্গি-দল-সহ,
চলিল সচিব-শ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত।
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে।

শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,
আনন্দ-সাগরে মগ্ন ; সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানী-বিহনে
নব-রস ; পূর্ণ শশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায় ; কিংবা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল ! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত—দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে,—
দেবেন্দ্রে বেড়িয়া যেন দেব-কুল রথী !

কহিল সংক্ষেপে বার্ত্তা বার্ত্তাবহ ত্বরা ;—
"রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবির-দ্বারে সঙ্গিদল সহ ;—
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি !"

আদেশিলা রঘুবর ;—"আন ত্বরা করি,
বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে দূতকুল অবধ্য সমরে ?"

প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা ;—
(বন্দি রাজ-পদ-যুগ) "রক্ষঃ-কুল-নিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—'তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি !
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীর-শূন্য এবে
বীর-যোনি স্বর্ণ-লঙ্কা ! ধন্য বীর-কুলে
তুমি ! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি ;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃ-পতি পতিত বিপদে,—
পর-মনোরথ আজি পূরাও, সুরথি' !"

উত্তরিলা রঘুনাথ ;—"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব ; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে !
রাহু-গ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয় ? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিন-মুখ সেও হে সে কালে !
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর ! যাও ফিরি স্বর্ণ-লঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্যে। কহিও, বুধ, রক্ষঃ-কুল-নাথে,
ধর্ম্ম-কর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক !" এতেক কহি নীরবিলা বলী।

নত-ভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি ;—
"নর-কুলোত্তম তুমি, রঘু-কুল-মণি ;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে !—
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি !
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে ?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ;
নর-দল-পতি তুমি, রাঘব ! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে !
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপু-ভাবে !
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র-রিপু ;
খগেন্দ্র নাগেন্দ্র-বৈরী ; তাঁর মায়া-ছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে ?"

প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষস-নাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি, নয়ন-আসারে,
শোকার্ত্ত ! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি
নেতৃ-বৃন্দে ; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে।

যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদ-তলে। মধু-স্বরে সুধিলা মৈথিলী ;—
"কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে

১৮। বার্ত্তাবহ—যে সংবাদ বহন করে।

২৮। আসারে—বারিধারায়।
৩৮। হাহাকারে—হাহাকার করে।

এ দুদিন পুরবাসী ? শুনিনু সভয়ে
রণ-নাদ সারা দিন কালি রণভূমে ;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দূর বীর-পদ-ভরে ; দেখিনু আকাশে
অগ্নি-শিখা-সম শর ; দিবা-অবসানে,
জয়নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে !
কে জিনিল ? কে হারিল ? কহ ত্বরা করি,
সরমে ! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ ! না জানি, হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে ?
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে ;
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিত-লোচনা,
করে খরশাণ অসি, চামুণ্ডা-রূপিণী,
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা ! আর চেড়ী রোধিল তাহারে ;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি !
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে !"

কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে ;—
"তব ভাগ্যে ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিৎ ! তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী। কাঁদে মন্দোদরী ;
রক্ষঃ-কুল-নারী-কুল আকুল বিষাদে ;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে !"

উত্তরিলা প্রিয়ংবদা ;—"সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা লো, এ পুরে !
ধন্য বীর-ইন্দ্রকুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই ! এত দিনে বুঝি
কারাগার-দ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায় ! একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কা-ধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে ?
কিন্তু শুন কান দিয়া ! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার ধ্বনি, সখি !"—কহিলা সরমা
সুবচনী ;—"কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধু-তীরে লইছে তনয়ে
প্রেত-ক্রিয়া-হেতু, সতি ! সপ্ত দিবানিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরি-ভাবে—এ-প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে ;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র ! দৈত্য-বালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা।—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহ-স্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি ! হর-কোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে ?"

কাঁদিলা রাক্ষস-বধূ তিতি অশ্রু-নীরে
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতা-রূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল আঁখি সম্ভাষি সখীরে ;—
"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায় অমঙ্গলা-রূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা !
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী।
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো, এবে,
শূন্য রাজ-সিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীম-ভুজ-বলে,
রক্ষিতে দাসীর মান ! হাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ?
মরিবে দানব-বালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে ! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুকাল
হেন ফুল।"—"দোষ তব"—সুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়ন-জল ;—"কহ কি রূপসি ?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণ-ব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে ? কে আনিল তুলি
রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষসদেশে ?
নিজ কর্ম্ম-দোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি !
আর কি কহিবে দাসী ?" কাঁদিলা সরমা
শোকে ! রক্ষঃ-কুল-শোকে সে অশোকবনে,
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—দুঃখী পরদুঃখে !

খুলিল পশ্চিম-দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণ-দণ্ড করে,
কৌষিক-পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে !
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি

করিপৃষ্ঠে, পূরে দেশ গম্ভীর-আরাবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে ;
বাজীরাজী সহ গজ ; রথিবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ-ক্বণে !
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধু-মুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল ! ঝক-ঝক ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি ! রবি-কর-তেজে
শোভে হৈমধ্বজ দণ্ড ; শিরোমণি শিরে ;
অসিকোষ সারসনে ; দীর্ঘ শূল হাতে ;—
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে !
বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমাসমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণ-বেশে,—কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি শশিকলাভাবে
নিশা যথা ! অবিরল ঝরে অশ্রু-ধারা,
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে।
উচ্ছাসিছে কোন বামা ; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে ; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে !
হায় রে, কোথা সে হাসি—সৌদামিনীছটা !
কোথা সে কটাক্ষ-শর কামের সমরে
সর্ব্বভেদী ? চেড়ীবৃন্দ-মাঝারে বড়বা,
শূন্য পৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
বৃন্ত যথা ! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী, চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে।
প্রমীলার বীর-বেশ শোভে ঝলমলে
বড়বার পৃষ্ঠে—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত মরি, অমূল্য রতনে !
সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে। সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি ! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচ-যুগে—গিরিশৃঙ্গ সম !
ছড়াইছে খই, কড়ি, স্বর্ণমুদ্রা-আদি
অর্থ, দাসী ; সকরুণে গাইছে গায়কী ;
পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী !
বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দমাঝে
পুষ্পক, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা,
চক্রে ; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে ;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমাবিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে। কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান ! রথ-মধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র ; সুকবচ ; সৌরকর-রাশি-
সুদৃশ্য কিরীট ; আর বীর-ভূষা যত !
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখে ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা নড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু ! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধু-তীর-মুখে।
সুবর্ণ-শিবিকাসনে আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃতকাম সহ সহগামী।
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে ; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষস-বধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর ; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষ-কুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে ? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে, নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি ? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে !
শুকাইলে তরুরাজ, শুকায় রে লতা,
স্বয়ংবরা বধূ ধনী ; কাতারে কাতারে
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুকবিভা নয়ন ঝলসে !
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ;
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি ;

৪। ক্বণে—শব্দে। ১৩। কৃষ্ণ-হয়ে—কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে। ৩৭। পেশল—কোমল।

২। প্রতিমাপঞ্জর—দুর্গাদি প্রতিমার ঠাট অর্থাৎ কাঠাম। দ্বিতীয় প্রতিমা—দুর্গাদির প্রতিমূর্ত্তি। ৭। সৌরকর—সূর্য্যকিরণ। ৯। গীতী—গায়ক। ১২। জলবহ—যে জল বহন করে অর্থাৎ ভারী, ভিস্তি। ৩৭। হবির্ব্বহ—অগ্নি। হোত্রী—হোমকর্ত্তা।

বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তূরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে। স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষস-নারী, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে!
বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃ-কুলরাজা
রাবণ;—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃ-পুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে!
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে।
কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে;—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
যুবরাজ, রক্ষঃসহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধু-তীরে! সাবধানে যাও, হে সুরথি!
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে।
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার! লক্ষ্মণশূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে!"
দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল;—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সেনানী; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী,
মৃগে বায়ুকুলরাজ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি;—
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপন-তেজে; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য, দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।
উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার, ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে!
মুহূর্ত্তে সংবরি শোক কহিলা সুন্দরী;—
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা-মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে।"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে;
প্রফুল্ল-কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তূরী,

৪। গাঙ্গেয়—গঙ্গাসম্বন্ধীয়। ২৭। পরাপর—আপন পর। ৩২। শিষ্টাচার—হে ভদ্র।

কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি ; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণশরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে!
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;—
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃ-কুলরাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃ-কুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্ম-ফলে,
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহুগ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র, পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃ-কুলপতি?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ, রাক্ষস-লক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"
অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে!
লড়িল মস্তকে জটা ; ভীষণগর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গ-বৃন্দ ; ধক্ ধক্ ধকে
জ্বলিল অনল ভালে ; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে!
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে!
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব ; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলি-পুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে ;—
"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে ;
নহে দোষী রঘুরথী! তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায়।" চরণযুগ ধরিলা জননী।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জ্জটি ;—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।"
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী ;—
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষস-দম্পতি।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে!
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি! বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে!
উঠিল গগন-পথে রথবর বেগে ;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি ;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে!
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইল সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে।
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া,
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে!

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে সংস্ক্রিয়া নাম নবমঃ সর্গঃ।

মেঘনাদবধ-কাব্য সমাপ্ত

বীরাঙ্গনা-কাব্য

প্রথম সর্গ

(দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা)

[শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, জনক-জননী কর্ত্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কণ্বমুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। একদা মুনিবরের অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া-প্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তলা রাজ-অতিথির যথাবিধি অতিথিসৎকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজা তাঁহাকে গুপ্তভাবে গান্ধর্ব্ব-বিধানে পরিণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুষ্মন্ত স্বরাজ্যে গমনানন্তর শকুন্তলার কোন তত্ত্বাবধান না করাতে, শকুন্তলা রাজসমীপে এই নিম্নলিখিত পত্রিকা-খানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বননিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে;
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর-বনে;
অমনি চমকি ভাবি— মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজিরাজি, সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ! আশার ছলনে,
প্রিয়ংবদা, অনসূয়া, ডাকি সখীদ্বয়ে;
কহি,—'হেদে দেখ্, সই, এত দিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে!
ওই দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে!
ওই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে।'
নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ংবদা,
কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে!

দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে,
যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে
পদযুগ; চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে।
দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা;
শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর,
স্রোতোনাদে; মরমরে পাতাকুল নাচি;
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি,
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া।
সুধি গঞ্জি ফুলকুলে;—'রে নিকুঞ্জশোভা,
কি সাধে হাসিস্ তোরা? কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল-সুধা?'
কহি পিকে,—'কেন তুমি, পিককুল-পতি,
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে?

৪। প্রফুল্লিত—বিকসিত, প্রফুল্ল বিশেষণপদ, সুতরাং প্রফুল্লিত পদটি সাধন করা অসঙ্গত হইয়াছে।
৬। মরমরে—মর্ম্মর শব্দ করে।

কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে ?
মদনের দাস মধু ; মধুর অধীন
তুমি ; সে মদন মোহে যাঁর রূপগুণে,
কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে ?
অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি—মৃদুস্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে !
শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে
নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি,—
কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে।
কহি পত্রে,—'শোন্ পত্র ;—সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে
প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুকাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে ;—
তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নৃপতি ?'

মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে ;
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি, পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম ! কাঁপে হিয়া দুরু দুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ ! উল্লাসে উন্মীলি
নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুরঙ্গীরে !
গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে !
ডাকি উচ্চে অলিরাজে ; কহি, 'ফুলসখে
শিলীমুখ,—আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
এ পোড়া অধর পুনঃ, রক্ষিতে দাসীরে,
সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি !'
কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত ! কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
শুকাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে ?

কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে,
যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,
নরেন্দ্র ; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;—
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি জুড়ালে
বিষম বিরহজ্বালা ! পদ্মপর্ণ নিয়া
কত যে কি লিখি নিত্য কব তা কেমনে ?
কভু প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে ;—
'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,
ফেল রাজপদ-তলে, যথা রাজালয়ে
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি !'
সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শূন্যমনে ;—
'মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
কুরঙ্গ ! লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে
যথায় জীবিতনাথ ! হায়, মরি আমি
বিরহে ! শৈশবে তোরে পালিনু যতনে ;
বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি !'

আর যে কি কহি কারে, কি কাজ কহিয়া,
নরেশ্বর ? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে,
অনসূয়া প্রিয়ংবদা সখীদ্বয় বিনা,
নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে
অভাগীর দুঃখ-কথা ! এ দুজন যদি
আসে কাছে, মুছি আঁখি অমনি ; কেন না,
বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে !—
বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে !
ফাটি অন্তরিত রাগে, বাক্যে নাহি ফোটে !

আর আর স্থল যত, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভ্রমি সে সকল স্থলে ! যে তরুর মূলে
গান্ধর্ব্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,—
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে !—
হা বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে ?
এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে ?

এইরূপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাথিনী,
প্রাণনাথ ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী,
পিতৃস্বসা,—মনঃ তাঁর রত তপোজপে ;
তা না হ'লে সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত
এত দিনে ! নাই সাধে বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্নে আর, দেব ! মলিন বাকলে
আবরি মলিন দেহ ; নাহি অন্নে রুচি ;

২। মধু—বসন্ত। ৩। মোহে—(অকর্ম্মক-ক্রিয়া) মুগ্ধ হয়।
২২। শিলীমুখ—ভ্রমর।
২৪। পুরুকুলনিধি—পুরুবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত।
১৫। ঋষিবালা—ঋষিকন্যাদ্বয় অর্থাৎ অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা।
১৮। অন্তরিত—অন্তরে জাত, মনোগত।
২৩। কানন-বাসর (রূপক কর্ম্মধারয় সমাস) কবি দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনস্থান বনানীকেই বিবাহ-রাত্রির শয়নগৃহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

না জানি কি কহি কারে, হায়, শূন্যমনে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
হারাই সতত জ্ঞান; চেতন পাইয়া
মেলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে!
অমনি পসারি বাহু ধাই ধরিবারে
পদযুগ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে!
হায় রে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা!
কি পাপে পীড়েন বিধি, সুধিব তা কারে?
দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী
নিদ্রা, সুকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে,
কত যে স্বপনে দেখি, কব তা কেমনে?
স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে;
ফুলশয্যা; বিদ্যাধরী-গঞ্জিনী কিঙ্করী;
কেহ গায়, কেহ নাচে, যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ। দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি
অলকা-সদনে যেন; শুনি বীণা-ধ্বনি;
গন্ধামোদে মাতে মনঃ; নন্দন-কাননে
(শুনেছি এ কথা, নাথ! তাত কণ্বমুখে)
নন্দন-কাননান্তরে বসন্তে যেমনি!
তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণ-সিংহাসনে!
শিরোপরি রাজচ্ছত্র, রাজদণ্ড হাতে,
মণ্ডিত অমূল্য-রত্নে, সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে!
কত যে জাগিয়া কাঁদি কব তা কাহারে?
জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্রসদৃশ
ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব; অতুল জগতে
কুলমান, ধনে তুমি, রাজকুলপতি!
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে
দাসীভাবে পা-দুখানি—এই লোভ মনে,—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে!
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা,
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে?
আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে!
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে!
চির-অভাগিনী আমি! জনকজননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে!
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি,
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে?
এ বনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
নরাধিপ? শুনিয়াছি, রথিশ্রেষ্ঠ তুমি,
বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীমবাহুবলে;
কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি! বিনাশি—
অবলা-কুলের বালা আমি—সুখ মম!
আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে;
কি কব তাঁহারে, নাথ, কহ তা দাসীরে?
নিন্দে অনসূয়া যবে মন্দকথা কয়ে,
অপবাদে প্রিয়ংবদা তোমায়,—কি ব'লে
বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে?
কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব
এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি পদে!
বনচর চর, নাথ! না জানি কিরূপে
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে?
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে!
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে!

১৯। অলকা-সদনে—কুবেরের পুরীতে।
২০। নন্দন-কাননে—মনের আনন্দদায়ক বিলাসোপবনে।
২২। নন্দন—ইন্দ্রের স্বনামখ্যাত উপবন।
২৪। শিরোপরি—সন্ধি ব্যাকরণদুষ্ট হইয়াছে, শিরঃ—উপরি এই দুই শব্দে "শির-উপরি" সন্ধি হয়।

৭। রোহিণী—দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা, চন্দ্রপত্নী।
২০। সুখ—[বিনাশ ক্রিয়ার কর্ম্মপদ]
২৩—২৪। নিন্দি ও অপবাদে ক্রিয়া দুইটিতে বর্ত্তমান কালের বিভক্তি থাকিলেও ভবিষ্যৎকালের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলা-পত্রিকা নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ

(সোমের প্রতি তারা)

[যৎকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিদ্যাধ্যয়ন-করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। সোমদেব পাঠসমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না; তিনি সতীত্ব-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, তাহার এ স্থলে পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।]

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্যদোষে
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা-দুখানি!—
কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপ কথা, হায় রে, কেমনে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে! হস্তদাসী সদা
তুই, মনোদাস হস্ত; সে মনঃ পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই? বজ্রাগ্নি যদ্যপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা!

হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত দুর্ম্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে
তোমায় পাপিনী তারা! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি!
ভুলি ভূতপূর্ব্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে!

এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে—ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ!—তারানাথ? কে তোমারে দিল
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে!

এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে
নামদাতা? ভেবেছিনু, নিশাকালে যথা
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত; কিন্তু—ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে!
কে পারে লুকাতে কবে জলন্ত পাবকে?
এস তবে, প্রাণসখে, তারানাথ তুমি,
জুড়াও তাহার জ্বালা! নিজ রাজ্য ত্যজি,
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি?
সদর্পে কন্দর্পনামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ খর শর তূণে, পুষ্পধনুঃ হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী;—
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে?

যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে,
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তব চন্দ্রমুখ—অতুল জগতে!
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে!
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে;

২০। তারানাথ—চন্দ্র ও বৃহস্পতিপত্নী তারার স্বামী—এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১২। পরাক্রমি—(অসমাপিকা ক্রিয়া) পরাক্রম প্রকাশ করিয়া।

বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজি,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে।)
চিরপরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায়। চাহিনু কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলি, সীঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতা-হার, কাঞ্চী কটিদেশে।
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে!
হায় রে, অবোধ আমি! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী!—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!

বিদ্যালাভ হেতু যবে বসিতে, সুমতি,
গুরুপদে; গৃহকর্ম্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা!
কি ছার নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা?
কি ছার মুরজ, বীণা, মুরলী, তুম্বকী?
বর্ষ বাক্যসুধা তুমি! নাচিবে পুলকে
তারা, মেঘনাদে মত্তা ময়ূরী যেমতি!
গুরুর আদেশে যবে গাভীবৃন্দ লয়ে,
দূর-বনে, সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহুদিন; অহরহঃ, বিরহ-দহনে,
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে!

গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্ব্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি!

গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আমি আনি, পড়ে কি হে মনে?
হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কভু
তাম্বুল শয়নধামে? কুশাসন-তলে,
হে বিধু, সুরভিফুল কভু কি দেখিতে?
হায় রে, কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে;
কোমল-কমল-নিন্দা ও বরাঙ্গ তব!
তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত দুঃখিনী!
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে
শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে?

পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, সুমতি,
"দয়াময়ী বনদেবী বনদেবী ফুল অবচয়ি,
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম!"
কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি;—
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে
এ কিঙ্করী; ফুলরাশি তুলি চারি দিকে
রাখিত তোমার জন্যে! নীর-বিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নিধি,
অভাগীর অশ্রুবিন্দু—কহিনু তোমারে।
কত যে কহিত তারা—হায় পাগলিনী!—
প্রতিফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে?
কহিত সে চম্পকেরে;—"বর্ণ তোর হেরি,
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে
ও কর-কমলে, সখা, কহিস্ তাঁহারে,
'এ বর বরণ মম কালি অভিমানে,
হেরি যে বর বরণ,' হে রোহিণীপতি,
কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে!"
কহিত সে কদম্বেরে;—না পারি কহিতে
কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, সরমে!
রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে!

শুনি লোকমুখে সখে, চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে,
কি আর কহিব তার? শুনিলে হাসিবে,
হে সুহাসি! নাহি জ্ঞান; না জানি কি লিখি!

ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে!
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি। ভ্রান্তিমদে মাতি,
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে!

৫। দুকূল—সূক্ষ্মবস্ত্র।
১৮। মুরজ—মৃদঙ্গ। মুরলী—বংশী। তুম্বকী—অলাবু ও লৌহতারবিনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; সম্ভবতঃ সেতার বা তানপুরা।

৪। কোমল-কমল-নিন্দা—কোমল পদ্মের নিন্দা-বিধায়ক অর্থাৎ পদ্মের অপেক্ষাও কোমল।

প্রফুল্ল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে
তুলি ছিঁড়িতাম রাগে ;—আঁধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায় ! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে,
কহিতাম অভিমানে,—'রে দারুণ বিধি,
নাহি কি যৌবন মোর,—রূপের মাধুরী ?
তবে কেন,' কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্ব্বকথা !
নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যদি !

তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে ;
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে !
দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবানিশি ! দিবানিশি সেবি দাসীভাবে
ও পদযুগল, নাথ,—হা ধিক্, কি পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি
এ ভালে ? জনম মম মহা-ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ! ফলিল কি তবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু ? কর্ম্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী !
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?

কম সখে !—পোষা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে,
চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব্ব-কারাগারে !
এস তুমি ; এস শীঘ্র, যাব কুঞ্জ-বনে !
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে !
দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি ! যথা যাও যাব ; করিব যা কয় ;—
বিকাইব কায়-মনঃ তব রাঙা-পায়ে !
"কলঙ্কী শশাঙ্ক" তোমা বলে সর্ব্বজনে
কব আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা ! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে,
সুধাময় ; কোন্ দোষে দোষী তব পদে
অভাগিনী ? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপঃ, আহার-নিদ্রা ত্যজি একাসনে !
কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি !
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি !

আর কি লিখিবে দাসী ? সুপণ্ডিত তুমি,
ক্ষম ভ্রম, ক্ষম দোষ ! কেমনে পড়িব
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল
লেখনী ?—আইস, নাথ, এ মিনতি পদে।

লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে—কাঁদি—খেদে ! মরিয়া সরমে !
লয়ে কুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিখিনু ! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি !
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
দোষ তার, তারানাথ, কি আর কহিব ?
জীবন-মরণ মম আজি তব হাতে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে তারাপত্রিকা নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণীদেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ রুক্মী চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্‌যোগী হইলে রুক্মিণীদেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। রুক্মিণীহরণবৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য।]

শুনি নিত্য ঋষিমুখে, হৃষীকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপি-জনে,
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীবপদে
রুক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্রী চিরদাসী তব ;
তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে !
কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি ?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব, জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে ? মুদে আঁখি, হে দেব, সরমে ;
না পারে আঙল-ফুল ধরিতে লেখনী ;
কাঁপে হিয়া থরথরে ! না জানি কি করি ;
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখ-কাহিনী !
শুন তুমি, দয়াসিন্ধু ! হায়, তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে !
নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কায়মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে ;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোত্তমে
বরভাবে। নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি ; কিন্তু কহি, শুন,
পঙ্কমুখে পঙ্কমুখ জপেন সতত
সে নাম,—জগৎ-কর্ণে সুধার লহরী !
কে যে তিনি, জন্ম তাঁর কোন্ মহাকুলে ?
অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে ;
তুলিয়া কুসুমরাশি, মালিনী যেমতি
গাঁথে মালা,—ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি
গাঁথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া।
গ্রহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে।—
রাজবেশে পিতা মাতা ছিলা বন্দিভাবে,
দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে !
খনিগর্ভে ফলে মণি ; মুক্তা শুক্তিধামে !
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে ;
শত শরদের শশি-সদৃশী শোভিল
বিভা ! গন্ধামোদে মাতি স্বনিলা সুস্বনে
সমীরণ ; নদ-নদী কলকলকলে
সিন্ধুপদে সুসংবাদ দিলা দ্রুতগতি ;
কল্লোলিয়া জলপতি গম্ভীর নিনাদে !
নাচিল অপ্সরা স্বর্গে ; মর্ত্ত্যে নর-নারী !
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে !
বৃষ্টিলা কুসুম দেব ; পাইল দরিদ্র
রতন ; জীবন পুনঃ জীবশূন্য জন !
পূরিল অখিল বিশ্ব জয়-জয় রবে !
জন্মান্তে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে
গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে
মহাযত্নে। মহারত্নে পাইলে যেমতি
আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা
গোকুলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-সলিলে !
আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী

৬। শুক্তিধামে—ঝিনুকের শরীরে।

পুত্রভাবে। বাল্য-কালে বাল্য-খেলা যত
খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বর্ণিতে?
কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
পূতনারে? কালনাগ কালীয়, কি দেখি,
লইলা আশ্রয় নমি পাদ-পদ্মতলে?
কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরষিলা
জলাসার, কি কৌশলে গোবর্দ্ধনে তুলি,
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে?
আর আর কীর্ত্তি যত বিদিত জগতে।

যৌবনে করিলা কেলি গোপী-দলে লয়ে
রসরাজ; মজাইলা গোপ-বধূ-ব্রজ
বাজায়ে বাঁশরী, নাচি তমালের তলে!
বিহারিলা গোষ্ঠে প্রভু; যমুনা-পুলিনে!

এইরূপে কত কাল কাটাইলা সুখে
গোপ-ধামে গুণনিধি; পরে বিনাশিয়া
পিতৃ-অরি অরিন্দম, দূর-সিন্ধু-তীরে
স্থাপিলা সুন্দরী পুরী। আর কব কত?
দেখ চিন্তি, চিন্তামণি চেন যদি তারে!
না পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি, যদি পারে হে বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী। চিত্রপটে যেন,
চিত্রিত সে মূর্ত্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে।
নবীন-নীরদ-বর্ণ; শিখি-পুচ্ছ শিরে;
ত্রিভঙ্গ, সু-গলদেশে বরগুঞ্জা-মালা,
মধুর অধরে বাঁশী; বাস পীতধড়া;
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজীব-চরণে—
যোগীন্দ্র-মানস-পদ্ম! মোক্ষ-ধাম ভবে!

যতবার হেরি, দেব, আকাশমণ্ডলে
ঘনবরে, শক্র-ধনুঃ চূড়ারূপে শিরে;
তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে,—পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পূজি ভক্তি-ভাবে!
ভ্রান্তিমদে মাতি কহি—"প্রাণকান্ত মম
আসিছেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে!
উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে!
নাচিলে ময়ূরী, তারে মারি, যদুমণি!
মন্দ্রে যদি ঘনবর, ভাবি আঁখি মুদি,
গোপ-কুল-বালা আমি; বেণুর সুরবে
ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে।
কহি শিখিবরে;—"ধন্য তুই পক্ষিকুলে,
শিখণ্ডি; শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যাঁর,
পূজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জ্জটি!—"
আর পরিচয় কত দিব পদযুগে?

শুন এবে দুঃখ-কথা। হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপি সে সুশ্যাম-মূর্ত্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
পূজে নিত্য ইষ্টদেব গহন-বিপিনে,
পূজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে,
(শুনি জনরব) না কি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে!

কি লজ্জা! ভাবিয়া দেখ, হে দ্বারকাপতি,
কেমনে অধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবে রুক্মিণী?
স্বেচ্ছায় দিয়েছে দাসী হায়, এক জনে
কায়মনঃ; অন্য জনে—কম, গুণনিধি,—
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে।
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে?

আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি,
গদাধর; রূপ-গুণ থাকিত যদ্যপি
এ দাসীর,—কহিতাম, "আইস মুরারি,
আইস; বাহন তব বৈনতেয় যথা
হরিল অমৃতরস পশি চন্দ্রলোকে,
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে।"
কিন্তু নাহি রূপ-গুণ; কোন্ মুখ দিয়া
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা?
দীন আমি; দীনবন্ধু তুমি, যদুপতি;
দেহ লয়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,
যাঁর দাসী করি বিধি সৃজিলা তাহারে!

রুক্মী নামে সহোদর,—দুরন্ত সে অতি;
বড় প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্বর বলী।
সরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা। চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কান্দি দিবানিশি,—

৯। কীর্ত্তি—পূর্ব্ববর্ত্তী করে ক্রিয়ার কর্ম্মপদ।
১৬। পিতৃ-অরি—পিতা বসুদেবের শত্রু কংস।
১৭। সুন্দরী পুরী—দ্বারকানাম্নী শোভাময়ী নগরী।
২৪। গুঞ্জা-মালা—গুঞ্জাফল-(কুচ)রচিত মালা।

৫। শিখণ্ড—ময়ূরপুচ্ছ। মণ্ডে—ভূষিত করে।
২১। পাঞ্চজন্য—বিষ্ণুর শঙ্খ।

নীরবে ভুজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে!
লইনু শরণ আজি ও রাজীব পদে ;—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে।
কি ছলে ভুলাই মন, কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি!
বহে প্রবাহিণী এক রাজবন-মাঝে ;
'যমুনা' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি! কূলে তার কত যে রোপেছি
তমাল, কদম্ব,—তুমি হাসিবে শুনিলে।
পুষিয়াছি সারী-শুক ময়ূর-ময়ূরী
কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত ;
কুহরে কোকিল ডালে ; ফোটে ফুলরাজী,
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে।
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া ;
কিংবা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে।
আছে বহু গাভী গোষ্ঠে ; নিজ কর দিয়া
সেবে দাসী তা সবারে। কহ হে রাখালে
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যদুমণি!
যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা ;
যতনে কুড়ায়ে রাখি, যদি পাই পড়ি
শিখিপুচ্ছ ভূমিতলে ;—কত যে কি করি,
হায় পাগলিনী আমি,—কি কাজ কহিয়া ?
আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্দ্ধর তুমি,
মুরারি! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী,
কংসজিৎ ; মধুনামে দৈত্য-কুল-রথী,
বধিলা মধুসূদন, হেলায় তাহারে।
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি
কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে—
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে
হর মোরে,—হ'রে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে রুক্মিণী-পত্রিকা নাম তৃতীয় সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ

(দশরথের প্রতি কেকয়ী)

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার গর্ভজাত পুত্র ভরতকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যা-নন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ ও তদানুষঙ্গিক উৎসবের আয়োজন করিলে, কেকয়ী দেবী মন্থরা-নাম্নী দাসীর মুখে সংবাদ পাইয়া, নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা ;
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার,—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ

৩। বিঘ্নে—(অপাদান কারক)।

মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণা-ধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেণ ধন-জাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘটারোলে ?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘু-কুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা প্রভু,
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে !
কহ, শুনি, হে রাজন্ ; এ বয়সে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল !—পাইলা কি পুনঃ এ বয়সে—
রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি ?
হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি !
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত—"অসত্য-বাদী রঘু-কুলপতি !
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম্ম-শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে !"

অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নররাজ ; কিংবা দিয়া চূণ-কালি গালে
খেদাও গহন বনে ! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভঞ্জিবে
এ কলঙ্ক ? লোকমাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে !

না পড়ি টলিয়া আর নিতম্বের ভরে !
নহে শুরু উরু-দ্বয় বর্ত্তুল কদলী-
সদৃশ ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে !
আর নহে সরু, দেব ! নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ ! সুধা-হীন অধর ! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত ; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে !

কিন্তু পূর্ব্ব-কথা এবে স্মর, নরমণি !—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ-যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হ'লে !
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ;—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভব মাখে মধুরসে !
এ কুপথে পথী কি হে সূর্য্য-বংশ-পতি ?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ স্বললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি !
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি ?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ অপরাধী ?

তিন রাণী তব, রাজা ! এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইলা মনঃ তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?

কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে ?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে
তোমায় ? নরেন্দ্র তুমি ; কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বীতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?

১৩। পথী—কবি এখানে পথি শব্দ পথিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ৩৬। বীতংসে—পক্ষি-বন্ধন রজ্জু দ্বারা।

চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী! দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব; যেখানে যাব, কহিব সেখানে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে!
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
পুষি সারী-শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস-রজনী।
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
শিখি পক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি,—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ-শৃঙ্গ-দেহে।
রচি গাথা, শিখাইব পল্লী-বাল-দলে।
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'

থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি!
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি। বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়স, তবু লজ্জাহীন তুমি!)—
যুবরাজ পুত্র রাম; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ;—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি!

পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে।

চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী,
বিচার করুন ধর্ম্ম ধর্ম্ম-রীতি-মতে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে কেকয়ী-পত্রিকা নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি,
তাঁহার, অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু। কি আশ্চর্য্য! মরি,
বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি,
দয়ার সাগর তুমি! তা না হ'লে কভু
রাজভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেমবশে?
দয়ার সাগর তুমি। দয়া কর মোরে,
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে!
চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
সৎ পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে,
অর্পিবেন শুভক্ষণে রক্ষঃকুল-পতি
দাসীরে কমল-পদে। কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী!
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর; আর কথা যত
নিবেদিব পাদপদ্মে বসিয়া বিরলে।
ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে; আনন্দে বহিছে
অশ্রু-ধারা! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে? আসি ত্বরা করি,
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে শূর্পণখা-পত্রিকা নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ

(অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী)

[বৎকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন, বীর-বর অর্জ্জুন বৈরিনির্য্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্থের বিরহে কাতরা হইয়া দ্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি এক ঋষিপুত্রের সহ-যোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

হে ত্রিদশালয়বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ-সংসার আর? কেন বা পড়িবে?
কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে?

দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেব-সভা-মাঝে।
আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে
সেবে তোমা সুরবালা,—পীনপয়োধরা
ঘৃতাচী; সু-উরু রম্ভা; নিত্য প্রভাময়ী
স্বয়ংপ্রভা; মিশ্রকেশী—সুকেশিনী ধনী!
উর্ব্বশী—কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে।
নিবিড়-নিতম্বা সহা সহ চিত্রলেখা
চারুনেত্রা; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা;
সুলোচনা সুলোচনা; কেহ গায় সুখে,
কেহ নাচে,—দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে,
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে!
কস্তুরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে,
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল-ভুজে তোমা বাঁধি, গুণনিধি!
রসিক নাগর তুমি; নিত্য রসবতী
সুরবালা;—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা!

নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, সুমতি,
ভ্রম নিত্য! শুনিয়াছি ঋতুরাজ না কি
সাজান সে বনরাজি বিরাজি সে বনে
নিরন্তর; নিরন্তর গায় পাখী শাখে;
না শুকায় ফুলকুল; মণি-মুক্তা-হীরা
স্বর্ণ-মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ যত!
মন্দ-মন্দ সমীরণ বহে দিবা-নিশি

১৯। দিবে—স্বর্গে। ২১। সুমধ্যমা—সুন্দর কটিবিশিষ্টা (বহুব্রীহি সমাস)।

১১। মন্দার-মণ্ডিত—মন্দার নামক দেবতরু-বিশেষের পুষ্পে ভূষিত। ১২। কেশর—বকুলফুল।

গন্ধামোদে পূরি দেশ। কিন্তু এ বর্ণনে
কি কাজ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা,
নিত্য স্বনয়নে তুমি দেখ তা, নৃমণি!
সশরীরে স্বর্গভোগ! কার ভাগ্য হেন
তোমা বিনা, ভাগ্যবান্, এ ভব-মণ্ডলে?
ধন্য নর-কুলে তুমি! ধন্য পুণ্য তব!
পড়িলে এ সব কথা মনে, শূরমণি,
কেমনে ভাবিব, হায়, কহ তা আমারে,
অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে?
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি,
ভুলিয়া না থাক তারে,—আশীর্ব্বাদ কর,
নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে।

হায়, নাথ, বৃথা জন্ম নারীকুলে মম!
কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে
হেন তাপ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে
এরূপে, কে কবে মোরে? সুধিব কাহারে?
রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী,
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
প্রেমের রহস্য-কথা! অবিরল লুটে
পরিমল! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত,
(কি লজ্জা!) অধর-মধু পান করে সুখে!
সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে
সেই নিদারুণ বিধি! কারে নিন্দি, কহ,
অরিন্দম? কিন্তু কহি ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
শুন তুমি, প্রাণকান্ত! রবির বিরহে,
নলিনী মলিনী যথা মুদিত বিষাদে;
মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে!
সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে;
সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে
সমীরণ, ফোটে কি হে কভু পঙ্কজিনী,
কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে,
কিরীটি? আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে,
হায় রে আঁধার, নাথ, তোমার বিরহে—
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন!
আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে?
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয়! এই জানি, এই মানি মনে।

যা ইচ্ছা করুন ধর্ম্ম, পাপ করি যদি
ভালবাসি নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা, নৃমণি!
হেন সুখ ভুজি, দুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে?

যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজ্ঞসেনী,
জান তুমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে
রূপ-গুণ-যশে তব, হায় রে, বিবশা,
বরিনু তোমায় মনে! সখীদলে লয়ে
কত যে খেলিনু খেলা, কহিব কেমনে?
বৈদেহীর সুকাহিনী শুনি লোকমুখে,
শিবের মন্দিরে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া,
পূজিতাম শিবধনুঃ; কহিতাম সাধে,—
ঋষিবেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে
(জানি কামরূপ তুমি!) দিতে এ দাসীরে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
হে কোদণ্ড, ভাঙ্গিবেন তোমায় স্ববলে!
তা হ'লে পাইব নাথে, বলি-শ্রেষ্ঠ তিনি!

শুনি বৈদর্ভীর কথা, ধরিতাম কাঁদে
রাজহংসে; দিয়া তারে আহার, পরায়ে
সুবর্ণ-ঘুংঘুর পায়ে, কহিতাম কানে,—
'যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে
হস্তিনা;—তথায় তুমি, রাজহংসপতি,
যাও শীঘ্র শূন্যপথে, হেরিবে সে পুরে
নরোত্তমে; তাঁর পদে কহিও, দ্রৌপদী
তোমার বিরহে মরে দ্রুপদ নগরে।'
এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া।
হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি;—
'বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি,
পুত্র-বধূ তাঁর আমি; বহ তুমি মোরে,
বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে।
জল-দানে চাতকীরে, তোষ দাতা তুমি,
তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা
সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি!
আমার বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে!'

আর কি শুনিবে, নাথ? উঠিল যৎকালে
জনরব,—'জতুগৃহে দহি মাতৃ-সহ
ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডুরথী'—
কত যে কাঁদিনু আমি, কব তা কাহারে?
কাঁদিনু—বিধবা যেন হইনু যৌবনে!
প্রার্থিনু রতিরে পূজি,—'হর-কোপানলে,

৭। শূরমণি—বীরশ্রেষ্ঠ।

১৭। বৈদর্ভী—বিদর্ভরাজ-তনয়া, দময়ন্তী।

হে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণপতি তব,
কত যে সহিলা দুঃখ, তাই স্মরি মনে,
বাঁচাও মদনে মোর, এই ভিক্ষা মাগি!'
পরে স্বয়ংবরোৎসব। আঁধার দেখিনু
চৌদিক্, পশিনু যবে রাজসভা-মাঝে!
সাধিনু মাটীরে ফাটি হইতে দুখানি!
দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিনু,—'খসিয়া
পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাগ্নি সদৃশ,
হে লক্ষ্য! জলিয়া আমি মরি তব তাপে,
প্রাণপতি জতুগৃহে জলিলা যেমতি!
না চাহি বাঁচিতে আর, বাঁচিব কি সাধে?'
উঠিল সভায় রব,—'নারিলা ভেদিতে
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররথী যত।'—
জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে।
ভস্মরাশি-মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে
কি কাজ করিলা তুমি, কে না জানে ভবে,
রথীশ্বর? বজ্রনাদে ভেদিল আকাশে
মৎস্য-চক্ষুঃ তীক্ষ্ণ শর। সহসা ভাসিল
আনন্দ-সলিলে প্রাণ; শুনিনু সুবাণী
(স্বপ্নে যেন!) 'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি!
ফুলমালা দিয়া গলে, বর নরবরে!'
চাহিনু বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি
অভাগীর ভাগ্যদোষে! তা হ'লে কি তবে
এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী?
কিন্তু বৃথা এ বিলাপ!—হুহুঙ্কারি রোষে,
লক্ষ রাজরথী যবে বেড়িল তোমারে;
অম্বুরাশি-নাদ সম কম্বুরাশি যবে
নাদিল সে স্বয়ংবরে;—কি কথা কহিয়া,
সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে?
যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে
দ্রৌপদী? আসন্নকালে সে সুকথাগুলি
জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে।
কহিলে সম্বোধি মোরে সুমধুর স্বরে;—
'আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও, রূপসি!
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি,
চন্দ্রমুখি! যতক্ষণ ফণীন্দ্রের দেহে
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে শিরোমণি?
আমি পার্থ!'—ক্ষম, নাথ, লাগিল তিতিতে
অনর্গল অশ্রুজলে এ লিপি! কেন না,—
হায় রে, কেন না আমি মরিনু চরণে
সে দিন!—কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে,
আঁধা, বঁধু, এ অশ্রুনীরে তব কিঙ্করী!—*

* * এতদূর লিখি কালি, ফেলাইনু দূরে
লেখনী! আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত। বসি তরু-মূলে,
হায় রে, তিতিনু, নাথ, নয়ন-আসারে!
কে মুছিল চক্ষুঃ-জল? কে মুছিবে কহ?
কে আছে এ অভাগীর এ ভব-মণ্ডলে?
ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে;
কিংবা পান করি বিষ; কিন্তু ভাবি যবে,
প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব
হেরিতে ও পদযুগ,—সান্ত্বনি পরাণে,
ভুলি অপমান, লজ্জা, চাহি বাঁচিবারে!
অগ্নিতাপে তপ্তা সোনা গলে হে সোহাগে,
পায় যদি সোহাগায়! কিন্তু কহ, রথি,
কবে ফিরি আসি দেখা দিবে এ কাননে?
কহ ত্রিদিবের বার্ত্তা। কবীশ্বর তুমি,
গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে।
ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে
পারিজাত; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে!
শুনেছি কামদা না কি দেবেন্দ্রের পুরী;—
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে,
ভুলিতে পার হে যদি সুরবালা-দলে,
এ কামনা কামদুঘে কর দয়া করি,
পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে
ক্ষণকাল! জুড়াইব নয়ন, সুমতি,
ও রূপ-মাধুরী হেরি,—ভুলি এ বিচ্ছেদ!
অপ্সরা-বল্লভ তুমি নর-নারী দাসী;
তা ব'লে করো না ঘৃণা—এ মিনতি পদে।
স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে; পরে না কি রজত চরণে?
কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে
আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি!
ধর্ম্ম-কর্ম্মে রত সদা ধর্ম্মরাজ-ঋষি;
ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে
শাস্ত্রালাপে। মৃগয়ায় রত ভ্রাতা তব
মধ্যম; অনুজদ্বয় মহা-ভক্তিভাবে,

২৩। কামদুঘে—অভিলষিতদায়িনী গবীর সমীপে। এ ধেনুর নিকটে যে ব্যক্তি যাহা কামনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা পায়। কাম—কামনা, দুহ—পূরণ করা।

সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে; যথাসাধ্য দাসী
নির্ব্বাহে, হে মহাবাহু, গৃহ-কার্য্য যত।
কিন্তু ক্ষুণ্ণমনা সবে তোমার বিহনে!
স্মরি তোমা অশ্রুনীরে তিতেন নৃপতি,
আর তিন ভাই তব। স্মরিয়া তোমারে,
আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবানিশি।
পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি
স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ, ভ্রমি একাকিনী
পূর্ব্বের কাহিনী যত শুনি তাঁর মুখে!

পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি!
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ-সমরে
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে; নাশিবে কৌরবে;
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডুকুল-রাজে—
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে!
এই সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে!
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি!

কে শিখায় অস্ত্র তোমা, কহ সুরপুরে,
অস্ত্রি-কুল-গুরু তুমি? এই সুর-দলে
প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি হুঙ্কারে,
দহিলা খাণ্ডব-রণে। জিনিলা একাকী
লক্ষ রাজে, রথিরাজ, লক্ষ-ভেদ-কালে।
নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী
কিরাতেরে। এ ছলনা, কহ কি কারণে?
এস ফিরি, নররত্ন! কে ফেরে বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী?
কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি
বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে
তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহঃ!

আর কি অধিক কব? যদি দয়া থাকে,
আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে,
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে!
পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে
ঋষিপত্নী পুণ্যবতী; পূর্ব্বপুণ্যবলে
স্বেচ্ছাচার পুত্র তাঁর! তেজস্বী সুশিশু
দিবামুখে রবি যেন! বেদ-অধ্যয়নে
সদা রত! দয়া করি বহিবেন তিনি,
মাতৃ-অনুরোধে পত্র, দেবেন্দ্র-সদনে।
যথাবিধি পূজা তাঁর করিও, সুমতি!
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা।
কি কহিনু, নরোত্তম? কি কাজ উত্তরে?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে!

২। ভ্রাতৃত্রয়ে—কবি অনবধানতা বশতঃ এই প্রবন্ধেই ইতিপূর্ব্বে দুইবার ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের কথা লিখিয়া ভ্রাতৃত্রয় লিখিয়াছেন। ৯। স্বেচ্ছাচার—কবি এই কথাটি এখানে প্রচলিত নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহার না করিয়া তপোবলে স্বর্গ-গমনাদি অলৌকিক কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ অর্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে দ্রৌপদী-পত্রিকা নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গ

(দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী)

[ভগদত্তপুত্রী ভানুমতী দেবী রাজা দুর্য্যোধনের পত্নী। কুরু-শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন পাণ্ডবকুলের সহিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্পদিনের মধ্যে রাজমহিষী ভানুমতী তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
করি যাত্রা, পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে!
নাহি নিদ্রা, নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে!
না পারি দেখিতে চোখে খাদ্যদ্রব্য যত।
কভু যাই দেবালয়ে; কভু রাজোদ্যানে;
কভু গৃহ-চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া
রণ-স্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে
যথা ঘনজালে যেন; জ্বলে শর-রাশি,
বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে!
শুনি দূর-সিংহনাদ, দূর-শঙ্খ-ধ্বনি,
কাঁপে হিয়া থরথরে! যাই পুনঃ ফিরি।
স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে,
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা,
যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি!
কি যে শুনি, নাহি বুঝি—আমি পাগলিনী!

মনের জ্বালায় কভু জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়, পড়িয়া কাঁদি শাশুড়ীর পদে,
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা-দুখানি!
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে!
নারি সান্ত্বনিতে মোরে কাঁদেন মহিষী;
কাঁদে কুরু-বধূ যত! কাঁদে উচ্চ-রবে,
মায়ের আঁচল ধরি কুরু-কুল-শিশু,
তিতি অশ্রুনীরে, হায়, না জানি কি হেতু!
দিবা-নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।

কুক্ষণে মাতুল তব—ক্ষম দুঃখিনীরে—
কুক্ষণে মাতুল তব ক্ষত্র-কুল-গ্লানি,
আইল হস্তিনাপুরে! কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষবিদ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে।
এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্ম্মতি,
কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল কুলে!

ধর্ম্মশীল কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজসম
কে আছে, কহ তা, শুনি? দেখ ভীমসেনে,
ভীম-পরাক্রমী শূর, দুর্ব্বার সমরে!
দেব-নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ প্রহরী!
কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল সুমতি,
সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি?
মেদিনী-সদনে রমা দ্রুপদ-নন্দিনী?
কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা ভূপতি?
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায়, ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্ম্মনাশা-জলে?
অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি?
অম্বু-বিম্ব, নীর-বৃন্দ-ফুল-দূর্ব্বাদলে
নহে মুক্তাফল, দেব! আর কি কহিব?
কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে কবে আমারে?

এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি,
ক্ষত্রমণি! ভাবি দেখ,—চিত্রসেন যবে,
কুরুবধূদলে বাঁধি তব সহ রথে
চলিল গন্ধর্ব্বদেশে, কে রাখিল আসি
কুল, মান, প্রাণ তব, কুরুকুলমণি?
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দসলিলে
ভাসে লোক; তুমি যার পরমারি, রাজা,
ভাসিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে!
হে কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ্ণ শরজালে
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব
অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ সম,
আনায়-মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে?

—হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি !

কেন গর্ব্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর,
রাজেন্দ্র ? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে,
তোমা সহ কুরুসৈন্য দলিল একাকী
মৎস্যদেশে ; আঁটিবে কি রাধেয় তাহারে ?
হায়, বৃথা আশা, নাথ ! শৃগাল কি কভু
পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে ?

সূতপুত্র সখা তব ! কি লজ্জা, নৃমণি,
তুমি চন্দ্রবংশচূড় ক্ষত্রবংশপতি ?

জানি আমি, ভীমবাহু ভীষ্ম পিতামহ ;
দেব-নর-ত্রাস বীর্য্যে দ্রোণাচার্য্য গুরু।
স্নেহ-প্রবাহিণী কিন্তু এ দোঁহার বহে
পাণ্ডবসাগরে, কান্ত, কহিনু তোমারে।
যদিও না হয় তাহা ; তবুও কেমনে,
হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ?
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটী
একাকী এ বীরদ্বয়ে। সৃজিলা কি তুমি
দাবাগ্নির রূপে, বিধি, জিষ্ণু ফাল্গুনিরে
এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে ?

শুন, নাথ, নিদ্রা-আশে মুদি যদি কভু
এ পোড়া নয়ন দুটি ; দেখি মহাভয়ে
শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে !
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ ! বাম করে
গাণ্ডীব—কোদণ্ডোত্তম ! ইরম্মদ-তেজা ;
মর্ম্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে।
কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি !
গরজে বায়ুজ ধ্বজে কালমেঘ যেন !
ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া
কালাগ্নি। কি কব, কিরীটের আভা ?
আহা, চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড়-ভালে !
উজলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈন্য পানে
ধায় রথবর বেগে ! পলায় চৌদিকে
কুরুসৈন্য—তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে
যথা ! কিংবা বিহঙ্গম হেরিলে অদূরে
বজ্রনখ বাজে যথা পলায় কূজনি
ভীতচিত ; মিলি আঁখি অমনি কাঁদিয়া !

কি কব ভীমের কথা ? মদকল করি-
সদৃশ উন্মদ দুষ্ট নিধন-সাধনে !
জবাযুগ-সম আঁখি—রক্তবর্ণ সদা।
মার মার শব্দ মুখে ! ভীম গদা হাতে,
দণ্ডধর-হাতে হায়, কালদণ্ড যথা !
শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে
ধরিলা দুরন্তে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণী।
কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে—
সর্ব্ব-অন্তকারী যিনি ! ব্যাঘ্রী বুঝি দিল
দুগ্ধ দুষ্টে ! নর-নারী-স্তন-দুগ্ধ কভু
পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে ?

বাড়িতে লাগিল লিপি ; তবু ত কহিব
কি কুস্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে
দেখিনু ;—বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি ;
আকুল সতত প্রাণ না পারি বুঝিতে
এ কুহক ! গত রাত্রে বসি একাকিনী
শয়ন-মন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে—
কাঁদিনু। সহসা, নাথ, পূরিল সৌরভে
দশ দিশ ; পূর্ণচন্দ্র-আভা জিনি আভা
উজলিল চারি দিক্ ; দাসীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা দেববালা— অতুলা জগতে।
চমকি চরণযুগে নমিনু সভয়ে।
মুছিয়া নয়নজল, কহিলা কাতরে
বিধুমুখী,—'বৃথা খেদ, কুরু-কুল-বধু,
কেন তুমি কর আর ? কে পারে খণ্ডাতে
বিধির নির্ব্বন্ধ, হায়, এ ভবমণ্ডলে ?
ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র !'—দেখিনু তরাসে,
যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি !
বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণীরূপে ;
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে ; হতগতি অশ্ব ; রথাবলী
ভগ্ন ; শত শত শব ! কেমনে বর্ণিব
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল-মশানে !
দেখিনু বীরেন্দ্র এক শরশয্যোপরি !

১৯। জিষ্ণু ফাল্গুনিরে—জয়শীল অর্জ্জুনকে।
২৩। স্যন্দন—রথ।
২৫। ইরম্মদতেজা—বজ্রসদৃশ তেজোবিশিষ্ট।
২৭। দেবদত্ত-ধ্বনি—অর্জ্জুনের শঙ্খনাদ।
২৮। বায়ুজ—পবনপুত্র হনুমান্।

৪। উন্মদ—উন্মাদযুক্ত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। [উৎ—অতিশয়, মদ—মত্ত হওয়া, কর্ত্তৃবাচ্যে অ]
৩৫। কাল-মশানে—সংহারকারী শ্মশানভূমিতে।

আর এক মহারথী পতিত ভূতলে,
কণ্ঠে শূন্যগুণ ধনুঃ—দাঁড়ায়ে নিকটে,
আস্ফালিছে অসি অরি-মস্তক ছেদিতে!
আর এক বীরবরে দেখিনু শয়নে
ভূশয্যায়! রোষে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি
রথচক্র; নাহি বক্ষে কবচ; আকাশে
আভাহীন ভানুদেব,—মহাশোকে যেন!
অদূরে দেখিনু হ্রদে; সে হ্রদের তীরে
রাজরথী এক জন যান গড়াগড়ি
ভগ্ন-উরু! কাঁদি উচ্চে উঠিনু জাগিয়া।
কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলে মোরে?
এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি!
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চ রথী।
কি অভাব তব, কহ? তোষ পঞ্চজনে;
তোষ অন্ধ বাপ-মায়; তোষ অভাগীরে;—
রক্ষ কুরু-কুল, ওহে কুরুকুলমণি!'

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে ভানুমতী-পত্রিকা নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টম সর্গ

(জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা)

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলাদেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমন্যুর নিধনানন্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে দুঃশলাদেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে,
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূন্য আমি!
শুন, নাথ, মনঃ দিয়া;—মধ্যাহ্নে বসিনু,
অন্ধপিতৃপদতলে সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা। কহিলা সুমতি—
(না জানি পূর্ব্বের কথা ছিনু অবরোধে
প্রবোধিতে জননীরে;) কহিলা সুমতি
সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী
সুভদ্রানন্দনে, দেব! কি আশ্চর্য্য, দেখ,—
অগ্নিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে!
প্রাণপণে যুঝে যোধ; হেলায় নিবারে
অস্ত্রজালে শূরসিংহ! ধন্য শূরকুলে
অভিমন্যু!' নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয়। নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখপানে রহিলা চাহিয়া।
'দেখ, কুরুকুলনাথ,'—পুনঃ আরম্ভিলা
দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পলাইছে সপ্ত রথী! নাদিছে ভৈরবে
আর্জ্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে!
পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ;
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে;
সভয়ে হেষিছে অশ্ব! হায়, দেখ চেয়ে
কাঁদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে!—
মজিল কৌরব আজি আর্জ্জুনির রণে!'
কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা; কাঁদিয়া মুছিনু
অশ্রুধারা। দূরদর্শী আবার কহিলা;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদণ্ডটঙ্কার, প্রভু! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ! কোন রথী গুণসহ কাটে
ধনুঃ; কেহ রথচূড়া, রথচক্র কেহ।
কাটিয়া পাড়িলা দ্রোণ ভীম-অস্ত্রাঘাতে

২। শূন্যগুণ—ছিলাবিহীন। ৩। অরি—দ্রুপদ রাজা, দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া দ্রোণের অরিরূপ স্বকৃত যজ্ঞোদ্ভব ধৃষ্টদ্যুম্ননামা পুত্র লাভ করেন। ১৬। সপ্ত মহারথী—দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও শকুনি।

কবচ ; মরিল অশ্ব ; মরিল সারথি !
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে
মদকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে !'

নীরবিয়া ক্ষণকাল কহিলা কাতরে
পুনঃ দূরদর্শী ;—'আহা ! চিররাহু-গ্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে !
অন্ত্যয়-সময়ে, নাথ, গতজীব, দেখ,
আর্জ্জুনি ! হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী,
নাদিছে কৌরব-কুল জয় জয় রবে !
নিরানন্দে ধর্ম্মরাজ চলিলা শিবিরে !'

হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
কাঁদিলা ; কাঁদিনু আমি। সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি-পুটে
কহিলা সভয়ে ;—'উঠ, কুরুকুলপতি,
পূজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু।
ওই দেখ, কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনি
অধীর বিষম শোকে ! গরজে গম্ভীরে
হনূ স্বর্ণরথচূড়ে ! পড়িছে ভূতলে
খেচর ; ভূচরকুল পলাইছে দূরে !
চকমকে দিব্য বর্ম্ম ; খেলিছে কিরীটে
চপলা ; কাঁপিছে ধরা থর থর থরে !
পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে কুরু ; পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে
আপনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে !
মুহুর্মুহুঃ ভীমবাহু টঙ্কারিছে বামে
কোদণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডত্রাস। শুন কর্ণ দিয়া,
কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে ;—

'কোথা জয়দ্রথ এবে—রোধিল রে বলে
ব্যূহমুখ ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত ;
তুমি হে বসুধা, শুন ; তুমি জলনিধি ;
তুমি স্বর্গ, শুন ; তুমি পাতাল পাতালে ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে ; না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি !
অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে !'

অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃ-পদতলে
পড়িনু। যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে—চেড়ী, পিতার আদেশে।
কহ, এ দাসীরে, নাথ, কহ সত্য করি ;
কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে
তুমি ? পূর্ব্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে
তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ ? কোথায় রোধিলে
কোন্ ব্যূহমুখ তুমি, কহ তা আমারে ?
কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে !
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থর থর করি !
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে !
নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে !

কাল-অজগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী ? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ?
কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনি রুষিলে ?

হে বিধাতঃ, কি কুক্ষণে কোন্ পাপদোষে
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল-সমরে
তুমি ? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে !
নাদিল কাতরে শিবা ; কুক্কুর কাঁদিল
কোলাহলে ; শূন্যমার্গে গর্জ্জিলা ভীষণে
শকুনি-গৃধিনীপাল ! কহিলা জনকে
বিদুর,—সুমতি তাত ;—'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ ! কুরুবংশধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা
সে কথা ! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে !
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল !
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
পৌরব-পঙ্কজ-রবি চির-রাহুগ্রাসে !
বীর্য্যাঙ্কুর অভিমন্যু হত-জীব রণে !
কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল-সমরে ?

এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি,
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনুঃ,
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।

২৯। জলনিধি—সমুদ্র।

১। জিষ্ণু—অর্জ্জুন। ২। পূর্ব্বকথা—কাম্যকবনে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের অবস্থানকালে দুর্য্যোধনের মন্ত্রণানুসারে জয়দ্রথ কৌশলে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া পলাইতেছিলেন। দ্রৌপদীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে ভীমার্জ্জুন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন এবং জয়দ্রথকে সমুচিত শাস্তি দেন। মহাভারতের বনপর্ব্ব দ্রষ্টব্য।

৮। রসশূন্য—ভয়ে ও চিন্তায় শুষ্ক।

২৬। পৌরব-পঙ্কজ-রবি—পুরুবংশরূপ পদ্ম-সম্বন্ধীয় সূর্য্য।

এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে,
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে,
হেরে হাসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে ! কি কাজ রণে তোমার ? কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চ পাণ্ডুরথী ?
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্যধনে ?
তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি,
মম হেতু, প্রাণনাথ ; দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি ;
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব ?—আর কি কহিব,
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে ?

তবে যদি গুণ-দোষ ধর, নরমণি ;—
পাপ অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ ?
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা !) ধরিয়া
রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ ? দেখাইল তাঁরে
উরু ? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি ?
ভ্রাতার সুকীর্ত্তি যত, জান না কি তুমি ?
লিখিতে সরমে, নাথ, না সরে লেখনী !

এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি ;
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়। হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি ! কে না জানে, কহ,
মহারথী রথিকুলে সিন্ধু-অধিপতি ?
যুঝেছ অনেক যুদ্ধে ; অনেক বধেছ
রিপু ; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ ?
ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি ;
কি লাজ তোমার নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়ী ?
কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডব-দাহনে ?
কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্ব্বাধিপতি ?
কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ংবরকালে ?
স্মর, প্রভু, কি করিলা উত্তর-গোগৃহে
কুরুসৈন্যনেতা যত পার্থের প্রতাপে ?
এ কালাগ্নিকুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ?
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে ?

ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
সিন্ধুপতি ;—মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি !
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে ; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন নাথ, কহিনু তোমারে !

জানি আমি, কহিতেছে আশা তব কানে—
মায়াবিনী ;—'দ্রোণ-গুরু সেনাপতি এবে ;
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে, অশ্বত্থামা শূরে,
কৃপাচার্য্যে ;—দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি !
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি ?
কে সে পার্থ ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমায় ?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী !
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে !
মুদি আঁখি, ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে ;
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে।

ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এস ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে ;
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে !
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু-পাণ্ডু-কুলে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে দুঃশলা-পত্রিকা নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

৭। রাজ্যধনে—এখানে কবি সম্বন্ধের বিভক্তি স্থলে অধিকরণের বিভক্তি ব্যবহার করিয়াছেন।
২১। মম হেতু—আমি কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সহোদরা বলিয়া।

নবম সর্গ

(শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী)

[জাহ্নবীদেবীর বিরহে রাজা শান্তনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুদিবস গঙ্গাতীরে উদাসীন ভাবে কালাতিপাত করেন। অষ্টমবসু-অবতার দেবব্রত (যিনি মহাভারতীয় ইতিবৃত্তে ভীষ্ম পিতামহ নামে প্রথিত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহ্নবীদেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানির সহিত পুত্রবরকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বৃথা তুমি নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি !
ভুল ভূত-পূর্ব্বকথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা-অবসানে ! এ চিরবিচ্ছেদে
এই হে ঔষধমাত্র, কহিনু তোমারে !

হর-শিরঃ-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি
জাহ্নবী। তবে যে কেন নরনারীরূপে
কাটাইনু এত কাল তোমার আলয়ে,
কহি, শুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে
ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বসুদলে
যে দিন, পড়িল তারা কাঁদি মোর পদে,
করিয়া মিনতি-স্তুতি নিষ্কৃতির আশে।
দিনু বর—'মানবিনীভাবে ভবতলে
ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে।'

বরিনু তোমারে সাধে, নরবর তুমি,
কৌরব ! ঔরসে তব ধরিনু উদরে
অষ্ট শিশু—অষ্ট বসু তারা, নরমণি !
ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট সরোরুহ !
কত যে পুণ্য, হে তব, দেখ ভাবি মনে !

সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে স্বর্গধামে।
অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে ;
দেবনররূপী রত্নে গ্রহ যত্নে তুমি,
রাজন্ ! জাহ্নবীপুত্র দেবব্রত বলী
উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি ;—
শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরূপে,
যথা আদিপিতা তব চন্দ্রচূড়-চূড়ে !

পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি,
তব হেতু। নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল
এ বিচ্ছেদ-দুঃখ তুমি। অখিল জগতে,
নাহি হেন গুণী আর, কহিনু তোমারে।
মহাচল-কুলপতি হিমাচল যথা ;
নদপতি সিন্ধুনদ ; বন-কুলপতি
খাণ্ডব ; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী—
বশিষ্ঠের শিষ্য-শ্রেষ্ঠ ! আর কব কত ?
আপনি বাগ্‌দেবী, দেব, রসনা-আসনে
আসীনা ; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা ;
যমসম বল ভুজে ! গহন বিপিনে
যথা সর্ব্বভুক্ বহ্নি, দুর্ব্বার সমরে !
তব পুণ্য-বৃক্ষফল এই, নরপতি !
স্নেহের সরসে পদ্ম ! আশার আকাশে
পূর্ণশশী ! যত দিন ছিনু তব গৃহে,
পাইনু পরম প্রীতি ! কৃতজ্ঞতাপাশে
বেঁধেছ আমারে তুমি ; অভিজ্ঞানরূপে
দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শান্তমতি।

পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।
অসীম মহিমা তব ; কুল-মান-ধনে

১১। বসুদলে—ভব, ধ্রুব, সোম প্রভৃতি অষ্ট বসুকে।

২৩। গ্রহ—গ্রহণ কর।

১৩। হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা—যেরূপ পদ্মে লক্ষ্মীদেবীর অবস্থিতি, তদ্রূপ ভীষ্মের হৃদয়ে দয়ার বাস।

২৯। অভিজ্ঞানরূপে—স্মরণের উদ্বোধকস্বরূপ ; স্মৃতিকারক চিহ্নস্বরূপ।

নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে !
তরুণ যৌবন তব ;—যাও ফিরে দেশে,—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী !
যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে ; কর রাজ্য সুখে ;—
পাল প্রজা, দম রিপু, দণ্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি ;—বাড়াও সতত
সতের আদর সাধি সৎক্রিয়া যতনে !
বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি ; প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী।
কি কাজ অধিক কয়ে ? পূর্ব্ব-কথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে।
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশঃ, গুণ, ভবধামে !
কহিবে ভারতজন—"ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যাঁর দেবব্রত রথী !"
লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি
হস্তিনায়, হস্তিগতি ; অন্তরীক্ষে থাকি
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে জাহ্নবী-পত্রিকা নাম নবমঃ সর্গঃ।

দশম সর্গ

(পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশী)

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবা কোন সময়ে কেশী-নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ মহাকবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্ব্বশী-নামক ত্রোটক পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।)

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি !—
গত রাত্রে অভিনিনু দেব-নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ংবর নাম নাটক ; বারুণী
সাজিল মেনকা ; আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী ;—'দেখ নিরখি চৌদিকে,
বিধুমুখি, দেবদল এই সভাতলে ;
বসিয়া কেশব ওই ! কহ মোরে, শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ ?'—গুরুশিক্ষা ভুলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু ;—
"রাজা পুরূরবা প্রতি।"—হাসিলা কৌতুকে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত ;
চারি দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে !
সরোষে ভরত ঋষি শাপ দিলা মোরে।

শুন, নরকুলনাথ, কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেব-সভাতলে,
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ সরমে ?—
কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে।
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে
অবিরাম ; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির-আঁখি সূর্য্যমুখী ; ও চরণে রত
এ মনঃ ; উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি !
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি।
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে

১৪। অভিনিনু—অভিনয় করিলাম।
১৬। অম্ভোজা—ইন্দিরা। ইন্দিরা—জলদা, লক্ষ্মী সমুদ্রসলিল হইতে উত্থিত বলিয়া ইহার একটি নাম অম্ভোজা। ইন্দি—[ইন্দি—ঐশ্বর্য্য, রা—যে দান করে] ঐশ্বর্য্যদায়িনী লক্ষ্মী।

কলেবর ; ঘোরবনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর ! যদি কৃপা কর,
তাও কহ ;—যাব উড়ি ও-পদ-আশ্রয়ে,
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে ! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ?

শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে
হেমকূটে। এখনও বসিয়া বিরলে
ভাবি সে সকল কথা। ছিনু পড়ি রথে,
হায় রে, কুরঙ্গী যথা কত অস্ত্রাঘাতে !
সহসা কাঁপিল গিরি ! শুনিনু চমকি
রথচক্রধ্বনি দূরে শতস্রোতঃসম !
শুনিনু গম্ভীর নাদ—"অরে রে দুর্ম্মতি,
মুহূর্ত্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে ;—"
প্রতিদানরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে !
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে !

পাইনু চেতন যবে, দেখিনু সমুখে
চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপ-মাধুরী—
দেবী-মানবীর বাঞ্ছা ! উজ্জ্বল দেখিনু
দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে
হেমকূট-হৈমকান্তি—রবিকরে যেন !

রহিনু মুদিয়া আঁখি সরমে, নৃমণি ;
কিন্তু এ মনের আঁখি মেলিল হরষে,
দিনান্তে কমল-কান্তে হেরিলে যেমতি
কমল ! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে !

চিত্রলেখা-পানে তুমি কহিলা চাহিয়া ;—
'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে
তমোহীনা ; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জকায়া ; দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ বররুচি রুচ্যমান এবে

মোহান্তে ! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী,
আবার প্রসাদে, শুভে !'—আর যা কহিলে,
এখনো পড়িল মনে যাখানি, নৃমণি,
রসিকতা ! নরকুল ধন্য তব গুণে !
এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পমান দেখি
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি
পড়িলা যে শ্লোক, কবি পড়ে কি হে মনে ?
ম্রিয়মাণ জন যথা, শুনে ভক্তিভাবে
জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্ব্বশী,
হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা !
সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে,
নররাজ ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ ?—
সুরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে
তোমার, বিক্রমাদিত্য ! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে !
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য্য হেরি !
তব রূপ-গুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা ? শুন, রাজা, তব রাজবনে
স্বয়ংবরবধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে
স্বয়ংবরবধূ-লতা ! রূপগুণাধীনা
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে কি দিবে ;—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে।

কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গ ; সর্ব্ব-অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে !
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে !

উর্ব্বীধামে ; উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে
উর্ব্বীশ ! রাজেন্দ্র দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে।—কি আর লিখিব ?
বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুখে।
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি
কৃপা করি ! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া।
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা

৯। হেমকূট—হিমালয়ের উত্তরস্থিত স্বনামখ্যাত পর্ব্বতবিশেষ। হেম—স্বর্ণ। কূট—শৃঙ্গ। (বহুব্রীহি সমাস)। ২৪। দিনান্তে—এখানে দিন শব্দ অহোরাত্র অর্থাৎ দিবস অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং দিনান্তে অর্থে দিবসে বা অহোরাত্রের অবসান বা প্রভাতে। কমলকান্তে—কবি কমল শব্দ কমলিনী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং কমলকান্তে—সূর্য্যকে। ৩০। বররুচি—উৎকৃষ্ট কান্তি। (বহুব্রীহি সমাস, বিশেষণ পদ। রুচ্যমান—দীপ্যমান, শোভমান।

২১। মোহান্তে—মূর্চ্ছাপগমে।
৩০। উর্ব্বীধামে—পৃথিবীতে। ৩১। উর্ব্বীশ—ভূপতি।

যথা, ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে!
লিখিনু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পূজিয়াছি, প্রভু,
কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।
সুপ্রফুল্ল, দেব, পড়িয়াছে শিরে!
বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে
আশায় কহেন ;—"তুই হবি ফলবতী।"
এ সাহসে, মহেষ্বাস, পাঠাই সকাশে
পত্রিকা-বাহিনী সখী চারু চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি পথ, স্থির-আঁখি হয়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ!—নিবেদনমিতি।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে উর্ব্বশী-পত্রিকা নাম দশমঃ সর্গঃ।

একাদশ সর্গ

(নীলধ্বজের প্রতি জনা)

[মাহেশ্বরী-পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধৃত করিলে পার্থ তাঁহাকে নিহত করেন। মহারাজ নীলধ্বজ পার্থের সহিত বিবাদে পরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি;
হেষে অশ্ব; গর্জ্জে গজ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য;—কিন্তু কোন্ হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে,
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—

৭। রাজতোরণে—রাজবাটীর বহির্দ্বারে।
৮। হেষে অশ্ব—অশ্ব ধ্বনি করে।
১২। প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছায়, প্রতীকারের ইচ্ছায়। প্রতিবিধিৎসিতে পদাপেক্ষা প্রতিবিধিৎসতে পদটি অধিকতর সঙ্গত। প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছাকে প্রতিবিধিৎসা বলা যায়; প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা করিবার জন্য নররাজের যুদ্ধসজ্জা করা সম্ভব নহে, প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা অগ্রে হৃদয়ে উদ্ভূত হয়, পরে সেই ইচ্ছার বশে লোক প্রতিবিধানোপযোগী কার্য্য করিয়া থাকে। প্রতিবিধিৎসিতে পদের প্রকৃত অর্থ প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা করিবার জন্য; সুতরাং এই প্রয়োগ এখানে সুসঙ্গত হয় নাই।

নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে,
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ড-মুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে!
অন্যায়-সমরে মূঢ় নাশিল বালকে;
নাশ, মহেষ্বাস, তারে!—ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে।
জন্মে মৃত্যু—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ-সমরে পড়ি গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম,——ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।

১১। টুট—ভাঙ, খর্ব্ব কর। টুট সংস্কৃতে ত্রুট ধাতুর অপভ্রংশ। ১৩। অন্যায়-সমরে—মাতার পুত্রে স্বাভাবিক পক্ষপাতিতা হেতু যুদ্ধে জনা অর্জ্জুনের অন্যায় বোধ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারত পাঠে বরং প্রবীরেরই অন্যায় বলিতে হয়।

হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসেছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব? তা না হ'লে, কহ মোরে কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি?
কোথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি?
না ভেদি রিপুর বক্ষঃ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে? কি কহিবে, কহ,
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে, রাজা, ভক্তিভাবে ;—এ কি ভ্রান্তি তব?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে
(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি,
নর-নারায়ণ-জ্ঞানে? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি?
নর-নারায়ণ পার্থ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্ত্তন-গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে!
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্ম্মমতি! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা; কুলাচার্য্য তিনি
কু-কুলের? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী!
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব-সরসে
নলিনী! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া। ধিক্! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা!
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী?

জানি আমি, কহে লোক রথিকুল-পতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ, বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম-বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ংবরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল।
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র-রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী। দ্রোণাচার্য্য গুরু,—
কি কু-ছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায়, যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে। কহ, মোরে, শুনি,
মহারথি-প্রথা কি হে এই, মহারথি?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে।

কি না তুমি জান, রাজা? কি কব তোমারে?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি? হায় রে, কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির, হে বিধাতঃ, পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?—
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী,
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতায় সাধনা কি মানে বলবাহু?

কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।

৩৭। বলবাহু—বাহুবলবিশিষ্ট ব্যক্তি।

কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা ! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা ! দুরন্ত ফাল্গুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ !) নিঃসন্তানা করিল আমারে !
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি ! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে ?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে ! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে !—

হা প্রবীর ! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন নানা কষ্ট সয়ে
এ উদরে ? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি, বাছা,
এ তাপ ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি ?
হা পুত্র ! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার ? এই কি রে ছিল তোর মনে ?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা ? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে ?
কেন বা জ্বলিস্ মনঃ ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে ? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর ; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্ অরে মণিহারা ফণি !

যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নবমিত্র পার্থ সহ ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে !
ক্ষত্রকুলবালা আমি, ক্ষত্রকুলবধূ,
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি ।
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে ;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে ! যাচি চির-বিদায় ও পদে !
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা ?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা ?" বলি !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে জনা-পত্রিকা নাম একাদশঃ সর্গঃ ।

বীরাঙ্গনাকাব্য সমাপ্ত ।

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত

মঙ্গলাচরণ

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মহোদয় সমীপেষু

বিনয়পুরঃসর-নিবেদনমেতৎ,

যে উদ্দেশে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য ; কেন না, এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এ দেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয় তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক যে, কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্ব্বদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু, মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ-ভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই, যদ্দারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি

গ্রন্থকারস্য।

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগিকুলধ্যেয় যোগী। নিকুঞ্জ-কানন,
তরুরাজী, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভাবে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনককিরীট)
না পারে এ গিরি ; সবে করি অবহেলা :
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয়। সুনাদিনী-বিহঙ্গিনীদল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা। মৃগেন্দ্র কেশরী,—
করীশ্বর,—গিরীশ্বরশরীর যাহার,—
শার্দ্দুল ভল্লুক, বনচর জীব যত—
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,—
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর !
অদূরে ঘোর তিমির গভীর-গহ্বরে,
কলকল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ; ঘন-স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী।
মানব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি—
দানবী, মানবী, দেবী কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন !
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন !

এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ, পদ্মাসনা
বীণাপাণি ? কবি, দেবি ! পদ্মাযুজে
প্রণমি. জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি !
তব কৃপা—মন্দর-দানব-দেব-বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে ;
এ বাক্-সাগর আমি মথি সযতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা !
অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি !
যে শশীর স্থান, মাতঃ ! স্থাণুর ললাটে,
তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
নিশার শিশির-বিন্দু, মুক্তাফলরূপে।
কহ, সতি, কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি,
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
সগরবিপুলবংশ যে লোভেতে হত ?
কোথা সে অমরাপুরী কনক-নগরী ?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম সুবর্ণ-আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ?
কোথা সে কনকাসন, রাজচ্ছত্র কোথা,
রবির পরিধি যেন, মেরু-শৃঙ্গোপরি—
উভয় উজ্জ্বলতর উভয়ের তেজে ?
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন ?
কোথা পারিজাতফুল, ফুলকুলপতি।
কোথা সে উর্ব্বশী, রূপে ঋষি-মনোহরা,

চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা,
মিশ্রকেশী—যার কেশ কামের নিগড়
কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ?
কোথায় কিন্নর ? কোথা বিদ্যাধর-দল ?
গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে ?
চিত্ররথ—কামিনী-কুলের মনোরথ—
মহারথী ? কোথা বজ্র ভীমপ্রহরণ,
যার ক্রুত ইরম্মদে, গম্ভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে করি থরথর ;
ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
আতঙ্কে ? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা,
আভাময় যার চারু-রঙ্গ-কান্তিচ্ছটা
শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে)
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশ-কেশে !
কোথায় পুষ্কর, আবর্ত্তক—ঘনেশ্বর ? .
কোথায় মাতলি বলী ? কোথা সে বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্ছিত ?
কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত ? উচ্চৈঃশ্রবা
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন-আনন্দময়ী দেবী
আয়তলোচনা ? কোথা স্বর্ণ-কল্পতরু,
কামদ বিধাতা যথা, যার পূত পদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
ধোন সদা প্রবাহিণী কলকলকলে ?—
হায় রে, কোথায় আজি সে দেব-বিভব,
হায় রে, কোথায় আজি সে দেব-মহিমা ?
দুর্দ্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণ-কুসুম-লতা-মণ্ডিত-মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যাম-অঙ্গ ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হয়ে প্লাবন, তায় আভরণ।
সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি,
প্রচণ্ড-দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে,—
আকুল ! পাবক যথা, বায়ু যার সখা,
সর্ব্বভুক্ প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
মহাত্রাসে উর্দ্ধশ্বাসে পলায় কেশরী ;
মদকল নাগদল, চঞ্চল সভয়ে,
করভ করিণী ছাড়ি পলায় অমনি
আশুগতি ; মৃগাদন, শার্দ্দূল, বরাহ,
মহিষ, ভীষণ খড়্গী—অক্ষয়-শরীরী,
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পলায় ভৈরব-রবে ত্যজি বনরাজি ;
পলায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারি দিকে ;—
মহা-কোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবন-তরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে !
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সমরে,
পলাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী
পুরন্দর ; পলাইলা পাশী দেখি পাশে
ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন !
পলাইল যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন। পলাইলা বেগে
বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুলপতি ;
জর-জর কলেবর দুষ্টাসুর-শরে
পলাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন
মহারথী ; পলাইলা মহিষ-বাহনে
সর্ব্ব-অন্তকারী যম, দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে।
পলাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি ;
জয় জয় নাদে দৈত্য ভুবন পূরিল।
দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে
প্রবেশিল স্বর্গপুরী কনক-নগরী—
দেবরাজাসনে মরি, দেবারি বসিল !
হায় রে, যে রতির মৃণাল ভুজপাশে,
(প্রেমের কুসুম-ডোর) বাঁধিত সতত,
মধুসখে, স্মর-হর-কোপানল যেন
বিরহ-অনল-রূপ ধরি, মহাতাপে
দহিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া !
সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি,
লণ্ডভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল ;
ঊর্দ্ধঋষি-ক্রোধানল পশি যেন জলে,
জ্বালাইলা জলেশ্বরে, নাশি জলচরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে,

কিবা নরে, কি অমরে ? বোধাগম্য তুমি।
ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;
যথা পক্ষিরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুঠিলে কুলায় তার পর্ব্বত-কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিংবা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে উড়ি ;—
ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব।
বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে
মহত-জনভরসা মহত যে জন।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
প্রহারে চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা
হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
অতল জলধিতলে—মান বাঁচাইতে !
যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে
গভীর পয়োধি-নীর, ধরি মহাবলে
জলচর-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
ফেলাইলে তুলে কূলে মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল ;
অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব-সংগ্রামে
দানবারি। মহারথী বসিলা একাকী ;
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে,
কমল-চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশরীর কেশরী
শিখরি-সমীপে যথা—ব্যথিত হৃদয়ে
কনক-নির্ম্মিত ধনুঃ—রতন-মণ্ডিত,
(কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
অনাদরে শোভে, হায়, পর্ব্বত-শিখরে,
ধবল-ললাট-দেশে উজলি সুতেজে,
শশিকলা উমাপতি-ললাটে যেমতি !
শূন্য তূণ—বারিশূন্য সাগরে যেমতি,
যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিলা জলদলে
ঘোর রোষে। শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
দৈত্যকুল—করি-অরি-নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে ;
হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ।
হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান !
যে মিহির তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
তুষেন রজনী-সখা স্বর্ণতারাবলী,
গ্রহরাশি—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে !
এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দগতি
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্র রথ
বিশ্রাম-বিলাস-আশে মহীপতি যথা,
সাঙ্গ করি রাজকার্য্য অবনীমণ্ডলে।
শুকাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সমুখে। মুদিলা আঁখি মুলকুলেশ্বরী।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া
আইল তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে !
মৃদু হাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সীঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী ;
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে,
শোভিল বিমল-জলে বিধুপরায়ণা
কুমুদিনী ; স্থলে শোভে হিমদবদনা
ধুতূরা চির-যোগিনী, অলি মধুলোভী,
কভু না পরশে যারে। উতরিলা ধীরে,
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—রজনীর সখী
কুহকিনী স্বপ্নদেবী সজনীর সহ।
বসুমতী সতী তাঁর চরণ-কমলে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।
আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভীমা দেবী ভীম-পাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবাসনা
শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।
ধরি পাদপদ্মযুগ করপদ্মযুগে,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে। অশ্রু-বিন্দু ইন্দ্রের চরণে
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
জাগান অরুণে যবে উষা সাজাইতে
এক-চক্র রথ, খুলি সুকমল-করে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার। আইলেন এবে
নিদ্রাদেবী, সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি
মৃদুমন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি,
আসি উতরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি,
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
মুকিঙ্করীবৃন্দ যথা মহেন্দ্র-সমীপে

দাঁড়ায়—উজ্জ্বল স্বর্ণপুত্তলীর দল!
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে—
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি মিত্রা পানে চাহি
সুমধুর স্বরে শ্যামা কহিতে লাগিলা ;—
"হায়, সখি, এ কি লীলা খেলিলা বিধাতা?
দেব-কুলেশ্বর যিনি ত্রিদিবের পতি,
এই শিলাময় দেশ—অগম্য বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি, এ কি সাজে লো তাঁহারে?
হায় রে, যে কল্পতরু নন্দনকাননে,
মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে
মরুভূমে? কার বুক না ফাটে লো দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে?"
কহিতে কহিতে দেবী শর্ব্বরী সুন্দরী
কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুল হইলা।
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্নতার বীণাসম নীরব রসনা ;—
আরে রে দারুণ শোক, এই তোর রীতি!
শুনি যামিনীর বাণী, মিত্রাদেবী ভয়ে
উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
মধুর গুঞ্জনে, আহা, নিকুঞ্জ পূরিলা ;—
"যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে ;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডিতে?
আইস এবে তুমি, আমি স্বপ্নদেবীসহ,
কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি,
এ বিষম শোকশেল যতন করিয়া।
ডাক তুমি, হে স্বজনি, মলয়-পবনে,
বল তারে সুসৌরভে আশু আনিবারে ;
কহ, তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে।
যাই আমি যদি পারি, মুদি, প্রিয়সখি,
ও সহস্র-আঁখি মন্ত্রবলে কি কৌশলে।
গড়ুক স্বপনদেবী মায়ায় পৌলোমী—
মৃগাক্ষী, পীবরস্তনী সুবিম্ব-অধরা ;
সুশোভিত কবরী মন্দারে কৃশোদরী ;
বেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ায় মন্দম ;
মায়ায় উর্ব্বশী আসি স্বর্ণবীণা করে,
গাযুক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে ;
রম্ভা-উরু রম্ভা আসি নাচুক কৌতুকে।
যে অবধি নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আমি নাহি দেখ দেখা
কমল-উদয়াচল-শিখরে উজলি
দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস তোমা দোঁহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ।"
তবে নিশি, সহ মিত্রা, স্বপ্ন-কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ-চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি
দোলাইলা প্রাণপতি মদনের গলে!
ধীরভাবে দেবীদল বেড়িয়া দেবেশে,
যার যত তন্ত্র-মন্ত্র, ছিটা-ফোঁটা ছিল,
একে একে লাগাইলা ; কিন্তু দৈবদোষে
বিফল হইল সব ; যামিনী অমনি,
চঞ্চল বিস্ময়ে দেবী, মৃদু-কলস্বরে,—
একাকিনী সুনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে, কহিতে লাগিলা ;—
"কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি,
কেবা জিনে ত্রিভুবনে আমা তিন জনে?
চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে।
সাগর-মাঝারে কিংবা গহন বিপিনে,
রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
করি জয় স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে আমরা,
কিন্তু সে প্রবল বল, বৃথা হেথা এবে!"
শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী যথা—
কহিলা শ্যামাস্বজনী রজনীর প্রতি ;—
"মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো আপনি?
দেবেন্দ্র-রমণী ধনী পুলোম-দুহিতা
বিনা আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জলন্ত শোকানল? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি, আনি হেথা সে চারুহাসিনী।
হায়, সখি, পতিহীনা কপোতী যেমতি,
তরুবর, শৃঙ্গধরসমীপে বিলাপি
চাহে কান্ত সীমন্তিনী, বিরহ-বিধুরা
ভ্রান্তি-দূতী-সহ সতী ভ্রমেন জগতে,
শোকে। শুন মম দিয়া রজনী স্বজনি,
যদি আজ্ঞা কর, তবে এখনি যাইব।"
"যাও" বলি আদেশিলা শশাঙ্করঙ্গিণী।
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর পথে—
বিমল তরলতর রূপে আলো করি
দশ দিশ ; আশুগতি গেলা কুহকিনী,
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।

৩৭। শশাঙ্করঙ্গিণী—রজনী।

গেলা চলি স্বপ্নদেবী নীলাম্বর-পথে—
দ্রুতবেশে বিভাবরী নিদ্রাদেবী সহ
বসিলা ধবলশৃঙ্গে, আহা কিবা শোভা!
যুগলকমল যেন জগৎ মোহিতে
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর সরোবরে!
ধবল-শিখরে বসি নিদ্রা-বিভাবরী
আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা,
হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ-নয়নে
চাহে আকাশের পানে জল-ধারা-আশে।
আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল
উজলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গে
উঠিলা অম্বর-পথে, কিংবা ত্বিষাম্পতি
অরুণ সারথিসহ স্বর্ণচক্র-রথে
উদয়-অচলে আসি দরশন দিলা।
শতেক যোজন বেড়ি আলোকমণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল-দলে, কিংবা নিকষে যেমতি
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র-চক্ররূপে,
এ সুন্দর প্রভাকর-পরিধি-মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই?
কেমনে, কহ, মা শ্বেতকমলবাসিনি!
কেমনে মানব আমি চা'ব ওঁর পানে?
রবিচ্ছবি-পানে, দেবি! কে পারে চাহিতে?
এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।
চরণ-যুগল শোভে মেঘবর-শিরে,
নীলজলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
কিংবা মাধবের বুকে কৌস্তভ রতন।
দশচন্দ্র পড়ি রে রাজীব-পদতলে,
পূজাচ্ছলে বসে তথা—সুখের সদন।
কাঞ্চন-মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী—কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া
গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে।
অনন্ত যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
সাজায় মহীর দেহ সুমধুরবাসে,
উল্লাসে ইন্দ্রাণী-পাশে বিরাজে সতত
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ।
অলিপংক্তি—রতি-পতি ধনুকের গুণ,—
সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে
কমল-নয়ন-যুগোপরি মধু আশে
নীরব।—হায় রে, মরি, এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি ও বদন?
পদ্মরাগ-খচিত, পদ্মের পর্ণসম
পট্টবস্ত্র; সু-অঞ্চলে জ্বলে রত্নাবলী,
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা!
যে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি
ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে।
ভুবনমোহিনী দেবী বসি মেঘাসনে,
আইলা অম্বর-পথে মৃদুমন্দগতি
নীলাম্বু-সাগর-মুখে নীলোৎপলদলে,
যথা রমা সুকেশিনী কেশববাসনা,
সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে।
হায়, ও কি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে?
অরে রে বিকট কীট নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর—
সর্ব্বভুক্ সম হায় তুই দুরাচার
সর্ব্বভুক্? শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে
একাকিনী স্বরীশ্বরী। চল, ঘনপতি!
ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় দ্রুতবেগে।
তুমি, হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে
ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলতিকা, পরশে
যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হ'তে
লভিবেন পরিত্রাণ বাসব সুমতি।
আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি।
তেজোরাশি-বেষ্টিতা; নাদিল জলধর;
সে গম্ভীর নাদ শুনি, আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারি দিকে;—কুঞ্জবন, কন্দর, পর্ব্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর-নগরী
সে স্বর-তরঙ্গে রঙ্গে পূজিল সবারে!
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্যপথে, হেরি, দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী;
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক-কলাপ;
বলাকা, মালায় গাঁথা আইলা ত্বরিতে
জুড়িয়া আকাশপথ; সুবর্ণ কদলী—
কুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জ-পানে, যবে ব্রজধামে
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে, যমুনার কূলে

মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।
ঘনাসন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী
ধবলের পাদদেশে। এ কি চমৎকার!
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত
সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
মণি-মুক্তা-হীরক-খচিত শত সিঁড়ি
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্মা স্থাপিলা সেখানে।
উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদুমন্দ-গতি
ধবল শিখরে সতী। আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল।
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে;
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন,
বিকসিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল—
নীলনভঃস্থলে হাসে তারাদল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা;
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা; মলয়-মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রখর সমীরণ
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা:
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়-কৌতুকে
বিরলে। বিশাল তরু, ব্রততীরমণ,
মুঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইল চারি দিকে, বীরবৃন্দ যথা;
শত শত উৎস, রজতস্তম্ভের আকারে,
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল।
সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল-সলিল-পূর্ণ; সে সরে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
ক্ষণকাল। কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিণী,
সুখের তরঙ্গ-রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল!
সে সরোদর্পণে তারা তারানাথ সহ,
সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে,
শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে!
অবিলম্বে শম্বরারি-সখা ঋতুপতি
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদেবের দেবী!—
কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা?
প্রাণপতি সহ রতি তুঞ্জে রতি যথা,
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে?
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
বংশীধ্বনি শুনি—ধনী আকাশদুহিতা
শিখে সদা রাধা নাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।
কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা?
প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর;
কামিনীর বিধুমুখ সীধু-সিক্ত হ'লে
বকুল ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,
ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু
হরষে, নাগর যথা প্রেম-লাভ-আশে;—
কিন্তু আজি ধবলের হের বাজিখেলা।
অরে রে বিজন, বিন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
হেরি এ নারীন্দ্র-পদ অরবিন্দ-যুগ,
আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই?
স্মরহর দিগম্বর, স্মর-প্রহরণে
হৈমবতী সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া
মাতিল কি কামমদে তপ-যাগ ছাড়ি?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে?
ফেলি দূরে হাড়মালা রত্ন-কণ্ঠমালা,
পরিলা কি নীলকণ্ঠে নীলকণ্ঠ ভব?
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলি হারি তোরে!
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী;
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া
বেড়িল বাসব-হৃৎ-সরসী-পদ্মিনী,
স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
বেড়ে আসি দৈত্যদল! অদূরে সুন্দরী
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী,
মুকুলিত সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিতা,
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চকমকি! দেবদারু—শৈল-শৃঙ্গ যথা
উচ্চতর; লতাবধূ-লালসা রসাল,
রসের সাগর তরু; মৌল মধুদ্রুম;
শোভাঞ্জন জটাধর যথা জটাধর
কপর্দ্দী; বদরী—যার স্নিগ্ধতলে বসি,
দ্বৈপায়ন, চিরজীবী যশঃ-সুধাপানে,
কহেন মধুর স্বরে, ভুবন মোহিয়া,

মহাভারতের কথা। কদম্ব সুন্দর—
করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
কেন না মন্মথমন মথেন যে ধনী,
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন!
অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেবি,
লোহিতবরণ আজি প্রসূন যাহার,
যথা বিলাপীর আঁখি। শিমূল—বিশাল
বৃক্ষ, ক্ষতদেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী
শোণিতার্দ্র। সু-ইঙ্গুদী, তপোবনবাসী
তাপস শল্মমরী; শাল, তাল অভ্রভেদী
চূড়াধর; নারিকেল—যার স্তনচয়
মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে।
গুবাক; চালিতা; জাম, সুভ্রমররূপী
ফল যার; ঊর্দ্ধশিরঃ তেঁতুল; কাঁঠাল,
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
ধনদের গৃহে যেন। বংশ, শতচূড়,
যাহার দুহিতা বংশী, অধরপরশে
গায় রে ললিত গীত সুমধুরস্বরে।
খর্জ্জুর—কুম্ভীরনিভ ভীষণ-মূরতি,
তবু মধুরসে পূর্ণ! সতত থাকে রে
সুগুণ কু-দেহে ভবে বিধির বিধানে।
তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
নাচেন যুবতীসহ। শমী—বরাঙ্গনা,
ঘন-জ্যোৎস্না। আমলকী—বনস্থলী-সখী;
গান্ভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরি—
দেবতাকুলের বৈদ্য। আর কব কত?
চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী.
রুণু রুণু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিল,
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হ'তে
বরষি, পূজিল তুষ্টে রাঙা পা-দুখানি।
কোকিল কোকিলাসহ মিলি আরম্ভিল
মদন-কীর্ত্তন-গান; চলিলা রূপসী—
যেখানে সুরাঙা পদ অর্পিলা ললনা,
কোকনদফুল ফুটি শোভিল সেখানে!
অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন;
তাহার উপর তরু শাখাদল মিলি
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসারে কৌতুকে
নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলমালয়ে;
সুপ্ত পীতাম্বরশিরে অনন্ত যেমতি
(ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে।
চারি দিকে ফুটে ফুল; কিংশুক, কেতকী,
স্মর-প্রহরণ উভে; কেশর সুন্দর—
রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে,
ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা।
পাটলি—মদন-তূণ, পূর্ণ ফুল-শরে;
মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে
অনিল উন্মত্ত সদা; নবীনা মালিকা—
কানন-আনন্দময়ী; চারু গন্ধরাজ—
গন্ধের আকর, গন্ধমাদন যেমতি।
চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
কে না লোভে ত্রিভুবনে? লোহিত-লোচনা
জবা—মহিষমর্দ্দিনী আদরেন যারে;
বকুল—আকুল অলি যার সুসৌরভে;
কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি সুখে মজি,
রতির কুচযুগল গড়িলা বিধাতা;
রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
শ্বেত, তব শ্বেতভুজ যথা, শ্বেতভুজে!
কর্ণিকা—কোমল উরে যাহার বিলাসী
(তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ, সুখে
লভে সুবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা
সুপট্ট শয়নে; হায়, কর্ণিকা অভাগা,
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতী-যৌবন!
কামিনী—যামিনী-সখী; বিশদ-বসনা
ধুতুরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দূতী,
রতি-কাম-সেবায় সতত ধনী রত।
পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে;
তিলক—ভবানী-ভালে শশি-কলা যথা
সুন্দর! ঝুমুকা—যার চারু-মূর্ত্তি গড়ি
সুবর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে।
আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে?
এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী
শোভিছে অঙ্গনাকুল ফুলরুচি হরি,
রূপের আভায় আলো করি বনরাজী;—
পর্ব্বত-দুহিতা সবে কনকপুতলী,
কমল-বসনা, শিরে কমল-কিরীট,
কমল-ভূষণা কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী

ইন্দিরা। কাহার করে হৈম ধূপদান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু,
গন্ধামোদে আমোদিছে সুনিকুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি
ধবল, ভুবনেশ্বর! কার হাতে শোভে
স্বর্ণ-থালে পাদ্য, অর্ঘ্য; কেহ বা বহিছে
মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি,
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর,
কেহ বা মন্দার-দাম—তারাময় মালা।
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি;
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরষিছে সুমধুর ধ্বনি;
কামের কামিনী-সমা কোন বামা ধরে
রবাব সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব;
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে;
সপ্তস্বরা, সুমন্দিরা, আর যন্ত্র যত;
তম্বুরা—অম্বরপথে গম্ভীরে যেমতি
গরজে জীমূত নাচাইয়া ময়ূরীরে।
দেখিয়া সতীরে যত পার্ব্বতী যুবতী,
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে আশ্বিন, হে মাস-বংশ রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-দুহিতা
গৌরী, গিরিরাজরাণী মেনকা সুন্দরী
সহ সহচরিগণ, তিতি নেত্রনীরে,
নাচেন গায়েন সুখে। হেরিয়া শচীরে,
অচিরে পার্ব্বতীদল গীত আরম্ভিলা;—
"স্বাগত, বিধুবদনা, বাসব-বাসনা,
অমরাপুরী-ঈশ্বরি! এ পর্ব্বতদেশে
স্বাগত, ললনা তুমি! তব দরশনে
ধবল অচল আজি অচল হরষে।
শৈলকুল-শক্র শক্র, তব প্রাণপতি;
কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ—
কেশরী কেশরী-সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত;
আইস, হে লাবণ্যবতি! দুহিতা যেমতি
আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভর-হৃদয়ে,
কিংবা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু-তরু-কোলে!—যার অন্বেষণে
ব্যগ্র তুমি—সে রতনে পাইবে এখনি,
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে।"
নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্দ-
ভূষণা। সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দন-কাননে যেন দেখিলা বাসবে।

অমনি রমণী, হেরি রমণ-রতনে
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনী,
প্রেম-কুতূহলে, যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে
কল-কল কলরবে সাগর-উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।
যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে; শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদশব্দ চির-পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে।
উন্মীলিয়া আখণ্ডল সহস্র-লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সুসরঃ
উন্মীলে কমল-কুল; কিংবা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,
খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কৌতুকে
সে শ্যাম বদন হেরে—ভাসি প্রেমরসে!
বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিল প্রণয়পাশে চারু-হাসিনীরে
যতনে, রতনাকার শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখী হৈমময়ী উষা
মুক্তাময়-কুণ্ডল পরান ফুলকুলে।
"কোথা সে ত্রিদিবনাথ?"—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী;—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে?
কিন্তু এবে, হে রমণ! হেরি বিধুমুখ,
পাসরিল দাসী তার পূর্ব্ব-দুঃখ যত!
কি ছার সে স্বর্গ? ছাই তার সুখভোগে।
এ অধীনী সুখিনী কেবল তব পাশে।
বাঁধিলে শৈবালবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে? নিদাঘ যদ্যপি
শুকায় সে জল, নলিনীও তবে মরে।
আমি হে তোমারি, দেব!"—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
নীরবিলা চন্দ্রাননা, অশ্রুময়-আঁখি।
চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি
সোহাগে, চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে।
"তোমারে পাইলে, প্রিয়ে! স্বর্গের বিরহ
দুরূহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর?
তুমি যথা স্বর্গ তথা।"—কহিলা সুস্বরে
বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী
কৃশোদর, হেরি বীর পর্ব্বত-কন্দরে
কেশরিণী কামিনীরে, কহিলা সুমতি;—

"তুমি যথা স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি!
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ, এবে কুশল-বারতা।
কোথা জলনাথ? কোথা অলকার পতি?
কোথা হৈমবতীসুত তারক-সূদন,
শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা?
কোথা চিত্ররথ? কহ, কেমনে জানিলা
ধবল-আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি?"
উত্তর করিলা দেবী পুলোম-দুহিতা
মৃগাক্ষী, বিম্ব-অধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী;—"মম ভাগ্যে প্রাণসখা, আজি
দেখা মোর শূন্যমার্গে স্বপ্নদেবী-সহ।
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,
ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা।
সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা,
ব্রহ্মলোকে স্মরে তোমা; চল, দেবপতি!
অনতিবিলম্বে, নাথ, চল মোর সাথে।"
শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
স্মরিলা বিমানবরে; গম্ভীর-নিনাদে,
এল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে।
বসিলা দেব-দম্পতি পদ্মাসনোপরি।
উঠিল আকাশে গর্জ্জি স্বর্ণ-ব্যোমযান,
আলো করি নভঃস্থল, বৈনতেয় যথা
সুধানিধিসহ সুধা বহি সযতনে।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যে ধবলশিখর নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে দুর্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে ? ভেলায় চড়িয়া
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি !
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে ? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি ! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি। কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি।

উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা ; রথ-চূড়া-শিরে
শোভিল দেব-পতাকা ; বিদ্যুৎ-আকৃতি,
কিন্তু শান্তপ্রভাময় ; ধাইল চৌদিকে—
হেরি সে কেতুর কান্তি ভ্রান্তিমদে মাতি,
অচলা চপলা তারে ভাবি দ্রুতগামী
জীমূত, গম্ভীরে গর্জ্জি, লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী,—যথা স্বয়ংবরস্থলে,
রাজেন্দ্রমণ্ডল স্বয়ংবরা রূপবতী-
রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া,
বেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর-শরে।

এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
হেরি দূরে সে সুকেতু রতনের ভাতি ;
কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতিরে,
শিহরি, অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
অমনি। চলিল রথ মেঘময় পথে—
আনন্দময় মদন-স্যন্দন যেমনি
অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে
মন্দগতি, কিংবা যথা সেতু-বক্ষোপরে
কনক-পুষ্পক, বহি সীতা-সীতানাথে।

এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইল দেব-যান ভৈরব আরাবে ;
শুনি সে ভৈরবারাব দিগ্বারণ যত—
ভীষণ-মূরতিধর, রুষি হুঙ্কারিল
চারি দিকে ; চমকিল জগৎ। বাসুকি
অস্থির হইলা ত্রাসে। চলিল বিমান ;
কত দূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল,
রত্নদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদ-বাসন
কামিনী-কুলের সখী যামিনীর সখা,
মদন-রাজার বঁধু দেব সুধানিধি
সুধাংশু। বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা-
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে, যেন কুমুদের দাম
চির-বিকচিত, পূরি আকাশ সৌরভে—
রূপের আভায়, মোহি রজনীমোহনে।
হেম-হর্ম্ম্যে—দিবানিশি, যার চারি পাশে
ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর—
বিরাজয়ে সুধা, যথা মঘবার কোলে
চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধূ।
ললিতা, ভুবনস্পৃহা প্রফুল্ল-যৌবনা ;
নারী-অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
হেরি ত্রিদিবেশ ইন্দ্রে দূরে প্রণমিলা
নম্রভাবে ; যথা যবে প্রলয়-পবন
নিবিড় কাননে বহে, তরুকুলপতি
ব্রততী-সুন্দরীদল শিখাবলীসহ
বন্দে নোয়াইয়া শিরঃ অজেয় মারুতে।

এড়াইয়া চন্দ্রলোকে, দেবরথ দ্রুতে
উতরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী
গগনে। কনকময়, মনোহর পুরী
তার চারি দিকে শোভে, মেখলা যেমতি
আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে,
হরষে পসারি বাহু—রাশিচক্র ; তাহে
রাশি-রাশির আলয়। নগর-মাঝারে

একচক্ররথে দেব বসেন ভাস্কর!
অরুণ তরুণ সদা, নয়ন-রমণ
যেন মধু কাম-বঁধু যবে ঋতুপতি
বসন্ত হিমান্তে, শুনি পিককুলধ্বনি
হরষে তুষেন আসি কামিনী মহীরে,
কাতরা বিরহে তার,—বসেছে সম্মুখে
সারথি। সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনী,
নলিনীর সুখ দেখি দুঃখিনী কামিনী,
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে?
চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায়ে সকলে
নতভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি
সচিব। অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত
ইন্দীবর-নিকর—অদূরে হাসি নাচে,
যথা রে অমরাপুরী, কনক-নগরী,
নাচিত অপ্সরাকুল, যবে শচীপতি
স্বরীশ্বর শচীসহ দেবসভামাঝে
বসিতেন হৈমাসনে। নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু-মন্দপদে;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তুষ্টভাবে।
হেরি দূরে দেবরাজে গ্রহকুলরাজা
সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহামতি।
এড়াইয়া সূর্য্যলোকে চলিল বিমান।

এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী,
—রজত-কনক-দীপ অম্বর-সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম-ব্যোমযান
উতরিলা যথা শত দিবাকর জিনি
প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যার—
উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
রূপে মোহে অনাদি অনন্ত সনাতনে।
প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, যাঁর সেবা করি
তিমিরারি বিভাবসু তোষেন স্বকরে,
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি,
অম্বুনিধি সেবি সদা তোষে বসুধারে
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে
জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী
পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা। দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে
চমকি ঢাকিলা আঁখি; রথ-চূড়শিরে
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
দিবাভাগে; যানমুখে বিস্ময়ে মাতলি
সূতেশ্বর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি
হীনবল, মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল
মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ-গমনে
প্রবাহ! আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে।
মেরু—কনক-মৃণাল কারণ-সলিলে;
তাহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক-উৎপল,
তথা বিরাজেন ধাতা, পদতল যাঁর
মুমুক্ষু-কুলের ধ্যেয় মহামোক্ষধাম।

অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন-তোরণ রাজ-তোরণ-আকার।
আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য-আকৃতি,
প্রতাপে আদিত্য জিনি, রত্ননিকর।
নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নর-রসনা বর্ণিবে তাহারে
অতুল ভবমণ্ডলে? তোরণ-সম্মুখে
দেখিলা দেবদম্পতি দেব-সৈন্যদল—
সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে
বীরদর্পে; কিংবা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ; কিংবা যথা গগনমণ্ডলে
নক্ষত্র-চয়—অগণ্য রথ, কোটি কোটি
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী,
বিদ্যুৎগঠিতধ্বজমণ্ডিত। তুরগ—
বিরাজেন সদাগতি যার পদতলে
সদা, শুভ্র-কলেবর, হিমানী-আবৃত
গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন—অতি মনোহর।
হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ,
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে
প্রলয়ে; যে মেঘবৃন্দ মন্দ্রিলে অম্বরে,
শৈলের পাষাণ-হিয়া ফাটে মহাভয়ে,
বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
তরাসে। অমরকুল—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
বারণারি ভীষণ-দশনে বজ্রনখে,

শস্ত্রিত যেমতি, কিংবা নাগারি গরুড়,
গরুড়কুল-কুলপতি। হেন সৈন্যদল,
অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে
ব্রহ্মলোকে, যথা যবে, প্রলয়-প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর-নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পলায় সত্বরে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীরভাবে
বজ্রপদ-প্রহরণে তরঙ্গনিচয়
বিমুখয়ে; কিংবা যথা দিবা-অবসানে
(মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা
পারি দিতে) তমঃ যদি গ্রাসে বসুধারে,
(রাহু যেন চাঁদেরে) বিহগকুল ভয়ে
পূরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
আসে তরুবর-পাশে আশ্রয়ের আশে।
এ হেন দুর্ব্বার সেনা, যার কেতূপরি
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
বিশ্বম্ভর-ধ্বজে, হেরি ভগ্ন দৈত্য-রণে,
হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি
অম্বুরারি। মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী,
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন:
কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গবর সহে
সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া।
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
তার সহ। মহাশোকে শোকাকুল রথী
দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর কর-যুগ ধরি
(সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে!)
কহিলা মধুরস্বরে;—"হায়, প্রাণেশ্বরি!
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে।
শৃগাল-সমরে দেখি বিমুখ কেশরী-
বৃন্দ, সুরেশ্বরি, এই তোরণ-সমীপে,
ম্রিয়মাণ অভিমানে। হায়, দেবকুলে
কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি,
যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে,
পাসরিতে এ গঞ্জনা? ধিক্ শত ধিক্
এ দেব-মহিমা! অমরতা, ধিক্ তোরে!
হায়, বিধি, কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি
এ হেন দারুণ? পুনঃ পুনঃ এ যাতনা
কেন গো ভোগাও দাসে? হায়, এ জগতে
ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তাঁর সম আজি
কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী।
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়;
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।
তপন-তাপেতে তাপি পশু-পক্ষী যদি
বিশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরুপাশে,
দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি
আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী,
ঘুচায় তাহার ক্লেশ; হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা?"
এতেক কহিয়া দেব দেব-কুলপতি
নামিলেন রথ হ'তে সহ সুরেশ্বরী
শূন্যমার্গে! আহা, মরি, গগন পরশি
পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে।
চলিলা দেব-দম্পতি নীলাম্বর-পথে।
হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেশ বাসবে,
অমনি উঠিল সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে, বারণবৃন্দ, আনন্দে যেমতি
ঘেরি যূথনাথে! লয়ে গন্ধর্ব্বের দল—
গন্ধর্ব্ব মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে—
গন্ধর্ব্বকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি-চক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ-প্রাচীর
দেবালয়; নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
ধরি বামকরে চন্দ্রাকার হৈম-ঢাল,
অভেদ্য সমরে, দ্রুত বেড়িল বাসবে
বীরবৃন্দ। দেবেন্দ্রের উচ্চ-শিরোপরি
ভাতিল, রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু-শৃঙ্গোপরি, মণিময় রাজছাতা,
বিস্তারি কিরণজাল; চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য যাহার নিক্কণে
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয়, সাহস অর্ণব!
আইলেন কৃতান্ত; ভীষণ দণ্ড হাতে;
ভালে জলে কোপাগ্নি, ভৈরব-ভালে যথা
বৈশ্বানর, যবে হায়, কুলগ্নে মদন
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-ভুজ-পাশ,
আসি, যথা মগ্ন তপঃ-সাগরে ধূর্জ্জটি,
বিঁধিলা (অবোধ কাম) মহেশের হিয়া

ফুলশরে! আইলেন বরুণ দুর্জ্জয়,
পাশ-হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা,
তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন!
আইল অলকাপতি সাপটিয়া ধরি
গদাবর; আইলেন হৈমবতী-সুত,
তারকসূদন দেব শিখিবরাসন,
ধনুর্ব্বাণ হাতে দেবসেনানী; আইলা
পবন সর্ব্বদমন;—আর কব কত?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িল বাসবে;
যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে
তুলনা) নিদ্রা-স্বজনী নিশীথিনী যবে,
সুচারুতারা মহিষী, আসি দেন দেখা
মৃদুগতি খদ্যোতের ব্যূহ-প্রতিসরে
ঘোর তরুবরে, রত্নকিরীট পরিয়া
শিরে,—উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে।
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর;—
"সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গদল
দুর্ব্বার, দানব-সঙ্গে ঘোরতর-রণে
নিরন্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে,
দৈববলে। দৈববল বিনা, হায়, কে বা
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ? বিনা
অনন্ত কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব-অন্তকারি,
বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে? কেমনে এবে এ দুর্জ্জয় রিপু
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয়,—কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল!
বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে
আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি
না জানি কি দোষে, এবে। হায়, এ কার্ম্মুক
বৃথা আজি ধরি আমি এই বামকরে,
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ-পাবক।"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক গম্ভীরস্বরে, গরজে যেমতি
মেঘকুলপতি কোপে, কিংবা বারণারি,
বিদরি মহীর বক্ষঃ তীক্ষ্ণ বজ্র-নখে
রোধি;—"না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি
বিধির এ লীলা;—যুগে যুগে পিতামহ
এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল;
বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে
সিংহের দিয়া লাঞ্ছনা। তুষ্ট তিনি তপে,
যে তাঁহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি
বশীভূত; আমরা দিক্‌পালগণ যত
সতত রত স্বকার্য্যে—লালনে পালনে
এ ভবমণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম
যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে।
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
যোগধর্ম্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া,
তুষিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভুলি,
ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ। কে পারে সহিতে,
হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান?
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর? অমৃতপানে মোরা
অমর; কিন্তু এ অমরতার কি ফল
এই? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে?
জ্বলুক জগৎ, ভস্ম কর বিশ্ব; ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি। কার সাধ হেন
আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে?"
এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী
কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত; রাগে চক্ষুর্দ্বয়
লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযুগ যেন!
তবে সর্ব্বদমন পবন মহাবলী
কহিতে লাগিল, যথা পর্ব্বত-গহ্বরে
হুহুঙ্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ;—"যাহা কহিলা, শমন,
অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা।
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম কেন?—
কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে
অমর? দিতিজকুল প্রতি যদি এত
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে!
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল-আলয়
সৌন্দর্য্যের রত্নাগার সুখের সদন,
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি, এবে
দিব কি দানবে? গরুড়ের উচ্চনীড়
মেঘাবৃত,—খঞ্জন গঞ্জনমাত্র তার।

দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর, দাঁড়াইয়া হেথা—
এ ব্রহ্মমণ্ডলে—দেখ সবে মুহূর্ত্তেকে,
নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল সুন্দর,
বাহুবলে,—ত্রিজগৎ লণ্ডভণ্ড করি।"
কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে; থর থর থরে
(ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে,
সে স্থল ব্যতীত) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল।
ভাঙ্গিল পর্ব্বত-চূড়া; ডুবিল সাগরে
তরী; ভয়ে মৃগরাজ গিরি-গুহা ছাড়ি
পলাইল দ্রুতবেগে; গর্ভিণী রমণী
আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা।
তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম
রূপে; হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
পালিলা, সরসী যথা রাজহংস-শিশু,
আদরে; অমরকুল-সেনানী সুরথী
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী,
কিন্তু ধীর, মলয়-সমীর যেন, যবে
স্বর্ণবর্ণা উষা সহ ভ্রমেন মারুত
শিশির-মণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে;
উত্তর করিলা তবে শিখিবরাসন
মৃদুস্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু-কুঞ্জবনে;—
"জয়-পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়,
তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী
রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ, সুমতি,
রণক্ষেত্রে, কি সরম তার? দৈববলে
বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবচে
ভূষিত; শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা
বরিষার জলাসার। আমরা সকলে
প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
এ নিমিত্ত কে ধিক্কার দিবে আমা সবে?
বিধির নির্ব্বন্ধ, কহ কে পারে খণ্ডাতে?
অতএব শুন, যম, শুন, সদাগতি!
দুর্জ্জয় সমরে দোঁহে, শুন মোর বাণী,
দূর কর মনস্তাপ। তবে কহ, যদি
বিধির এ বিধি কেন? কেন প্রতিকূল
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ?
কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—যাঁহার ইচ্ছাক্রমে;
অনাদি অনন্ত যিনি, বোধাগম্য রীতি
তাঁর যে, সেই সুরীতি। কিসের কারণে
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
কে পারে বুঝিতে? রাজা যাহা ইচ্ছা করে,
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজা সহ?"
এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
নীরবিলা। অগ্রসরি অম্বুরাশি-পতি
(বীর-কম্বুনাদে যথা) উত্তর করিল;—
"সংবর, অম্বরচর, বৃথা রোষ আজি।
দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা
কার্ত্তিকেয় মহারথী। আমরা সকলে
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি;
অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
সে জনের? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী;
দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি,
দানব-দমনে এবে অক্ষম আমরা;
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ!
সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর
ভীষণ নিনাদে ধায় সংহারিতে বলে
শিলাময় রোধঃ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে
কাঁফর সাগরপাশে যায় তারা ফিরি
হীনবল। চল মোরা যাই, দেবপতি!
যথা পদ্মযোনি, পদ্মাসন পিতামহ।
এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন
তিনি বিনা? হে অন্তক! বীরবর তুমি,
সর্ব্ব-অন্তকারী কিন্তু বিধির বিধানে।
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,
দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা
অমর অক্ষয় দেহ, চূর্ণ নগরাজা,
এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে,
বাজে দেহে,—সুকোমল ফুলাঘাত যেন!
কামিনী হানয়ে যবে মৃদুমন্দ হাসি
প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে
ফুলশর। তুমি, দেব, ভীম প্রভঞ্জন,
ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিঞ্চির বলে
তুমি, জলস্রোতঃ যথা পর্ব্বত-প্রসাদে।
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
দেবদল! বাড়বাগ্নি সদৃশ জ্বলিছে
কোপানল মোর মনে। এ ঘোর সংগ্রামে
ক্ষত এ শরীর, দেখ দৈত্য-প্রহরণে,
দেবেশ! কিন্তু কি করি? এ ভৈরব পাশ,
ম্রিয়মাণ মন্ত্রবলে মহোরগ যেন!"

তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাহার
রত্নাগার, উত্তরিলা যক্ষদলপতি ;—
"নাশিতে ধাতার সৃষ্টি যেমন কহিলা
প্রচেতা, কাহার সাধ্য ? তবে যদি থাকে
এ হেন-শকতি কারো, কেমনে সে জন,
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর ? কঠিন হিয়া হেন কার আছে ?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগতজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলমণি ? যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের ; তারাদল যার সখীদল ;
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে ;
সোহাগে বাসুকি নিজ শত-শিরোপরি
বসায় ! রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,
শ্যামাঙ্গি ! অলক যার ভূষিতে উল্লাসে
সৃজেন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী
বহুবিধ ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
দিবানিশি। কে আছয়ে, হে দিক্‌পালগণ,
এ হেন নির্দ্দয় ? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু, সে দানব।
আমরা দেবতা—এ কি আমাদের কাজ ?
কে ফেলে অমূল্য মণি সাগরের জলে,
চোরে ডরি ? যদি প্রিয়জন যে সে জনে,
গ্রাসে রোগে, কাটারীর ধারে গলা কাটি
প্রণয়ি-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে ?
আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে।
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক-কাষ্ঠ সহ শুষ্ক-কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমন) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে ;
কিন্তু বৃথা বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল ; এ তো অজানিত নহে।
অতএব চল সবে যাই, যথা ধাতা
পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি ?"
কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি ;—"পালিতে এ বিপুল জগৎ
সৃজন, হে দেবগণ, আমা সবাকার।
অতএব কেমনে, যে রক্ষক, সে জন
হইবে ভক্ষক ? যথা ধর্ম্ম জয় তথা!
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক কহ,
জগতে ? দিতিজ-বৃন্দ অধর্ম্মেতে রত,
কেমনে আমরা যত অদিতিনন্দন,
অমর, ত্রিদিববাসী তার সুখ-ভোগী,
আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি
পাপাচার ? চল সবে ব্রহ্মার সদনে,—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদে।
হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ব্ব-অন্তকারি!
হে সর্ব্বদমন বায়ুকুলপতি! রণে
অজেয়—হে তারকসূদন ধনুর্দ্ধারি
শিখিধ্বজ! হে বরুণ রিপুভস্মকর
শরানলে! হে কুবের অলকার নাথ
পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর,
ধনেশ!—আইস সবে, যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
এ মহা-সঙ্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে,
তিনি বিনা ত্রিভুবনে, এ সুর-সমাজে,
তাঁহারি রক্ষিত ? চল বিরিঞ্চির কাছে।"
এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাসব স্মরিলা চিত্ররথে মহারথী।
অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে
চিত্ররথ ; আশীর্ব্বাদে কহিলা সুমতি
বজ্রপাণি ;—"এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে ; রক্ষা কর, রথি,
দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সহ।"
বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সুরপতি
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
শমন তপন-সুত তিমির-বিলাসী,
ষড়ানন তারকারি, দুর্জ্জয় প্রচেতা,
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরে—মোক্ষধাম জগত-বাঞ্ছিত।
তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে,
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গম্ভীর ধ্বনি
শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেবসেনা
অগণ্য দুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা
চারি দিকে। লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
উদ্‌গিরি পাবক যেন ভাতিল আকাশে।
উঠিল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ বিহঙ্গমদল।
উঠি রথে রথী দর্পে ধনুঃ টঙ্কারিলা
চাপে বসাইয়া গুণ, ধরি গদা করে
করি-পৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
চড়ে তুঙ্গ-গিরিশৃঙ্গ ; কেহ আরোহিলা

(গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে।
শূল-হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক
পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহুঙ্কার করি,
মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খ-নিনাদ।
বাজিল গম্ভীর বাদ্য, যার ঘোর রোল
শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরুর রোলে
নাচে যথা ফণিবর—দুরন্ত দংশক—
বিষাকর; ভীরু-প্রাণ বিদরে অমনি
মহাভয়ে। সুরসৈন্য সাজিল নিমেষে
দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
আর যত সুরনারী; যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহ-ব্যূহ, বিস্তারিয়া বাহু
অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন
অমূল্য জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত।
যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বসুধারে
জগৎ-জননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবনা
শচীরে, সাপটি করে চক্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন;—শত প্রতিসরে
বেড়িল সুচন্দ্রাননে চতুস্কন্ধ দল।
তবে চিত্ররথ রথী সৃজি মায়াবলে
কনক-সিংহ-আসন অতুল, অমূল্য
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রণমি
পৌলোমীরে;—"এ আসনে বসুন, মহিষি,
দেবকুলেশ্বরি! যথাসাধ্য আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে রক্ষা করিব তোমারে।"

বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায় রে, মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি?
কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরতের শশি,
হেরি তোরে রাহুগ্রাসে? তোরে রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর?

হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা
মৃদুগতি। আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী—
বঙ্গকুলবধূ যাঁরে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী; আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে যাঁর—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে
যাঁহার ফণীন্দ্র ভীত ফণিকুলসহ,
পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে;
আইলেন সুবচনী—মধুর-ভাষিণী;
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী,
কুঞ্জরগামিনী; আইলেন কামবধূ
রতি, হায়, কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
আমি ও রূপ-মাধুরী, ও স্থির-যৌবন,
নিরবধি? আইলেন সেনা সুলোচনা
সেনানীর প্রণয়িনী রূপবতী সতী;
আইলা জাহ্নবীদেবী—ভীষ্মের জননী;
কালিন্দী আনন্দময়ী, যাঁর চারুকূলে
রাধাপ্রেম-ডোরে বাঁধা রাধানাথ, সদা
ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনী-কাননে।
আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা
বৈদেহীর সখী দোঁহে;—আর কব কত?
অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা সম
প্রভায়, সতত কিন্তু অচপলা যেন
রত্নকান্তিচ্ছটা আসি বসিলা চৌদিকে;
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে
শশিসহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে।

বসিলেন দেবীকুল শচীদেবীসহ
রতন-আসনে; হায়, নীরব গো আজি
বিষাদে। আইলা এবে বিদ্যাধরীদল।
আইলা উর্ব্বশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা,
ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা
আভাময়ী। কেমনে বর্ণিব রূপ তব,
হে ললনে! বাসবের প্রহরণ তুমি
অব্যর্থ। আইলা চারু চিত্রলেখা সখী,
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী।
আইলেন মিশ্রকেশী—যাঁর কেশ, তব,
হে মদন! নাগপাশ—অজেয় জগতে।
আইলেন রম্ভা,—যাঁর উরুর বর্ত্তুল
প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুমুখী
কদলীর নাম রম্ভা, বিদিত ভুবনে।
আইলেন অলম্বুষা মহা লজ্জাবতী,
যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে?)
অপাঙ্গে গরল—বিশ্ব দহে গো যাহাতে।

৩০। বাসব-বাসনা—শচী।

আইলেন মেনকা—হে গাধির নন্দন
অভিমানি! যাঁর প্রেম-রস-বরিষণে
নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব,
নিবারয়ে মেঘ যথা। আসিয়া অপ্সরী,
নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নমি, দাঁড়াইলা
চারি দিকে; যথা যবে,—হায় রে, স্মরিলে
ফাটে বুক!—ত্যজি ব্রজ ব্রজ-কুলপতি
অক্রূরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনীদল যমুনাপুলিনে,
বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যে ব্রহ্মপুরী-তোরণ নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ

হেথা তুরাষাহ সহ ভীম প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর, প্রচেতাঃ পরন্তপ,
দণ্ডধর মহারথী তপন-তনয়—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
হিরণ্ময়, মৃদুগতি চলিলা সকলে,
পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণপথ দিয়া
চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম-হরষে।
দুই পাশে শোভে হৈম-তরুরাজি, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা,
ফল—হায়, কেমনে বর্ণিব ফলচ্ছটা?
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া। তরুরাজি-মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিম্বময় বর্ষে, মরি, বাক্য-সুধা তুষি
কামের কর্ণকুহর। সুমন্দ সমীর—
সহ গন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল-
অরবিন্দে জন্ম যার—বহে অনুক্ষণ
আমোদে পূরিয়া পুরী। কি ছার ইহার
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি
বসন্ত বিলাসী আলিঙ্গয়ে কায়ে মাতি
সে বনসুন্দরী সাজাইয়া তার তনু
ফুল-আভরণে। চারি দিকে দেবগণ
হেরিলা অযুত হর্ম্ম্য রম্য, প্রভাকর
সুমেরু-নগেন্দ্র যথা—অতুল জগতে।
সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,
রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস
মাধব। কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা-করে,
গাইছে মধুর গীত; কোথায় বা কেহ
ভ্রমে, সদানন্দসম সদানন্দ-মনে
মঞ্জুকুঞ্জে, বহে যথা পীযূষ-সলিলা
নদী, কলকল রব করি নিরবধি,
পরি বক্ষঃস্থলে হেম-কমলের দাম;
নাচে সে কনক-দাম মলয়-হিল্লোলে,
উর্ব্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা,
যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্ত সীমন্তিনী
ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পূরি সুসৌরভে
দেব-সভা। কাম—হায়, বিষম অনল
অন্তরিত হৃদয় যে দহে, যথা দহে
সাগর বাড়বানল। ক্রোধ বাতময়,
উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া
বিবেক। দুরন্ত লোভ—বিরাম-নাশক,
হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
অশনায় পীড়িত। মোহ—কুসুম-ডোর,
কিন্তু ডোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,

দৃঢ়তর। মায়ার অজেয় নাগপাশ।
মদ—পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু,
কাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
রোগীর। মাৎসর্য্য—যার সুখ, পরদুঃখে,
গরলকণ্ঠ!—এ সব দুষ্টরিপু যারা
প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন নাশে
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে
নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ
মহৌষধাগারে! হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে,
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, নদচয় যথা
লভয়ে ক্ষীরতা রহি ক্ষীরোদ সাগরে।
হেরি সুনগর-কান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভুলিলা দেবেশদল মনের বেদনা
মহানন্দে। ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণ-ফুল; কেহ ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা;
কেহ পান করিলা পীযূষ-মধু সুখে;
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি
মনঃ, হৈম-তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
স্বর্ণময়, হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেব-চক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম; কে পারে বর্ণিতে
তাঁহার সদন—বিশ্বম্ভর সনাতন
যিনি? কিংবা কে আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে
ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি?
দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দুয়ারে
বসি সুকনকাসনে বিশদ-বসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিত-পাবনী,
মহাদেবী। অমনি দিক্‌পাল-দল নমি
সাষ্টাঙ্গে পূজিলা মা'র রাঙা পা-দুখানি।
"হে মাতঃ,"—কহিলা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে;—
"হে মাতঃ—তিমিরে যথা বিনাশেন ঊষা,
কলুষ-নাশিনী তুমি। এ ভবসাগরে
তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
অসহায়। হে জননি, কৈবল্যদায়িনি!
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—দাস তব!"
শুনি বাসবের স্তুতি ভক্তি শক্তীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মৃদু হাসি; পাইলেন দিব্য-চক্ষু সবে।

অপর আসনে পরে দেখিলা সকলে,
দেবী আরাধনা—ভক্তিদেবীর স্বজনী,
এক-প্রাণা দোঁহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
পুটে;—"হে জননি! যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরি!
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক-হৃদয়-বাণী। আমা সবা প্রতি
দয়া কর, দয়াময়ি! সদয় হইয়া।"
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী দেবী আরাধনা
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তি-পানে চাহি,
চাহে যথা সূর্য্যমুখী রবিচ্ছবি-পানে—
কহিলা;—"আইস, ওগো সখি বিধুমুখি!
চল যাই লইয়া দিক্‌পালদলে যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা; তোমা বিনা
এ হৈমকপাট, সখি, কে পারে খুলিতে?"
"খুলি এ কপাট আমি বটে; কিন্তু, সখি!"
(উত্তর করিলা ভক্তি)—"তোমা বিনা বাণী
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা?
চল যাই, হে স্বজনি, মধুর-ভাষিণি!
খুলিব দুয়ার আমি; সদয় হৃদয়ে,
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি।"
তবে ভক্তি-দেবীশ্বরী সহ আরাধনা
অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে
প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা
দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশে।
শত শত ব্রহ্ম-ঋষি বসেন চৌদিকে,
মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে,
কাঞ্চন-কিরীট শিরে। প্রভা আভাময়ী,—
মহারূপবতী সতী দাঁড়ান সম্মুখে—
যেন বিধাতার হাস্যাবলী মূর্ত্তিমতী।
তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা-করে
বীণাপাণি, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি
ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী
কলকলরবে সদা তুষেন অচল-
কুল-ইন্দু-হিমাচলে—মহানন্দময়ী।
শ্বেতভুজা, শ্বেতাব্জে বিরাজে পা-দুখানি
রক্তোৎপলদল যেন মহেশ-উরসে;
জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা।
হেরি বিরিঞ্চির পাদপদ্ম, সুরদল,

অমনি শচীরমণ সহ পঙ্কজন—
নমিলা সাষ্টাঙ্গে। তবে দেবী আরাধনা
স্তুতি কর কলস্বরে বলিতে লাগিলা ;—
"হে ধাতঃ, জগৎ-পিতঃ, দেব সনাতন,
দয়াসিন্ধু! সুন্দ-উপাসুন্দাসুর বলী
দলি আদিতেয়দলে বিষম সংগ্রামে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ,—দাবানল যথা
বিনাশে কুসুমে, পশি কুসুম-কাননে
সর্ব্বভুক্! রাজ্যচ্যুত পরাভূত রণে,
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল,—নিদাঘার্ত্ত পথিক যেমতি
তরুবর-পাশে আসে আশ্রয়-আশায়।
হে বিভো, জগৎ-যোনি অযোনি আপনি,
জগদন্ত নিরন্তক, জগতের আদি,
অনাদি। হে সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার? হায়, কাহার রসনা,—
দেব কি মানব,—গুণকীর্ত্তনে তোমার
পারগ? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি।"
এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
নীরব হইলা নমি ধাতার চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে। শুনি দেবীর বচন,
কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী
মধুকালে?—উত্তর করিলা সনাতন
ধাতা ;—"এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে।
সুন্দ-উপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী,
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে।
কি অমর কিবা নর, সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে। ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে। বায়ু-সখা
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে, কার পরাক্রম হেন?"
এতেক কহিলা দেবদেব প্রজাপতি।
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
মধু, ব্রহ্মপুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল।
শোভিলা উজ্জ্বলতর প্রভা আভাময়ী,
বিশাল-নয়না দেবী ; অখিল-জগত
পূরিল সুপরিমলে, কমল-কাননে
অযুত কমল যেন সহসা ফুটিয়া
দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে।
যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন
বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিল
তারে, শান্তি-দেবী তথা উতরি সত্বরে
প্রবোধি মধুর-ভাবে শান্তিলা মারুতে।
কালের নশ্বর-শ্বাস-অনলে যেখানে
ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা
নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে
বহিল, জীবনদান করি জীবকুলে,
নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
প্রসূন! নীরস, মরি নিদাঘ-জ্বলনে।
প্রবেশিলা প্রতিগৃহে মঙ্গলদায়িনী
মঙ্গলা! সুশস্যে পূর্ণ হাসিলা বসুধা,
প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া।
তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী সহ আরাধনা
প্রফুল্লবদনা, যথা কমলিনী যবে
ত্বিষাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিরে,
কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা ;
লইয়া দিক্‌পালদলে যথাবিধি পূজি
পিতামহে বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হ'তে।
"হে বাসব," কহিলেন ভক্তি মহাদেবী ;—
"সুরেন্দ্র! সতত থাক রত ধর্ম্মপথে।
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত।"
"বিধুমুখী সখী সম ভক্তি শক্তীশ্বরী"
কহিলেন আরাধনা মৃদু-মন্দ হাসি ;—
"বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও, আমি তব
বশীভূতা। শশী যথা কৌমুদী সেখানে।
মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভ এ রতনে,
অযতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ!
কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে।"
বিদায় লইয়া তবে সুরদল সেবি
দেবীদ্বয়ে! পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা পুনঃ যথা পীযূষ-সলিলা
বহে নিরবধি নদী কল-কল-কলে
সুবর্ণতটিনী, যথা অমরী ব্রততী,
অমর সুতরুকুল ; স্বর্ণকান্তি ধরি
ফুলকুল ফোটে নিত্য সুনিকুঞ্জবনে,
ভরি সুসৌরভে দেশ। হেমবৃক্ষমূলে,
রঞ্জিত কুসুম-রাগে—বসিলেন সবে।
কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া ;—
"দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে রণ-পরিহরি,
আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে।

ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ ; কহ,
কি বুঝ সঙ্কেতবাক্যে, কহ, দেবগণ !
বিচার করহ সবে ; সাবধানে দেখ
কি মর্ম্ম ইহার। দুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ে। কে কি বুঝ, কহ, শুনি।"
উত্তর করিলা যম ;—"এ বিষয়ে, দেব
দেবেন্দ্র, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা।
বাহুপরাক্রমে কর্ম্ম-নির্ব্বাহ যেখানে,
দেবনাথ, সেথা আমি। তোমার প্রসাদে,
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড ব্রহ্মাণ্ডনাশক,
শিখেছি ধরিতে এরে ; নাহি কিন্তু জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
অর্থ-রত্ন লোভে—যেন বিজ্ঞার ধীবর !"
"আমিও অক্ষম যমসম"—উত্তরিলা
প্রভঞ্জন ;—"সাধিবারে তোমার এ কাজ,
বাসব ! করীর কর যথা, পারি আমি
উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চূর্ণিতে,
চির-ধীর শৃঙ্গবরে বজ্রসম চোটে
অধীরিতে ; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া
এ সূচি, হে নমুচিসূদন শচীপতি !"
উত্তর করিলা তবে স্কন্দ তারকারি
মৃদুস্বরে ;—"দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে সুন্দ-উপসুন্দ—দুরন্ত অসুর।
যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই দুই জনে ;
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি, রুষিবে অমনি
উভয় :—কহিব আমি,—'তোমাদের মাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি।'
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে।
সুন্দ কহিবেক, 'আমি বীর-চূড়ামণি,'
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে। কে আছে গো, কহ, দেবপতি,
রথিকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা ?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে,
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।"
শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুল-রাজা
ধনেশ ;—"যা কহিলেন হৈমবতীসুত
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী ?
দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অঙ্গে দুর্ব্বার অনল।
যথায় যুঝিবে সুন্দাসুর দুষ্টমতি,
নিষ্কোষিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয়।
বিশেষতঃ কূটযুদ্ধে দৈত্যদল রত !
পাইলে একাকী তোমা হে উমাকুমার,
অবশ্য অন্যায়যুদ্ধ করিবে দানব
পাপাচার। বৃথা তুমি পড়িবে সঙ্কটে,
বীরবর ! মোর বাণী শুন, দেবপতি
মহেন্দ্র ! আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
বধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দ্দূল,
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে,
এ দুষ্ট দনুজ দোঁহে। অবিদিত নহে,
বসুমতী সতী সম বসু-পূর্ণাগার,
যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে—
কেশর,—মদন-অর্ঘ। বিবিধ রতন—
তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি,
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দানবেরে।
করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বলবর্ণ, সহ
রজত সুশ্বেত, যথা দেবী শ্বেতভুজা।
ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে,
মরিল যেমতি হস্তি, হায়, মন্দমতি,
সহ সুপ্রতীক ভ্রাতা লোভী বিভাবসু !"
উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
পাশী ;—"যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি !
অর্থে লোভ ; লোভে পাপ ; পাপ নাশকারী।
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি ?
কোথা সে বসুধা শ্যামা, বসু-সুধারিণী
তোমার ? ভুলিলে কি গো আমরা সকলে
দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা,
আজি ? আর আছে কি গো সে সব বিভব ?
আর কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা বিলাপে ?
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার ?"
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
অসুরারি ;—"ভাসি আমি অজ্ঞাত-সলিলে
কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল,
নাহি দেখি অনুকূল কূল কোন দিকে।
কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি,
কেমনে হইব পার অপার সাগর ?
শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর-সমরে।

বজ্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম প্রহরণ যত,
তা সকলে নিবারিল এ কাল-সংগ্রামে
অসুর। যখন দুষ্ট ভাই দুই জন
আরম্ভিল তপঃ, আমি পাঠাইনু যতনে
সুকেশিনী উর্ব্বশীরে; কিন্তু দৈববলে
বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল;—
গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব। সতত
অধীর সুধীর ঋষি যে মধুর-হাসে
শোভিল সে বৃথা, হায়, সৌদামিনী যথা
অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে।
যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি;
যে অপাঙ্গ-বিষানলে জ্বলে দেব-হিয়া,
নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে,
বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে। কি আর কহিব?
বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি!"
এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব
নীরবিলা, আহা মরি, নিশ্বাসি বিষাদে।
বিষাদে নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জনে,
মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চদেব রথী।
হেনকালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে?—
হেনকালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী;—
"আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে!
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর জঙ্গম,
ভূত, তিল তিল সবা হইতে লইয়া
সৃজ এক প্রমদারে ভব-প্রমোদিনী।
তা হ'তে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।"
তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা
ভারতী, পবন-পানে চাহিয়া কহিলা;—
"যাও তুমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা,
অবিলম্বে বিশ্বকর্ম্মা, শিল্পিকুলরাজে।"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি
প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি
আশুগ;—কাঁপিলা বিশ্ব থর থর করি
আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইলা
জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে
টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জ্জটি
বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে!
চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্যপথে। হেথা ব্রহ্মপুরে পঙ্কজন
ভাসিলা—মানস-সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে!
যে যাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তখনি।
যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা,
ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে।
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শান্তমতি,
অমনি সুধালহরী বহিল সম্মুখে
কলরবে। চাহিলেন ফল জলপতি;
রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ
পড়িলা চৌদিকে। যাচিলেন ফুল দেব-
সেনানী; অযুত ফুল স্তবকে স্তবকে
বেড়িল সুরেন্দ্রে, যথা চন্দ্রে তারাবলী।
রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
মণিময় শেষের অশেষ-দেহোপরি
শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি।
ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি,
যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
পবন-বাহনারোহী ভ্রমে কুতূহলী
মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত রজঃকান্তি হেরি;—
হেরি রত্নাকারা তারা—সুখে মন্দগতি।
এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা
প্রভঞ্জন, বায়ুবেগে চলিলেন বলী
যথায় বসেন বিশ্বোপান্তে মহামতি
বিশ্বকর্ম্মা। বাতাকারে উড়িলা সুরথী
শূন্যপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
নীল অম্বুরাশি। কত দূরে ত্বিষাম্পতি
দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা
ভাবি দুষ্ট রাহু বুঝি আইলা অকালে
মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী
সুধানিধি, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া
দুরন্ত বিনতাসুতে—সুধা-অভিলাষী।
মুদিয়া নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে,
ভৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্যাধরী,
পঙ্কজিনী তমঃপুঞ্জে; বাসুকির শিরে
কাঁপিলা ভীরু বসুধা; উঠিলা গর্জ্জিয়া
সিন্ধু, দ্বন্দ্বে রত সদা চিরবৈরী হেরি;—
সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি।
এ সবে পশ্চাতে রাখি আঁখির নিমেষে
চলি গেলা আশুগতি। ঘন ঘনাবলী
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূতদল যথা
ভূতনাথ সহ। একে একে পার হয়ে
সপ্ত অব্ধি, চলিলা মরুৎ-কুলনিধি

অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি শ্রান্তি, সবে অবহেলি
চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী
ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।
কোন স্থানে হিমানীতে কাঁপে থরথরি
পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি দুর্ম্মতি ;—
কোন স্থানে কালাগ্নের-প্রাচীর-বেষ্টিত
কারাগারে জলে কেহ হাহাকার-রবে
নিরবধি ; কোথাও বা ভীম-মূর্ত্তি-ধারী
যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে
অদয় ; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
বজ্রনখা, বিদারিয়া বক্ষঃ মহাবলে,
ছিন্ন-ভিন্ন করে অন্ত্র ; কোথাও বা কেহ,
তৃষায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে
করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে
বৃথা—না চাহেন দেবী দুরাত্মার পানে,
তপস্বিনী ধনী যথা—নয়নরমণী
কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে
জিতেন্দ্রিয়া। কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ
উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর প্রাণী
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ,—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
দরিদ্র,—প্রহরি-বেত্র-আঘাতে শরীর
জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ
আসিতেছে দ্রুতগতি চারি দিক্ হ'তে
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া মরিতে ;
নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত।
হায় রে, যে আশা আসি তোষে সর্ব্বজনে
জগতে, এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতি-
রোধ তার। বিধাতার এই সে বিধান।
মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।
অবিরামে কাটে কীট ; পাবক না নিবে।
শত-সিন্ধু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া।
হেরি শমনের পুরী, বিস্ময় মানিয়া
চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি
যথায় বসেন দেব-শিল্পী। কতক্ষণে
উত্তরমেরুতে বীর উতরিলা আসি।
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্ম্মার সদন।
ঘন ঘনাকারে ধূম উড়ে হর্ম্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈমগৃহাগ্র অযুত
জোতে বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন
মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনুঃ
মণিময়। প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার ; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে।
পাই, সোহাগায় সোনা গলিছে সোহাগে
প্রেমরসে ; বাহিরিছে রজত গলিয়া
পুটে, বাহিরায় যথা বিমল সলিল-
প্রবাহ, পর্ব্বত-সানু-উপরি যাহারে
পালে কাদম্বিনী ধনী ; লৌহ, যার তনু
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু
জলে অগ্নিসম তেজঃ—অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
পুড়িছে—বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি,—
নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া।
কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্ম্মা দেব
দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব্ব গড়ন,
হেনকালে তথায় আইলা সদাগতি।
হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া
নমস্কারি বসাইলা রত্নসিংহাসনে।
"আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর !"
কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্ম্মা ;—"কহ, বলি,
স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী ?
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
এ বিজন দেশে ? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা—
দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়াছে, তোমা
পাতি পীরিতের ফাঁদ ? কহ, যত চাহ,
দিব আমি অলঙ্কার,—অতুল জগতে।
এই দেখ নূপুর ; ইহার বোল শুনি
বীণাপাণি-বীণা, দেব, ছিন্নতার, খেদে।
এই দেখ সুমেখলা ; দেখি ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার ?
এই দেখ মুক্তাহার ; হেরিলে ইহারে
উরজ-কমল-যুগ-মাঝারে, মনোজ
মজে গো আপনি। এই দেখ, দেব, সীঁতি ;
কি ছার ইহার কাছে, অরে নিশীথিনি,
তোর তারাময় সীঁতি ! এই যে কঙ্কণ—
খচিত রতন-বৃন্দে দেখ, গন্ধবহ !
প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণি ;
কি ছার ইহার কাছে, বনস্থলী-কানে
পলাশ,—রমণী-মনোরমণ ভূষণ ?
আর আর আছে যত কি কব তোমারে ?"
হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
বিশ্বকর্ম্মা, উত্তর করিলা মহামতি
শ্বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিবাদে ;—

"আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন?
বিশ্বোপান্তে তিমিরসাগর-তীরে সদা
ব'স তুমি, নাহি জান স্বর্গের দুর্দ্দশা।
হায়, দৈত্যকুল এবে প্রবল সমরে,
লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডভণ্ড করি,
পামর। স্মরিল তোমা দেব অসুরারি,
শিল্পিবর! তেঁই আমি আইনু সত্বরে।
চল, দেব, অবিলম্বে; বিলম্ব না সহে।
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে।"
শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
দেবশিল্পী;—"হায়, দেব, এ কি পরমাদ!
দিতিজকুল উজ্জ্বলি, কোন্ মহারথী
বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে
বলে? কহ, কার অস্ত্রে রোধগতি তুমি,
সদাগতি? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে
যমে? নিরস্তিল কে বা জলেশ পাশীরে?
অলকানাথের গদা শৈলচূর্ণকারী?
কে বিঁধিল, কহ, হায়, খরতর শরে
ময়ূর-বাহনে? এ কি অদ্ভুত কাহিনী!
কোথায় হইল রণ? কিসের কারণে?
মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদবধি দৈত্যকুল নিস্তেজ পাবক,
বিষহীন ফণী; এবে প্রবল কেমনে?
বিশেষ করিয়া কহ শুনি, শূরমণি!
উত্তরমেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপান্তে; ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্ব্বতাকার যাহার লহরী
উথলিছে নিরবধি মহাকোলাহলে।
কে জানে জল কি স্থল? বুঝি দুই হবে।
লিখিলা এ মেরু, ধাতা, জগতের সীমা
সৃষ্টিকালে; বসে তমঃ, দেখ ঐ পাশে।
নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে,
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী
লক্ষ্মী। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি;
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা।"
উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি;—
"না সহে বিলম্ব হেথা কহিনু তোমারে,
শিল্পিবর! চল, যথা বিরাজেন এবে
দেবরাজ। শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে। কোন্ মুখে কব, হায়, আমি
সিংহ-দল-অপমান শৃগালের হাতে?
স্মরিলে ও কথা, দেহ জ্বলে কোপানলে।
বিধির এ বিধি, তেঁই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা। চল, দেব, চল শীঘ্রগতি।
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
দেববংশ—দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে।"
এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
দেব, দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
বায়ুবেগে। ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগরী,
বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
সূর্য্যালোকে, চলিলেন মনোরথগতি
দুই জন; কত দূরে শোভিল অম্বরে
স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমনি
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।
শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণ্ডিত
শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন-নির্ম্মিত; হেরি ধাতার সদন
আনন্দে কহিলা বায়ু দেবশিল্পী প্রতি;—
"ধন্য তুমি দেবকুলে, দেবশিল্পী গুণি!"
তোমা বিনা আর কার সাধ্য নির্ম্মাইতে
এ হেন সুন্দরী পুরী নয়ন-রঞ্জিনী?"
"ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার"—
উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা;—"তাঁর গুণে গুণী,
গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে।
যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,
প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রমা-প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে,—তবে পাই আমি।"
এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী—মন্দগতি এবে।
কত দূরে হেরি দেব জীমূতবাহন
বজ্রপাণি, সহ কার্ত্তিকেয় মহারথী,
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেব-শিল্পী দেব
নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিলা
যথাবিধি। দেখি বিশ্বকর্ম্মায় বাসব
মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা:—
"স্বাগত, হে দেব-শিল্পি! মরুভূমে যথা
তৃষাকুল জন সুখী সলিল পাইলে,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম। স্বাগত দেব,—শিল্পি-চূড়ামণি!
দৈববলে বলী দুই দানব, দুর্জ্জয়
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি,
হায়, গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশু-মণ্ডলী।

ধাতার আদেশে এই শুন, মহামতি !
'আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে !
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
সৃজ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী।
তাহা হ'তে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি'।"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি
নমিয়া দিক্‌পালদলে বসিলেন ধ্যানে।
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি।
আরম্ভিলা মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর। যাহারে স্মরিলা,
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙা পা-দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাজা;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা।
গড়িলেক বাহুযুগ লইয়া মৃণালে।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ,
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ-বনে; সে বিবাদ দেখি
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্কভাবে;
ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী;
ইন্দ্রচাপে বানাইলা মনোহর সীঁতি,
জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাটে
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুর্দ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া
মাখিয়া অমৃত-রসে; গজ-মুক্তাবলী,
শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া।
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনুঃ ধরি
ভুরুছলে বসাইলা নয়ন-উপরে;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুল-শর, নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানারত্ন-সাজে
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পাবলী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুম-ভূষণে।
চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে; এ সবারে ত্যজি—
হরিতালে শিল্পিবর রাগিলা সুতনু।
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধুরব; কিন্তু বীণাপাণি
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী।
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
জীবাইলা কামিনীরে;—সুমোহিনী বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা মূর্ত্তিমতী!
হেরি অপরূপকান্তি আনন্দ-সলিলে
ভাসিলেন শচীকান্ত; পবন অমনি
প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া স্বনিলা
সুস্বনে। মোহিত কামে, মুরজামোহন,
মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলা বামারে।
শান্ত জলনাথ যেন শান্তি-সমাগমে।
মহাসুখী শিখিধ্বজ শিখিবর যথা
হেরি তোরে, কাদম্বিনী, অনম্বরতলে।
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিল,
কৌমুদিনী প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
শরদে! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পী গুণি!
ধাতাবরে, দেববর! সাবাসি তোমারে।
হেনকালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে?
হেনকালে পুনর্ব্বার হৈল দৈববাণী;—
"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,
(অনুপমা বামাকুলে) যথা অমরারি
সুন্দ-উপসুন্দাসুর; আদেশ অনঙ্গে
যাইতে এ বীরাঙ্গনাসহ সঙ্গে মধু,
ঋতুরাজ; এ রূপের মাধুরী হেরিয়া
কামমদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে।
তিল তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেব-শিল্পী, তেঁই, নাম রাখ তিলোত্তমা।"
শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
বিদায় করিলা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী দেবে;
প্রণমি দিক্‌পালদলে বিশ্বকর্ম্মা দেব
চলি গেলা নিজ-দেশে। সুখে শচীপতি

বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,—
যথা সুরাসুর যবে অমৃতাভিলাষে
মথিলা সাগরজল, জলদলপতি
ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথী।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যে সম্ভবো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ

সুবর্ণ-বিহঙ্গী যথা আদরে বিস্তারি
পাখা,—শক্র-ধনুঃকান্তি আভায় যাহার
মলিন, যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে! অম্বর-প্রদেশে;—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে। কাতর সে এবে,
কুলায়ে ল'য়ে তাহার চল গো জননি!
সফল জনম মম ও পদপ্রসাদে,
দয়াময়ি! যথা কুন্তী-নন্দন পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্ম্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দীন আমি দেখিনু, মানব-আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা; শুনিনু ভারতি!
তব বীণা-ধ্বনি, যাহা অতুল জগতে।
চল ফিরি যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা কল্পনা,—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী—
দান করিয়াছ যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি!
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে।
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে,
সেও ভাল। অধমে, মা, অধমের গতি!—
ধিক্ সে বাঞ্ছা,—ফলবতী নীচ-কাছে।
  মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্যে মহামতি
উতরিলা যথা বসে বিন্ধ্য-গিরিবর
কামরূপী,—হে অগস্ত্য! তব অনুরোধে
অদ্যাপি অচল। শত শত শৃঙ্গ শিরে,
বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজুট যথা
বিকট; অশেষ-দেহ শেষের যেমনি!
দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ দল
আইলা, কঞ্চুক-তেজঃপুঞ্জে উজ্জলিয়া
চারি দিক্। কাম্যনামে নিবিড় কানন—
খাণ্ডব সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনির গুণে
দহি হবির্ব্বহ যাহে নীরোগী হইলা)
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে
প্রবল। আতঙ্কে পশু, বিহঙ্গম আদি
আশু পলাইলা সবে ঘোরতর-রবে,
যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে
বনরাজি, প্রবেশিল সে গহন-বনে।
কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রততী,
ঝড় যথা, কিংবা করিযূথ মত্ত মদে!
অধীর সত্রাসে ধীর বিন্ধ্য মহীধর,
শীঘ্র আসি শচীকান্ত নমুচিসূদন
পদতলে নিবেদিলা কৃতাঞ্জলিপুটে;—
"কি কারণে, দেবরাজ, কোন অপরাধে
অপরাধী তব পদে কিঙ্কর? কেমনে
এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস?
পাঞ্চজন্য-নিনাদক প্রবঞ্চি বলীরে
বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা
অতল পাতালে তারে,' সেইরূপ বুঝি
ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে দাসে
রসাতলে?" উত্তরিলা হাসি দেবপতি
অসুরারি;—"যাও বিন্ধ্য, চলি নিজ স্থানে
অভয়ে;—কি অপকার তোমার সম্ভবে

মোর হাতে? ভুজবলে নাশিয়া দিতিজে
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব
আপনি হইব মুক্ত বিপদ হইতে ;—
তেঁই হে আইনু মোরা তোমার সদনে।"
হেন মতে বিদাইয়া বিন্ধ্য-মহাচলে
দেবসৈন্য-পানে চাহি কহিলা গম্ভীরে
বাসব ;—"হে সুরদল, ত্রিদিব-নিবাসী
অমর! হে দিতিসুত-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী!
বিধির নির্ব্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে। রণস্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে, তা কে পারে বর্ণিতে?
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ!
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে। ঘোরতর রণে
অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর—কে সংবরিবে সে অব্যর্থ শরে?
লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতি সহ রতিপতি সর্ব্বজয়ী
গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব। থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, নলদলে দলি পদতলে।"
শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
হুহুঙ্কারি নিষ্কোষিলা অগ্নিময় অসি
অযুত, আগ্নেয়-তেজে পূরি বনরাজি।
টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধরদল বলী
রোষে; লোফে শূল শূলী, হায়, ব্যগ্র সবে
মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে।
ঘোর-রবে গরজিলা—গজ; হয়ব্যূহ
মিশাইলা হ্রেষারব সে রবের সহ।
শুনি সে ভীষণ স্বন দনুজ দুর্ম্মতি
হীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি,
ম্রিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে।
হেনকালে আচম্বিতে আসি উত্তরিলা
কাম্যবনে নারদ, দীধিতি-রবি যেন
দ্বিতীয়। হরষে বন্দি দেব-ঋষিবরে,
কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুল-পতি ;—
"কি কারণে এ নিবিড় কাননে, নারদ
তপোধন! আগমন তোমার হে আজি?
দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল; খরতর করবাল-আভা
হবির্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থলী ;—
নহে যজ্ঞধূম ও—ফলক সারি সারি
সুবর্ণ-মণ্ডিত, অগ্নিশিখাময় যেন
ধূমপুঞ্জ কিংবা মেঘ—তড়িত-জড়িত!"
আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ঋষিবর
নারদ উত্তরচ্ছলে কহিলা কৌতুকে ;—
"তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি
তাপস? যে কাল-অগ্নি জ্বালি চারিদিকে
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
চিরতপোবনবাসী। অবশ্য পাইবে
মনোনীত বর তুমি; রিপুদ্বয় তব
ক্ষয় আজি, সহস্রাক্ষ, কহিনু তোমারে।"
সুধিলা সুরসেনানী সুমধুর স্বরে
অগ্রসরি ;—"কৃপা করি, কহ মুনিবর,
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ কি কারণে
রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি?
যে দম্ভোলি তুলি করে নাশিলা সমরে
বৃত্রাসুরে সুরপতি; যে শরে তারকে
সংহারিনু রণে আমি ;—কিসের কারণে
নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোঁহার কাছে?
কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-সুত?"
উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ ;—
"ভকত-বৎসল যিনি, তাঁর বলে বলী
দৈত্যদ্বয়! শুন, দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী,
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
চক্রপাণি নরসিংহরূপে, তার কুলে
জন্মিল নিকুম্ভ নামে সুরপুররিপু,
কিন্তু বজ্রি, তব বজ্র-ভয়ে সদা ভীত
যথা গরুত্মান্ শৈল। তার পুত্র দোঁহে
সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী;
এই বিন্ধ্যাচলে আসি ভাই দুই জন
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ;
'বর মাগ' বলি আসি দরশন দিলা।
যথা সরঃসুপ্ত পদ্ম রবি-দরশনে
প্রফুল্লিত, বিরিঞ্চিরে হেরি দৈত্যদ্বয়
করযোড়ে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলা ;—
'হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,

আমা দোঁহে। তব বর-সুধাপান করি,
মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি।'
হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
অজ।—'জন্মে মৃত্যু, দৈত্য! দিবস-রজনী
এক যায়, আর আসে, সৃষ্টির বিধান।
অন্য বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি।'

'তবে যদি'—উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়;—
'তবে যদি অমর না কর, পিতামহ!
আমা দোঁহে এই ভিক্ষা, তব বরে যেন
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য কারণে না মরি।'

'ওম্' বলি বর দিলা কমল-আসন।
একপ্রাণ দুই ভাই চলিলা স্বদেশে
মহানন্দে! যে যেখানে আছিলা দানব,
মিলিল আসিয়া এবে এ দোঁহার সাথে,
পর্ব্বত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে
বাহিরায় হুহুঙ্কারি সিন্ধু-অভিমুখে
বীরদর্পে, শত শত জল-স্রোত আসি
মিশি তার সহ, বীর্য্যবৃদ্ধি তার করে।
এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-
যুগ বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ; কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে দুষ্টমতি।"

এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে, বিদায় মাগিয়া,
চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।
কাম্যবনে সৈন্য সহ দেবেন্দ্র রহিলা,
যথা সিংহ হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
নিবিড় কানন-মাঝে পশি সাবধানে
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে
তার পানে। এই মতে রহিলেন যত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিন্ধ্যের কন্দরে।

হেথা মীনধ্বজ সহ মীনধ্বজ রথে
বসন্ত-সারথি সঙ্গে চলিলা সুন্দরী
দেবকুল-আশালতা। অতি মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্যপথে, যথা ভাসে
স্বর্ণবর্ণ মেঘবর, অম্বর-সাগরে,
যবে অস্তাচল-চূড়া-উপরে দাঁড়ায়ে
কমলিনী-পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা। যথা সে ঘনের সনে
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অনুপমা রূপে বামা—ভুবনমোহিনী
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা।

হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইলা বসন্ত জানি, কুসুম-রতনে
সাজিলা; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিলা কলস্বরে মদন-কীর্ত্তন।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন-গুঞ্জরিল, অলি
চারিদিকে, স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ,
ফুলকুল উপহার সৌরভ হইয়া
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে।

"হে সুন্দরি"—মৃদু হাসি মদন কহিলা;—
"ভীরু, উন্মীলিয়া আঁখি,—নলিনী যেমনি
নিশা-অবসানে মিলে কমল-নয়ন—
চেয়ে দেখ চারি দিকে; তব আগমনে
সুখে বসন্তের সখ। বসুন্ধরা সতী
নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী,
নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা!
ত্যজি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন।
যাও চলি, সুহাসিনি, অভয়হৃদয়ে।
অন্তরীক্ষে রক্ষাহেতু ঋতুরাজসহ
থাকিব তোমার সঙ্গে। রঙ্গে যাও চলি,
যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি!"

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
সরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহু চাহি চারিদিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে;
মলয়-নিশ্বাসে কভু; হায় রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে। গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে। এইরূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন-কাননে।
শিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে,
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড়। বনদেবী যথায় বসিয়া
বিরলে গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন-মালা,
(বরগুঞ্জমালা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা যথা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বর-গলে)—
হেরি সুন্দরীরে, ত্বরা অলকার তুলি,

রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় সাধ্বী মানি মনে মনে।
বনদেব—তপস্বী মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
দিনমণি। মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
যেন জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ে!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উত্তরিলা যথা বনরাজী-মাঝে
শোভে সরঃ, নভঃস্থল বিমল যেমতি।
কলকল-স্বরে জল নিরন্তর ঝরি
পর্ব্বত-বিবর হ'তে সৃজে সে বিরলে
জলাশয়। চারিদিকে শ্যাম-তট তার,
শত রঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ
বনদেবীর সে সরঃ—খচিত রতনে,
হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন। মৃদু-মন্দ রবে
পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্তিনী
(ক্লান্তা এবে) বসিলা বিরামলাভ-লোভে,
রূপের আভায় আলো করি সে কানন।
ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সরঃ-পানে,
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে। "এ হেন রূপ" কহিলা রূপসী
মৃদুস্বরে;—"কারো আঁখি দেখেছে কি কভু?
ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি, দেবপতি
বাসব; দেবসেনানী; আর দেব যত,
বীরশ্রেষ্ঠ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী;
দেব-কুল-নারী-কুল বিদ্যাধরী-দলে;
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে? ইচ্ছা করে, মরি, কায়-মন দিয়া
কিঙ্করী হইয়া ওর সেবি পা-দুখানি!
বুঝি এ বনের দেবী—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জলতলে দরশন দিলা।"
এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নোয়াইয়া শিরঃ—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্ত্তি প্রতি; সেও শিরঃ নোয়াইল।
বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদুস্বরে সুধিলা;—"কে তুমি, হে রমণি?"
আচম্বিতে "কে তুমি? কে তুমি, হে রমণি?"
"হে রমণি?" এই ধ্বনি বাজিল কাননে।
মহাভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারিদিকে। হেন কালে হাসি সকৌতুকে
মধু-সহ রতি-বঁধু আসি দেখা দিলা।
"কাহারে ডরাও, তুমি, ভুবনমোহিনি?"
(কহিলেন পুষ্পধনুঃ)—"এই দেখ, আমি
বসন্ত-সামন্ত সহ আছি, সীমন্তিনি!
তব কাছে। দেখিছ যে বামা-মূর্ত্তি জলে,
তোমার প্রতিমা, ধনি! ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি, প্রতিধ্বনি শিখী নিনাদিছে।
ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
বিবশা এত, রূপসি! ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা। যাও ত্বরা করি,
অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে।"
ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে। কত স্বর্ণ-লতা
সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা-দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে; কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে দিলা পুষ্পাঞ্জলি;
কত যে মিনতি-স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ; কত গুন্-গুন্ করি
আরাধিলা অলিদল, কে পারে কহিতে?
আপনি ছায়া-সুন্দরী ভানুবিলাসিনী,
তরুমূলে ফুল-ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে।
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি।
কলরবে প্রবাহিণী—পর্ব্বত-দুহিতা
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে; বনচর যত,
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে)
হেরি বৈদেহীরে—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী!
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে
মুহুর্মুহু অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী। তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধুসহ মদন হাসিলা।—
এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন দিতিসুত আজি
মহাবলী। দেববলে দলি দেব-দলে,
বিমুখি অমর-নাথে সম্মুখ-সমরে,
ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
কে পারে আঁটিতে দোঁহে এ তিন ভুবনে?
লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ,

অশ্ব ; শত শত নারী—বিশ্ব-বিনোদিনী,
সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুম্ভ-নন্দন
অরী। কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে।
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুস্বরে।
কোথায় বা চর্ব্ব্য চুষ্য, লেহ্য, পেয় রসে
ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি
মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি ;
বারণে বারণে রণ—মহাভয়ঙ্কর,
কোন স্থলে। গিরিচূড়া কোথায় উপাড়ি,
হুহুঙ্কারি নভঃস্থলে দানব উড়িছে
ঝড়ময়, উথলিয়া অম্বর-সাগর ;—
যথা উথলয়ে সিন্ধু যদ্দি তিমিঙ্গিল
মীনরাজ কোলাহলে পূরিয়া গগন।
কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে
প্রমদা সহিত কেলি করে নানামতে
উন্মাদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে
কমল-আসনে বসি প্রাণসখী লয়ে,
অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে
রাশি রাশি অসি শোভে দিনকর-করে
উদ্গারি পাবক যেন! ঢাল সারি সারি—
যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।
ধনুঃ তূণ অগণ্য ; ত্রিশূলাকার শূল
সর্ব্বভেদী। তা সবার নিকটে বসিয়া
কথোপকথনে রত যোধ শত শত।
যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে
বিমুখিল, তার কথা কহে সেই জন।
কেহ কহে—সেনানীর কাটিনু কবচ ;
কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে
খেদাইনু ; কেহ কহে—ঐরাবত-শুঁড়ে
চোক চোক হানি শর অস্থিরিনু তারে ;
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ
দেব-অস্ত্র ; দেব-বস্ত্র আর কোন জন।
কেহ দুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে
দেবরথিশিরঃচূড়। এইরূপে এবে
বিহরয়ে দৈত্যদল বিজয়ী সমরে।
হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিন্ধু তুমি ;
তেঁই ভবিতব্য, দেব, রাখ গো গোপনে।
কনক-আসনে বসে নিকুম্ভনন্দন
সুন্দ-উপসুন্দাসুর। শিরোপরি শোভে
দেবরাজছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি।
বীতিহোত্র-মূর্ত্তি বীর বেড়ে শত শত
দৈত্যদ্বয়ে ; ঝকমকি বীর আভরণে
বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা
মহোরগ। বসে দোঁহে কনক-আসনে,
পারিজাত-মালা গলে, অনুপম রূপে,
হায় রে, দেবেন্দ্র যথা দেবকুল-মাঝে।
চারিদিকে শত শত দৈত্য-কুলপতি
নানা উপহার-সহ দাঁড়ায় বিনত-
ভাবে, সুপ্রসন্ন মুখে প্রশংসি দুজনে,
দৈত্যকুল-অবতংস। দূরে নৃত্যকরী
নাচে, নাচে তারাবলী যথা নভঃস্থলে
স্বর্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ-মনে ;—
"জয় জয় অমরারি! যার ভুজবলে
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী! জয় জয় বীর, বীরচূড়ামণি,—
দানব-কুল-শেখর! যার প্রহরণে,—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড-আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে,—স্বরীশ্বর আজি,
ত্যজি স্বর বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী
অনাথ। হে দৈত্যকুল, উজ্জ্বল গো এবে
তুমি। হে দানববালা, হে দানব-বধূ,
কর গো মঙ্গলধ্বনি দানব-ভবনে।
হে মহি, হে মহীতল! তুমিও, হে দিব!
আনন্দ-সাগরে আজি মগ্ন, ত্রিভুবন।
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তস্বরা—
দুন্দুভি, দামামা, শৃঙ্গ, ভেরী, তূরী, বাঁশী,
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুলধারা।
কস্তুরী, চন্দন, আন কেশর, কুমকুম্।
কে না জানে দেববংশ পরহিংসাকারী?
কে না জানে দুষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।"
মহানন্দে সুন্দ-উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি, তুষি যত দৈত্যকুলেশ্বরে
মধুর-সম্ভাষে এবে সিংহাসন ত্যজি,
উঠিল,—কুসুমবনে ভ্রমণ প্রয়াসে,
একপ্রাণ দুই ভাই—বাগর্থ যেমতি!
"হে দানব!" আরম্ভিলা নিকুম্ভকুমার
সুন্দ,—বীরদলশ্রেষ্ঠ অমর-মর্দ্দন ;—
"যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
ত্রিদিববিভব ; শুন, হে সুরারি রথি-
ব্যূহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর!

চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম-সাধনে
মন রত কর সবে।" উল্লাসে দনুজ,
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী অমনি নাদিল!
সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি পলাইলা রড়ে; মূর্চ্ছা পেয়ে
খেচর, ভূ-চর সহ পড়িল ভূতলে;
থরথরি গিরিবর বিন্ধ্য মহামতি
কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী।
দূর-কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
শুনি সে ঘোর-ঘর্ঘর, ত্রস্ত হয়ে সবে,
নীরবে এ ওর পানে লাগিলা চাহিতে।
চারিদিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে,
যথা শিলীমুখ-বৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী
পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
মধুকালে, মধুতৃষ্ণা তুষিতে কুসুমে।
মঞ্জু-কুঞ্জে বামাব্রজরঞ্জন দুজন
ভ্রমিলা, অশ্বিনী-পুত্র-যুগ-সম রূপে
অনুপম, কিংবা যথা পঞ্চবটী-বনে
রাম-রামানুজ, যবে মোহিনী রাক্ষসী
শূর্পণখা, হেরি দোঁহে মাতিল মদনে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উতরিল
যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
তিলোত্তমা। সুন্দপানে চাহিয়া সহসা
কহে উপসুন্দাসুর;—"কি আশ্চর্য্য, দেখ,
দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব সৌরভে
বনরাজী; বসন্ত কি আবার আইল?
আইস, দেখ, কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন?" উত্তরে হাসি সুন্দাসুর বলী;—
"রাজ-সুখে সুখী প্রজা। তুমি, আমি, রথি!
সসাগরা বসুধারে দেবালয় সহ
ভুজবলে জিনি, রাজা; আমাদের সুখে
কেন না সুখিনী হবে বনরাজী আজি?"
এইরূপে দুই জন ভ্রমিলা কৌতুকে,
না জানি কালরূপিণী ভুজঙ্গিনীরূপে
ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
মত্ত এবে দুই ভাই, হায় রে যেমতি
বকুলের বাসে অলি মত্ত মধুলোভে।
বিরাজিছে ফুলকুলমাঝে একাকিনী
দেবদূতী, ফুল-কুল-ইন্দ্রাণী যেমতি
নলিনী। কমলকরে আদরে রূপসী
ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে
মণি-আভা, একাকিনী বসিয়া ভামিনী।
হেনকালে উতরিলা দৈত্যদ্বয় তথা।
চমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে
দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা
কুন্তী দুর্ব্বাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
হেরিলা নিকটে হৈমকিরীটী ভাস্করে।
বীরকুলচূড়ামণি নিকুম্ভ-নন্দন
উভে ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে।
হেরি বীরদ্বয়ে ধনী বিস্ময় মানিয়া
একদৃষ্টে দোঁহা-পানে লাগিলা চাহিতে;
চাহে যথা সূর্য্যমুখী সে সূর্য্যের পানে।
"কি আশ্চর্য্য, দেখ, ভাই," কহিলা সুরেন্দ্র
সুন্দ;—"দেখ চাহি ওই নিকুঞ্জ-মাঝারে।
উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি, কিংবা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী। চল যাই ত্বরা পূজি পদ-যুগ।
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী।"
মহাবেগে দুই ভাই ধাইলা আকাশে
বিবশ। অমনি মধু মন্মথে সম্ভাষি
মৃদুস্বরে ঋতুবর কহিলা সত্বরে;—
"হান তব ফুল-শর ফুল-ধনুঃ ধরি,
ধনুর্দ্ধর! যথা বনে নিষাদ পাইলে
মৃগরাজে।" অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি
শরবৃষ্টি করি দোঁহে অস্থির করিলা,
মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
প্রহারয়ে সীতাকান্ত-উর্ম্মিলা-বল্লভে।
জরজর ফুল-শরে, উভয়ে ধরিলা
রূপসীরে! আচ্ছাদিল গগন সহসা
জীমূত। শোণিত-বিন্দু পড়িল চৌদিকে।
ঘোষিল নির্ঘোষে ঘন কালমেঘ দূরে;
কাঁপিলা বসুধা; দৈত্য-কুল-রাজলক্ষ্মী,
হায় রে, পূরিল দেশ হাহাকার রবে।
কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী, সুন্দাসুর-পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে;—"কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর?" সুন্দ উত্তরিলা;—
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি। আমার ভার্য্যা, গুরুজন তব;
দেবর বামার তুমি; দেহ হাত ছাড়ি।"
যথা প্রজ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে

আরো জলে, উপসুন্দ, হায়, মন্দমতি—
মহাকোপে কহিল ;—"রে অধর্ম্ম-আচারি,
কুলাঙ্গার! ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি।
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে ?"
"কি কহিলি, পামর ? অধর্ম্মাচারী আমি ?
কুলাঙ্গার! ধিক্ তোরে, ধিক্ দুষ্টমতি,
পাপি! শৃগালের আশা কেশরিকামিনী
সহ কেলি করিবার, ওরে রে বর্ব্বর!"
এতেক কহিয়া রোষে নিকোষিলা অসি
সুন্দাসুর, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হুহুঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ,—গ্রহদোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী।
মাতঙ্গিনী-প্রেমলোভে কামার্ত্ত যেমতি
মাতঙ্গ যুঝয়ে, যুগ, গহন-কাননে
রোষাবেশে, ঘোররবে কুক্ষণে রণিলা
উভয়, ভুলিয়া মরি পূর্ব্বকথা যত।
তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি। দোঁহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন,
তিতি ক্ষিতি রক্তস্রোতঃ পড়িল ভূতলে।
কতক্ষণে সুন্দাসুর চেতন পাইয়া,
কাতরে কহিলা চাহি উপসুন্দ-পানে ;—
"কি কর্ম্ম করিনু, ভাই পূর্ব্বকথা ভুলি ?
এত যে করিনু তপঃ ধাতায় তুষিতে,
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ,
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে ?
বালি-বন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্ম্মাইনু,
এত যত্নে ? কামমদে রত যে দুর্ম্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।
কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল হে মনে—
রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি মরিনু অকালে,
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে!"
এতেক কহিয়া, হায়, সুন্দাসুর বলী,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা,
অমরারি ; যথা, মরি, গান্ধারী-নন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ কুরুবংশ-ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বত্থামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শিরঃ দিলা রাজহাতে।
মহাশোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিলা ;—"হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ?
উঠ, বীর, চল পুনঃ দলি গে সমরে
অমর। হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি!
দানব-কুলের নাম, তুমি না উঠিলে ?
হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির-অনুগত
উপসুন্দ ; অল্পদোষে দোষী তব পদে
কিঙ্কর ; ক্ষমিয়া তারে, হে বাসবজয়ি,
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি।"
এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দ রথী,
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
কর্ম্মদোষে। শৈলাকারে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।
সমরে পড়িল দৈত্য। কন্দর্প অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি ধীর নাদিলা গম্ভীরে,
বহি সে বিজয়-নাদ আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি রড়ে ধনী ধাইল আশুগা
মহারঙ্গে। তুঙ্গশৃঙ্গে, পর্ব্বতকন্দরে,
পশিল সুর-তরঙ্গ, যথা কাম্যবনে
দেবদল। কতক্ষণে উতরিলা তথা
নিরাকারা দূতী। "উঠ" কহিলা সুন্দরী ;—
"শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি!
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।"
যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিকা-
রাশি ইরম্মদরূপে উঠয়ে নিমেষে
গরজি পবন-মার্গে উঠিলা তেমতি
দেবসৈন্য শূন্যপথে। রতনে খচিত
ধ্বজদণ্ড ধরি করে, চিত্ররথ রথী
উন্মীলিলা দেবকেতু কৌতুকে আকাশে,
শোভিল সে কেতু শোভে ধূমকেতু যথা
তারাশিরঃ—তেজে ভস্ম করি সুররিপু।
বাজাইলা রণবাদ্য বাদ্যকরদল
নিক্কণে। চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি।
চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা
হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্করগতি ;
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা হরষে
শমন ; চলিলা ধনুঃ টঙ্কারিয়া রথী
সেনানী। চলিলা পাশী, অলকার পতি,
গদা হস্তে ; স্বর্ণরথে চলিলা বাসব,
দ্বিবায় জিনিয়া দ্বিবাম্পতি দিনমণি।
চলে বাসবীয় চমূ, জীমূত যেমতি
ঝড় সহ মহারড়ে ; কিংবা চলে যথা,
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল
নাশিতে প্রলয়কালে ববম্বম্ রবে—
ববম্বম্ রবে যবে রবে শিঙ্গাধ্বনি।
ঘোর-নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিলা আসি

দৈত্যদেশ। যে যেখানে আছিল দানব,
হুতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে
মরিল মুহূর্ত্তে, আহা, যত নদ-নদী
প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল।
শৈলাকার শবরাশি গগন-পরশে।
শকুনি গৃধিনী যত বিকট-মূরতি—
যুড়িয়া আকাশদেশ উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
মাংসলোভে। বায়ুসখা সুখে বায়ুসহ
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে।
মরিল দানব-শিশু দানব-বনিতা,
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মৃদু মুকুলিতা লতা
কুসুম-কাঞ্চন-কান্তি। বিধির এ লীলা।
বিলাপি-বিলাপধ্বনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া, পূরিল বিশ্ব ভৈরব-আরাবে।
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে?
কত যে চূর্ণিলা ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ বলী
প্রভঞ্জন;—তীক্ষ্ণ শরে কত যে কাটিলা
সেনানী; কত যে যূথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকনাথ; কত যে প্রচেতা
পাশী; হায়, কে বর্ণিবে কার সাধ্য হেন?
দানবকুল-নিধনে দেবকুলনিধি
শচীকান্ত নিতান্ত কাতর হয়ে মনে,
দয়াময় ঘোররবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে। দেবসেনা ক্ষান্ত দিয়া রণে
অমনি বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে।
কহিলেন সুনাসীর গম্ভীরবচনে;—
"সুন্দ-উপসুন্দ শূর, হে শূরেন্দ্র রথি,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি
অকালে কপালদোষে। আর কাকে ডরি?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসুত যত।
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে?
আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত;
আইস সবে দানবের প্রেতকর্ম্ম করি
যথাবিধি। বীরকুলে সামান্য সে নহে,
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে।
বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
জিনিল যে বাহু-বলে দেব-কুলরাজে,
কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
খেচর ভূচর জীবে? বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে!"
এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী।
রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিলা
ঘৃত তাহে। আসি শুচি—সর্ব্বশুচিকারী—
দহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে,
সুন্দ-উপসুন্দাসুর-মহিষী রূপসী
গেলা ব্রহ্মলোকে, দোঁহে পতিপরায়ণা।
তবে তিলোত্তমা-পানে চাহি সুরপতি
জিষ্ণু, কহিলেন দেব মৃদুমন্দস্বরে;—
"তারিলে দেবতাকুলে অকূলপাথারে
তুমি; দলি দানবেন্দ্রে তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিনু।
এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি)
সূর্য্যলোকে, সুখে পশি আলোক-সাগরে
কর বাস, যথা দেবী কেশববাসনা,
ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।"
চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা ধনী
সূর্য্যলোকে। সুরসৈন্য সহ সুরপতি
অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা।

২০। জিষ্ণু—জয়শীল।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে বাসব-বিজয়ো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

ব্রজাঙ্গনা-কাব্য

বিরহ

বংশীধ্বনি

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে,
রাধিকা-রমণ ;
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।

চাতকী আমি, স্বজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি,
কেমনে ধৈরয ধরি থাকি লো এখন ?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কূল,
চল, ভাসি প্রেমনীরে ভেবে ও চরণ !

মানস-সরসে সখি, ভাসিছে মরাল রে,
কমল-কাননে !
কমলিনী কোন্ ছলে থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে ?

যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে,
মদন-রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে ?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে সম্বর-অরি,
কে সংবরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে ?

ওই শুন, পুনঃ বাজে, মজাইয়া মন রে,
মুরারির বাঁশী।
সুমন্দ মলয় আনে, ও নিনাদ মোর কানে,—
আমি শ্যাম-দাসী।

জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে রে রবে ;—
আমি কেন না কাটিব সরমের ফাঁসি ?
সৌদামিনী ঘন-সনে, ভ্রমে সদানন্দ-মনে
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকা-বিলাসী ?

ফুটিছে কুসুমদল, মঞ্জুকুঞ্জ-বনে রে,
যথা গুণমণি !
হেরি মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের ফুলফাঁদ,
পাতে লো ধরণী।

কি লজ্জা ! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী ?
চল, সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই—
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে, লো স্বজনি ?

সাগর উদ্দেশে নদী, ভ্রমে দেশে দেশে রে,
অবিরাম-গতি ;—
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী ;

আমার প্রেমসাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশু-নিধি,— দিয়াছে আমায় বিধি,
বিরহ-আঁধারে আমি ? ধিক্ এ যুকতি !

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে,
রাধিকা-রমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি,
গোকুল-রতন !

মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে ! স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন।
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।

জলধর

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে !
সুগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী সহ ঘন,
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ-মনে !
ইন্দ্রচাপ-রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে !

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন !
মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে,
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন !
চপলা চঞ্চলা হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে,
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন !

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকারব করি,
হেরি ব্রজ-কুঞ্জবনে, রাধা রাধা-প্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল-সুন্দরী!
উড়িতেছে চাতকিনী, শূন্যপথে বিহারিণী,
জয়ধ্বনি করি ধনী—জলদ-কিঙ্করী!

হায় রে, কোথায় আজি শ্যাম-জলধর;
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে, নাথ, একাকিনী,
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধা-মনোহর?
রত্নচূড়া শিরে পরি, এসো বিশ্ব আলো করি,
কনক-উদয়াচলে যথা দিনকর!

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি!
অভিমানে ঘনেশ্বর, যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ডল-ধনুঃ লাজে পালাবে অমনি;
দিনমণি পুনঃ আসি, উদিবে আকাশে হাসি,
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী;

নাচিবে গোকুল-নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয়-হিল্লোলে, সরসী-রূপসী-কোলে,
রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে কিঙ্কিণী!
বসাইও ফুলাসনে, এ দাসীরে তব সনে,
তুমি নব জলধর এ তব অধীনী!

অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী?
আর কি পাইব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে,
পতিহারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি?
মধু কহে, হে কামিনি, আশা মহা মায়াবিনী!
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে, সতি?

যমুনা-তটে

মৃদু-কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ, ভাল ক'রে কহ না আমারে,
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী?

তপনতনয়া তুমি; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে;
জন্ম তব রাজকুলে, সৌরভ জনমে ফুলে
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে?
তুমি কি জান না, সেও রাজার নন্দিনী?

এসো, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে।
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে,
তব কূলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে!

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ।
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা, জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দনচর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন!
আর কি এ সবে সাধ আছে গো রাধার?

তবে যে সিন্দুর-বিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে!
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম,
জ্বলিছে এ রেখা আজি—কহিনু তোমারে—
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে!

বসো আসি, শশিমুখি! আমার আঁচলে,
কমল-আসনে যথা কমলবাসিনী!
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি;
এসো গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে।

কি আশ্চর্য্য! এত ক'রে করিনু মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি?
এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে,
তুমিও কি ঘৃণিলা লো রাধায়, স্বজনি!
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বতি?

হায় রে, তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি,
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি!—

মৃদু হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর-সাজে তুমি সাজ, লো কামিনি—
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুম-দাম কবরী, তুমি, বিনোদিনি!
দ্রুতগতি পতি-পাশে যাও কলরবে।

হায় রে, এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার?
কে জানে এ ব্রজ-জনে রাধার যাতন?
দিবা অবসান হ'লে রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর-তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন;
নলিনীর যত জ্বালা—এত জ্বালা কার?

উচ্চ তুমি, নীচ এবে আমি, হে যুবতি !
কিন্তু পর-দুঃখে দুঃখী না হয় যে জন,
বিফল জনম তার, অবশ্য সে দুরাচার,
মধু কহে, মিছে, ধনি, করিছ রোদন,
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি ?

ময়ূরী

তরুশাখা-উপরে, শিখিনি !
কেনে লো বসিয়া তুই বিরস-বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরো কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী ?
আহা ! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি ?

আয়, পাখী, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে ;
নবীন নীরদে প্রাণ তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে ?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ?
তুই ভাব ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে !

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে !
স্বর্ণ-বর্ণ শক্র-ধনুঃ— রতনে খচিত তনু,—
চূড়া শিরোপর ;
বিজলী কনক-দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর।

কিন্তু ভেবে দেখ, লো কামিনি,
মম শ্যামরূপ অনুপম ত্রিভুবনে।
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি
করে, রে শিখিনি ?
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেন রাধা কুলকলঙ্কিনী।

তরুশাখা-উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরসবদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরো কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী ?
আহা, কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে ?
মধু কহে, যা কহিলে সত্য, বিনোদিনি !

পৃথিবী

হে বসুধে, জগৎজননি !
দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে।
যবে দশানন-অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা, বরাননে !
তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা, বাসুকি-রমণি !

হে বসুধে, রাধা বিরহিণী।
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে ?
শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগী জ্বলে,
তারে যে কর না তুমি মনে ?
পুড়িছে অবলা বালা, কে সংবরে তার জ্বালা,
হায়, এ কি—রীতি তব, হে ঋতুকামিনি !

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বসুন্ধরে ?
তা হ'লে বন-শোভিনী
জীবন-যৌবন-তাপে হারাত তাপিনী—
বিরহ দুরূহ দুহে হরে !
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না, মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর-দাবানলে !

আপনি তো জান, গো ধরণি !
তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি !
তার শুভ আগমনে
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রতি !
অলকে ঝলকে কত, ফুল-রত্ন শত শত,
তাহার বিরহ-দুঃখ ভেবে দেখ, ধনি !

লোকে বলে, রাধা কলঙ্কিনী।
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি ?
অনন্ত, জলধি-নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধুবিলাসিনী !
শ্যাম মম প্রাণস্বামী, শ্যামে হারায়েছি আমি,
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী ?

হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে ?

বসন্তরাজ-বিহনে
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শিখাও সে সব রাধিকারে।
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরয ধরি,
কালে মধু বসুধারে করে মধুদান।

প্রতিধ্বনি

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক, রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে ?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয়-হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেমডোরে ?

কুমুদিনী কায়-মন সঁপে শশধরে—
ভুবনমোহন।
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা-আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন ;
এ সকলে দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী ?
স্বজনী উভয়ে তার—চকোরী, যামিনী।

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনি !
পর্ব্বত-গহন-বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি !
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে ?

জানি আমি, হে স্বজনি, ভালবাস তুমি
মোর শ্যামধনে।
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে গো তুমি আসি,
শিখিয়া শ্যামের গীত মঞ্জু-কুঞ্জ-বনে !
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরি !

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশ-সম্ভবে !
ভূতলে নন্দন-বন, আছিল যে বৃন্দাবন,
কত যে কাঁদে রাধিকা, কি কব স্বজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ-রজনী !

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি দুই জনে
রাধা-বিনোদন ;
যদি এ দাসীর রব কুরব ভেবে মাধব,
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন।

কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে মধুস্বরে—
কোকিল ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে।

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল ?
জানি পরিহাসে রত রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল ?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি ;
কাঁদ কাঁদে ; হাস হাসে, মাধব-রমণি !

ঊষা

কনক-উদয়াচলে, তুমি দেখা দিলে
হে সুর-সুন্দরি !
কুমুদ মুদয়ে আঁখি কিন্তু সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর-ভ্রমরী ;
বর সরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি।

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণপতি।
ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা, আজি গো শ্যামের রাধা
ঘুচাও আঁধার তার হৈমবতী সতি !

হায়, ঊষা ! নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া,
ভেবেছিনু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ-রজনী
ব্রজের সরোজ-রবি ব্রজে প্রকাশিয়া।
ভেবেছিনু কুঞ্জবনে, পাইব পরাণ-ধনে,
হেরিব কদম্বমূলে রাধা-বিনোদিয়া।

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে,
কুসুম-কামিনী,
আন মন্দ সমীরণে, বিহারিতে তার সনে,
রাধা-বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি ?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি,
সাজাও আনিয়া তাঁরে, রাধাবিরহিণী।

ভালে তব জলে, দেবি, আভাময় মণি—
বিমল-কিরণ ;
ফণিনী নিজ কুন্তলে, পরে মণি কুতূহলে—
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন !

মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে—
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন।

কুসুম

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি,—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হ'লে, পরে কি রজনী,
তারার মালা?
আর কি যতনে, কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা?
আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজ-কামিনী?
কেনে লো হরিলি, ভূষণ লতার—
বনশোভিনী।
অলি বঁধু তার, কে আছে রাধার—
হতভাগিনী?
হায় লো দোলাবি সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া?
আর কি নাচে লো, তমালের তলে,
বনমালিয়া?
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙ্গি পিকবর—
গেছে উড়িয়া!
আর কি বাজে লো, মনোহর বাঁশী,
নিকুঞ্জ-বনে?
ব্রজ-সুধানিধি শোভে কি লো হাসি
ব্রজ-গগনে?
ব্রজ-কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী,
ব্রজ-ভবনে?
হায় রে, যমুনে কেনে না ডুবিল
তোমার জলে?
অদয় অক্রূর যবে সে আইল,
ব্রজমণ্ডলে?
ক্রূর দূত হেন বধিলে না কেন
বলে কি ছলে?
হরিল অধম মম প্রাণ-হরি
ব্রজ-রতন।
ব্রজ-বন-মধু নিল ব্রজ-অরি
দলি ব্রজবন।
কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদন।

মলয়-মারুত

শুনেছি মলয়-গিরি তোমার আলয়—
মলয়-পবন,
বিহঙ্গিনীগণ তথা গাহে বিদ্যাধরী যথা
সঙ্গীত-সুধায় পূরে নন্দন-কানন;
কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন।

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি—
মন্দ-সমীরণ?
যাও সরসীর কোলে দোলাও মৃদু হিল্লোলে
সুপ্রফুল্ল নলিনীরে—প্রেমানন্দ মন!
ব্রজ-প্রভাকর যিনি, ব্রজ আজি ত্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন।

সৌরভ-রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী;
তব তুল্য উপহার, কি আজি আছে রাধার?
নয়ন-আসারে, দেব, ভাসে সে দুঃখিনী।
যাও যথা পিকবধূ— বরিষে সঙ্গীত-মধু,—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা-বিরহিণী!

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে,
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি,—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে!
রাধার রোদনধ্বনি, বহ যথা শ্যামমণি,—
কহ তাঁরে, মরে রাধা শ্যামের বিহনে।

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী—
রাধিকা-বাসন;
তুঙ্গ-শৃঙ্গ দুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অনুরোধে তারে, ভেঙো, প্রভঞ্জন!
তরুরাজ যুদ্ধ-আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে—
বজ্রাঘাতে যেয়ো তারে করিয়া দলন।

দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হেরো না হেরো না, দেব, কুসুম-যুবতী।
কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভ-ধন,
অবহেলি সে ছলনা যেয়ো, আশুগতি!

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারি-ধারা,
ভুলো না, পবন!
কোকিলা শাখা-উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে, শীঘ্র ক'রে ছেড়ো সে কানন।
স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ—
মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী সে সুজন!

উতরিবে যবে যথা রাধিকারমণ
মোর দূত হয়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে, হারাইয়া শ্যামচাঁদে,—
রাধার রোদন-ধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে;
আর কথা আমি নারী, সরমে কহিতে নারি,—
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব ক'য়ে!

বংশীধ্বনি

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ-বনে?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে!—
এ আগুনে কেনে আহুতি-দান?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ?

বসন্ত-অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে গায়—
বংশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে।

শুনিয়াছি, সই! ইন্দ্র রুষিয়া
গিরিকুল-শাখা কাটিয়া যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিলা ডুবিয়া—জলধিভবে।
সে শৈল-সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী।

কে জানে কেমনে প্রেমসাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি?
কার প্রেমতরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী, পাতিয়া ফাঁসী—
কার প্রেমতরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে কি ছলে?

হায় লো, সখি!' কি হবে স্মরিলে
গতসুখ? তারে পাব কি আর?
বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে?
ভুলিলে ভাল যা—স্মরণ তার?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
মধু কহে, সহ, ব্রজের বালা।

গোধূলি

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি?
গোকুলের গাভীকুল দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি।
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব?

আইস লো তিমির যামিনী;
তরু-ডালে চক্রবাকী, বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী।
কিন্তু নিশা-অবসানে হাসিবে সুন্দরী;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী?

ওই দেখ উদিছে গগনে—
জগত-জন-রঞ্জন— সুধাংশু রজনীধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে;
কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি! তোষে লো নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী চুরি করে মন।

হে শিশির! নিশার আসার!
তিতিও না ফুলদলে, ব্রজে আজি তব জলে.
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল,
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল।

চন্দনে চর্চ্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুল-সাজ, লাজের মাথায় বাজ;
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর;
তুমি বিনা, হে বিরহ বিকট-মূরতি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি?

হে মন্দ মলয়-সমীরণ!
সৌরভ-ব্যাপারী তুমি ত্যজ আজি ব্রজ-ভূমি—
অগ্নি যথা জ্বলে তথা কি করে চন্দন?
যাও হে, মোদিত কুবলয়-পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্লান্ত সীমন্তিনীদলে!

যাও চলি, বায়ু-কুল-পতি!
কোকিলার পঞ্চস্বর, বহ তুমি নিরন্তর,—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী।
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন।

গোবর্দ্ধনগিরি

নমি আমি, শৈলরাজ! তোমার চরণে,—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল-গোপিনী;
কেন যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
সরমে মরম-কথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী!
কিন্তু দিবা-অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল-তাপে তাপিত সে সরঃ-
সুশোভিনী?

হে গিরি! যে বংশীধর ব্রজদিবাকর,
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি;
নলিনী নহে গো দাসীরূপে, শৈলেশ্বর,
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী।
হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর!
কোথা মম শ্যাম-গুণমণি? মণিহারা
আমি গো ফণিনী।

রাজা তুমি; বনরাজী ব্রততী-ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে;
কুসুম-রতনে তব বসন খচিত,
সুমন্দ-প্রবাহ—যেন রজতে রঞ্জিত,—
তোমার উত্তরীরূপ ধরে;
করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরজে সদা ধূসরিত;
অসীম মহিমাধর তুমি, কে না তোমা
পূজে চরাচরে?

বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণী তোমার কিঙ্করী,
বিহঙ্গিনী-দল তব মধুর-গায়িনী;
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি!
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী,—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী।
দিবাভাগে দিবাকর, তব, দেব! ছত্রধর,
নিশাভাগে দাসী তব সুতারা শর্ব্বরী।
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা শ্যাম-
প্রেমভিখারিণী।

যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর!
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—
যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর,
গরজি গ্রাসিল আসি দেব দিবাকর,
বারণে যেমতি বারণারি,—
ছত্র সম তোমা ধরি, রাখিলা যে ব্রজে হরি,
সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর?
রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ, কোথা
বংশীধারী?

হে ধীর! সরমহীন ভেবো না রাধারে,—
অসহ যাতনা, দেব! সহিব কেমনে?
ডুবি আমি কুলবালা অকূল পাথারে,
কি ক'রে নীরবে রব শিখাও আমারে!—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি,
কিন্তু এবে এ মন কি বুঝিতে তা পারে?
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ বামা,
শ্রীমধুসূদনে।

সারিকা

ওই যে পাখীটি, সখি! দেখিছ পিঞ্জরে রে
সতত চঞ্চল,—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী প্রায়,
জলে যথা জ্যোতির্বিম্ব—তেমতি তরল।
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি।

নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে;
আজি ও পাখীর মন, বুঝি আমি বিলক্ষণ
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে,
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধাবিনোদন।

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে—
সুখের সুখিনী!

বলে ছলে ধ'রে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে,
কেমনে ধৈরয ধরি রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে।

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে—
হইয়া সদয় !
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী,
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয় !
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি !
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি।

এ ছার সংসার আজি আঁধার স্বজনি রে—
রাধার নয়নে !
কেনে তবে মিছে তারে, রাখ তুমি এ আঁধারে,
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ?
দেহ ছাড়ি যাই চলি যথা বনমালী ;
লাগুক কুলের মুখে কলঙ্কের কালী।

ভাল যে বাসে, স্বজনি ! কি কাজ তাহার রে—
কুল-মান-ধনে ?
শ্যাম-প্রেমে উদাসিনী, রাধিকা শ্যাম-অধীনী,
কি কাজ তাহার আজি রত্ন-আভরণে ?
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন !

কৃষ্ণচূড়া

এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যামচূড়া-রূপ ধরে এ ফুল-রতনে।
বসুধা নিজ কুন্তলে, পরেছিল কুতূহলে,
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া
মোর কৃষ্ণচূড়া কেনে পরিবে ধরণী ?

এই যে কত মুকুতাফল, এ ফুলের দলে,—
লো সখি, এ মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে।
লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিনু আমি, স্বজনি,
বসি একাকিনী,
তিতিনু নয়নজলে এই জল সেই দলে,
গ'লে প'ড়ে শোভিতেছে, দেখ লো, কামিনি !

পাইয়া কুসুম-রতন—শোন্ লো যুবতি !
প্রাণহরি করিনু স্মরণ—স্বপনে যেমতি !
দেখিনু রূপের রাশি, মধুর অধরে বাঁশী,
কদম্বের তলে,
পীতধড়া স্বর্ণ-রেখা, নিকষে যেন লো লেখা,
কুঞ্জ-শোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে !

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে—
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ লো ললনে ?
যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া,
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যাম রায় কেড়ে নিলা পুনরায় ?
মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দরি ?

নিকুঞ্জবনে

যমুনা-পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জবন,
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন।
সুধাংশু-সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,
হেরিলে মুরলীধর— রূপে জিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ
নন্দের নন্দন।

তুমি জান কত ভালবাসি শ্যামধনে
আমি অভাগিনী ;
তুমি জান, সুভাজন, হে কুঞ্জ-কুল-রাজন্,
এ দাসীরে কত ভালবাসিতেন তিনি !
তোমার কুসুমালয়ে, যবে গো অতিথি হয়ে,
বাজায়ে বাঁশরী ব্রজ মোহিতে মোহন,
তুমি জান কোন্ ধনী, শুনি সে মধুর ধ্বনি,
অমনি আসি সেবিত ও রাঙা-চরণ।
যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে
প্রমদা শিখিনী !

সেকালে—জলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা,
মঞ্জুকুঞ্জবন,—
ছায়া তব সহচরী, সোহাগে বসাতো ধরি ;
মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন ;

কুঞ্জরিত তরুবল্লী গুঞ্জরিত যত অলি,
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,
মলয়ে সৌরভ-ধন বিতরিত অনুক্ষণ,
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—গন্ধামোদে
মোদিয়া কানন।

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন-কীর্ত্তন,—
হেরি মম শ্যামধন, ভাবি তারে নবঘন,
কত যে নাচিত সুখে, শিখিনী, কানন—
ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।
নলিনী ভুলিবে যবে রবিদেবে, রাধা তবে,
ভুলিবে, হে মঞ্জু-কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে।
হায় রে, কে জানে, যদি ভুলি—যবে আসি
গ্রাসিবে শমন।

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
রাধিকা-রমণ?
কাম-বঁধু যথা মধু, তুমি হে শ্যামের বঁধু,—
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন?
তব পদে বিলাপিনী, কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ, কুঞ্জবর?
তোমার হৃদয়ে দয়া, পদ্মে যথা পদ্মালয়া,
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়ে উত্তর।
মধু কহে, শুন, ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুসূদন।

সখী

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ?

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে—
কুসুমকানন?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ সহ পয়োদ কি বহিবে পবন?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন?

হায় লো—সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—
কতই যাতন।
যে জন অন্তরযামী, সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন?

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর—
কুমুদবাসন।
বিষাদ-নিশ্বাস-বায়, ব্রজনাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন্!
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ?

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন!
বিরহ-বিষের তাপে, শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন?

এই দেখ্ ফুলমালা, গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ-গাঁথন!
দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন।
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন?

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে, কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন?

বসন্তে

ফুটিল বকুলফুল কেন লো গোকুলে আজি
কহ তা, স্বজনি?
আইলা কি ঋতুরাজ? ধরিলা কি ফুলসাজ
বিলাসে ধরণী?
মুছিয়া নয়নজল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমালতলে বেণুর সুরব—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব।

যে কালে ফুটে লো ফুল কোকিল কুহরে, সই
কুসুমকাননে ;
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ মনে,
সে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলভবন ?
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন।

স্বন্-স্বন্-স্বনে, শুন, বহিছে পবন সই,
গহন কাননে,
হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গলগীত,
বিহঙ্গমগণে।
কুবলয়-পরিমল, নহে এ ; স্বজনি, চল,—
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন।
হায় লো, শ্যামের বপু সৌরভসদন !

উচ্চ বীচি-রবে শুন, ডাকিছে যমুনা ওই
রাধায়, স্বজনি !
কল-কল-কল-কলে, সুতরঙ্গ-দল চলে,
যথা গুণমণি।
সুধাকর-কররাশি, সম লো শ্যামের হাসি,
শোভিছে তরলজলে ; চল, ত্বরা করি—
ভুলি গে বিরহ-জ্বালা হেরি প্রাণহরি।

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা, গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে ;
মরমরে পাতাদল, মৃদুরবে বহে জল,
মলয়-হিল্লোলে ;
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে,—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে !

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি।
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি, ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে ?
কে বিলম্বে হেনকালে ? চল কুঞ্জবনে।

কাঁদিব, লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
চল ত্বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি—
দুঃখিনী দাসীরে ; চল, হইনু লো হতবল
ধীরে ধীরে ধরি মোরে চল, লো স্বজনি ;—
সুধে মধু, শূন্য-কুঞ্জে কি কাজ, রমণি ?

বসন্তে

সখী রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে।
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে।
চল লো জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে।

সখী রে,—
উদয়-অচলে উষা দেখ আসি হাসিছে।
এ বিরহ-বিভাবরী, কাটানু ধৈরয ধরি,
এবে লো রব কি করি ? প্রাণ কাঁদিছে।
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি রাজিছে।

সখী রে,—
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী।
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল, মঙ্গল-ধ্বনি।
চল লো নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি !

সখী রে,—
পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে।
দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব-পদে,
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে।
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

সখী রে,—
এ যৌবন-ধন, দিব উপহার রমণে।
ভালে যে সিন্দুর-বিন্দু, হইবে চন্দন-বিন্দু,—
দেখিব লো দশ ইন্দু সুনখগগনে।
চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে !

সখী রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে !
পিককুল-কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে।
চল লো জুড়াব আঁখি দেখি—মধুসূদনে।

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনাকাব্যে বিরহো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

ব্রজাঙ্গনা-কাব্য সমাপ্ত

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

উপক্রম

১

যথাবিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
কহে যোড় করি কর, গৌড়-সুভাজনে ;—
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা, যৌবনে ;—

কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল কেমনে,
নাশিলা সুমিত্রাপুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;—

কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে ;)
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ;
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি !

২

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বসন্ত-আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;

সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঙ্কিস্কো, পেতরার্কা কবি ; বাগ্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন
রসনা অমৃত-সিক্ত, স্বর্ণ-বীণা-করে।

কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিল বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী পদ উপযুক্ত গণি
উপহার-রূপে আজি অরপি রতনে। *

* ফরাসীদেশস্থ ভর্সেলস্ নগরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত।

বঙ্গ-ভাষা

হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,
ফেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন !

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

কমলে কামিনী

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালিদহে ! বসি বামা শতদলদলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা।) বাম-করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে ;
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।
কার না লোভে রে মন এ হেন ছলনে ?

কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ !
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃসুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্‌দেবী। ভোগিলা দুঃখ জীবনে, ব্রাহ্মণ !
এবে কে পূজিবে তোমা, মজি তব গানে ?
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী।

অন্নপূর্ণার ঝাঁপি

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে,
অন্নদা। বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,
অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন রাজচ্ছত্র দিবেন সময়ে
রাজলক্ষ্মী ; ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরী
ভাসিবে অনেক দিন জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে ;
চঞ্চল ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল ;
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে ?
তব বংশ-যশোঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুরামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত হ্রদে রাখিলা তেমতি,
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিল মুকতি ;
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী। কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্ !

কীর্ত্তিবাস

জনক-জননী তব দিলা শুভক্ষণে,
কীর্ত্তিবাস নাম তোমা।—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গভবনে ;
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি !
নয়নরঞ্জন রূপ কুসুম-যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে। আপনি ভারতী,
বুঝি ক'য়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব্ব-জনমের তব স্মরি, হে ভকতি !
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ-সঙ্গীত-লহরী,
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গমণ্ডলে,
গাও গো রামের নাম সুমধুর-তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।

জয়দেব

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে,
তব সঙ্গে যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীতধড়া গলে,
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে।
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে।
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে। আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরয ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী ?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবে মনে ?

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি, পিককুল-পতি !
কার গো না মজে মন ও মধুর-স্বরে ?
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
সৃজি মায়া-বলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায় ; অমৃত-রসে রসনা সিকতি,
আপনার স্বর্ণ-বীণা অর্পিলা করে।
সত্য কি হে, এ কাহিনী, কহ, মহামতি !
মিথ্যা বা কি ব'লে বলি ? শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ-জগতে !)

নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি !) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেইমতে।

মেঘদূত

১

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে,
দূত-পদে বরি পূর্ব্বে তোমায় সাধিল
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে,
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ-মনে ছিল।

কত যে মিনতি-কথা কাতরে কহিল
তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে ?
জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে
প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল ;

তেঁই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি—
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি,
বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
অধীর এ হিয়া, হায়, যার রূপ স্মরি
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদুনাদে, কয়ো তারে এ বিরহে মরি।

২

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভক্ষণে।
সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমতি,
ইন্দ্র-ধনু চূড়া শিরে ও শ্যাম-মূরতি,
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনাদর্পণে—

হেরেন বরাঙ্গ, যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে
দেয় জলাঞ্জলি লাজে ! যদি রোধে গতি
তোমার, পর্ব্বত-বৃন্দ, মন্দ্রি ভীমস্বনে
বারি-ধারা-রূপে বাণে বিঁধো মেঘপতি,

তা সকলে, বীর তুমি ; কারে ডর রণে ?
এ দূর-গমনে যদি হও ক্লান্ত কভু,
কামীর দোহাই দিয়া ডেকো গো পবনে
বহিতে তোমার ভার। শোভিবে, হে প্রভু,
খগেন্দ্র উপেন্দ্র সম তুমি সে বাহনে।
কৌস্তুভের রূপে পয়ো—তড়িত-রতনে !

"বউ কথা কও"

কি দুঃখে, হে পাখী, তুমি শাখার উপরে
বসি, বউ কথা কও—কও এ কাননে ?
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে
পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে ?

তেঁই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে ?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে ?
বড়ই কৌতুক, পাখী, জনমে এ মনে,—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে ?

সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি ;
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)
পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী ;
"ক্ষম, প্রিয়," এই বলি পড় গিয়া পায়ে।
কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুণ্ণ-মতি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে।

পরিচয়

১

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে সুমধুর-কলে
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে

জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদমণ্ডলে
(তুষারে রচিত বাস উর্দ্ধ-কলেবরে,
রজতের উপবীত (স্রোতোরূপে গলে)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে

(স্বচ্ছ-দরপণ) হেরি ভীষণ মূরতি ;
যে দেশে কুহরে পিক বসন্ত-কাননে,—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী,—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে !

২

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি !
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন ? কুসুম-মঞ্জরী

মদনের কুঞ্জে তুমি! কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে।

কামের নিকুঞ্জ এই। কত যে কি ফলে,
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে!
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে ও স্থলে,
কদম্ব, বিম্বিকা, রম্ভা, চম্পকের সনে।
সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
কোকিল; কুরঙ্গ গেছে রাখি দু-নয়নে।

যশের মন্দির

সুবর্ণ-দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
অতি তুঙ্গ-শৃঙ্গ-শিরে। সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে,
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উর্দ্ধগামী জনে।

তবুও উঠিতে তথা—সে দুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে,
বহু প্রাণী। বহু প্রাণী, কাঁদিছে বিফলে,
না পারি লভিতে যত্নে সে রত্ন-ভবনে।

ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা সবারে!
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদু হাসি;—"ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?
যশের মন্দিরে ওই, ওথা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে।"

কবি

কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালী করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?

সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।

আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে,
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে;
নন্দন-কানন হ'তে যে সুজন আনে
পারিজাত-কুসুমের রম্য পরিমলে;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু-কলকলে!

দেবদোল

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জ-বনে
ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে,
ভেবো না গাইছে পিক কল-কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যূষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে।

দেখ মেলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল অম্বরে;—
আসিছেন সবে সেথা—এই দোলাসনে—
পূজিতে রাখালরাজ—রাধামনোহরে।

স্বর্গীয় বাজনা ওই, পিককুল কবে
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি?
কিন্নরের বীণা-তান অপ্সরার রবে।
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু ইন্দ্র পবন আপনি।

শ্রীপঞ্চমী

নহে দিন দূর, দেবি! যবে ভূভারতে
বিসর্জ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল-মূর্ত্তি সুদল-কমলে—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে।

মনোরূপ পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিংবা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে।

কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে। যত দিন এ মর-ভবনে
মনঃপদ্ম ফোটে, পূজা তুমি, মা, পাইবে,
কি কাজ মাটীর দেহে তবে, সনাতনে?

কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কভু তার চক্ষে ধরে
নলিনী ? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে ?
কি কাক, কি পিকধ্বনি সমভাব তার।

মনের উদ্যানমাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর-নগরে।—

দুর্ম্মতি সে জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে। হায়, সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনী ভারতি !
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষিবেন, বিজ্ঞ, মা গো, এ মোর মিনতি।

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরি উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে ;
বামে কমকায়া রমা ; দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী স্বর্ণবীণা করে ;

শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ ; গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবর—
করি-শিরঃ আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।

এক পদ্মে শতদল। শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্র গগনে—
কি আনন্দ ! পূর্ব্বকথা কেন ক'য়ে স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে ?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব-ভকতি ?

সায়ংকাল

চেয়ে দেখ চলিছেন মুদে অস্তাচলে
দিনেশ ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে !

কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী ?
অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়াবলে
বহুদিন অলঙ্কারে পরিবে লো হাসি,
কনক-কঙ্কণ হাতে স্বর্ণ-মালা গলে।

সাজাইবে গজ, বাজী ; পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ-কিরীট দিবে ; বহাবে অম্বরে
নদস্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ-নীরে।
সুবর্ণের গাছ রোপি শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে !—এ বাজী করিয়ে
শুভক্ষণে দিনকর কর-দান করে।

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি ;—

গোধূলির ? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে ?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী ?

হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ-মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস অম্বরে ?
কিন্তু কি অভাব তব ; ওলো বরাঙ্গনে ?
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির-আঁখি স্মরে।

নিশা

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি !—সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।

কত যে কি কহিতেছে মধুর-স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল্লফুল-দলে,
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে ? নারিবে কেমনে,
প্রেম-কুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে ?

এ হৃদয় দেখ এবে ঐ সরোবরে,—
চন্দ্রমার রূপে এতে তোমার মুরতি।

কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি! যে করে
নিশায়; আমার মতে সে বড় দুর্ম্মতি;
হেন সুবাসিত শ্বাস; হাস স্নিগ্ধ করে
যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি!

নিশাকালে নদীর তীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির

রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজদল চলে
রতন-মুকুট শিরে, আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে
পূজিতে রজনীযোগে বৃষভ-বাহনে!

ধূমরূপ পরিমল অদূর-কাননে
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতূহলে
মলয়; কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে—

নাচিছে; আচার্য্যরূপে এই তরুপতি
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র। নীরবে অম্বরে
তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে।
তুমিও, লো কল্লোলিনি! মহাব্রতে ব্রতী
সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবর!

ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে! কহ, কৃপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে
এ পথ, উজ্জ্বল কোটি-মণির কিরণে?
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী

আনন্দে ভেটিতে নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে, সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু-তারাগণে
সৌন্দর্য্যে? এ কথা দাসে, কহ বিভাবরি!

রাণী তুমি; নীচ আমি; তেঁই ভয় করে
অনুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে; পবন কিঙ্করে,—
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
দেও ক'য়ে; কহিবে সে কানে, মৃদুস্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে।

কুসুমে কীট

কি পাপে কহ তা মোরে, লো বন-সুন্দরি
কোমল হৃদয়ে তব পশিল,—কি পাপে—
এ বিষম যমদূত? কাঁদে মনে করি
পরাণ, যাতনা তব; কত যে কি তাপে—

পোড়ায় দুরন্ত তোমা, বিষদন্তে হরি
বিরাম দিবস-নিশি। মৃদু কি বিলাপে
এ তোমার দুঃখ দেখি সখী মধুকরী,
উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাঁপে?

দারুণ বিষাদে কি লো, কহ, সুবদনে!
নিশ্বাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে
যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে?
কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহু-গ্রাসে?
মনস্তাপ-রূপে রিপু, হয়ে, পাপ মনে,
এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ নাশে।

বটবৃক্ষ

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ! প্রত্যক্ষ এ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি!

জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে।

শত-পত্রময় মঞ্চে তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে,—
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে।
দেব নহ, কিন্তু গুণে দেবতার মত!

সৃষ্টিকর্ত্তা

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্যকথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি?
পার যদি, তুমি দাসে, কহ বসুমতি!
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে

তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি !—
ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে, কহ হে আমারে।
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যার আদিজ্যোতিঃ হেম-আলোক সঞ্চারে

তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে ?
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে,
কর কেলি নিশাকাশে রজত-আসনে,
নিশানাথ ! নদকুল, বহে কলকলে,
কিংবা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর-স্বননে।

সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ-দেশান্তরে
দেব ভাবি পূজে তোমা, রবি দিনমণি !
দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে,
লুটায়ে ধরণীতলে করে স্তুতি-ধ্বনি,—

আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি।
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে,
শোভ তুমি, বিভাবসু, মধ্যাহ্নে অম্বরে
সমুজ্জ্বল করজালে আবরি মেদিনী।

অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি,
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে ;
উর্ব্বরা তোমার বীর্য্যে সতী বসুমতী ;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে,—
কিন্তু কি মহিমা তাঁর, কহ, দিনপতি !
কোটি রবি শোভে, নিত্য যাঁর পদতলে।

সীতাদেবী

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি ! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে
চারি দিকে চেড়ীবৃন্দ চন্দ্রকলা যথা

আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষু হ'তে অশ্রুধারা ঘনে।
কোথা দাশরথি শূর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চিরজয়ী রণে ?

কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস ? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে।
রাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি-আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বনা করে,
মজিবে এ রক্ষোবংশ খ্যাত ত্রিসংসারে।
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে !

মহাভারত

কল্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ,
উতরিনু যথা বসি বদরীর তলে,
করে বীণা গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতী-সুত কবি—ঋষিকুল-ধন !

শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি ; উন্মীলি নয়ন,
দেখিনু কৌরবেশ্বরে, মত্ত বাহুবলে ;
দেখিনু পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে
হুঙ্কারে ! আইলা কর্ণ—সূর্য্যের নন্দন—

তেজস্বী। উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনম্বরে
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ মহামতি,
আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম করে
গাণ্ডীব—প্রচণ্ডদণ্ডদাতা রিপুপ্রতি !
তরাসে আকুল হৈনু এ কাল-সমরে,
দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি !

নন্দনকানন

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে
যথা ফোটে পারিজাত ; যথায় উর্ব্বশী,—
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ শশী—
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে—

যথা রম্ভা, তিলোত্তমা, অলকা রূপসী,
মোহে মন সুমধুর স্বর-বরিষণে,—
মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ-তীরে বসি,
মিশায়ে সুকণ্ঠ-রব বীচির বচনে।

যথা শিশিরের বিন্দু ফুল্ল-ফুল-দলে
সদা সন্ত: ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে,
বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে ;
বসি যথা শাখি-মুখে কোকিল কুহরে ;
লও দাসে, আঁখি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে !

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ;
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র-মনে—

পিপাসা নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
জলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জলনে,
ধরে রাঙা পা-দুখানি, দেবি সরস্বতি !
মা'র কোল সম, মা গো, এ তিন ভুবনে—

আছে কি আশ্রয় আর ? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, হায়, কে সান্ত্বনে তারে ?
কে মুছে আঁখির জল অমনি আঁচলে ?
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,—
মধুমাখা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে ?
এই ভাবি, কৃপাময়ি ! ভাবি গো তোমারে।

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমারি কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে—

জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

আর কি হে হবে দেখা ?—যত দিন যাবে
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারিরূপ কর তুমি, এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে
লইছে সে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।

ঈশ্বরী পাটনী

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী"—(অন্নদামঙ্গল)

কে তোর তরীতে বসি, ঈশ্বরী পাটনী ?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে—
কোথা করী, বাম-করে ধরি যারে বলে,
উগরি গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে সুবদনী ?

রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি
এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে—
কনক-কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী ?

কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্বর্ণ-ময়। এ নব-যুবতী—
নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে ;
বলে, বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্রগতি।
মেগে নিস্ পার ক'রে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন্, এ মোর যুকতি !

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখী বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্ত্তাবহ ; যার কুহরণে
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে।
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যেমতে—

গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে।
মধুময় মধুকাল সর্ব্বত্র জগতে,—
কে কোথা মলিন কবে, মধুর মিলনে ;
বসুমতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে ?

দুরন্ত কৃতান্ত সম হেমন্ত এ দেশে *
নির্দ্দয় ; ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি।
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে ;
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি।
ডাক তুমি ঋতুরাজে, মনোহর-বেশে
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি।

প্রাণ

কি সুরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহাসন !
বাহুরূপে দুই রথী, দুর্জ্জয় সমরে,
বিবিধ বিধানে পুরী তব রক্ষা করে ;—
পঞ্চ অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ।

* ফরাসীদেশে।

সুহাসে ঘ্রাণের গন্ধ দেয় ফুলবন ;
যতনে শ্রবণ আনে সুমধুর স্বরে,
সুন্দর যা কিছু আছে, দেখায় দর্শন
ভূতলে, সুনীল-নভে, সর্ব্ব-চরাচরে !

স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, সুমতি
পদরূপে দুই বাজী তব রাজ-দ্বারে ;
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—ভবে বৃহস্পতি ;—
সরস্বতী-অবতার রসনা সংসারে।
স্বর্ণ-স্রোতোরূপে লহ, অবিরল গতি,
বহি অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে হে তোমারে।

কল্পনা

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্‌দেবীর প্রিয়সখী, এই ভিক্ষা করি ;
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি।

চল যাই মহানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ; সঘনে
পূরি বেণু-রবে দেশ। কিংবা শুভঙ্করি,

চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজপতি ;
কিংবা সে ভীষণ ক্ষেত্রে যথা শরজালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি।
কি স্বরগে, কি মরতে, অতল-পাতালে
নাহি স্থল যথা, দেবি, নাহি তব গতি।

রাশিচক্র

রাজপথে শোভে যথা, রম্য উপবনে,
বিরাম-আলয়বৃন্দ ; গড়িল তেমতি
দ্বাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে,
তব নিত্য-পথে শূন্যে রবি, দিনপতি !

মাস-কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি,
গ্রহেন্দ্র—প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে,—
কখন বা প্রতিকূল জীবকুল প্রতি।
আসে এ বিরামালয়ে সেবিতে চরণে

গ্রহব্রজ ; প্রজাব্রজ, রাজাসন-তলে
পূজে রাজপদ যথা, তুমি তেজাকর ;
হৈমময় তেজঃপুঞ্জ প্রসাদের ছলে,
প্রদান প্রসন্ন-ভাবে সবার উপর।
কাহার মিলনে তুমি হাস কুতূহলে,
কাহার মিলনে বাম,—শুনি পরস্পর।

সুভদ্রাহরণ

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নব তানে ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরি !
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুকাইল যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে !

ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী ?
ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,

বৈশ্বানর। দুরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে !
কিন্তু (ভবিষ্যৎকথা কহি) ভবিষ্যতে,
ভাগ্যবানতর কর, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষিকুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে,
তোমার হরণ-গীত তুষি বিজ্ঞজনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে !

মধুকর

শুনি গুন্ গুন্ ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে !
ফুল-কুল-বধূ-কুলে সাধিস্ যতনে
অনুক্ষণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃদু-নাদে ;

তুমকী বাজায় যথা রাজার তোরণে
ভিখারী, কি হেতু তুই ? ক মোরে, কি সাধে,
মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস্ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে দানব-বিবাদে,

সুধামৃত ? এ আয়াসে কি সুফল ফলে ?
কৃপণের ভাগ্য তোর ! কৃপণ যেমতি
অনাহারে অনিদ্রায় সঞ্চয়ে বিকলে
বৃথা অর্থ ; বিধি-বশে তোর সে দুর্গতি।
গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে,
পর-জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি।

নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্ম্মিল কবে?
কোন্ জন? কোন্ কালে? জিজ্ঞাসিব কারে
কহ মোরে, কহ তুমি কল-কল রবে,
ভুলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে।

এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
থাকিবে এ কীর্ত্তি তার চিরদিন ভবে,
দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে?

বৃথা ভাব, প্রবাহিণি! দেখ ভাবি মনে।
কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভব-মণ্ডলে?
গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
পাথর; হুতাশে তবে কি ধাতু না গলে?
কোথা সে, কোথা বা নাম, ধন, লো ললনে?
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল-জলে।

ভরসেলস্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে,
রে কাল! ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা বলে
বৈজয়ন্তী-সম ধাম এ মর্ত্ত্য-নন্দনে

শোভিল? হরিল কে সে নরাপ্সরা-দলে,
নিত্য যারা, নৃত্য-গীতে এ সুখ-সদনে
মজাইত রাজ-মন, কাম-কুতূহলে?
কোথা বা সে কবি, যার বীণার স্বননে,

(কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট-করে)
পূজিত সে রাজপদ? কোথা রথী যত,
গাণ্ডীবী সদৃশ যারা প্রচণ্ড সমরে?
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি? তোর হাতে হত।
রে দুরন্ত! নিরন্তর যেমত সাগরে
চলে জল, জীব-কুলে চালাস্ সেমত।

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্

ধর ধনুঃ সাবধানে, পার্থ মহামতি!
সামান্য মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে, ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন।

হুঙ্কারি আসিছে ছদ্মী মৃগরাজ-গতি,
হুঙ্কারি, হে মহাবাহু! দেহ তুমি রণ!
বীর-বীর্য্যে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীরবীর্য্যে আশুতোষে তোষ, বীর-ধন!

করেছ কঠোর তপঃ এ গহন-বনে;
কিন্তু, হে কৌন্তেয়! কহি, যাচিছ যে শর,
বীরতা ব্যতীত, বীর! হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু—দুর্লভ এ বর!
কি লাজ, অর্জ্জুন! কহ হারিলে এ রণে?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি! নর।

পরলোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে,
ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী;
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী,
কুসুম-কুলের কলি কুসুম যৌবনে,

বহি যথা সুপ্রবাসে প্রবাহবাহিনী,
লভে নিরবাণ-সুখ সিন্ধুর চরণে—
এইরূপে ইহলোকে—শাস্ত্রে এ কাহিনী—
নিরন্তর সুখরূপ পরম রতনে

পায় পরে পরলোকে, ধরমের বলে।
হে ধর্ম্ম! কি লোভে তবে তোমারে বিস্মরি
চলে, পাপ-পথে নর, ভুলি পাপছলে?
সংসার-সাগরমাঝে তব স্বর্ণতরী
তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময় জলে?
দু-দিন বাঁচিতে চাহে, চিরদিন মরি?

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে?

এ মম মিনতি, দেব! আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর-অঞ্চলে।
তা হ'লে পূজিব আজি, মজি কুতূহলে
নমি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে।

নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে;
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা নগরে,
কেড়ে লব রাজপদ তব আশীর্ব্বাদে।
কত যে কি বিদ্যা লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব! স্নেহের আহ্লাদে।

শ্মশান

বড় ভালবাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে—
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়মালা গলে,

বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে।
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে—
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে,
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।

কি সুন্দর অট্টালিকা কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি—
পত্রপুঞ্জে, আয়ুঃ-কুঞ্জে, কাল, জীবরাশি
উড়ায়ে এ নদ-পারে তাড়ায় তেমতি।

করুণরস

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে মলিন-মুখী, শরদের শশী,
রাহুর গরাসে যেন! বিরলেতে বসি,
মৃদু কাঁদে সুবদনা; ঝরঝরে ঝরি,—

গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তাফল খসি!
সে নদের স্রোতঃ, অশ্রু পরশন করি,
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,—

গন্ধামোদী গন্ধ বহে সুগন্ধ প্রদানি।
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিনু চঞ্চলে
চৌদিকে বিজন দেশ; হৈল দৈববাণী
"কবিতা-রসের স্রোতে এ নদের ছলে;
করুণা বামার নাম—রস-কুলে রাণী;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে।"

সীতা—বনবাসে

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ণ-মনে
সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিতি চক্ষুঃ-জলে;—
উজ্জলিল বনরাজী কনক-কিরণে
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।

নদী-পারে একাকিনী সে বিজন-বনে
দাঁড়ায়ে কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে;—
"ত্যজিলা কি, রঘুরাজ! আজি এই ছলে
চির-জন্মে জানকীরে? হে নাথ! কেমনে—

কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে?
কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি-দানে,
(দাবানলরূপে যবে দুঃখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে?"
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী; ধীরে যথা রহে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্ত্তি নির্ম্মিত পাষাণে!

কতক্ষণে কাঁদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী;—
"নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বপনে?
হায়, অভাগিনী সীতা! ওই যে সে তরী,
যাহে বহি বৈদেহীরে আনিলা এ বনে,

দেবর! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি,
কাঁপি ভয়ে, ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে!
অচিরে তরঙ্গ-চয় নিষ্ঠুরে লো ধরি,
গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে পীড়নে—

ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে। হে রাঘব-পতি!
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে!
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি?"
মূর্চ্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে,—
পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি কানন যেমতি
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে।

বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।

বারো মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে
পেয়েছি উমায় আমি ; কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে ?

তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি।''—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা

শোভে নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে
হেমাঙ্গি রোহিণি! তুমি অঙ্গ-ভঙ্গী করি,
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গিদলে
জান না কি কোন্ ব্রতে, লো সুর-সুন্দরি !—

রত ও নিশায় বঙ্গ ? পূজে কুতূহলে
রমায় শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি ;
বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে।
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা ধন্য বিভাবরী !

হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে ;—
থাক বঙ্গগৃহে যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ, সুরম্নে জ্যোৎস্না, সুতারা আকাশে ;
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে।

বীররস

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে ; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন। ভীম শরাসনে
ধরি বাম-করে বীর মত্ত বীরমদে,—

টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারি ভীষণে।
ব্যোমকেশ-সম কায় ; ধরাতল পদে,
রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে।
বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে।

চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
ঢালখান ; ঊরু-দেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি,
চৌদিকে বিবিধ অস্ত্র ! সুধিনু তরাসে,
"কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি ?''
আইল শবদ বহি স্তবধ আকাশে—
"বীর-রস এ বীরেন্দ্র ; রস-কুল-পতি !''

গদাযুদ্ধ

দুই মত্ত হস্তী যথা ঊর্দ্ধ-শুণ্ড করি,
রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল-রণে,
গরজিলা দুর্য্যোধন, গরজিলা অরি—

ভীমসেন ! ধূলা-রাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল ; অধীরে ধরা থর থর থরি
কাঁপিলা,—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে ;
উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,—

ঝড়ে যেন ! যথা মেঘ বজ্রানলে ভরা,
বজ্রানলে ভরা মেঘে, আঘাতিলে বলে,
উজলি চৌদিক্ তেজে, বাহিরায় ত্বরা
বিজলী ; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা।
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে।

গোগৃহ-রণে

হুহুঙ্কারি টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি।
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি,
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি।

শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি
শূরেন্দ্র শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি
প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি,
শোভেন অম্লানে নভে। উত্তরের প্রতি—

কহিলা আনন্দে বলী ;—"চালাও স্যন্দনে,
বিরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন্যদলে
লুকাইছে দুর্য্যোধন হেরি মোর রণে,
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে
বজ্রাগ্নির কাল-তেজে ভয় পেয়ে মনে।
দণ্ডিব প্রচণ্ডে দুষ্টে গাণ্ডীবের বোলে ?''

কুরুক্ষেত্রে

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে ; সপ্তরথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে, পুড়ি, অনিবার গতি।

সে কাল-অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাহু চারি দিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে! ধরি ঘন ধূমের মূরতি,—

উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জ্জুনি বিষাদে,
ছাড়িল জীবন-আশা তরুণ যৌবনে।
আঁধারি চৌদিক্ যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে,—
গ্রাসিল বীরেশে যম। অস্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায়-বিবাদে।

শৃঙ্গার-রস

শুনিনু নিদ্রায় আমি, নিকুঞ্জ-কাননে
মনোহর বীণাধ্বনি ;—দেখিনু সে স্থলে
রূপস পুরুষ এক কুসুম-আসনে,
ফুলের চৌপর শিরে, ফুলমালা গলে।

হাত-ধরাধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগ্নি নয়নে,—
উজলি কাননরাজি বরাঙ্গ-ভূষণে
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গ-ছলে।

সে কামাগ্নিকণা লয়ে, সে যুবক, হাসি,
জ্বালাইছে হিয়াবৃন্দে ; ফুল-ধনুঃ ধরি,
হানিতেছে চারি দিকে বাণ রাশি রাশি,
কি দেব, কি নর, উভে জরজর করি।
"কামদেব অবতার রস-কুলে আসি,
শৃঙ্গার রসের নাম।" জাগিনু শিহরি।

নহি আমি চারু-নেত্রা, সৌমিত্রি কেশরী
তবে কেন পরাভূত না হবে সমরে?
চন্দ্র-চূড় রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী,
মেঘনাদ সম শিক্ষা মদনের বরে।

গিরির আড়ালে থেকে, বাঁধ, লো সুন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি ; দশ গোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার, দণ্ড লো অধরে ;
মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি।

এ বড় অদ্ভুত রণ। তব শঙ্খধ্বনি
শুনিলে টুটে গো বল! শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষেতে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে!
এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, সুবদনি!
ত্রাস্ত হয়ে ব্যস্ত কে লো পরাস্ত না মানে?

সুভদ্রা

যথা ধীরে স্বপ্নদেবী রঙ্গে সঙ্গে করি
মায়া-নারী—রত্নোত্তমা রূপের সাগরে,
পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরী
সত্যভামা, সাথে ভদ্রা, ফুল-মালা করে।

বিমলিন দীপ-বিভা, পূরিল সত্বরে
সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী
সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে সরে,
কিংবা বনে বন-সখী সুনাগকেশরী!

শিহরি জাগিলা পার্থ, যেমতি স্বপনে
সম্ভোগ-কৌতুকে মাতি সুপ্ত-জন জাগে ;—
কিন্তু কাঁদে প্রাণ তার সে কু-জাগরণে
সাধে সে নিদ্রায় পুনঃ বৃথা অনুরাগে।
তুমি পার্থ, ভাগ্যবশে জাগিলা সুক্ষণে,
মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে।

উর্ব্বশী

যথা তুষারের হিয়া, ধবল-শিখরে,
কভু নাহি গলে রবি-বিভার চুম্বনে
কামানলে ; অবহেলি মন্মথের শরে
রথীন্দ্র, হেরিলা জাগি, শয়ন-সদনে

(কনক-পুতলী যেন নিশার স্বপনে)
উর্ব্বশীরে। "কহ, দেবি, কহ এ কিঙ্করে,"
সুধিল সম্ভাষি শূর সুমধুর স্বরে ;—
"কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে?"

উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্ব্বশী ;—
"কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিঙ্করী ;
সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে ; অধর দিয়া অধর পরশি
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি।"

রৌদ্র-রস

শুনিয়া গম্ভীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে,
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণ ;
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিছে গগনে ;
সচূড়ে পাহাড় কাঁপে থর থর থরে,

কাঁপে চারিদিকে বন যেন ভূকম্পনে,
উথলে অদূরে সিন্ধু যেন ক্রোধ-ভরে,
যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ-ঘোষণে।
জিজ্ঞাসিনু ভারতীরে জ্ঞানার্থে সত্বরে।

কহিল মা ;—"রৌদ্র নামে রস, রৌদ্র অতি,
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে,
(কৃপা করি বিধি মোরে দিলা এ শকতি)
বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে।
বড়ই কর্কশ-ভাষী নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি,
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে।

দুঃশাসন

মেঘরূপ চাপ দৃঢ়, বজ্রাগ্নি যেমন
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে ;—
হেরি ক্ষেত্র ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্ররূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে,—

পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিল সঘনে।
বাজিল উরুতে আসি গুরু অসি-কোষে।
যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মৃগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে।

বিদরি হৃদয়ে তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্ত-স্রোতঃ। গর্জ্জিলা পাবনি ;
"মনাগ্নি নিবাহু আমি আজি এ আহবে,
বর্ব্বর !—পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ স্পর্শি, আকর্ষিলি যবে,
কুরুকুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি।"

হিড়িম্বা

উজলি চৌদিকে এবে রূপের কিরণে,
বীরেশ-ভীমের পাশে করযোড় করি
দাঁড়াইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায়মনে
হিড়িম্বা ; সুবর্ণ-কান্তি বিহঙ্গী সুন্দরী

কিরাতের ফাঁদে যেন ! ধাইল কাননে
গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি
গাইল বসন্তামোদে শাখার উপরি
মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-বনে।

সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে ;
মদ-মত্ত হস্তী কিংবা গণ্ডার সরোষে
পশিলে বনেতে, বন সেইমত নড়ে।
দীর্ঘ-তাল-তুল্য গদা ঘুরায়ে নির্ঘোষে
ছিন্ন করি লতা-কুলে ভাঙ্গি বৃক্ষ রড়ে,
পশিলা হিড়িম্ব রক্ষ ; রৌদ্র ভগ্নী-দোষে।

২

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জ্বলে যথা খরে
ক্রোধাগ্নি তাড়িতরূপে ; রকত-নয়নে
ক্রোধাগ্নি। মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে
ক্রোধনাদ বজ্রনাদে, সে ঘোর ঘোষণে—

ভয়ার্ত্ত ভূধর ভূমে, খেচর অম্বরে,
ঘন হুহুঙ্কার ধ্বনি বিকট-বদনে ;
"রক্ষঃকুল-কলঙ্কিনি। কোথা লো এ বনে
তুই ? দেখি আজি তোরে কে বা রক্ষা করে ?"

মূর্ত্তিমান্ রৌদ্র-রসে হেরি রসবতী,
সভয়ে কহিলা কাঁদি বীরেন্দ্রের পদে ;—
"লৌহ-ক্রম ছিল অই ; সফরীর গতি
দাসীর। ছুটিতে দুষ্ট ফাটি বীরমদে,
অবলা অধীন জনে রক্ষ, মহামতি !
বাঁচাই পরাণ ডুবি তব কৃপা-হ্রদে।"

উদ্যানে পুষ্করিণী

বড় রম্যস্থলে বাস তোর, লো সরসি !
দগধা বসুধা যবে চৌদিকে প্রখরে
তপনের পত্রময়ী শাখা-ছত্র ধরে
শীতলিতে দেহ তোর ; মৃদু-শ্বাসে পশি ;—

সুগন্ধ পাখার রূপে বায়ু বায়ু করে।
বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, রূপসি,
শত শত পাতা মিলি মিষ্টে মরমরে;
স্বর্ণ-কান্তি ফুল ফুটি, তোর তটে বসি,—

যোগায় সৌরভ-ভোগ, কিঙ্করী যেমতি
পট্ট-মহিষীর খাটে শয়নসদনে।
নিশায় রাসের রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে!
বৈতালিক-পদে তোর পিক-কুলপতি;
ভ্রমর গায়ক; নাচে খঞ্জন, ললনে!

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আর পথে। হৃদয়-কাননে,—

কত শত আশা-লতা শুকায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে?
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল।

বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে,
নাহি যার কেশপাশে তারা-রূপ মণি;
চিররুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে,
উষা,—তপনের দূতী অরুণ-রমণী।

কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে
তোর, যম-দূত, জন্মে বিস্ময় এ মমে।
কোথায় পাইলি তুই, কোন্ পুণ্যবলে—
সাজাতে কু-চূড়া তোর হেন সুভূষণে?

বড়ই অহিতকারী তুই এ ভবনে।
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসারি-মণ্ডলে
সৃষ্টি তোর। ছটফটি, কে না জানে, জলে
শরীর, বিষাগ্নি যবে জ্বালাস্ দংশনে?

কিন্তু তোর অপেক্ষা, রে, দেখাইতে পারি,
তীক্ষ্ণতর বিষধর অরি নরকুলে।
তোর সম বাহ্যরূপে অতি মনোহারী,—
তোর সম শিরঃ শোভা-রূপ পদ্ম-ফুলে।
কে সে? কবে কবি, শোন্, সে রে সেই নারী
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম্মপথ ভুলে।

শ্যামাপক্ষী

১

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারি
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে?
ক মোরে, পূর্ব্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মন তোর? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি!

সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে,
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি?
রোদন-নিনাদ কি রে লোক মনে করে
মধুমাখা গীতধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি?

কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে,
কবির কু-ভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরহে
তুই, পাখী, মজায়ে রে মধু-বরিষণে,
কে জানে যাতনা কত তোর ভবতলে?
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে।

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মন
পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে।
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্কী সে জন,
পোড়ে আঁখি যার যেন বিষ-বরিষণে;

বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে
বসন্ত-আমোদে পূরি ভাগ্যের কানন
পরের। কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে,
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ—

তুমি? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড়করে,
মাগি রাঙা-পায়, দেবি, দ্বেষের অনলে
(সে মহা নরক ভবে); সুখী দেখি পরে,
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জ্বলে,
যদিও না পাও তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে
রত্ন-সিংহাসন, মা, কু-ভাগ্যের বলে।

২

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে ;
নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে
যেমতি ; তবু সে নদ, শোভে যার কূলে
সে কানন, বস্তপিণ্ড তার কলেবরে—

নাহি অলঙ্কার, তবু সে দুঃখ সে ভুলে
পড়সীর সুখ দেখি, তবুও সে ধরে
মূর্ত্তি তার হিয়ারূপ দরপণে তুলে
আনন্দে ! আনন্দ-গীত গায় মৃদুস্বরে

হে রমা, অজ্ঞান নর জ্ঞানবান্ করি,
সৃজেছেন দাসে বিধি, তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি,
কু-ইন্দ্রিয়বশে হব এ কুপথগামী ?
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরি,
মেষ-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী।

ভাষা

"O matre pulchra—
Fila pulch ior."
HOR.

লো সুন্দরী জননী
সুন্দরীতরা দুহিতা

মূঢ় সে, পণ্ডিত-গণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা ! শত ধিক্ তারে ! ভুলে সে কি করি,
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী ?

রূপহীনা দুহিতা কি মা যার অপ্সরী ?—
বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কু-ধ্বনি ?
কবে মন্দ গন্ধ-শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী ? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী—

দেবযোনি মা তোমার ; কাল নাহি নাশে,
রূপ তাঁর ; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।
নব-রস-সুধা কোথা বয়সের হ্রাসে ?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতী !
নব শশিকলা তুমি ভারত আকাশে,
নব-ফুল কাব্য-বনে নব মধুমতী।

যশঃ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?

অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণরূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে
বিস্মৃতি বা মলিনিতে মলের মিলনে ?

শূন্য-জল জল-পথে জলে লোকে স্মরে ;
দেবশূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে,
দেবতা ; ভস্মের রাশি ঢালি বৈশ্বানরে
সেইরূপ, ধড় যবে পড়ে কালগ্রাসে,
যশোরূপাশ্রয়ে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে ;—
কুযশে নরকে যেন, সুযশে আকাশে !

সাংসারিক জ্ঞান

কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘরূপে মনোরূপে ময়ূর নাচায়ে ?

স্বতরীতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন ? দিবে অন্ন অর্দ্ধমাত্র খেয়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?

"ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুড়ি ফেল দূরে !"
কহে সাংসারিক জ্ঞান—হবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি ?
উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা-পদ ভজে, মা, ভারতি !

পুরূরবা

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজগরে,
চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল্য রতনে ;
বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে,
লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-ধনে ?

হে সুভগ, যাত্রা বড় তব শুভক্ষণে ;—
ঐ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে,
আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, মূর্চ্ছা-রূপ ঘনে
চাঁদের, কে ও তা জান ? জিজ্ঞাস সত্বরে ;

পরিচয় দিবে সখী, সমুখে যে বসি ।
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে
দেখেছ পূর্ণিমা-রাত্রে শরদের শশী !
বধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে ;—
সে সকলে ধিক্ মান । ওই হে উর্ব্বশী ।
সোনার পুত্তলী যেন, পড়ি অচেতন ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ-ঘোষণে
ক্ষণকাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে ; দৈব-বিড়ম্বনে
একটি কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে

তোমার, কোবিদ-বৈদ্য ? এই ভাবি মনে,
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্ম-রাশি কুড়য়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ রাখে তার তলে ?

আছিলে রাখালরাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলে হরষে ;
যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা সম এবে তব নামে
নাহি কি জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী ? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি !
ছয় চন্দ্র রত্নরূপে সুবর্ণ-টোপরে
তোমার ; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি,—

হৈম সারসন, যেন আলোক সাগরে ।
বিমল গগনপথে ধীরে তব গতি ।
বাখানে নক্ষত্রদল ও রাজমূরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা, বাজায়ে অম্বরে ।

হে, চল, রশ্মির রাশি, সুধি কোন জনে,
কোন্ জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ?
জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজা প্রজা-শূন্য—প্রত্যয়ে না আসে ।
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীট-রূপে কুসুম কি নাশে ?

সাগরে তরী

হেরিনু নিশায় তরী অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি ধীরে ধীরে চলে,
সু-ধবল পাখা মরি বিস্তারি অম্বরে ।

রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহরা নানাবর্ণ করে,
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, মিশ্রিত পিঙ্গলে ।
চারিদিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে—

গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি ।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে-ব্যস্তে সরি,
নীচজন হেরি যথা কুলের যুবতী ।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরপুরে সশরীরে শূরকুল-পতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্যবলে
ফিরিলা কানন-বাসে ; তুমি হে তেমতি
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,

মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী ।
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে ।
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে—

(স্নেহাসার !) যবে বঙ্গে বায়ুরূপ ধরি
জনরব, দূর-বঙ্গে বহিবে সত্বরে,
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্ত্তা । যাও দ্রুতে তরী,
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে ।
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গ-লক্ষ্মী । যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে ।

শিশুপাল

নরপাল-কুলে তব জনম সুক্ষণে,
শিশুপাল, কহি, শুন, রিপুরূপ ধরি
ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে
বীরেশ, এ ভব-দহে মুকুতির তরী!

টঙ্কারি কার্ম্মুক, পশ হুহুঙ্কার রণে;
এ ছার সংসার-মায়া অন্তিমে পাসরি;
নিন্দাচ্ছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব-চরণে
জানি ইষ্টদেব তব, নহেন এ অরি—

বাসুদেব; জানি আমি বাগ্‌দেবীর বরে।
লৌহদন্ত হল, শুন, বৈষ্ণব সুমতি,
ছিঁড়ি ক্ষেত্র-দেহ যথা ফলবান্ করে
সে ক্ষেত্রে; তোমারে ক্ষণ যাতনি তেমনি
আজি, তীক্ষ্ণ শরজালে বধি এ সময়ে,
পাঠাবেন সুবৈকুণ্ঠে সে বৈকুণ্ঠপতি।

তারা

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে ঐ গিরিশিরে
কি হেতু, কহ তা মোরে, সুচারুহাসিনি!
নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
দাও দেখা, হৈমবতী, থাকিতে যামিনী।

বহে কলকল রবে স্বচ্ছ-প্রবাহিণী
গিরিতলে; সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ-মন্দিরে?—

কিংবা দেব-কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে
ভালবাসি এ দাসেরে আইস এ ছলে
হৃদয়-আঁধার তার খেদাইতে দূরে?
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্থলে,
জুড়াও এ আঁখি দুটি নিত্য নিত্য উরে।

অর্থ

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলারূপা অনুক্ষণ;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে—

কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের আভা বাড়ায়ে আদরে।
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ রজত-কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয়? বাঁধা রমা চির কার ঘরে?

তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হ'লে বিস্মৃতি-আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য দহে।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে
রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে।

কবিগুরু দান্তে

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্ত নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে, হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে—

অজ্ঞান। জনম তব পরম সুক্ষণে।
নব কবি-কুল-পিতা, তুমি মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।

দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
এ বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ-প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে
যশের আকাশ হ'তে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র? কোন্ কীটে কাটে এ কোরকে?

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্‌ডষ্টুকর

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্যবলে
লভিলা অমৃত-রস তুমি শুভক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে।

পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে?

বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে।
বদরিকাশ্রম হ'তে মহা গীত-ধ্বনি
গিরিজাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে।
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি।
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে?

ববর আল্‌ফ্রেড টেনিসন

কে বলে বসন্ত অস্ত, তব কাব্য-বনে
শ্বেতদ্বীপ? ওই শুন, বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে গায় পঞ্চ স্বরে
পিকেশ্বর, তুষি মন সুধা-বরিষণে।

নীরব ও বীণা কবে কোথা ত্রিভুবনে,
বাগ্‌দেবি? অবাক্ কবে কল্লোল-সাগরে?
তারারূপ হেম-তার, সুনীল-গগনে,
অনন্ত মধুরধ্বনি নিরন্তর করে।

পূজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে
সুন্দর মন্দির তব? পশ, কবিপতি!
(এ পরম-পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজ করিয়া ভকতি
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে
ছুঁইতে শমন তোমা না পাবে শকতি।

কবি ভিক্‌তর হ্যাগো

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-যুগে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে।
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল-বকুলে—

বসন্ত অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মন মোর মত্ত গো সে রসে।
হে ভিক্‌তর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে।
আসে যবে যম, তুমি হাস হে সাহসে।

অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে।
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে;
(ভবিষ্যদ্বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গ'লে মাটী হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু।—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।

কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা-পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ-চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—

দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী,
যোগায় অমৃত-ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি,
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে,
দিবসে শীতল শ্বাস। ছায়া বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা ক্লান্তি দূর করে।

সংস্কৃত

কাণ্ডারী-বিহীন তরী যথা সিন্ধু-জলে
সহি বহুদিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কূল কালে, মন্দ-পবন-চালনে;
সে সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে,—

সংস্কৃত দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে,
সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
বজ্রনাদ, কম্পমান, বীণা-তার গণে।
রাজাশ্রম আজি তব। উদয়-অচলে,

কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নহে আদিত্যের রূপে, পূর্ব্বরূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্ব্বরূপে, পুনঃ পূর্ব্ব-রসে।
এত দিনে প্রভাতিল দুঃখ-বিভাবরী;
ফোট মহানন্দে হাসি মনের সরসে।

রামায়ণ

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে।
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধরূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে মোর; হাতে বীণা করি,
গাইল সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে,

যাহে আজু আঁখি হ'তে অশ্রু-বিন্দু গলে।
কে সে ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে যার মন তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তিজলে!

দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুরু দেখিনু সুক্ষণে
শিলা জলে। কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ-ঘোষণে
কাঁপায়ে ধরায় ঘন-ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদে রণে;
বিনাশিলা রঘুরাজ রাক্ষোরাজেশ্বরে।

হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে,
আঁধারি চৌদিক্, পড়ে সহসা সে বনে;
পড়িলা দ্রৌপদী সতী পর্ব্বতের তলে।—
নিবিল সে শিখা, যার সুবর্ণ-কিরণে—

উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে।
অস্ত গেলা শশিকলা মলিনি গগনে।
মুদিলা শুকায়ে পদ্ম সরোবর-জলে।
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিলা নয়নে।—

মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীরে
কাঁদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে;
দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে
শোকার্ত্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।
তিতিল গিরির বক্ষ নয়নের নীরে;
প্রতিধ্বনিচ্ছলে গিরি কাঁদিল বিষাদে।

ভারতভূমি

Italia ! Italia ! o tu eui feo la sortc
Done infel ice dellezza"
FLIICAIA.

"কুক্ষণে তোরে লো' হায়, ইতালি। ইতালি!
এ দুঃখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি!"

কে না লোভে ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে?—

হায়, লো ভারতভূমি, বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি!
বিধাতা রতন-সীঁতি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি।

নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃতি যে পতি;
পুড়ি কামানলে, করে লো অধীনী,
(হা ধিক্!) যবে যে ইচ্ছে যে কামী দুর্ম্মতি।
কার শাপে তোর তরে, ওলো, অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ; সুধা তিত অতি?

পৃথিবী

নির্ম্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে
বিশ্বমাঝে স্রষ্টা, ধরা, অতি হৃষ্ট-মনে।
চারি দিকে তারা-চয় সুমধুর রবে
(বাজায়ে সুবর্ণ-বীণা) গাইলা গগনে,—

কুলবালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে
হুলাহুলি দেয় মিলি বধূ-দরশনে।
আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল-অর্ণবে,—

দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি
আবরিলা শ্যাম-বাসে বর-কলেবরে;
আঁচলে বসায়ে নব ফুলরূপ মণি,
নব-ফুল-রূপ মণি, কবরী-উপরে।
দেবীর আদেশে তুমি, লো, নব-রমণি,
কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে!

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,—

পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে;
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ, মণি, মরকতে?
ফুটিল ধুতুরা-ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে? কে কবে মোরে? জানিব কি মতে?

বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল, কি পাপে মোরে কে কবে আমারে,
রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব-রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত-কল্পে ? পুনঃ কি হরবে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাবিতে সংসারে ?

শকুন্তলা

মেনকা অপ্সরীরূপী, ব্যাসের ভারতী,
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,—

কালিদাস ! ধন্য কবি—কবি-কুল-পতি !
তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে,
কে না ভালবাসে তারে, দুষ্মন্ত যেমতি
প্রেমে অন্ধ ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে ?

নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধুর গলে ;
পারিজাত-কুসুমের পরিমল-শ্বাসে ;
মানস-কমলরুচি বচন-কমলে ;
অধরে অমৃত-সুধা, সৌদামিনী হাসে ;
কিন্তু ও মৃগাক্ষি হ'তে যবে গলি, ঝরে
অশ্রুধারা, ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্ত্যে আকাশে ?

বাল্মীকি

স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুবা এক জন,
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ
দ্রোণ যেন ভয়শূন্য কুরুক্ষেত্র-রণে।

"চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণে ?"
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর-বচনে।
"বধি তোমা হরি আমি লব সব ধন"
উত্তরিলা যুবজন ভীম-গরজনে।

দেখিনু যে কত স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে,
সুধাময় গীতধ্বনি, আপনি ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মন স্বর্ণ-বীণা-করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনোহর অতি।
সে দুরন্ত যুবজন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবি-কুলপতি।

শ্রীমন্তের টোপর

—"শ্রীপতি—
শিরে হইতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর।"
—চণ্ডী।

হেরি যথা সফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক ভেদি সুনীল গগনে
(ইন্দ্র-ধনুঃসম দীপ্ত বিবিধ বরণ)
পড়িল মুকুট, হায় অকূল সাগরে—

উজলি চৌদিক্ শত রতনের করে
দ্রুতগতি। মৃদু হাসি হেম-ঘনাসনে
আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর-স্বরে,
পদ্মারে কহিলা ;—"দেখ, দেখ লো নয়নে,

অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর, সখি, রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লনার ধন আমি"—আশু মায়া-বলে
স্বর্ণ-ক্ষেমঙ্করী-রূপ হইলা জননী।
বজ্রনাদে মৎস্যরঙ্কে যথা নভঃস্থলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে
করি ভস্মরাশি, ফেল কর্ম্মনাশা-জলে।
সুভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে
নারে বুনিবারে, ভাষা, কুখ্যাতি-নরকে—

যম সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে,
হাতী সম শুঁড়া করি হাড় পদতলে।
কত যে ঐশ্বর্য্য তব এ ভব-মণ্ডলে,
সেই জানে বাণীপদ ধরে যে মস্তকে !

কামার্ত্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দেয় (সে) কানে,
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
মন তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে।
দূর করি নন্দ ঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে!
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে।

——

মিত্রাক্ষর

বড়ই, নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ী। কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—

স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে।
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে?

কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে?
নিজরূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে।
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে?
কি কাজ সুগন্ধি ঢালি পারিজাত বাসে?
প্রকৃত কবিতারূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে?

——

ব্রজ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো, নদি, তোর তীরে
বসি মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রুধারা; মুকুতার সম রূপ ধরি?

বৃন্দা—চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে রূপসী
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী
কহিতে রাধার কথা রাজ-পুরে পশি,
নব-রাজে কর-যুগ ভয়ে যোড় করি?

বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমিতলে
সাজিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা?
কোথায় রাখালরাজ পীতধড়া গলে?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা?

ডুবাতে কি ব্রজধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা?

——

ভূতকাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূতকালে,
কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কারে ল'য়ে করি?
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে
এ দুর্লভ দ্রব্য-লাভ কোন্ দেবে স্মরি,—

কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম্ম ধরি?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে?

পশে যে প্রবাহ-বাহ অকূল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্ব্বত-সদনে?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে,
উঠে সে কি পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে?
বর্ত্তমান তোরে, কাল, যে জন আদরে,
তার তুই। গেলে তোরে পায় কোন্ জনে?

——

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি;
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,—

মোছে তোরে হেন কার আছে লো শকতি,
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে?
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,—

সেইরূপ থাক তুমি দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে।
প্রেমের প্রতিমা তুমি আলোক আঁধারে।
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে।

——

আশা

বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে।
কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে,
লো আশা, নিদ্রার কোলে আইলে যামিনী?

ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে,
দুখ, সুখ, মিথ্যা। তুই কি যে কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
জাগে রে, স্বপন তারে দেখাস্, রঙ্গিণি!

কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে;
মগন যে ভাগ্য দোষে বিপদ্-সাগরে,
(ভুলি ভূত বর্ত্তমান ভুলি তোর ছলে)
কালে তীরলাভ হবে, সেও মনে করে।
ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে!
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে?

সমাপ্তে

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ হায়, অন্ধকার করি)
ও প্রতিমা। নিবাইল, দেখ হোমানলে
মনঃকুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি।

শুকাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল-কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম। ডুবিল সে তরী
কাব্য-নদে, দেখাইনু যাহে পদ-বলে—

অল্পদিন। নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি। ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর-বনে।
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী সমাপ্ত

অ-পূর্ব্ব-প্রকাশিত কবিতাবলী

[বীরাঙ্গনাকাব্য দ্বিতীয়াংশ]*

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জন্মান্ধ, নৃমণি, তুমি, এ বারতা পেয়ে
দূতমুখে, অন্ধা হলো গান্ধারী কিঙ্করী
আজ হ'তে। পতি তুমি; কি সাধে ভুঞ্জিব
সে সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর? আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া তাহে সাতবার বেড়ি
অন্ধিব এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কপাট। ঘটিল
লিখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না করি;
করিলে ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,
যাইতে যথায় তুমি দূর-হস্তিনাতে?
দেবাদেশে, নরবর, বরেছি তোমারে।

আর না হেরিবে কভু, দেব বিভাবসু,
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে;
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি
চারু চন্দ্র, তারাবৃন্দ, তোমরা গো সবে।
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে
বাসুকির ফণারূপ পর্য্যঙ্কে সুন্দরী—
বসুন্ধরা, যান নিদ্রা নিশ্বাসি সৌরভে।
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু,
যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা,

হে নদি পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন,
সে উৎস গিরি-দুহিতা, জননী মা তুমি;
নদ, নদী, আশীর্ব্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজ-নন্দিনী অন্ধা হলো আজি!
আর না হেরিবে কভু, হায়, অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ, হে কুসুমকুল!
ছিনু তোমাদের সখী, ছিনু লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িনু সবারে।
স্নেহহীন—এ কি কথা? ভুলিতে কি পারি
তোমা সবে? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।

অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা

বাণ-পুরাধিপ-বাণ-দানব-নন্দিনী
ঊষা কৃতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে,
যদুবর! পত্রবাহ চিত্রলেখা সখী—
দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে
প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈশ্বরে!
অকূল পাথারে, নাথ, চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কূল এবে! এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে!
কি কহিনু? ক্ষম, দেব, বিবশা এ দাসী
হরষে, হরষে যথা হাসে কুমুদিনী
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
চিরবাঞ্ছা; চাতকিনী কুতুকিনী যথা
মেঘের সুশ্যামমূর্ত্তি হেরি শূন্যপথে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ, নাথ, সঙ্গিনী-সমূহে,
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। ঊষার হৃদয়ে
আশালতা আজি ঊষা রোপিবে কৌতুকে।
শুন এবে কহি, দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।

---

* বঙ্গ-কবিকুলরবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইচ্ছা ছিল, বীরাঙ্গনা-কাব্যের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত করিয়া গুণগ্রাহিগণের চিত্তবিনোদন করিবেন; কিন্তু পাঁচখানিমাত্র অসম্পূর্ণ পত্রিকারচনার পরেই অনন্ত কাল তাঁহাকে ইহলোক হইতে হরণ করে; সুতরাং কবিবরের সে আশালতা ফলবতী হয় নাই; যে পাঁচখানি পত্রিকার অসম্পূর্ণ অংশ তিনি রচনা করিয়াছিলেন, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা মুদ্রিত হইল।

যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-রাজবালা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী
বলিতে সোহাগে যারে, নর-কুল-রাজা
তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল,
ভবসুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি।
দাবানলে দগ্ধ হেরি বন মৃগ যথা—
কুরঙ্গী শাবক সব লয়ে সঙ্গে চলে,
না জানে কোথা আবার আশ্রয় পাইবে।
হে রাজন্, শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে
চলিল শর্ম্মিষ্ঠা দাসী, কোথায় কে জানে
আশ্রয় পাইবে তারা? মনে রেখো তুমি।
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
আঁচল। বুঝিয়া তবু দেখ, প্রাণপতি,
কে তুমি, কে আমি, নাথ, কি হেতু আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?
কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে,
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে?

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আর কত দিন, শৌরি, জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধীনী রমা?—কহ তা রমারে।
না পশে এ দেশে, নাথ, রবিকর-রাশি,
না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু বিতরি,
স্থিরপ্রভা-ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা-রূপী
বিভা, জন্মি রত্নজালে উজলয়ে পুরী;
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা দুঃখিনী।
বাম দামোদর; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীকে যবে, হে মধুর-ভাষি,
"যাও, প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলি-পুটে—
দেখ দাঁড়াইয়া ওই। বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধুতীরে; আজি" হায়, না জানিনু,
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্ব্বাসার রোষে।

নলের প্রতি দময়ন্তী

পঞ্চদেবে বঞ্চি সাধে স্বয়ংবরস্থলে
পূজিল রাজীব-পদ তব যে কিঙ্করী,
নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্দ্ধ-বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যবে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।

ইতি বীরাঙ্গনাকাব্যে দ্বিতীয়াংশ।

সিংহল-বিজয়

স্বর্ণ-সৌধে সুরাধরা যক্ষেন্দ্র-মোহিনী
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা-নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি দেখিলা,
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে।
রুষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা;—
"হেদে দেখ শশিমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে
সুধীর বীরেন্দ্র আজি কমলা-আদেশে!
কি লজ্জা, থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
রাজ্য ওরে আমি, সই! উদ্যান-স্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে?
জ্বলে রাগে দেহ যদি স্মরি, শশিমুখি,
কমলার অহঙ্কার; দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা?
জলধি জনক তাঁর, তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা, লো সই, ডাক্ সারথিয়ে
আনিতে পুষ্পকে হেথা, বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি প্রভঞ্জনে লয়ে,
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে।"
স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
ঘর্ঘরি, হ্রেষিল অশ্ব পদ-আস্ফালনে
সৃজি বিস্ফুলিঙ্গ-বৃন্দ। চড়িল স্যন্দনে
আনন্দে সুন্দরী আজি বিমোহন-সাজে।

মহাভারতীয় ঘটনা অবলম্বনে

"দেখ দেব, চেয়ে দেখ"—কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে;—"আসিছেন ধীরে
নিশীথিনী, নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি,
শিবির-বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি,
মহারথ! রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূ-নত শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশু-শিরে অবিরল বহি
জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে

সে শিশু।" লইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির-বাহিরে শূরে—ভগ্ন-উরু রণে।
মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পাড়িলা ভূতলে
উত্তরী; বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি;—
"কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচার্য্য রথি?
পড়িনু ভূতলে, প্রভু, মাতৃ-গর্ভ ত্যজি,
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অন্তিমে? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে!
কি শয্যায় সুপ্ত আজি কুরুবীর্য্যরূপী
গাঙ্গেয়? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্য রথী?
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ, আর রাজা যত
ক্ষত্র পুষ্প, দেব? কি সাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্য্যোধন আজি?
যথা বনমাঝে বহ্নি জ্বলি নিশাযোগে
আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে
সর্ব্বভুক্—রাজদলে আহ্বানি এ রণে
বিনাশিনু আমি, দেব! নিঃক্ষত্র করিনু
ক্ষত্রপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র নিজ কর্ম্মদোষে;—
কি কাজ আমার আর বৃথা রাজভোগে
নির্ব্বাণ পাবক আমি, তেজঃ-শূন্য, বলি,
ভস্মমাত্র; এ যতন বৃথা কেন তব?
সরায়ে উত্তরী শূর বসিলা ভূতলে;—
নিকটে বসিলা কৃপ, কৃতবর্ম্মা রথী—
বিষাদে নীরব দোঁহে। আসি নিশীথিনী
(মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি
উচ্চবায়ুরূপশ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি)
বৃষ্টিচ্ছলে অশ্রুবারি ফেলিয়া ভূতলে
কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ম্মা-পানে
রাজেন্দ্র;—"এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচূড়ামণি,
ক্ষত্রকুলোদ্ভব, কহ কে আছে ভারতে
যে না ইচ্ছে মরিবারে? যেখানে যে কালে
আক্রমেন যমরাজ, সমপীড়াদায়ী
দণ্ড তাঁর;—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
সম ভয়ঙ্কর, প্রভু, সে ভীম-মূরতি!
কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আশঙ্কা না করি
আমি; এই সাধ ছিল চিরকাল মনে,
যে স্তম্ভের বলে শির উঠায় আকাশে
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তম্ভের রূপে
ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা—ধরিনু স্ববলে
ভূভারতে;—ভূপতিত এবে কালে আমি।
দেখ চেয়ে, চারিদিকে ভগ্ন শত-ভাগে
সে সু-অট্টালিকা চূর্ণ এ ঘোর পতনে।
গড়ায় এ ক্ষেত্রে পড়ি গৃহ-চূড় কত।
আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে?
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য, দেখ,
রকত-বরণে, দেখ, সহসা আকাশে
উদিছেন ঐ কৌরববংশ-আদি যিনি
নিশানাথ! দুর্য্যোধনে ভূশয্যায় হেরি—
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি?"
পাণ্ডবশিবির-পানে ক্ষণেক নিরখি
উত্তরিলা কৃপাচার্য্য;—"হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র, যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব, সর্ব্বভুক্‌রূপে!
রিপুকুল-চিতা, দেব, জ্বলিয়া উঠিল,
কি বিবাদ আর তবে? মরিছে শিবিরে
অগ্নিতাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি;
পুড়িছে অর্জ্জুন, রায়, তার শরানলে
পুড়িল যেমতি হেথা সৈন্যদল তব!
অন্তিমে পিতায় স্মরে যুধিষ্ঠির এবে,
নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ!
আর আর বীর যত, এ কাল সমরে
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদগ্ধ বনে
আশে-পাশে তরু যথা—দেখ মহামতি!"

রসাল ও স্বর্ণলতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে;—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে!
নিদারুণ তিনি অতি,
নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই ক্ষুদ্রকায়া করি সৃজিল তোমারে।
মলয় বহিলে হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকরভরে তুমি পড় লো হেলিয়া।
বন-বৃক্ষকুল-স্বামী
হিমাদ্রি-সদৃশ আমি,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া।
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন-তাপন
আমি কি লো ডরাই কখন্,
দূরে রাখি গাভীদলে,
রাখাল আমার তলে,
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র-পালন!
আমার প্রসাদে ভুঞ্জে পথগামী জন।

কেহ অন্ন রাঁধি খায়,
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়,
এ রাজ-চরণে !
শীতলিয়া মোর ভয়ে
সদা আসি সেবা করে,
মোর অতিথির হেথা আপনি পবনে,
মধুমাখা ফল মম বিখ্যাত ভুবনে।
তুমি কি তা জান না, ললনে ?
দেখ মোর ডালরাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে।
ধন্ত মোর জনম সংসারে।
কিন্তু তব দুঃখ দেখি নিত্য আমি দুঃখী,
নিন্দ বিধাতায়, তুমি নিন্দ, বিধুমুখি !"
নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ, গম্ভীর-স্বননে
আইলেন প্রভঞ্জন
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
মহাবাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি
হায় বায়ুবলে
হারাইলা আয়ুসহ দর্প বনস্থলে !
উচ্চশির যদি তুমি কুল-মান-ধনে,
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে,
এই উপদেশ দিলা কবি এ কৌশলে।

সিংহ ও মশক

শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল,—
ভবতলে যত নর,
ত্রিদিবে যত অমর,
আর যত চরাচর,
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।
হুলরূপ শূলে বীর সিংহেরে বিঁধিল ;
অধীর ব্যথায় হরি
উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি,
কহিলা ;—"কে তুই, কেন
বৈরিভাব তোর হেন ?
গুপ্তভাবে কি জন্ত লড়াই,
সম্মুখসমর কর্, তাই আমি চাই।
দেখিব বীরত্ব কত দূর,
আঘাতে করিব দর্প চূর,
লক্ষ্মণের মুখে কালি,
ইন্দ্রজিতে জয়ডালি,
দিয়াছে এ দেশে কবি !"
কহে মশা,—"ভীরু মহাপাপী,
যদি বল থাকে বিষমপ্রতাপী,
অন্তায় স্তায় ভাবে,
ক্ষুধায় যা পায় খাবে,
ধিক্ দুষ্টমতি।
মারি তোরে বনজীবে দিব রে মুকতি।"
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে,
ভীম-দুর্য্যোধনে,
ঘোর গদারণে
হ্রদ-দ্বৈপায়নে,
তীরস্থ যে রণচ্ছায়া পড়িলে সলিলে,
ডরাইয়া জলজীবী জলজন্তুচয়ে,
সভয়ে মনেতে সবে ভাবিল প্রলয়ে
বুঝি এ বীরেন্দ্রদ্বয় এ সৃষ্টি নাশিল !
মেঘনাদ মেঘের পিছনে
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে,
কেহ তারে মারিতে না পায়,
ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে, এসে যায়,
জরজরি শ্রীরামের কটক লঙ্কায় !
কভু নাকে কভু কানে,
ত্রিশূল সদৃশ হানে,
হুল মশাবীর,
না হেরি অরিরে হরি,
মুহুর্ম্মুহুঃ নাদ করি,
হইলা অধীর।
হায়, ক্রোধে হৃদয় ফাটিল,—
গতজীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল।
ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি অবহেলে যারে,
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে,
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।

কুক্কুট ও মণি

খুঁটিতে খুঁটিতে খুদ কুক্কুট পাইল
একটি রতন,—
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল ;—
"ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন ?"

বণিক্ কহিল ;—"ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন বুঝি দুটি নাই।"
হাসি কুক্কুট, শুনি—"তণ্ডুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি, কি আছে তুলনা ?"

"নহে দোষ তোর, মূঢ়, দৈব এ ছলনা
জ্ঞানশূন্য করিল গোঁসাই ?"
এই কয়ে বণিক্ ফিরিল।
মূর্খ যে, বিদ্যার মূল কভু কি সে জানে ?
নরকুলে পশু বলি লোকে তারে মানে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভাগে।

পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্র-প্রহরণে
পর্ব্বত-কুলের পাখা ; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে,
পঞ্চকোট ! (রয়েছ যে লঙ্কায় যেমতি
কুম্ভকর্ণ, রক্ষঃ, নর-বানরের রণে
শূন্যপ্রাণ, শূন্যবল, তবু ভীমাকৃতি)
রয়েছ যে প'ড়ে হেথা, অন্য সে কারণে।
কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যার স্বর্ণ-জ্যোতিঃ
উজ্জ্বলিত মুখ তব ? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়াগি তোমায়
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই এ স্থলে
মনোদুঃখে মৌনভাব তোমার ; কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে ?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।

পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী

হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে।
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরি—
পদ্মাসন উজলিত শত রত্ন করে,
দুই মেঘ-রাশি-মাঝে শোভিছে অম্বরে
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
আলো করি দশ দিশ ; হেরিনু নয়নে
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী যেন কৈলাস-সদনে।

কহিলা বাগ্‌দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে) ;
"বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী,
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি।"

সুভদ্রাহরণ

কেমনে ফাল্গুনি শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি যদুবৃন্দে) চারু-চন্দ্রাননা
ভদ্রায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে,
বাগ্‌দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি স্তুতি, না জানি কি ক'রে
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায় ; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে ;
কিন্তু মা'র প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার ? উর, দেবি, উর গো আসরে,
আইস, মা, এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জ্বালা, বিহঙ্গম যথা—
কারাবদ্ধ পিঞ্জরায়, কভু কভু ভুলে
কারাগার-দুঃখ স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে।
ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
কৌতুকে করিলা বাস, আপনি ইন্দিরা
(জগত-আনন্দময়ী) নব রাজপুরে
উরিলা, লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
রাজশ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে।
এ মঙ্গল-বার্ত্তা পেয়ে নারদের মুখে
শচী বরাঙ্গনা দেবী বৈজয়ন্ত-ধামে
রুষিলা। জ্বলিল পুনঃ পূর্ব্বকথা স্মরি
দাবানলরূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে,
দগধি পরাণ তাপে। "হা ধিক্" ভাবিলা
বিরলে মানিনী মনে—"কি সাধ জীবনে ?
আর কি মানিবে কেহ এ তিন জগতে
অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে ? কেন দিলি আরে
অনন্ত-যৌবন-কান্তি তুই, পোড়া বিধি ?
হায়, কারে কব দুঃখ ? মোরে অপমানি,
ভোজরাজ-বালা কুন্তী কুল-কলঙ্কিনী—

পাপীয়সী—তার মান বাড়াল কুলিশী !
যৌবন-কুহকে ধিক্‌, যে ব্যভিচারিণী
মজাইল দেবরাজে, মোরে লাজ দিয়া,
অর্জ্জুন জারজ তার—নাহি কি শকতি
আমার, ইন্দ্রাণী আমি, মারিতে পামরে
এ পোড়া চ'খের বালি ? দুর্য্যোধনে দিয়া
গড়াইনু জতুগৃহ ; সে ফাঁদ এড়ায়ে
পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পাঞ্চালে,
লক্ষ্য বিঁধি লক্ষরাজে বিমুখি সংগ্রামে।
অহিত সাধিতে হায় হিতাশী হইনু—
আমি, ভাগ্যগুণে তার। কি ভাগ্য ! কে জানে,
কোন্ দেবতার বলে বলী এ ফাল্গুনি ?
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে
দেবেন্দ্র। হে ধর্ম্ম, তুমি পার কি সহিতে
এ আচার চরাচরে ? কি বিচার তব ?
উপপত্নী কুন্তীর জারজ পুত্র প্রতি
এ যত্ন ! কারে কব এ দুঃখের কথা,
কার বা শরণ এবে লব এ বিপদে ?"
কঙ্কণমণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে
ললনা, রতনময় কাঁচলি ভিজায়ে—
বহিল আঁখির জল ; শিশির যেমতি
হিমকালে পড়ি আর্দ্রে কমলের দলে।

কবিতাবলী সম্পূর্ণ

মাইকেল মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

(নাটকাবলী)

কৃষ্ণকুমারী নাটক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ভীমসিংহ	...	...	উদয়পুরের রাজা।
বলেন্দ্রসিংহ	...	...	রাজভ্রাতা।
সত্যদাস	...	...	রাজমন্ত্রী।
জগৎসিংহ	...	...	জয়পুরের রাজা।
নারায়ণ মিশ্র	...	...	রাজমন্ত্রী।
ধনদাস	...	...	রাজসহচর।
অহল্যাদেবী	...	...	ভীমসিংহের পাটেশ্বরী।
কৃষ্ণকুমারী	...	...	ভীমসিংহের দুহিতা।

তপস্বিনী, বিলাসবতী, মদনিকা, ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী ইত্যাদি।

কৃষ্ণকুমারী নাটক

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—রাজগৃহ

(রাজা জগৎসিংহ, পশ্চাতে পত্র-হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। আঃ, কি বিপদ্! তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম কত্তে দেবে না? তুমি যা হয় একটা বিবেচনা কর গে না?

মন্ত্রী। মহারাজ! অনন্তদেবই পৃথিবীর ভার সর্ব্বদা সহ্য করেন। তা আপনি এতে বিরক্ত হবেন না।

রাজা। হা—হা! মন্ত্রিবর! অনন্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি এক জন ক্ষুদ্র মনুষ্যমাত্র। আহার, নিদ্রা, সময়বিশেষে আরাম—এ সকল না হ'লে জীবন রক্ষা করা দুষ্কর। তা দেখ, আমার এখন আলস্য বোধ হচ্চে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি? যবনদল কিংবা মহারাষ্ট্রের সৈন্য ত এই মুহূর্ত্তেই এ নগর আক্রমণ কত্তে আস্‌ছে না?

(ধনদাসের প্রবেশ)

আরে ধনদাস! এসো, এসো, তবে ভাল আছ তো?

ধন। আজ্ঞা, অধীন মহারাজের চিরদাস। আপনার শ্রীচরণ-প্রসাদে এর কি অমঙ্গল আছে?

মন্ত্রী। (স্বগত) প্রতুল হলো আর কি! একে মনসা, তায় আবার ধূনোর গন্ধ! এ কর্ম্মনাশাটা থাক্‌তে দেখছি কোন কর্ম্মই হবে না। দূর হোক, এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ করা পণ্ড-পরিশ্রম।

[প্রস্থান।

রাজা। তবে সংবাদ কি বল দেখি?

ধন। (সহাস্য-বদনে) মহারাজ! এ নিকুঞ্জবনে প্রায় সকল ফুলেই আপনার এক একবার মধুপান করা হয়েছে, নূতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্ডা, ধুতুরা প্রভৃতি গোটাকতক কদর্য্য ফুল বাকী আছে। কৈ? —জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না।

রাজা। সে কি হে? সাগর বারিশূন্য হলো না কি?

ধন। আর মহারাজ! এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে সাগরের আর কি বাকি থাকে?

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, তার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা ত নয়, সাতটা সাগর আছে।

রাজা। ধনদাস! তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। তবে উপায় কি বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন কচ্ছি। আপনি অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এখানি একবার আপনাকে দেখাবার নিমিত্তই আমি এখানে আন্‌লেম।

রাজা। (চিত্রপট অবলোকন করিয়া) বাঃ! এ কার প্রতিমূর্ত্তি হে? এমন রূপ ত আমি কখনও দেখি নাই।

ধন। মহারাজ! আপনি কেন, এ রূপ বোধ হয়, এ জগতে আর কেউ কখন দেখে নাই।

রাজা। তাই ত, আহা, কি চমৎকার রূপ! ওহে ধনদাস! এ কমলিনীটি কোন্ সরোবরে ফুটেছে, আমাকে বল্‌তে পার? তা হ'লে আমি বায়ু-গতিতে এখনই এর নিকটে যাই।

ধন। মহারাজ! এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হ'লে কি হবে? এ বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে। এর চারিদিকে রুদ্রচক্র অহর্নিশি

ঘুরুছে। একটি ক্ষুদ্র মাছিও এর নিকটে যেতে পারে না।

রাজা। কেন? বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি শুনি?

ধন। আজ্ঞা, মহারাজ—

রাজা। বলই না কেন, তায় দোষ কি?

ধন। মহারাজ! ইনি উদয়পুরের রাজদুহিতা, এঁর নাম কৃষ্ণকুমারী।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) বটে! (পট অবলোকন করিয়া) ধনদাস! তুমি যে বলছিলে, এ সুধা চন্দ্র-লোকে থাকে, সে যথার্থ বটে। আহা! যে মহদ্বংশে রাজসিংহ জন্মগ্রহণ করেছেন, যে বংশের যশঃ-সৌরভে এ ভারতভূমি চির-পরিপূর্ণ, সে বংশে এরূপ অনুপমা কামিনীর সম্ভব না হ'লে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত-পুষ্পের সৃজন করেছেন, তিনি এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন। আহা, দেখ ধনদাস—

ধন। আজ্ঞা করুন।

রাজা। তুমি বংশনিদান বাপ্পারাওয়ের যথার্থ নাম কি, তা জান ত?

ধন। আজ্ঞা না।

ধন। সে মহাপুরুষকে লোকে আদর ক'রে বাপ্পা নাম দিয়েছিল; তাঁর যথার্থ নাম শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপটখানি দেখলেই বিলক্ষণ জানা যায়।

ধন। কেমন ক'রে মহারাজ?

রাজা। মর্ মূর্খ! ভগবতী মন্দাকিনী শৈল-রাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন কি না?

ধন। (স্বগত) মাছ ভাজা টোপটি ত গিলেছেন! এখন এঁকে কোনক্রমে ডাঙায় তুল্‌তে পাল্লে হয়!

রাজা। দেখ, ধনদাস!

ধন। আজ্ঞা করুন, মহারাজ!

রাজা। তুমি চিত্রপটখানি আমাকে দাও।

ধন। মহারাজ! এ অধীন আপনার ক্রীতদাস। এর যা কিছু আছে, সকলই মহারাজের! তবে কি না—তবে কি না—

রাজা। তবে কি বল?

ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখানি এ দাসের নয়, তা হ'লে মহারাজকে এক্ষণেই দিতাম। উদয়পুর থেকে আমার এক জন বান্ধব এ নগরে এসেছেন, তিনিই আমাকে এ চিত্রখানি বিক্রয় কত্তে দিয়েছেন।

রাজা। বেশ তো—তোমার বান্ধবকে এর উচিত মূল্য দিলেই ত হবে।

ধন। (স্বগত) আর যাবে কোথা? এইবার ফাঁদে ফেলেছি। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা, হবে না কেন? তিনি বিক্রয় কত্তে এসেছেন; যথার্থ মূল্য পেলে না দেবেন কেন? তবে কি না, তিনি যে মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছু অধিক বোধ হয়।

রাজা। ধনদাস! এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রত্ন। ভাল, বল দেখি, তোমার বান্ধব কত চান?

ধন। (স্বগত) অমূল্য রত্ন বটে! তবে আর ভয় কি? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! তিনি বিশ সহস্র মুদ্রা চান। এর কমে কোনমতেই বিক্রয় কত্তে স্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাঁকে ষোল সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি—

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান, তাই দেওয়া যাবে। আমি কোষাধ্যক্ষকে এক পত্র দি, তুমি তার কাছে থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার বন্ধুকে দিও। কৈ, এখানে যে লিখিবার উপকরণ নাই?

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই সব এনে প্রস্তুত ক'রে দি!

রাজা। তবে আন।

ধন। যে আজ্ঞা, আমি এলেম ব'লে।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভীমসিংহের যে এখন একটি সুন্দরী কন্যা আছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। হে রাজলক্ষ্মি! তুমি কোন্ ঋষিবরের অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্ছো?

(মসীভাজন প্রভৃতি লইয়া ধনদাসের পুনঃ প্রবেশ)

ধন। এই এনেছি। (রাজার উপবেশন এবং লিপিকরণ) (স্বগত) মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফললাভ হল। এখন দেখা যাক্, শেষটা কি দাঁড়ায়। কৌশলের ত্রুটি হবে না। তার পর আর কিছু না হয়, জান্‌লেম, চোরের রাত্রিবাসই লাভ। আর মন্দই বা কি? কোন ব্যয় নাই, অথচ বিলক্ষণ লাভ হলো।

রাজা। এই নাও। (পত্রদান)

ধন। মহারাজ! আপনি স্বয়ং দাতাকর্ণ।

রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান কল্লে এতে তোমার কাছে আমি চিরবাধিত থাকলেম।

ধন। মহারাজ! আমি আপনার দাসমাত্র। দেখুন মহারাজ! আপনি যদি এ দাসের কথা শোনেন, তা হ'লে আপনার অনায়াসে এ স্ত্রীরত্নটি লাভ হয়।

রাজা। (উঠিয়া) বল কি ধনদাস? আমার এমন অদৃষ্ট হবে?

ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয়-ইচ্ছা প্রকাশ করবামাত্রেই আপনার সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই। আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ বংশে অনেকবার বিবাহ করেছেন; আর আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্ব্বপ্রকারেই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র। যেমন পাঞ্চালদেশের ঈশ্বর দ্রুপদ তাঁহার কৃষ্ণাকে পৌরব-কুলতিলক পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুন্‌লে মহারাজ ভীমসিংহও সেইরূপ হবেন।

রাজা। হাঁ—উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহ করেন বটে, কিন্তু মহারাজ ভীমসিংহ নিতান্ত অভিমানী, যদি তিনি এ বিষয়ে অসম্মত হন, তবে ত আমার আর মান থাকবে না।

ধন। মহারাজ! আপনি সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি। মহোদয় ব্যক্তিরা আপনাদের গুণ-বিষয়ে প্রায়ই আত্মবিস্মৃত। এই জন্যে আপনি আপন মাহাত্ম্য জানেন না। জনকরাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন?

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তুমি একবার মন্ত্রিবরকে ডাক দেখি।

ধন। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়। এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম সফল হবে। (উপবেশন)

(মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃ প্রবেশ)

মন্ত্রী। দেব! অনুমতি হয় ত, এ পত্র মহারাজের সম্মুখে পাঠ করি।

রাজা। (সহাস্যবদনে) না, না, ও সব সন্ধ্যার পরে দেখা যাবে। এখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন কথা আছে।

মন্ত্রী। (বসিয়া) আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ মন্ত্রিবর! মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সন্তান-সন্ততি আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ, আছে।

রাজা। কয় পুত্র, কয় কন্যা, তা তুমি জান?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীর্ব্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে।

ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা না কি পরমসুন্দরী?

মন্ত্রী। লোকে বলে যে, যাজ্ঞসেনী স্বয়ং পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ধন। তবে মহাশয়, আপনি আমাদের মহারাজের সঙ্গে এ রাজকুমারীর বিবাহের চেষ্টা পান না কেন? মহারাজও ত স্বয়ং নর-নারায়ণ-অবতার।

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? তবে কি না, এতে যৎকিঞ্চিৎ বাধা আছে।

রাজা। কি বাধা?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ! মরুদেশের মৃত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল; পরে তিনি অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, নরপতি মানসিংহ না কি এই কন্যার পাণিগ্রহণ কত্তে ইচ্ছা করেন।

রাজা। বটে! বামন হয়ে চাঁদে হাত! এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দত্তক-পুত্র, এ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট। তা এ আবার কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ কত্তে চায়? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা রাবণ বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র? দেখ মন্ত্রি! তুমি এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও। আমি এ রাজকন্যাকে বরণ কর্‌বো। (উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল না দিয়ে ক্ষান্ত হব না।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! এ কি ঘরাও বিবাদের সময়? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুর্দ্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।

রাজা। আঃ, দেশ-বৈরিদল! তুমি যে দেশবৈরিদলের কথা ভেবে ভেবে একেবারে বাতুল হ'লে? এক দিল্লীর সম্রাট্‌, তিনি ত এখন বিষহীন ফণী। আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজার কথা বল, সেটা ত নিতান্ত লোভী, যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিলেই তার সন্তোষ। তা যাও, তুমি এখন যথাবিধি দূত প্রেরণ কর গে। মানসিংহের কি সাধ্য যে, সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে?

ধন। (জনান্তিকে) মহারাজ, এ দাসকে পাঠালে ভাল হয় না?

রাজা। (জনান্তিকে) সে ত ভালই হয়। তুমি এক জন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়, তোমার যাওয়ায় হানি কি? (প্রকাশ্যে) দেখ মন্ত্রি! তুমি ধনদাসকে উদয়পুরে পাঠিয়ে দাও!

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ! (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আপনি তবে আমার সঙ্গে আসুন। এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, সেটা স্থির করা যাক গে।

রাজা। যাও, ধনদাস, যাও।

ধন। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[মন্ত্রী এবং ধনদাসের প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা! এমন মহার্হ রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে? তা দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদাস অত্যন্ত সুচতুর মানুষ, ও যদি সুচারুরূপে এ কর্ম্মটা নির্ব্বাহ কত্তে না পারে, তবে আর কে পারবে?

(ধনদাসের পুনঃ প্রবেশ)

ধন। মহারাজ,—

রাজা। কি হে, তুমি যে আবার ফিরে এলে?

ধন। আজ্ঞে, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা কথার ঐক্য হচ্ছে না, তারই জন্যে আবার রাজসম্মুখে এলেম।

রাজা। কি কথা?

ধন। আজ্ঞে, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে নিলে ভাল হয়; কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপত্তি করেন যে, তা কত্তে গেলে অনেক অর্থের ব্যয় হবে।

রাজা। হা হা হা! বৃদ্ধ হ'লে লোকের এমনি বুদ্ধিই ঘটে! তবে মন্ত্রীর ইচ্ছা যে, তুমি একলা যাও?

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

রাজা। কি লজ্জার কথা! একে ত মহারাজ ভীমসিংহ নিতান্ত অভিমানী, তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ত্রুটি হয়, তা হ'লেই বিপরীত ঘটে উঠবে।

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এ দাসও তাই বলছিল।

রাজা। আচ্ছা, তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বল গে, তিনি তোমার সঙ্গে এক শত অশ্ব, পাঁচটা হস্তী আর এক সহস্র পদাতিক প্রেরণ করেন, এ বিষয়ে কৃপণতা কল্লে কাজ হবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে কুবের, আর বুদ্ধিতে স্বয়ং বৃহস্পতি-অবতার! বিবেচনা ক'রে দেখুন দেখি, যখন সুরপতি বাসব সাগর-মন্থন ক'রে অমৃতলাভের বাসনা করেছিলেন, তখন কি তিনি সেই বৃহৎ ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন?

রাজা। দেখ, ধনদাস।

ধন। আজ্ঞা করুন।

রাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়ন্তীর নিকট দূত ক'রে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখো ধনদাস! আমার কর্ম্ম যেন নিষ্ফল না হয়।

ধন। মহারাজ! আপনার কর্ম্মসাধন কত্তে যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তুত; কিন্তু রাজ-চরণে আমার একটি নিবেদন আছে।

রাজা। কি?

ধন। মহারাজ! নলরাজা যে হংসকে দূত ক'রে পাঠিয়েছিলেন, তার সোনার পাখা ছিল; এ দাসের কি আছে মহারাজ?

রাজা। (সহাস্যবদনে) এই নাও। তুমি এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর।

ধন। মহারাজ! আপনি স্বয়ং দাতাকর্ণ।

রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি মন্ত্রীর নিকটে গিয়ে অদ্যই যাতে যাত্রা করা হয়, এমন উদ্যোগ কর গে। যাও, আর বিলম্ব ক'রো না। আমি এখন বিলাস-কাননে গমন করি।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন কর। আমার যা কর্ম্ম, তা হয়েছে। (পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন। কোথায় উদয়পুরের এক জন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনামূল্যেই হস্তগত করা হলো; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় ক'রে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ কল্লেম। এ কি সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম? হা হা হা! বিশ সহস্র মুদ্রা! হা হা হা! মধ্যে থেকে আবার এই অঙ্গুরীটি লাভ হয়ে গেল। (অবলোকন করিয়া) আহা! কি চমৎকার মণিখানি! আমার পিতামহও এমন বহুমূল্য মণি কখনও দেখেন নাই। যা হোক্, ধন্য ধনদাস! কি কৌশলই শিখেছিলে! জ্যোতির্ব্বেত্তারা ব'লে থাকেন যে, গ্রহদল রবিদেবের সেবা ক'রে তাঁর প্রসাদেই তেজ লাভ করেন; আমরাও রাজ-অনুচর,

তা আমরা যদি রাজ-পূজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে কর্‌বো? তা এই ত চাই। আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হ'লে কাজ চলে? কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয়, কখন বা লোকের অহেতু দোষারোপ কত্তে হয়, কারো বা ছুটো অসত্য কথায় মন রাখতে হয়, আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয়, এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ যেমন ক'রে হোক্, আপনার কার্য্য উদ্ধার করা চাই। তা না ক'রে যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত ক'রে ফেলে, সেটা কি মানুষ? হুঁ, তার মন ত বেশ্যার দ্বার বল্লেই হয়। কোন আবরণ নাই; যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কত্তে পারে। এরূপ লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার, আর পরকালে—পরকাল কি? পরকালে বাপ নির্ব্বংশ—আর কি? হা হা! যাই, অগ্রে ত টাকাগুলো হাত করি গে, পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঃ! সেটা আবার বিষম কণ্টক! ভাল, দেখা যাক্, মন্ত্রী ভায়ার কত বুদ্ধি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ

(বিলাসবতী)

বিলাস। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে আজ এত বিলম্ব কচ্চেন, এর কারণ কি? (দীর্ঘ-নিশ্বাস) ভাল, আমি লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অনুরাগী হলেম কেন? এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস কর্‌বো মনে করেছিলেম, পোড়া মদনের কৌশলে আমি আবার তার দাসী হলেম যে! আমি কি পাখীর মত আহারের অন্বেষণে জালে পড়লেম? তা না হ'লে রাজাকে না দেখে আমার মন এত চঞ্চল হয় কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস) রাজার আসবার সময় হয়েছে, আমাকে আজ কেমন দেখাচ্চে, কে জানে?

(দর্পণের নিকট অবস্থিতি)

(মদনিকার প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) ওলো মদনিকে! একবার দেখ্ ত ভাই, আমার মুখখানা আর্‌সীতে কেমন দেখাচ্চে?

মদ। আহা, ভাই! যেন কনকপদ্ম বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে। তা ওসব মরুক গে যাক্। এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা আগে মন দিয়ে শোন।

বিলাস। কি ভাই, মহারাজ কি আসছেন?

মদ। আর মহারাজ! মহারাজ কি আর তোমার আছেন যে আস্‌বেন?

বিলাস। কেন? কেন? সে কি কথা? কি হয়েছে শুনি।

মদ। আর শুনবে কি? ঐ যে ধনদাস দেখছো, ওকে তুমি ভাল ক'রে চেনো না। ও পোড়ারমুখোর মত বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর ছুটি আছে?

বিলাস। কেন? সে কি করেছে?

মদ। কি আর কর্‌বে? তুমি যত দিন তার উপকার করেছিলে, তত দিন সে তোমার ছিল; এখন সে অন্য পথ ভাবচে।

বিলাস। বলিস্ কি লো! আমি তোর কথা কিছুই বুঝতে পাল্লেম না।

মদ। বুঝবে আর কি? তুমি উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের নাম শুনেছ?

বিলাস। শুন্‌বো না কেন? তিনি হিন্দুকুলের মণি, তাঁর নাম কে না শুনেছে?

মদ। তোমার প্রিয়বন্ধু ধনদাস সেই রাজার মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দিবার চেষ্টা পাচ্ছে।

বিলাস। এ কথা কে বল্লে?

মদ। কেন? নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, এ কথা সকলেই জানে। ধনদাস যে স্বয়ং কা'ল সকালে পত্র কত্তে উদয়পুর যাত্রা কর্‌বে। ও কি ও? তুমি যে কাঁদতে বস্‌লে? ছি ছি! এ কথা শুনে কি কাঁদতে আছে? মহারাজ ত তোমার স্বামী নন যে, তোমার সতীনের ভয় হলো?

বিলাস। যা, তুই এখন যা— (রোদন)

মদ। ও মা! এ কি, তোমার চক্ষের জল যে আর থামে না। কি আপদ্! আমি যদি ভাই এমন জানতেম, তা হ'লে কি আর এ কথা তোমাকে শোনাই? ঐ যে ধনদাস এ দিকে আস্‌ছে। দেখ ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ কত্তে চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চোখের জল ফেল্লে কি হবে? তোমার চক্ষে জল দেখে কি মহারাজ ভুলবেন, না ধনদাস ডরাবে?

বিলাস। আয় ভাই, তবে আমরা একটু স'রে দাঁড়াই। ঐ ধনদাস আস্‌ছে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে। (অন্তরালে অবস্থিতি)

(ধনদাসের প্রবেশ)

ধন। (স্বগত) হা হা! মন্ত্রী ভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈন্য পাঠাতে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন, কিন্তু এমন কৌশলটা কল্লেম যে, ভায়ার আমার মতেই শেষে মত দিতে হলো। হা হা! রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাঁদে সকলকেই পড়তে হয়। শর্ম্মা আপন কর্ম্মটি ভোলেন না। এই আপাততঃ সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্যে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, সেটা হাত কত্তে হবে, আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে অনুরাগটি ছিল, তার ত দিন দিন হ্রাস হয়ে আস্‌ছে। এখন আর কেন? এর দ্বারা ত আমার আর কোন উপকার হ'তে পারে না। তবে কি না, স্ত্রীলোকটা পরমা সুন্দরী। ভাল, তা একবার দেখাই যাক্ না কেন? (প্রকাশ্যে) কৈ হে, বিলাসবতী কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না?

(বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ)

বিলাস। কি হে ধনদাস! তবে কি ভাবছিলে বল দেখি শুনি?

ধন। আর কি ভাববো ভাই! তোমার অপরূপ রূপের কথাই ভাবছিলেম।

বিলাস। আমার অপরূপ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে, বল দেখি?

ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে ভাই? আমার এই চক্ষু দুইটি শিখিয়ে দিয়েছে।

বিলাস। বেশ! বেশ। ওহে ধনদাস, তুমি যে এক জন পরম রসিকপুরুষ হয়ে পড়লে হে!

ধন। আর ভাই, না হয়ে কি করি? দেখ, গৌরীর চরণস্পর্শে একটা পাষাণ মহারত্নের শোভা পেয়েছিল—তা এ ধনদাস ত তোমারই দাস!

বিলাস। ভাল, ধনদাস! তুমি না কি মহারাজের কাছে একখানি চিত্রপট বিশ হাজার টাকায় বিক্রী করেছ?

ধন। অ্যাঁ—তা—না—। এ—এ কথা তোমাকে কে বল্লে?

বিলাস। যে বলুক না কেন? কথাটা সত্য ত?

ধন। না না, এমন কথা তোমাকে কে বল্লে? তুমিও যেমন ভাই, আজকাল বিশ হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে?

বিলাস। এ আবার কি? তুমি ভাই এ অঙ্গুরীটি কোথায় পেলে?

ধন। (স্বগত) আঃ! মাগী ত ভারী জ্বালাতে আরম্ভ কল্লে হে! (প্রকাশ্যে) এ অঙ্গুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন।

বিলাস। বটে! তাই ত বলি! ভাল, ধনদাস! মরুভূমি আকাশের জল পেলে যেমন যত্নে রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু পেলে তেমনি যত্নে রাখ; না?

ধন। কে জানে ভাই, তুমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

বিলাস। না, তা পার্‌বে কেন? তোমার মত সরল লোক ত আর দুটি নাই। আমি বল্‌ছিলেম কি যে, মরুভূমি যেমন জল পাবামাত্রেই তাকে একেবারে শুষে নেয়, তুমিও রাজার কোন দ্রব্যাদি পেলে ত তাই কর? সে যাক্ মেনে, এখন আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি না কি উদয়পুরের রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দিবার চেষ্টা পাচ্ছো?

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ বাঘিনী আবার এ সব কথা কেমন ক'রে শুনলে?

বিলাস। কি গো ঘটক মহাশয়! আপনি যে চুপ ক'রে রইলেন?

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বল্লে বল ত?

বিলাস। মিছে কথা বৈ কি! আমি তোমার ধূর্ত্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ ক'রে টের পেয়েছি। তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, আর আমাকে যে সব কথা বলেছ, সে সব মহারাজ শুন্‌লে তোমাকে উদয়পুরের ঘটকালী কত্তে না পাঠিয়ে একেবারে যমপুরে পাঠাতেন, তা তুমি জান?

ধন। তা এখন তুমি বল্‌বেই ত! তোমার দোষ কি ভাই? এ কালের ধর্ম্ম! এ কলিকাল কি না! এ কালে যার উপকার কর, সে আবার অপকার করে। মনে ক'রে দেখ, ভাই, তুমি কি ছিলে আর কি হয়েছ! এখন যে তুমি এই রাজ-ইন্দ্রাণীর সুখভোগ কচ্ছ, সেটা কার প্রসাদে? তা এখন আমার চুকলি না কাট্‌লে চল্‌বে কেন? তুমি যদি আমার অপবাদ না কর্‌বে ত আর কে করবে? তুমিও ত এক জন কলিকালের মেয়ে কি না।

বিলাস। হাঁ, আমি কলিকালের মেয়েমানুষ—কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি-অবতার। তুমি আমাকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাও, কিন্তু সে সব কথা তুমি আপনি একবার মনে ক'রে দেখ দেখি। তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করালে? আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবু ধর্ম্মপথে ছিলেম; এখন ধনদাস! তুমিই বল দেখি, কোন্ দুষ্ট বেদে এ পাখীটিকে ফাঁদ পেতে ধরে এনে সোনার পিঞ্জরে রেখেছে? (রোদন)

ধন। (স্বগত) এ মেয়েমানুষটিকে আর কিছু বলা ভাল হয় না, এ যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুন্‌লে আর নিস্তার থাক্‌বে না। (প্রকাশ্যে) আমি ত ভাই তোমার হিত বৈ অহিত কখনও করি নাই। তা তুমি আমার উপর বৃথা রাগ কর কেন?

বিলাস। এ বিবাহের কথা তবে কে তুল্লে?

ধন। আমি কেমন ক'রে জান্‌বো?

বিলাস। কেমন ক'রে জান্‌বে? তুমি হ'চ্ছ এর ঘটক, তুমি জান্‌বে না ত আর কে জান্‌বে?

ধন। হা হা! তোমাদের মেয়েমানুষের এমনি বুদ্ধিই বটে! আর আমি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল তোমার উপকারের জন্য বৈ ত নয়। তুমি ভেবেছ যে, আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু।

(নেপথ্যে)। ওগো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন? মহারাজ তাঁকে একবার ডাক্‌ছেন।

ধন। ঐ শোন, আমি ভাই এখন বিদায় হই। তুমি এ বিষয়ে কোনমতেই ভাবিত হইও না। যদি মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবে আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নব যৌবন আর রূপ—এ ধনপতির ভাণ্ডার। (স্বগত) এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও, আমি ত এই তোমার মাথা খেতে চল্লেম!

[প্রস্থান।

বিলাস। (দীর্ঘনিশ্বাস ও স্বগত) এখন যে কি অদৃষ্টে আছে, কিছুই বলা যায় না। কৈ, মহারাজ ত আজ আর এলেন না।

মদ। কেমন ভাই! আমি যা বলেছিলেম, তা সত্য কি না? তবে এখন আর উপায় কি? এ বিবাহ হ'লে তুমি চিরকালের জন্য গেলে!

বিলাস। আর উপায় কি?

মদ। উপায় আছে বৈ কি! ভাবনা কি? ধনদাস ভাবে যে, ওর মতন সুচতুর পুরুষ আর দুটি নাই; কিন্তু এইবার দেখা যাবে, ও কত বুদ্ধি ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো, দুষ্টকে ঠকানো বড় কথা নয়।

বিলাস। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজগৃহ

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ)

অহল্যা। ভগবতি! আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন, আমি যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে, আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে বৈ ত নয়। আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ভগবতি! আমরা কি পাপ করেছি যে, বিধাতা আমাদের প্রতি এত বাম হলেন?

তপ। রাজমহিষি! আপনি এত উতলা হবেন না, সংসারের নিয়মই এই। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত, লোকে যাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল সুখ-ভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল লোক সাগর-পথে গমনাগমন করে, তারা কি সর্ব্বদাই শান্তবায়ু সহযোগে যায়? কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের গতিরোধ করে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহল্যা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি! সেই প্রবল ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে যে, সে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! আপনি যদি আমাদের দুরবস্থার কথা শোনেন, তা হ'লে—

তপ। দেবি! আমি চির-উদাসিনী। এ ভবসাগরের কল্লোল আমার কর্ণ-কুহরে প্রায়ই প্রবেশ কত্তে পারে না। তবে যে—

অহল্যা। (অতি কাতরভাবে) ভগবতি! মহারাজের বিরসবদন দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। আহা! সে সোনার শরীর একেবারে

যেন কালি হয়ে গেছে। বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা ?

তপ। মহিষি! সুবর্ণকান্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয়। তা আপনাদের এ দুরবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হ্রাস করবে না। দেখুন, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি পর্য্যন্ত ক্লেশ না সহ্য করেছিলেন ?

অহল্যা। ভগবতি ! আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন বনবাস করা ভাল। রাজপদ যদি সুখদায়ক হ'তো, তা হ'লে কি আর ধর্ম্মরাজ রাজ্যত্যাগ ক'রে মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন ?

তপ। হাঁ, সত্য বটে। ভাল রাজমহিষি! আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; বলি, আপনারা রাজকুমারীর বিবাহের বিষয় কি স্থির করেছেন, বলুন দেখি ?

অহল্যা। আর কি স্থির করবো ? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন আছে ? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি ! আপনাকে আর কি বলবো, আমি এমন একটু সময় পাই না যে, মহারাজের কাছে এ কথাটির প্রসঙ্গ করি।

তপ। সে কি মহিষি ? এ কর্ম্মে অবহেলা করা ত কোনমতেই উচিত হয় না। সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার যৌবনকাল উপস্থিত ; তা তার এ সময় বিবাহ না দিলে আর কবে দিবেন ? ঐ না মহারাজ এই দিকে আস্চেন ?

অহল্যা। ভগবতি ! একবার মহারাজের মুখপানে চেয়ে দেখুন। বিধাতঃ! এ হিন্দুকুল-সূর্য্যকে তুমি এ রাহু-গ্রাস হ'তে কবে মুক্ত করবে ? হায়, এ কি প্রাণে সয় ! (রোদন)

তপ। দেবি ! শান্ত হউন। আপনার এ সময়ে চঞ্চল হওয়া উচিত নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দূর ক্ষুণ্ণ হবেন, তা আপনি বিবেচনা করুন।

অহল্যা। ভগবতি ! মহারাজের এ দশা দেখলে আর কি বাঁচতে ইচ্ছা হয় ? হে বিধাতঃ! আমি কোন্ জন্মে কি পাপ করেছিলেম যে, তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে ? (রোদন)

তপ। (স্বগত) আহা, পতির দুঃখ দেখে পতিপরায়ণা স্ত্রী কি স্থির হ'তে পারে ? (প্রকাশ্যে) মহিষি! আপনি এখন একটু স'রে দাঁড়ান, পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবেন। (হস্ত ধরিয়া) আসুন, আমরা দুই জনেই একবার স'রে দাঁড়াই গে। (অন্তরালে অবস্থিতি)

(ভৃত্য সহিত রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ)

রাজা। রামপ্রসাদ—

ভৃত্য। মহারাজ !

রাজা। এই পত্রখানি সত্যদাসকে দে আয়, আর দেখ্, তাঁকে বলিস্ যে, এ সকলের উত্তর যেন আজই পাঠিয়ে দেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ !

রাজা। উত্তরের মর্ম্ম যা যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ !

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে বিধাতঃ ! একেই কি লোকে রাজভোগ বলে ?

তপ। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, চিরজীবী হউন।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি ! বহু দিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন ক'রে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, তা আর কি বলবো ? রাজমহিষী কোথায় ? তাঁকে যে এখানে দেখ্ছি নে ?

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, আবার এখনি আসবেন।

রাজা। ভগবতি ! আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন ?

তপ। আজ্ঞা—আমি তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ত ?

রাজা। এই যেমন দেখছেন। ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাকবেন কি না, তা ত বলা দুষ্কর।

তপ। মহারাজ! এমন কথা কি বলতে আছে ? মন্দাকিনী কি কখন শৈল-রাজগৃহ পরিত্যাগ করেন ? কমলা এ রাজভবনে ত্রেতাযুগ অবধি অবস্থিতি কচ্ছেন, শরৎকালের শশীর ন্যায় বিপদ-মেঘ হ'তে পুনঃ পুনঃ মুক্ত হয়ে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি শ্রীভ্রষ্ট হ'তে পারে ? আপনি এমন কথা মনেও করবেন না।

(অহল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ)

আসুন, মহিষি! আসুন।

অহল্যা। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ! এত দিনের পর একবার অন্তঃপুরে পদার্পণ কল্লেন, এও দাসীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

রাজা। দেবি! আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্লে অত্যন্ত লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি, আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছা-কৃত দোষে দোষী নই। তা এসো প্রিয়ে! বসো। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি! আপনি আসন পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন)

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ)

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার! মন্ত্রী মহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা। কৈ দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ! এত দিন পরে বোধ হয়, এ রাজ্য কিছুকালের জন্য নিরাপদ হলো।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

অহল্যা। নাথ! এ কি প্রকারে হলো?

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে এক প্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই অঙ্গীকার করেছেন যে, ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেবি! এ সংবাদে রাজা দুর্য্যোধনের মতন আমার হর্ষবিষাদ হলো! শত্রুবলস্বরূপ প্লাবন যে রাজভূমি ত্যাগ কল্লে, এ হর্ষের বিষয় বটে; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ কল্লে, সে কথাটি মনে হ'লে আমার আর এক দণ্ডের জন্যও প্রাণধারণ কত্তে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! হায়! আমি ভুবন-বিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে এক জন দুষ্ট লোভী গোপালের ভয়ে রাজ্য রক্ষা কত্তে হলো? ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হ'তে পারে?

তপ। মহারাজ! আপনি ত সকলি অবগত আছেন। দ্বাপরে চন্দ্রবংশপতি যুধিষ্ঠির বিরাট-রাজার সভাসদ্‌পদে নিযুক্ত হয়ে কালযাপন করেন, সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি নলও সারথিপদ গ্রহণ করে-ছিলেন। তা এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়।

রাজা। আজ্ঞা হাঁ, তার সন্দেহ কি?

অহল্যা। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈন্যে স্বদেশে গেলেন, এ সকল ভগবান্ একলিঙ্গের অনুগ্রহে।

রাজা। (সহাস্যবদনে) দেবি! তুমি কি ভেবেছ যে, ও নরাধম আমাদের একেবারে পরিত্যাগ ক'রে গেল? বিড়াল একবার যেখানে দুগ্ধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি আর ছাড়তে চায়? ধনের অভাব হ'লেই আবার আসুবে, তার আর সন্দেহ নাই।

তপ। মহারাজ! যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কর্ত্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করবেন, আপনি সে বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হবেন না।

অহল্যা। নাথ! এ জঞ্জাল ত একপ্রকার মিটে গেল, এখন তোমার কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে মনোযোগ কর।

রাজা। তার জন্যে ব্যস্ত হবার আবশ্যক কি?

অহল্যা। সে কি! এত বড় মেয়ে হলো, আরও কি তারে আইবড় রাখা যায়?

রাজা। এ কি, আহা! আহা! বংশীধ্বনি কে কচ্চে?

অহল্যা। (অবলোকন করিয়া) ঐ যে তোমার কৃষ্ণা তার সখীদের সঙ্গে উদ্যানে বিহার কচ্চে।

তপ। আহা, মহারাজ! দেখুন, যেন বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে ভ্রমণ কচ্চেন।

অহল্যা। নাথ! তোমার কি ইচ্ছে যে, পাষণ্ড যবন এসে এই কমলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায়?

রাজা। সে কি প্রিয়ে?

অহল্যা। মহারাজ! দিল্লীর অধিপতি বা অন্য কোন যবনরাজ, জনরবস্বরূপ বায়ুসহযোগে ঐ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে? কেন, তোমার পূর্ব্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা তুমি কি বিস্মৃত হ'লে?

(নেপথ্যে দূরে বংশী ধ্বনি)

রাজা। আহা! কি মধুর ধ্বনি!

(নেপথ্যে গীত)

ধানী-মূলতানী—কাওয়ালি

শুনিয়ে মোহন মুরলী-গান।
করি অনুমান, গেল বুঝি কুল-মান॥
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে,
ধৈরয মন না ধরে;
সাধ সতত হয় শ্যাম-দরশনে
লাজ-ভয় হলো অবসান॥

নারি, সহচরি, রহিতে ভবনে,
ত্রিভঙ্গ-শ্যাম বিহনে,
চিত যে বঞ্চিত তুরিত মিলনে,
না দেখি তাহার সুবিধান ॥

তপ। আ মরি, মরি! কি সুধাবর্ষণ। মহারাজ, আমরা তপোবনে কখন কখন এরূপ সুস্বর আকাশ-মার্গে শুনে থাকি, তাতে ক'রে জ্ঞান ছিল যে, সুর-সুন্দরী কিন্নরী ভিন্ন এ স্বর অন্যের হয় না।

রাজা। আহ', তাই ত! ভাল মহিষি! কৃষ্ণার এখন বয়স কত হলো?

অহল্যা। সে কি মহারাজ? তুমি কি জান না, কৃষ্ণা যে পনরেতে পা দিয়েছে।

তপ। মহারাজ! এ কলিকালে স্বয়ংবরের প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে; নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ লোভে এত দিন সহস্র সহস্র রাজা এসে উপস্থিত হতেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি! এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে? এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হ'লে আমরা যে মনুষ্য, কোনমতেই ত এ বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বু-তরঙ্গ কোন সুমিষ্ট-বারি নদীতে প্রবেশ ক'রে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে! ভগবতি! আমরা কি আর এ আপদ্ হ'তে কখনও অব্যাহতি পাব?

অহল্যা। হা অদৃষ্ট! এখন কি আর সে কাল আছে? স্বয়ংবর-সমারোহ দূরে থাক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কন্যা জন্মে, সে কুলের মানরক্ষা করা ভার।

তপ। তা ত সত্য বটে। প্রভু, তোমারই ইচ্ছা। মহারাজ! ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাক্‌বে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহ-রূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন? অদ্যাবধি চন্দ্রসূর্য্যের উদয় হচ্ছে, এখনও একপাদ ধর্ম্ম আছে।

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবি! তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক ত। আহা!. অনেক দিন হ'লো, মেয়েটিকে ভাল ক'রে দেখি নাই।

অহল্যা। এই যে ডেকে আনি।

তপ। মহিষি! আপনার যাবার আবশ্যক কি? আমিই যাচ্ছি।

অহল্যা। (উঠিয়া) বলেন কি ভগবতি! আপনি যাবেন কেন?

রাজা। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও যেতে হবে না। ঐ দেখ, কৃষ্ণা আপনি এই দিকে আস্‌ছে।

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি সৌভাগ্য! মহিষি! আপনাকেও শত ধন্যবাদ দি যে, আপনি এ দেবদুর্ল্লভ রত্নটিকে লাভ করেছেন। আহা! আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন? আপনারা যে পূর্ব্ব-জন্মে কত পুণ্য করেছিলেন, তার সংখ্যা নাই।

অহল্যা। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে) ভগবতি! এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মেয়েটি স্বচ্ছন্দে থাকে; ওর রূপলাবণ্য, সচ্চরিত্র, আর বিদ্যা-বুদ্ধি দেখে আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বল্‌তে পারি না।

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ)

এসো মা, এসো মা, তুমি কি ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে চিন্‌তে পাচ্চো না?

কৃষ্ণা। ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ওঁকে প্রথমে চিন্‌তে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি! আপনি এ দাসীর দোষ মার্জ্জনা করুন।

তপ। বৎসে, তুমি চিরসুখিনী হও। (রাণীর প্রতি) মহিষি! যখন আমি তীর্থযাত্রায় যাই, তখন আপনার এই কনকপদ্মটি মুকুলমাত্র ছিল।

রাজা। বসো, মা, বসো। তুমি এ উদ্যানে কি কচ্ছিলে মা?

কৃষ্ণা। (বসিয়া) আজ্ঞা, আমি ফুলগাছে জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নূতন তানটি আজ শিখিয়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস কচ্ছিলাম। পিতা, আপনি অনেক দিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার চলুন। আহা! সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত আনন্দিত হবেন এখন।

অহল্যা। ওটি কি ফুল মা?

কৃষ্ণা। মা! এটি গোলাপ; আমার ঐ উদ্যান থেকে তোমার জন্য তুলে এনেছি (মাতার হস্তে অর্পণ)

রাজা। পূর্ব্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে আমরা এই মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্ছে! (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুসুমরত্ন দুষ্ট যবনেরাই এ দেশে আনে।

(দূরে দুন্দুভিধ্বনি)

সকলে। (চকিতে) এ কি?

রাজা। রামপ্রসাদ!

(নেপথ্যে)। মহারাজ!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

রাজা। দেখ ত, এ দুন্দুভিধ্বনি হচ্ছে কেন?

ভৃত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। এ আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হ'লো, দেখ! মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অবহেলা ক'রে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লেন না কি? (উঠিয়া) আঃ! এ ভারত-ভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে! আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বহিতে থাকে; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো? হায় হায়!—

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ)

কি সমাচার?

ভৃত্য। আজ্ঞা, মহারাজ, সকলই মঙ্গল, জয়পুরের অধিপতি রাজা জগৎসিংহরায় রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। বটে? আঃ! রক্ষা হোক্!—আমি ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো। জয়পুরের অধিপতি আমার পরম আত্মীয়। জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদ্গ্রস্ত হয়ে আমার নিকট দূত না পাঠায়ে থাকেন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি! আমাকে এখন বিদায় দিন। (রাণীর প্রতি) প্রেয়সি; আমাকে পুনয়ার রাজসভায় যেতে হলো।

অহল্যা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) জীবিতেশ্বর! এ অধীনীর এমন কি সৌভাগ্য যে, ক্ষণকালও নাথের সহবাস-সুখ লাভ করে!

রাজা। দেবি! এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা। লোকে যাকে নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা ক'রে দেখলে সে নরদাস বৈ নয়। অতএব যার এত লোকের সন্তোষণ কত্তে হয়, সে কি তিলার্দ্ধের নিমিত্তও বিশ্রাম কত্তে পারে?

[ভৃত্যের সহিত প্রস্থান।

অহল্যা। ভগবতি! চলুন, তবে আমরাও যাই। (কৃষ্ণার প্রতি) এসো মা—আমরা তোমার পুষ্পোদ্যানে একবার বেড়িয়ে আসি গে।

কৃষ্ণা। যাবে মা? চল না।—দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার উদ্যান দেখলেন না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজপথ

(পুরুষবেশে মদনিকার প্রবেশ)

মদ। (স্বগত) হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার নাম কি ভাই? আমার নাম মদনমোহন! হাঃ হাঃ হাঃ! না না, এমন ক'রে হাসলে হবে না। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমৎকার বেশটা হয়েছে যা হোক। কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সখী মদনিকা? হাঃ হাঃ হাঃ! দূর হোক্, মনে করি যে হাস্‌বো না, আবার আপনা-আপনিই হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধূর্ত্তচূড়ামণি, সে যখন আমাকে চিনতে পারে নাই, তখন আর ভয় কি? বিলাসবতীর নিতান্ত ইচ্ছা যে, এ বিবাহটা কোনমতে না হয়; তা হ'লে ধনদাসের মুখে একপ্রকার চূণকালি পড়ে। দেখা যাক্, কি হয়। আমি ত ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি! আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নাম জাল ক'রে এক পত্রও লিখেছি। হাঃ! হাঃ! হাঃ! পত্রখানা যে কৌশল ক'রে লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা পাবামাত্রই কৃষ্ণার জন্যে একেবারে অস্থির হবে। রুক্মিণীদেবী শিশুপালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যদুপতিকে যেরূপ

মিনতি ক'রে পত্র লিখেছিলেন, আমরাও সেরূপ ক'রে লিখে দিয়েছি। এখন দেখা যাক, আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে। ঐ যে ধনদাস মন্ত্রীর সঙ্গে এ দিকে আসছে। আমি ঐ মন্ত্রীকে বিলাসবতীর কথা যে ক'রে বলেছি, বোধ হয় এর মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চ'টে গেছে। দেখি না, ওদের কি কথোপকথন হয়। (অন্তরালে অবস্থিতি)।

(সত্যদাস ও ধনদাসের প্রবেশ)

ধন। মন্ত্রী মহাশয়! যৌবনাবস্থায় লোক কি না ক'রে থাকে? তা আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্ কন্দর্পের সেবক হন, সে কিছু বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্পবয়স, বিশেষতঃ আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরে কি কাণ্ড না হচ্ছে?

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে, কিন্তু আমি শুনেছি যে, জয়পুরের অধিপতি বিলাসবতী নামে একটা বারবিলাসিনীর এতদূর বাধ্য যে—

ধন। হাঃ হাঃ! বলেন কি মহাশয়! অলি কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে?

সত্য। মহাশয়, আমি শুনিছি যে, সেই বিলাসবতী বড় সামান্য পুষ্প নয়!

ধন। (স্বগত) তা বড় মিথ্যা নয়! নৈলে কি আমার মন টলে? (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা, আপনাকে এ কথা কে বল্লে? সে একটা সামান্যা স্ত্রী, আজ আছে, কা'ল নাই।

সত্য। মহাশয়, রাজনন্দিনী কৃষ্ণা রাজকুলপতি ভীমসিংহের জীবন-সর্ব্বস্ব। তা তিনি যে এ কথা শুন্‌লে এ বিবাহে সম্মত হন, এমন ত আমার কোন মতে বিশ্বাস হয় না।

ধন। কি সর্ব্বনাশ! মহাশয়! এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত?

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয়; কিন্তু জনরবের শত রসনা কে নিরস্ত করবে? এ বিবাহের কথা প্রচার হ'লেই যে কত লোক কত কথা কবে, তার কি আর সংখ্যা আছে?

ধন। মহাশয়! চন্দ্রে কলঙ্ক আছে ব'লে কি কেউ তাকে অবহেলা করে?

সত্য। আজ্ঞা, না, কিন্তু এ ত সেরূপ কলঙ্ক নয়, এ যে রাহুগ্রাস। এতে আপনাদিগের নরপতির শ্রী সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা।

ধন। (স্বগত) এ ত বিষম বিভ্রাট। বিভ্রাটই বা কেন? বরঞ্চ আমারই উপকার। মহারাজ যদি এই সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা হ'লে আর পায় কে? আমি ত ফাঁদ পেতেই ব'সে আছি।

সত্য। মহাশয় যে নিরুত্তর হলেন?

ধন। আজ্ঞা না, ভাবছি কি, বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার এতদূর বিরাগ জন্মে থাকে, তবে না হয়, আমি মহারাজকে এ সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখি যে, তিনি পত্র পাবামাত্র সে দুষ্টা স্ত্রীকে দেশান্তর করেন। তা হ'লে বোধ করি, আর কোন আপত্তি থাক্‌বে না।

সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর সুপরামর্শ কি আছে? রাজা জগৎসিংহ যদি এ কর্ম্ম করেন, তা হ'লে ত আর বিবাহের পক্ষে কোন বাধাই নাই।

ধন। আজ্ঞা, এ না কর্‌বেন কেন? তাম্রের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ কে না গ্রহণ করে?

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই। আপনিও বাসায় যেয়ে বিশ্রাম করুন। মহারাজার সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) আমাদের মহারাজের সুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমান। ভাল, এই যে জনরব, একে কি নীরব কর্‌বার কোন পন্থাই নাই? কেমন ক'রেই বা থাকবে? এর গতি মহানদের গতির তুল্য। প্রথমতঃ, পর্ব্বত-নির্ঝর থেকে জল ঝ'রে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি হয়, তা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান্ হয়, পরে আর আর স্রোতের সহকারে মহাকায় ধারণ করে। জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। (মদনিকাকে দূরে দর্শন করিয়া) আহা হা! এ সুন্দর বালকটি কে হে! এটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্ছে। একে কি আর কোথাও দেখেছি? (প্রকাশ্যে) ওহে ভাই, তুমি একবার এ দিকে এসো ত।

মদ। অগ্রসর হইয়া আপনি কি আজ্ঞা কচ্ছেন?

ধন। তোমার নাম কি ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন।

ধন। বাঃ! তোমার বাপ-মা বুঝি তোমার রূপ দেখেই এ নামটি রেখেছিলেন? তুমি এখানে কি কর ভাই?

মদ। আজ্ঞে, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি।

ধন। হুঁ! মুক্তাফলের আশাতেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থ-রত্নাকর। তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর? কেন, তোমাদের দেশে কি টোল নাই? সে যাই হোক্, তুমি রাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে দেখেছ?

মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন যারা চন্দ্র-লোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃত দেখতে বাকী থাকে?

ধন। বাহবা,—বেশ। আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন?

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। কিন্তু তিনি বিলাসবতীর কাছে নন।

ধন। অ্যাঁ—কার কাছে নন?

মদ। ও মহাশয়! আপনি কিছু কানে খাট বটে? বিলাসবতী—বিলাসবতী! শুন্‌তে পেয়েছেন?

ধন। অ্যাঁ!—বিলাসবতী কে?

মদ। হাঃ হাঃ! বিলাসবতী কে, তা কি আপনি জানেন না? হাঃ হাঃ হাঃ!

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! তার নাম এ ছোঁড়া আবার কোথা থেকে শুন্‌লে? (প্রকাশ্যে) আমি তাকে কেমন ক'রে জান্‌বো?

মদ। আঃ! আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন? আপনি মন্ত্রিবরকে যা যা বল্‌ছিলেন, আমি তা সব শুনেছি।

ধন। (স্বগত) এ কথার আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, কিন্তু অন্যের কাছে আর এ কথার প্রসঙ্গ করো না।

মদ। কেন, তাতে হানি কি?

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মিঠাই খেতে দিচ্চি, এ সব রাজারাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি?

মদ। (সরোষে) তুমি ত ভারী পাগল হে! আমাকে কি কচিছেলে পেয়েছ যে, মিঠাই দেখিয়ে ভোলাবে?

ধন। তবে বল ভাই, তুমি কি পেলে সন্তুষ্ট হও?

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে ঐ যে অঙ্গুরীটি আছে, ঐটি আমাকে দাও, তা হ'লে আমি আর কাকেও কিছু বল্‌ব না।

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বল্‌ছিলে, আবার তুমিও পাগল হ'লে না কি? এ নিয়ে তুমি কি কর্‌বে? এ কি কাকেও দেয়?

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই! (গমনোদ্যত)

ধন। ওহে ভাই! আরে দাঁড়াও, রাগভরেই চল্লে যে! একটা কথাই শুনে যাও। (স্বগত) এ কথা প্রচার হ'লে সব বিফল হবে। এখন করি কি? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দিই কেমন ক'রে? কি করা যায়? দিতে হলো! হায়! হায়! এ অঙ্গুরী যে কত যত্নে মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলুম, আর ভাবলে কি হবে?

মদ। ও মহাশয়! আপনি কাঁদছেন না কি! হাঃ হাঃ হাঃ!

ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! একটা শিশু আমাকে ঠকালে হে! ছি! ছি! আর কি করি? দিই, ভাল, এ কর্ম্মটা সফল কত্তে পাল্লে, রাজার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। (প্রকাশ্যে) এই নেও ভাই, দেখো ভাই, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মদ। (অঙ্গুরী লইয়া) যে আজ্ঞে, তবে আমি চল্লেম। (অন্তরালে অবস্থিতি)

ধন। (স্বগত) দূর ছোঁড়া হতভাগা! আজ যে কি কুলগ্নে তোর মুখ দেখেছিলেম,- তা বল্‌তে পারি না। আর কি হবে, যাই, এখন বাসায় যাই।

[প্রস্থান।

মদ। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) হাঃ হাঃ! ধন-দাসের দুঃখ দেখলে কেবল হাসি পায়। হাঃ হাঃ! বেটা যেমন ধূর্ত্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে। এখনই হয়েছে কি? একে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে, তা নইলে আমার নামই নয়। তা এখন কেন যাই না? একবার নারীবেশ ধ'রে রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। ভাল, আমার পরিচয়টা কি দিব? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাই ভাল! মরু-দেশের রাজা মানসিংহের দূতী। হাঃ হাঃ হাঃ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর রাজ-উদ্যান

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। মহিষি! এ পরম আহ্লাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ ভগবান্ অংশুমালীর

এক মহাতেজোময় অংশ-স্বরূপ। তা মহারাজ জগৎ-সিংহ যে কৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাত্র, তার সন্দেহ নাই।

অহল্যা। আজ্ঞা, হাঁ, এ কথা অবশ্যই স্বীকার কত্তে হবে।

তপ। আমি শুনেছি যে, রাজার অতি অল্প বয়স; আর তিনি এক জন পরম ধর্ম্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী পুরুষ।

অহল্যা। আপনার আশীর্ব্বাদে যেন এ সকল সত্যই হয়। প্রবল ঝড় কমলিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে ফেলে; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠে। গুণহীন স্বামীর হাতে পড়লে কি স্ত্রীলোকের শ্রী থাকে? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি! আমি এই কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে যে কতদূর ব্যগ্র ছিলেম, তার আর কি বলবো? কিন্তু এখন যে তার বিবাহ হবে, এ কথা আমার মনে উদয় হ'লে আমার প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। (রোদন)

তপ। আহা! মায়ের প্রাণ কি না, হ'তেই ত পারে।

অহল্যা। ভগবতি! আমার এ হৃদয়-সরোবরের পদ্মটি কাকে দেবো? কে তুলে নিয়ে চ'লে যাবে? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন কল্লেম, তাকে আমি কেমন ক'রে পরের হাতে দেবো? আমার এ আঁধার ঘরের মণিটি গেলে আমি কেমন ক'রে প্রাণধারণ করবো? (রোদন)

তপ। দেবি! এ সকল বিধাতার নিয়ম। যেখানে কন্যা, সেইখানেই এ যাতনা সহ্য কত্তে হয়। দেখুন, গিরিমহিষী মেনকা সংবৎসরের মধ্যে তাঁর উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন বৈ দেখতে পান না। তা ও চিন্তা বৃথা। চলুন, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা থেকে উঠেছেন।

অহল্যা। যে আজ্ঞে, তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কৃষ্ণকুমারী এবং মদনিকার প্রবেশ)

কৃষ্ণ। বল কি দূতি? তোমার কথা শুনলে আমার ভয় হয়। তুমি এত ক্লেশ পেয়ে এখানে এলে?

মদ। রাজনন্দিনি! পোষা পাখী পিঞ্জর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাখী সকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল। কিন্তু আপনার চন্দ্রবদন দেখে আমি সে সব দুঃখ ভুললেম।

কৃষ্ণ। ভাল দূতি! রাজা মানসিংহ আমার পিতার কাছে দূত না পাঠিয়ে তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন?

মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি! আপনি অতি বুদ্ধিমতী, আপনি ত বুঝতেই পারেন। যে যাকে ভালবাসে, সে তার মন না জেনেই কি কোন কর্ম্মে হাত দেয়?

কৃষ্ণ। (সহাস্যবদনে) কেন? তোমাদের মহারাজ কি আমাকে ভালবাসেন?

মদ। রাজনন্দিনি! ভালবাসেন কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্চেন? আমাদের মহারাজ রাত-দিন কেবল আপনার কথাই ভাবছেন, আপনারই নাম কচ্চেন; তাঁর কি আর কোন কর্ম্মে মন আছে?

কৃষ্ণ। কি আশ্চর্য্য! তিনি ত আমাকে কখনও দেখেন নাই। তবে যে তিনি আমাতে অনুরক্ত হলেন, এর কারণ? ভাল দূতি! বল দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী?

মদ। রাজনন্দিনি! মহারাজের এখনও বিবাহ হয় নাই। আমি শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, আপনাকে না পেলে তিনি আর কাকেও বিবাহ করবেন না।

কৃষ্ণ। সত্য না কি?

মদ। রাজনন্দিনি! আমি কি আপনার কাছে আর মিথ্যাকথা বলছি। মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পরে লোকের মুখে আপনার গুণ শুনে তিনি যেন একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন।

কৃষ্ণ। দূতি! আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের রাজা দেখতে কেমন?

মদ। রাজনন্দিনি! তাঁর রূপের কথা এক এক ক'রে আপনাকে আর কি বলবো? তাঁর সমান রূপবান্ পুরুষ আমার চক্ষে ত কখনও দেখি নাই। আহা, রাজনন্দিনি! সে রূপের কথা আমাকে মনে ক'রে দিলেন, আমার মনটা যেন একেবারে শিউরে উঠলো। আ মরি মরি! কি বর্ণ! কি গঠন! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। রাজনন্দিনি! আমি সঙ্গে ক'রে মহারাজের একখানা চিত্রপট এনেছি; আপনি যদি চান ত কোন সময়ে

দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, তাঁর কেমন রূপ।

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ দূতীর কথা কি সত্য হবে? হ'তেও পারে। (প্রকাশ্যে) দেখ, দূতি! তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো, এখন আমি যাই। আমার সখীরা ঐ সরোবরের কূলে আমার অপেক্ষা কচ্চে।

মদ। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) দেখো, তুমি ভুলো না দূতি! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। [প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে, কিন্তু মহারাজ যদি এ রত্নটি পান, তা হ'লে কি আর তার মুখ দেখ্‌তে চাইবেন? আহা; এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? আহা! এমন সরলা স্ত্রী কি আর হবে? (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক, এর মনটা রাজা মানসিংহের দিকে একবার ভাল ক'রে লওয়াতে পাল্লে হয়। নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হ'লে আর কি কোন দিকে ফেরে? (চিন্তা করিয়া) রাজা মানসিংহের দূত যে অতি ত্বরায় এখানে আস্‌বে, তার কোন সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আস্‌ছেন। আমি এই গাছটার আড়ালে একটু দাঁড়াই না কেন। (অন্তরালে অবস্থিতি)

(রাজার সহিত অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ)

তপ। মহারাজ! রাজদূতের নামটা কি বল্‌ছিলেন?

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিটে অতি গুণবান্ আর বহুদর্শী। আর রাজা জগৎসিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তাঁর সুখ্যাতিও বিস্তর।

তপ। মহারাজ! আমাদের প্রতি ভগবান্ একলিঙ্গের অসীম কৃপা বল্‌তে হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রকে জানকীসুন্দরীর পাণিগ্রহণ ক'ত্তে এনে উপস্থিত ক'রে দিলেন। এ হ'তে আর আনন্দের বিষয় কি আছে বলুন?

রাজা। আজ্ঞা, সকলই আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হ'লে আমি আবার তীর্থযাত্রায় নির্গত হব। তা এতে আর বিলম্ব কি? শুভকর্ম্ম শীঘ্রই করা উচিত।

অহল্যা। নাথ! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? আমার কৃষ্ণা—(রোদন)

রাজা। (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে! এ শুভ-কর্ম্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা উচিত?

অহল্যা। প্রাণেশ্বর! আমার হৃদয়নিধিকে কেমন ক'রে এক জন পরের হাতে সমর্পণ কর্‌বো? (রোদন)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) দেবি! বিধাতার লিপি কে খণ্ডন কত্তে পারে? ভেবে দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আগেই বা কোথায় ছিলে? বিধাতার সৃষ্টি এইরূপেই চ'লে আস্‌ছে। কত শত কুসুমলতা, কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্যান থেকে এনে আর এক উদ্যানে রোপণ করে, আর তারাও নূতন আশ্রমে ফল-ফুলে শোভমান হয়।

(নেপথ্যে গীত)

আশা-গৌরী—আড়া

অসুখী ভ্রমর-দলে।
নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে॥
অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিল,
কুমুদ হেরি হাসিল,
যুবক যুবতী, হরষিত অতি
বিরহিণী ভাসিছে আঁখি-জলে।
চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত,
কপোতী পতি-মিলিত,
নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে,
কার মনঃ দহিছে দুঃখানলে॥

রাজা। আহা!

অহল্যা। মহারাজ! আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর বাঁচবো? (রোদন)

তপ। মহিষি! আপনি এত উতলা হবেন না। দেখুন, আপনার দুঃখে মহারাজও অতি বিষণ্ণ হচ্ছেন।

(কৃষ্ণকুমারীর পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। এসো, মা! এসো। (শিরশ্চুম্বন)

কৃষ্ণ। পিতঃ! মা আমার এমন কচ্ছেন কেন? তুমি কাঁদ কেন মা?

অহল্যা। (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) বাছা, তুমি কি এত দিন পরে তোমার এ দুঃখিনী মাকে ছেড়ে চল্লে? আমার আর কে আছে মা যে, আমাকে এমন ক'রে মা ব'লে ডাক্‌বে? (রোদন)

কৃষ্ণ। সে কি মা? তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা? (রোদন)

রাজা। ভগবতি! মোহস্বরূপ কুসুমের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ্ণ?

তপ। আজ্ঞা। তার সন্দেহ কি? এই জন্যই পূর্ব্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে বনবাসী হতেন।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

রাজা। কি সমাচার রামপ্রসাদ?

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার! মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, সত্যদাসকে দূতের যথাবিধি সমাদর কর্ত্তে বল্ গে যা। আমি ত্বরায় যাচ্ছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ! [প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে! চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই, আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হ'লো।

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ দূতের কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে, বোধ হয়, এ দূত আমার জন্যই এসেছে, এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যায় না।

অহল্যা। চলুন, (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসুন। [সকলের প্রস্থান।

মদ। (চিত্রপটহস্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক দেখলে বুক ফেটে যায়। তা এমন মেয়েকে মা-বাপে যদি এত স্নেহ না করবে, তবে আর করবে কাকে? এই যে নূতন দূত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল ক'রে জান্‌তে পেলেম না; যাই, দেখি গে বৃত্তান্তটা কি? আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্ছে যে, দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন—আহা! পরমেশ্বর যেন তাই করেন! এখন গিয়ে ত আবার পুরুষবেশ ধরি গে। যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে আজ ধনদাসের সর্ব্বনাশ করবো। হাঃ হাঃ! যারা স্ত্রীলোককে অবোধ ব'লে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না যে, স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম। যে মহাদেব ত্রিভুবনকে এক নিমিষে নষ্ট কর্ত্তে পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন। হায়, হায়! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, ধনদাসের কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি।—এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে আস্‌ছেন। হয়েছে আর কি।—মুখ দেখে বেশ বোধ হচ্চে, মনটা যেন একটু ভিজেছে। তাই যদি না হবে, তা হ'লে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব দাঁড়ায়। হাঃ হাঃ হাঃ! এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্ত্তি নয়। নাই বা হ'ল, বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হোক্ না কেন, ইঁদুর ধর্‌তে পার্‌লেই হয়।

(কৃষ্ণকুমারীর পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণ। এই যে দূতি! তুমি আমার তল্লাস কচ্চো না কি? তোমাদের মহারাজ যে দূত পাঠিয়েছেন, আমি শুনে এলাম। আমি ভেবেছিলাম, তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতেছিলে।

মদ। রাজনন্দিনি! তাও কি কখন হয়? আমাদের মত লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে থাকে?

কৃষ্ণ। দেখ দূতি, এ বিষয়ে আমি দেখছি, একটা না একটা বিষম বিবাদ ঘ'টে উঠবে। তুমি কি শোননি যে, জয়পুরের রাজাও আমার জন্যে দূত পাঠিয়েছেন?

মদ। রাজনন্দিনি! তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন? আপনি অনুমতি দিলে তিনি জয়পুরকে এই মুহূর্ত্তে ভস্মরাশি ক'রে ফেল্‌তে পারেন।

কৃষ্ণ। (সহাস্যবদনে) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্ব্বদাই কচ্চো। তা দেখি, কি হয়।

মদ। রাজনন্দিনি! আপনি মহারাজের দিকে হ'লে তাঁকে আর কে পায়?

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) দেখ দূতি! পারিজাত-ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদুপতির বিবাদ ত আরম্ভ হ'লো, এখন দেখি, কে জেতেন। তুমি এখন তোমাদের রাজদূতের সঙ্গে দেখা কর গে।

মদ। যে আজ্ঞা, (কিঞ্চিৎ গিয়া পুনরাগমন পূর্ব্বক) রাজনন্দিনি! আপনাকে যে আমাদের

মহারাজের একখানা চিত্রপট দেখাব বলেছিলেম, এই দেখুন, (হস্তে প্রদান) এখানি এখন আপনার কাছে থাকুক, আমাকে আবার ফিরিয়ে দেবেন।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাজা মানসিংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত চঞ্চল হলো, এর কারণ কি ? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) অ্যাঁ, এমন রূপ! আহা, কি অধর, কি হাস্য, এমন রূপবান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে? আ মরি মরি! ও দূতী যা বলেছিল, তা সত্য বটে। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি তা হবে? আমার মনটা যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। না, এখানে থাকা উচিত নয়, কে আবার এসে দেখবে, যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জ্জনে চিত্রপটখানি দেখি গে। আহা, কি চমৎকার!

[চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজনিকেতন-সম্মুখ

(মরুদেশের দূত এবং পুরুষবেশে মদনিকার প্রবেশ)

দূত। কি আশ্চর্য্য! তবে এ পত্রের কথাটা কি সত্য?

মদ। আজ্ঞা, হাঁ, সত্য বৈ কি? রাজকুমারী পত্র লিখে আমাকে দেন; তার পর আমি এক জন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে পাঠাই।

দূত। তা হোক্, আমাদের মহারাজের অতি সৌভাগ্য বল্‌তে হবে, তা না হ'লে তোমাদের সুকুমারী কি তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত হন? আহা! বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা! কেউ মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আর কেউ তা পথে কুড়িয়ে পায়। এ সকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয়। মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি বলবো?

মদ। দেখুন দূত মহাশয়! আপনি একটু সাবধান হয়ে চল্‌বেন। এ পত্রের কথা যেখানে সেখানে প্রকাশ কর্‌বেন না, তা হ'লে রাজনন্দিনী লজ্জায় একবারে প্রাণত্যাগ কর্‌বেন।

দূত। হাঁ, সে কি কথা? আমি ত পাগল নই। ও কথাও কি প্রকাশ কত্তে আছে?

মদ। এই যে জয়পুরের দূত ধনদাস, একে বোধ হয়, আপনি ভাল ক'রে চেনেন না।

দূত। না, ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই।

মদ। মহাশয়। ওটা যে আপনাদের রাজার কত নিন্দা করে, শুন্‌লে বোধ হয়, আপনি অগ্নির ন্যায় জ্ব'লে উঠবেন।

দূত। বটে?

মদ। আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আপনাকে কি বল্‌বো? মহাশয়! ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন? তা হ'লে বড় ভাল হয়।

দূত। কেন? ওটা বলে কি?

মদ। মহাশয়! ওটা যা বলে, সে কথা আমাদের মুখে আন্‌তে লজ্জা করে। ও লোকের কাছে ব'লে বেড়ায় কি যে, মহারাজ মানসিংহ একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীর দত্তক-পুত্রমাত্র, আর তিনি মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী নন।

দূত। অ্যাঁ, কি বল্লে? ওর এত বড় যোগ্যতা? কি বল্‌বো, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নতুবা এই দণ্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদন কত্তেম।

মদ। মহাশয়! এতে রাগলে চল্‌বে না। যদি বাক্যবাণ দ্বারা দুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই, নচেৎ অন্য কোন অত্যাচার করাটা ভাল হয় না।

দূত। আচ্ছা, আমি রাজমন্ত্রীর কাছে যাই, এর পর যা পরামর্শ হয়, করা যাবে। শৃগালের মুখে সিংহের নিন্দা? এ কি কখন সহ্য হয়?

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) বাঃ! কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। ভাল, এও বড় আশ্চর্য্য! আমি এক জন বেশ্যার সহচরী; বনের পাখীর মতন কেবল স্বেচ্ছার অধীন, কখনই সংসার-পিঞ্জরে বদ্ধ হই না, কিন্তু, সুকুমারী

রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন ? সত্য বটে, লজ্জা আর সুশীলতাই স্ত্রীজাতির প্রধান অলঙ্কার। আহা ! এ দুটি পদ্ম এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলেম, তা কেবল এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি। এই যে ধনদাস এ দিকে আস্‌চে।

(ধনদাসের প্রবেশ)

মহাশয় ! ভাল আছেন ত ?

ধন। আরে মদন যে ! তবে ভাল আছ ত ভাই ? তুমি সে অঙ্গুরীটা কোথায় রেখেছ ?

মদ। আজ্ঞে, আপনাকে বল্‌তে লজ্জা করে, বোধ হয়, আপনি তা শুন্‌লে রাগ কর্‌বেন।

ধন। সে কি ? কেন ? রাগ কর্‌বো কেন ?

মদ। আজ্ঞা, তবে শুনুন, এই নগরে মদনিকা ব'লে একটি বড় সুন্দরী মেয়েমানুষ আছে, তাকে আমি বড় ভালবাসি। সেই আমার কাছে অঙ্গুরীটি কেড়ে নিয়েছে।

ধন। কি সর্ব্বনাশ ! তেমন অমূল্য রত্ন কি একটা বেশ্যাকে দিতে হয় ? তোমার ত নিতান্ত শিশুবুদ্ধি হে। ছিঃ ! ছিঃ ! আর তুমি এত অল্পবয়সে এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর ?

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বল্লেন, রাগ কর্‌বো না, তবে আবার রাগ করেন কেন ?

ধন। (স্বগত) তাও বটে, আমিই বা রাগ করি কেন ? (প্রকাশ্যে) হাঃ হাঃ ! ওহে ! আমি তামাসা কচ্ছিলেম। তা হোক্, তুমি দেখছি, এক জন রসিক পুরুষ হে ! ভাল, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে ভাই ?

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী এই গড়ের বাইরে।

ধন। (স্বগত) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অঙ্গুরীটা না হয় কিছু দিয়ে কিনে নেওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি সহজে না দেয়, তারও উপায় করা যেতে পারে। (প্রকাশ্যে) হাঁ, কোথায় বল্লে ভাই ?

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে।

ধন। ভাল, সেই মেয়েমানুষটি দেখতে ভাল ত ?

মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয় ! এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংহের দূত মন্ত্রীর সঙ্গে এই দিকে আস্‌ছেন ?

ধন। ভাল কথা মনে কল্লে ভাই ! তোমাকে আমি যে যে কথা অন্তঃপুরে বল্‌তে বলেছিলেম, তা বলেছো ত ?

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি কখনও অবহেলা আছে ?

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি এক মুখে কত বল্‌বো ? তা বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে ?

মদ। তার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? এক দিন না হয় আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হ'লেই ত হবে ? আমি এখন যাই, আর দাঁড়াব না। (স্বগত) দেখি, এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি ঘটে ! [প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) অঙ্গুরীটির উদ্ধার না কল্লে আমার মন কোনমতে স্থির হচ্চে না। সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা কি সহজে ত্যাগ করা যায় ? আহা ! মহারাজকে যে কত প্রকারে ভুলিয়ে সেটি পেয়েছিলাম, তা মনে পড়লে চক্ষে জল আসে। তা বড় দায়ে না পড়লে আমার হাত-ছাড়া হ'তে পার্‌তো না। দেখি, মদনিকার বাড়ীর সন্ধানটা পেলে একবার বুঝ্‌তে পারি। ধনদাসের চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে ?

(সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃ প্রবেশ)

সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার রাজসভাতে যাওয়া যাক্।

দূত। মহাশয় ! ইনি রাজা জগৎসিংহের দূত না ?

সত্য। আজ্ঞা, হাঁ।

দূত। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয় ! আমরা যখন উভয়েই একটি অমূল্য রত্নের আশায় এ দেশে এসেছি, তখন উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটে, কিন্তু তা ব'লে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসদ্ব্যবহার করা উচিত ?

ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয় ?

দূত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বলি, আপনি যে নিরন্তর মরুদেশের রাজ্যেশ্বরের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত কর্ম্ম ?

ধন। বলেন কি মহাশয় ? এ কথা আপনাকে কে বল্লে ?

দূত। মহাশয় ! বাতাস না হ'লে বৃক্ষপল্লব কখনই নড়ে না।

ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ কর্‌বার ইচ্ছে বটে ?

দূত। আপনার সঙ্গে বিবাদ করার কি ফল? কিন্তু আপনি যে দুষ্কর্ম্মের সমুচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই। আপনাদের নরপতি বেশ্যাদাস; নৃত্য, গীত, প্রেমালাপ এই সকল বিদ্যাতেই পরম নিপুণ; তা তিনি কি রাজেন্দ্রকেশরী মানসিংহের সমতুল্য ব্যক্তি? না, সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র?

ধন। (সত্যদাসের প্রতি) মহাশয়, শুন্‌লেন ত! (কর্ণে হস্ত দিয়া দূতের প্রতি) ঠাকুর, কি বল্‌বো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হ'লে তোমাকে আজ ছাড়তেম না।

দূত। কেন? তুমি কি কত্তে? বড় স্পর্দ্ধা যে?

সত্য। মহাশয়েরা ক্ষান্ত হউন। আপনাদের এ বৃথা বাগ্‌দ্বন্দ্বে প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত?

ধন। হাঁ, সত্য বটে; কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, আমার অপরাধ কি? ইনিই ত বিবাদ কচ্চেন।

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। এ কি মহাশয়? আপনাদের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত যে? আপনারা কি লক্ষ্যভেদ হ'তে না হ'তেই যুদ্ধ আরম্ভ কল্লেন?

দূত। আজ্ঞে না, যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন? তবে কি না, এই জয়পুরের দূত মহাশয়কে আমি দুই একটা হিতোপদেশ দিচ্ছিলেম।

বলেন্দ্র। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন, দেখি। আপনার এই ইচ্ছা যে, উনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? হাঃ হাঃ হাঃ!

ধন। হাঃ হাঃ হাঃ! আজ্ঞা, একপ্রকার তাই বটে!

দূত। আজ্ঞা, হাঁ, আমার বিবেচনায় ওঁর তাই করা উচিত হচ্ছে। মহাশয়! মান বড় পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবহেলা করা অতি অকর্ত্তব্য।

বলেন্দ্র। হাঃ, হাঃ! দূত মহাশয়, আপনি যে দেখ্‌ছি স্বয়ং চাণক্য-অবতার! ভাল, মহাশয়! (আমি শুনেছি যে, আপনাদের মরুদেশে পৃথিবী না কি বন্ধ্যা নারীর স্বভাব ধরেন, তা বলুন দেখি, আপনাদের রাজকর্ম্ম কিরূপে চলে?)

দূত। বীরবর! বন্ধ্যা স্ত্রী লয়ে কেউ কি সংসার করে না?

বলেন্দ্র। হাঃ! হাঃ! বেশ! (ধনদাসের প্রতি) ওগো মহাশয়, আপনাদের অম্বরদেশের বর্ণনাটা একবার করুন দেখি শুনি?

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য যে, তার বর্ণনা করি? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অম্বরের সুখ-সম্পত্তির সুচারুরূপে বর্ণনা হয় না। মহাশয়! আমাদের অম্বর সাক্ষাৎ অম্বরপ্রদেশই বটে। সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুল তুল্য সুন্দর, আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দু, রাজভাণ্ডারে তেমনি হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি; তাতে আবার আমাদের মহারাজ ত স্বয়ং শশধর—

দূত। হাঁ, শশধরের ন্যায় কলঙ্কী বটেন!

বলেন্দ্র। হাঃ হাঃ! কি বল, ধনদাস?

ধন। আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বল্‌ব? পেচক সূর্য্যের আলো ত কখনই সহ্য করতে পারে না। আর যদিও ক্ষুধার পীড়নে রাত্রিকালে কোটরের বাহির হয়, তবু সে চন্দ্রের প্রতি কখনও প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত কত্তে পারে না। তেজোময় বস্তু-মাত্রই তার চক্ষের বিষ।

বলেন্দ্র। হাঃ হাঃ! কেমন দূতবর! এইবার? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ও আবার কি? (নেপথ্যে বাদ্য)

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আসছেন। চলুন, আমরা এখন যাই।

(রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষক। (যোড়করে) বীরবর! গণেশগঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে এক জন দূত মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার কি আজ্ঞা হয়?

বলেন্দ্র। দূত? মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে? আচ্ছা, তাঁকে রাজসভায় নে যাও; আমি যাচ্ছি। চলুন, তবে আমরা সকলেই একবার রাজসভায় যাই। [সকলের প্রস্থান।

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ)

মদ। (স্বগত) এখন ত আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে, আর এ নগরে বিলম্ব কর্‌বার প্রয়োজন কি? আমার কৌশলক্রমে রাজনন্দিনী রাজা মানসিংহের উপর এমন অনুরাগিণী হয়েছেন যে, তিনি জগৎসিংহের নাম শুন্‌লে একেবারে যেন জ্ব'লে উঠেন; আমার পত্র পেয়ে মানসিংহও

দূত পাঠিয়েছেন। তবে আর এখানে থেকে কি হবে? যাব বটে, কিন্তু রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণ যেন কেমন করে। আহা! এমন সুশীলা মেয়ে কি আর দুটি আছে? হে পরমেশ্বর! এই যে বনে আগুন লাগিয়ে চল্লেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধ'রে এ কুরঙ্গিণীকে দগ্ধ না করে। প্রভু! তুমিই একে কৃপা ক'রে রক্ষা করো। যাই, আমাকে আবার ধনদাসের আগে জয়পুরে পৌছিতে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজ-উদ্যান

(তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমি ত্রিপতিতে ভগবান্ গোবিন্দরাজের মন্দিরে কৃষ্ণকুমারীর বিষয়ে যে কুস্বপ্নটা দেখেছিলেম, তা কি যথার্থই হলো? রাজা মানসিংহ ও রাজা জগৎসিংহ উভয়েই যখন রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ-আশায় এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন, তখন এ মাতঙ্গদ্বয় কি বিনা যুদ্ধে নিরস্ত হবে? না, এদের ভয়ঙ্কর বিগ্রহে বনস্থলীর সামান্য দুর্দ্দশা ঘট্‌বে? হায়, হায়! বিধাতার কি বিড়ম্বনা! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দীনবন্ধো! তুমিই সত্য। কৃষ্ণাও দেখছি, রাজা মানসিংহের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব কথা রাজমহিষীকে একবার জানান কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (স্বগত) সে দূতীটি পাখা হয়ে উড়ে গেল না কি? আমি যে তার অন্বেষণে কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার সংখ্যা নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) কি আশ্চর্য্য! এ যে কি মায়াবলে আমাকে এত উতলা ক'রে গেল, আমি ত তার কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। হা রে অবোধ মন! কেন বৃথা এত চঞ্চল হোস্? নিশার স্বপ্ন কি কখন সফল হয়? এ দূতীটি কি আমাকে ছলনা ক'রে গেল? তাই বা কেমন ক'রে বলি? ওদের রাজার দূত পর্য্যন্ত এসেছে। (চিন্তা করিয়া) ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে আমার মনের কথাগুলি ব'লে কি ভাল করেছি? তা এরূপ রহস্য কি গোপন ক'রে রাখা যায়? যেমন কীট ফুলের মুকুল কেটে নির্গত হয়, এও তাই করে। ঐ যে ভগবতী মা'র সঙ্গে কথা কইতে কইতে এই দিকে আস্‌চেন। বুঝি আমার কথাই হচ্ছে। ও মা! ছি! ছি! কি লজ্জা! মা শুন্‌লে বল্‌বেন কি? আমি মাকে এ মুখ আর কেমন ক'রে দেখাব? বিধাতা যে অদৃষ্টে কি লিখেছেন, কিছুই বলা যায় না। যাই, এখন সঙ্গীতশালায় পালাই।

[প্রস্থান।

(অহল্যাদেবীর সহিত তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ)

অহল্যা। বলেন কি ভগবতি? আপনিই কি এ কথা কৃষ্ণার মুখে শুনেছেন?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ, সেই আপনিই বলেছে।

অহল্যা। কি আশ্চর্য্য!

তপ। মহিষি! লজ্জা যুবতীর হৃদয়মন্দিরের দৌবারিকস্বরূপ। তার পরাভব করা কি সহজ কর্ম্ম? আমি যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছি, তা আপনাকে আর কি বলবো?

অহল্যা। আহা, এই জন্যেই বুঝি মেয়েটিকে এত বিরস-বদন দেখতে পাই? ভাল, ভগবতি! কৃষ্ণা যে রাজা মানসিংহের উপর এত অনুরাগিণী হ'লো, এর কারণ কিছু বুঝ্‌তে পেরেছেন?

তপ। মহিষি! ও সকল দৈবঘটনা। ঐ যে সূর্য্যমুখী ফুলটি দেখছেন, ওটি ফুট্‌লেই সূর্য্যদেবের পানে চেয়ে থাকে; কিন্তু কেন যে চায়, তা কেউ বল্‌তে পারে না।

অহল্যা। সূর্য্যদেবের উজ্জ্বল কান্তি দেখে সূর্য্যমুখী তার অধীন হয়, আমার কৃষ্ণা ত আর রাজা মানসিংহকে দেখে নাই?

তপ। দেবি! মনশ্চক্ষু দিয়ে লোক কি না দেখতে পায়? বিশেষ ভগবান্ কন্দর্পের যে কি লীলা-খেলা, তা কি আপনি জানেন না? দময়ন্তী সতী কি রাজা নলকে আপন চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন? (সচকিতে) আহা! কি মনোহর সৌরভ! দেবি! দেখুন দেখি, এই যে সুগন্ধটি গন্ধবহের সহকারে আকাশে ভাস্‌ছে, এর যে কোন্ ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না; কিন্তু আমাদের বিলক্ষণই প্রতীতি হচ্চে যে, ফুলটি অতীব সুন্দর। এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুসুমের সুচারুতার ব্যাখ্যা কচ্চে। দেবি! যশঃস্বরূপ সৌরভেরও জান্‌বেন, এই

রীতি। মরুদেশের অধিপতি মানসিংহ রায় ত এক জন যশোহীন পুরুষ নন।

অহল্যা। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি)

তপ। দেখুন মহিষি! রাজনন্দিনীর মনের যা ভাব, তা এখনই প্রকাশ হবে।

(নেপথ্যে গীত)

ভৈরবী—মধ্যমান

তারে না হেরে আঁখি ঝুরে,
প্রাণ হরে কামশরে জরজরে।
রজনী-দিবসে মানসে নাহি সুখ,
মনোদুঃখ তোমা বিনে, সই, কহিব কাহারে।
মলয়-পবন দাহন সদা করে
কোকিলের কুহুরবে তায় হৃদয় বিদরে॥

তপ। আহা! ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হ'লে কোকিলকে কি কেউ নীরব ক'রে রাখতে পারে? সে অবশ্যই আপন মনের কথা বনস্থলে দিবারাত্র পঞ্চস্বরে ব্যক্ত করে। যৌবনকাল এলে মানবজাতির হৃদয়ও সেইরূপ চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে না।

অহল্যা। সে যা হউক্ ভগবতি! আপনার কথাটি শুনে যে আমার মন কত উতলা হয়ে উঠ্‌লো, তা আর বল্‌তে পারি না। হায় হায়! আমার মতন হতভাগিনী স্ত্রী কি আর আছে? মেয়েটির ভাল ক'রে বিবাহ দেবো, এই সাধটি বড় সাধ ছিল; কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় দেখছি, সকলই বিফল হলো। (রোদন)

তপ। কেন, মহিষি? বিফলই বা হবে কেন?

অহল্যা। ভগবতি! আপনি কি ভেবেছেন যে, মহারাজ মরুদেশের রাজাকে মেয়ে দেবেন? একে ত রাজা মানসিংহের সঙ্গে তাঁর বড় সম্ভাব নাই, তাতে আবার জয়পুরের দূত এখানে আগে এসেছে।

তপ। তা হলোই বা। যে ধীবর প্রথম ডুব দেয়, তাকেই কি সাগর উৎকৃষ্ট মুক্তাফল দিয়ে থাকেন? এ কি কথা, মহিষি? আপনাদের কন্যা, আপনারা যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই দিবেন, এতে আবার অগ্রপশ্চাৎ কি?

অহল্যা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি! আমরা কি স্বেচ্ছাধীন?—আহা! ভগবতি, একবার এই দিকে চেয়ে দেখুন। (অগ্রসর হইয়া) এসো মা এস।

(কৃষ্ণকুমারীর পুনঃপ্রবেশ)

তোমার আজ এত বিরসবদন দেখছি কেন?

কৃষ্ণ। না মা! বিরসবদন হবো কেন?

অহল্যা। ও কি ও! কাঁদচো কেন মা?

কৃষ্ণ। (নিরুত্তরে রাণীর গলা ধরিয়া রোদন)

অহল্যা। ছি মা! ছি! কেন, তোমার কিসের অভাব যে, তুমি এমন দুঃখিত হবে?

তপ। (স্বগত) আহা, এ ব্রতে নূতন ব্রতী কি না, সুতরাং ব্রতের উদ্দেশ্য দেবতাকে না পেলে কি আর স্থির হ'তে পারে?

অহল্যা। ছি ছি, ও কি মা?

কৃষ্ণ। মা, আমি কি অপরাধ করেছি যে, তোমরা আমাকে জলে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছ? (রোদন)

অহল্যা। বালাই! কেন মা, তোমাকে জলে ভাসিয়ে দেবো কেন? মেয়েরা কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে মা? (রোদন)

তপ। বৎসে! পক্ষিশাবক কি চিরকাল জন্মনীড়ে থেকে কালাতিপাত করে? এই যে তোমার মা, ইনি কেমন ক'রে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ ক'রে পতির গৃহে বাস কচ্ছেন? তুমিও তো তাই করবে, তাতে আর ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণ। ভগবতি! (রোদন)

অহল্যা। স্থির হও মা, স্থির হও। ছি মা! কেঁদো না। (রোদন)

কৃষ্ণ। মা, আমাকে এত দিন প্রতিপালন ক'রে কি অবশেষে বনবাস দেবে? (রোদন)

তপ। মহিষি! ঐ যে মহারাজ এই দিকেই আস্‌ছেন। উনি আপনাদের দুজনকে এ দশায় দেখলে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তা আপনি এক কর্ম্ম করুন, রাজনন্দিনীকে লয়ে একটু স'রে যান।

অহল্যা। আয় মা, আমরা এখন যাই।

[অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার প্রস্থান।

তপ। (স্বগত) আমি ভেবেছিলাম যে, অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা এ সকল সংসার-মায়া-শৃঙ্খল থেকে মুক্তিদান করে। তা কৈ? আমি যে সে মুক্তিলাভ করেছি, এমন ত কোনমতেই বোধ হয় না। আহা! এঁদের দুজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া)

হে বিধাতঃ! এই মানব-হৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয় সকলের বীজ রোপণ করেছো, তাদের নির্ম্মূল করা কি মানুষের সাধ্য? বিলাপধ্বনি শুন্‌লে যোগীন্দ্রেরও মন চঞ্চল হয়ে উঠে।

(রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ)

রাজা। ভগবতি! মহিষী না এখানে ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা হাঁ, তিনি এই ছিলেন, বোধ হয়, আবার এখনি এলেন ব'লে।

রাজা। তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে। (পরিক্রমণ করিয়া) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাক্‌বেন, মরুদেশের অধিপতি রাজা মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ-ইচ্ছায় আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন।

তপ। আজ্ঞা, হাঁ, শুনেছি বটে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি! এ সব আমার কপালগুণে ঘটে।

তপ। আজ্ঞা, সে কি মহারাজ? এমন ত সর্ব্বত্রই হচ্ছে।

রাজা। ভগবতি! আপনি চিরতপস্বিনী, সুতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে?

(অহল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ)

প্রেয়সি! তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোনমতেই বিশ্বাস হয় না।

অহল্যা। সে কি নাথ?

রাজা। আর বল্‌বো কি বল? এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের অধিপতি আবার রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়ে আমাকে অনুরোধ কচ্ছে যে—

তপ। নরনাথ! তবে রাজনন্দিনীকে রাজা মানসিংহকেই প্রদান করুন না কেন? তিনিও ত এক জন সামান্য রাজা নন।

অহল্যা। জীবিতেশ্বর! এ দাসীরও এই প্রার্থনা।

রাজা। বল কি দেবি! রাজা জগৎসিংহ আমার এক জন পরম আত্মীয়; তাতে আবার তাঁর দূতই আগে এসেছে; এখন আমি কি ব'লে তাঁকে এ বিষয়ে নিরাশ করি? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ! তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্নির সূত্র কল্লে, এ কি রক্তস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতেই নির্ব্বাণ হবে?

অহল্যা। প্রাণেশ্বর! মহারাষ্ট্রপতি এতে যে হাত দেন, এর কারণ কি? তিনি না স্বদেশে ফিরে যেতে উদ্যত ছিলেন?

রাজা। দেবি! তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল ক'রে জান না। সে ত এই চায়। একটা ছল-ছুতো পেলে হয়।

তপ। ভাল, মহারাজ! আপনি যদি এ বিষয়ে সম্মত না হন, তা হ'লে মহারাষ্ট্রপতি কি ক'রবেন?

রাজা। তা হ'লে তাঁর দস্যুদল আবার দেশ লুণ্ঠন কত্তে আরম্ভ করবে। হায়! তাতে কি আর দেশে কিছু থাকবে? ভগবতি! আমার কি আর এখন সে অবস্থা আছে যে, আমি এমন প্রবল শত্রুকে নিরস্ত করি?

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে আপনার কিসের অভাব?

অহল্যা। (রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ! এতে এত উতলা হইও না। বোধ হচ্ছে, ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বরায় শান্ত হবে।

রাজা। মহিষি! তুমি ত রাজপুত্রী। তুমি কি জান না যে, এ বিবাহে আমি যাহাকে নিরাশ করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে? প্রিয়ে! তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সর্ব্বনাশ কত্তে এসেছে? হায়! আমি বিধাতার নিকট কি পাপ করেছি যে, তিনি আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন? আমার এমন অমূল্য রত্নটিও কি অনল হয়ে আমাকে দগ্ধ করতে লাগ্‌লো? আমার হৃদয়নিধি হ'তে যে আমার সর্ব্বনাশের সূচনা হবে, এ স্বপ্নের অগোচর।

অহল্যা। (নিরুত্তরে রোদন)

তপ। ও কি মহিষি! আপনি কি করেন?

অহল্যা। ভগবতি! শমন কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন? (রোদন)

তপ। বালাই! তিনি আপনার শত্রুকে স্মরণ করুন। মহারাজ! আজ্ঞা হয় ত আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই।

অহল্যা। নাথ! আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, বলুন দেখি? বাছা ত আমার ভাল-মন্দ কিছুই জানে না। মহারাজ, তাকে এমন ক'রে বল্লে কি মায়ের প্রাণে সয়? বাছা! কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল? (রোদন)

রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি! আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা কর। হায় হায়! আমি কি নরাধম! আমার মতন ভাগ্যহীন পুরুষ বোধ করি আর নাই! এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হ'লো? তা চল প্রিয়ে! এখন অন্তঃপুরে যাই। সূর্য্যদেব অস্তাচলে চল্লেন। — (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে দিননাথ! তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান বলে, তা তুমিও কি এর দুঃখে মলিন হলে?

[সকলের প্রস্থান।

(কৃষ্ণকুমারীর পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা! সে এক সময় আর এ এক সময়। আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম? এ সকল কি আমার আর ভাল লাগে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর ক'রে বন-বিনোদিনী নাম দিয়েছিলেম, এই সুচারু শমী-বৃক্ষটিকে সখী ব'লে বরণ করেছিলেম। (সচকিতে) ও কি? আহা, সখি! তুমি কি এ হতভাগিনীর দুঃখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছো? কেন, তুমি ত চিরসুখিনী, তোমার খেদের বিষয় কি। মলয়-সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমালাপ কচ্চে; তা তুমি কি পরের দুঃখ বুঝতে পার? কি আশ্চর্য্য! (চিন্তা করিয়া) হায়, হায়! এ মায়াবিনী যে কি কুলগ্নে এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় না। কি আশ্চর্য্য! আমি যাঁকে কখন দেখি নাই, যাঁর নাম কখন শুনি নাই, যাঁর সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই, তাঁর জন্যে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন? কেবল দূতীর কুহকেই আমার মন এত চঞ্চল হ'লো। আহা! আমি কেনই বা সে চিত্রপট দেখেছিলেম? কেনই বা সে মনোহর মূর্ত্তি আমার হৃৎপদ্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেম? লোকে বলে যে, সে মরুদেশ অতি বন্ধ্যাস্থল; সেখানে বসুমতী না কি সর্ব্বদা বিধবা বেশ ধ'রে থাকেন; কুসুমাদিরূপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার মনে সে দেশ যেন নন্দনকানন ব'লে বোধ হচ্চে। আমি তার বিষয় যে কত মনে করি, তা আমার মনই জানে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একবার যাই, দেখি গে, সে দূতীর কোন অন্বেষণ পাওয়া গেল কি না। (পরিক্রমণ করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উদ্যান হঠাৎ এমন পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হ'লো কেন? (সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! আমি যে গতিহীন হলেম! আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা শিউরে উঠ্‌লো। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কি? ও —ও—ও—! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি, আকাশে কোমল বাদ্য)

(বেগে তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে করিয়া) এ কি এ? সর্ব্বনাশ! ভাগ্যে আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম। উঠ, মা, উঠ। এমন কেন হ'লো?

কৃষ্ণ। (সুপ্তভাবে) দেবি, আপনি ঐ মিষ্টকথা-গুলি আবার বলুন, আমি ভাল ক'রে শুনি। কি বল্লেন? আহা! "যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপনার প্রাণ দিয়ে রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না।" আহা! এ অভাগিনীর কপালে কি এমন সুখ আছে?

তপ। সে কি মা? ও কি বল্‌চো? (স্বগত) হায়, হায়, দেখ দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা! একে ত এ রাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার নবযৌবন, কে জানে কার দৃষ্টি—

কৃষ্ণ। (উঠিয়া সসম্ভ্রমে) ভগবতি! আপনি আবার এখানে কোত্থেকে এলেন?

তপ। কেন, মা, সে কি?

কৃষ্ণ। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি! আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম, তা শুন্‌লে আপনি একেবারে অবাক্ হবেন।

তপ। কি স্বপ্ন মা!

কৃষ্ণ। বোধ হলো যেন, আমি কোন সুবর্ণ-মন্দিরে একখানি কমল-আসনে ব'সে রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে ক'রে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে বল্লেন,—"বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।"

তপ। তার পর?

কৃষ্ণ। আমি প্রণাম কল্লেম। তার পর তিনি বল্লেন, "দেখ বাছা! যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপনার প্রাণ দিয়ে রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই। আমি এই কুলের বধূ ছিলেম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম্ম কর, তা হ'লে আমারই মত যশস্বিনী হবে।"

তপ। তার পর?—তার পর?

কৃষ্ণ। উঃ, ভগবতি, আপনি আমাকে একবার ধরুন। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ছে।

তপ। কি সর্ব্বনাশ! চল মা! তুমি অন্তঃপুরে চল। এখানে আর থেকে কাজ নাই। দেখ মা, আমাকে যা বল্লে, এ কথা আর তুমি কাকেও বলো না।

কৃষ্ণ। আহা হা! ভগবতি, ঐ শুনুন!

তপ। কি সর্ব্বনাশ! বৎসে! আমি কি শুন্‌বো?

কৃষ্ণ। সে কি ভগবতি? শুন্‌লেন না, কেমন সুমধুর ধ্বনি? আহা হা!

তপ। চল মা! এখানে আর থেকে কাজ নাই। তুমি শীঘ্র ক'রে এখান থেকে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—নগরতোরণ

(বলেন্দ্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। রঘুবর সিংহ!

১ম র। (যোড়করে) কি আজ্ঞা বীরবর?

বলেন্দ্র। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থেকো। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্তে দিও না।

১ম র। যে আজ্ঞা। আপনার বিনা অনুমতিতে কার সাধ্য এ নগরে প্রবেশ করে?

বলেন্দ্র। আর দেখ, যদি মহারাষ্ট্রপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুন্‌তে পাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও।

১ম র। যে আজ্ঞে।

বলেন্দ্র। (অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামান্য ধূর্ত্ত? এমন অর্থলোভী অহিতকারী নরাধম দস্যু কি আর দুটি আছে? কিন্তু মানসিংহের সহিত এর সহসা এত সৌহৃদ্য হলো, এর কারণ আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। তা নইলে ও এমন পাত্র নয় যে, বৃথা ক্লেশ স্বীকার করে। কৃষ্ণাকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর বয়ে গেল কি?

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

২য় র। ভাল, রঘুবর সিংহ!

১ম র। কি হে?

২য় র। তোমাকে ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো; তুমি না কি সর্ব্বদাই আমাদের সেনাপতি বলেন্দ্র সিংহের নিকট থাকো, রাজসংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, তত আর কেউ জানে না।

১ম র। হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। তা কি জিজ্ঞাসা করবে, বলই না শুনি।

২য় র দেখ ভাই! আমি শুনেছিলাম যে, এই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল; তা উনি যে আবার এসে থানা দিয়ে বস্‌লেন, এর কারণ?

১ম র। কি! তুমি এর কিছুই শোন নাই।

২য় র। না ভাই!

৩য় র। কৈ, আমরা ত এর কিছুই জানি না।

১ম র। মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ উভয়ে আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় দূত পাঠিয়েছেন।

৩য় র। হাঁ, তা ত জানি। বলি, এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের রাজা হাত দেন কেন?

১ম র। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, মেয়েটি জগৎসিংহকে দেন; কিন্তু এ রাজার সঙ্গে জগৎসিংহের চিরকাল বিবাদ। এঁর ইচ্ছে যে, মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন।

২য় র। ভাল, ভাই! ইনি যদি বিবাহের ঘটকালী কত্তেই এসেছেন, তবে আবার সঙ্গে এত সৈন্য-সামন্তের প্রয়োজন কি?

১ম র। হাঃ! হাঃ! এ বুঝ্‌তে পারলে না ভাই? এর মত ভিখারী ত আর দুটি নাই। এ ত এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ হ'লেই ছলে হোক, বলে হোক্, এর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়।

২য় র। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহারাজ কি স্থির কচ্চেন জান?

১ম র। আর কি স্থির করবেন? জয়পুরের রাজদূতকে বিদায় করবার অনুমতি দিয়েছেন, আর অল্পদিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। তার পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বলা যায় না।

৩য় র। ভাল, তুমি কি বোধ কর যে, জয়পুরের রাজা এতে চুপ ক'রে থাক্‌বেন?

১ম র। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা না কি বড় রণপ্রিয় নন। তবু যা হোক, রাজপুত্র কি না, এত অপমান কি সহ্য কত্তে পারবেন?

৩য় র। ওহে, এ দিকে দুজন কে আস্‌ছে, দেখ দেখি?

১ম র। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হচ্চে।

(সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ)

সত্য। রঘুবর সিংহ!

১ম র। (যোড়করে) আজ্ঞা!

সত্য। সব মঙ্গল ত?

১ম র। আজ্ঞা, হাঁ।

সত্য। আচ্ছা, (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়! একটু এই দিকে আসুন।

ধন। মন্ত্রী মধাশয়! এই কর্ম্মটা কি ভাল হোলো?

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বল্‌বেন না, মহারাজ যে এতে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আপনি কেন বুঝে দেখুন না। কিন্তু কি করেন? এতে ত আর কোন উপায় নাই।

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, কথাটা যথার্থ বটে। কিন্তু আমার দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ হলো। আমি যে কি কুলগ্নে আপনাদের দেশে এসেছিলাম, তা বল্‌তে পারিনে।

সত্য। কেন মহাশয়?

ধন। আর কেন মহাশয়। প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, সে সব ঐ দস্যুদল লুটে নিলে। তার পর রাজা মানসিংহের দূতের হাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত অপমান সহ্য করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার—

সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে হয়েছে! ও সব কথা আর মনে করবেন না। এখন অনুগ্রহ ক'রে এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করুন, মহারাজ এটি আপনাকে দিতে দিয়েছেন।

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য্য।

(অঙ্গুরী গ্রহণ)

সত্য। মহাশয়! আপনি একজন সুচতুর মানুষ। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হ'তে পরামর্শ দেবেন। এ আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। (চিন্তা করিয়া) দেখুন, আপনি যদি এ কর্ম্ম কত্তে পারেন, তা হ'লে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট পরিতুষ্ট করবেন।

ধন। যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টার ত্রুটি করবো না। তার পর জগদীশ্বরের হাত।

সত্য আমি কর্ম্মকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি, আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না।

ধন। তবে আমি বিদায় হই।

সত্য। যে আজ্ঞা, আসুন তবে।

[সত্যদাসের প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) দেখি, দেখি, অঙ্গুরীটি কেমন? (অবলোকন করিয়া) বাঃ! এটি যে মহারত্ন! এর মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা হবে। হাঃ হাঃ! ধনদাসের ভাগ্য! মাটী ছুঁলে সোনা হয়! হাঃ হাঃ হাঃ! যাকে বিধাতা বুদ্ধি দেন, তাকে সকলি দেন, (চিন্তা করিয়া) বিবাহে কৃতকার্য্য হলাম না ব'লে যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা, না হয়, ওঁর রাজ্য ত্যাগ ক'রে অন্যত্রে গিয়ে বাস করবো, আর কি, আমার ত আর ধনের অভাব নাই। হাঃ হাঃ! বুদ্ধিবলেই ধনদাস ধনপতি। তবে কি না, এই একটি বাধা দেখছি, বিলাসবতীর আশাটা তা হ'লে একেবারে ছাড়তে হয়। যে মৃগ লক্ষ্য ক'রে এত দিন বনে বনে পর্য্যটন কল্লেম, তাকে এখন এক প্রকার আয়ত্ত ক'রে কেমন ক'রে ফেলে যাই? (চিন্তা করিয়া) ফেলেই বা যাব কেন? আমি কি আর একটা বেশ্যাকে ভুলাতে পারবো না? কত লোক স্বর্গ-কন্যাকে বশ করেছে, আর আমি কি একটা সামান্য বারাঙ্গনার মন চুরি করতে পারবো না? হাঃ হাঃ! তা দেখি কি হয়।

[প্রস্থান।

১ম র। (অগ্রসর হইয়া) ওহে, তোমরা কেউ এ লোকটিকে চেন?

২য় র। চিন্‌বো না কেন? ও যে জয়পুরের দূত। আঃ! একদিন রাত্রে, ভাই, ও যে আমাকে কষ্টটা দিয়েছিল, তা আর কি বল্‌বো।

৩য় র। কেন? কেন?

২য় র। আমি ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা ব'লে একটা মেয়েমানুষের তত্ত্বে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে মলেম, কিছুই হলো না, শেষে প্রাতঃকালে বাসায় ফিরে

যাবার সময় বেটা আমায় কেবল চারিটি গণ্ডা পয়সা হাতে দিয়ে বল্লে কি যে, তুমি মিঠাই কিনে খেয়ো। হাঃ! হাঃ! হাঃ—

১ম র। হাঃ—হাঃ! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ! রাত্রি যে প্রভাত হলো!

(নেপথ্যে গীত)

ভৈরবী—কাওয়ালী

যাইতেছে যামিনী বিকসিত নলিনী,
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে—
প্রমোদিনী ভানুভামিনী;
শশী চলিল তাই হেরে
বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী অতি দুঃখিনী।
মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে
বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে
প্রমোদভরে বিপিনচরে
নবতৃণাসনে হরষিত মনোহারিণী।

৩য় র। ঐ শুন্‌লে ত। চল, আমরা এখন যাই।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

১ম র। হাঁ চল। ঐ আর এক দল আস্‌চে।

[সকলে প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—রাজগৃহ

(রাজা জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী)

রাজা। কি বল মন্ত্রি? এ সংবাদ কে তোমাকে দিলে?

মন্ত্রী। মহারাজ! ধনদাস হয় অদ্য বৈকালে কি কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত হবে। তার মুখে এ সকল কথা শুন্‌লেই ত আপনি বিশ্বাস করবেন?

রাজা। কি আপদ্! আমি কি আর তোমার কথায় অবিশ্বাস করছি? আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি কি, —বলি, এ কথা তুমি কার কাছে শুন্‌লে?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি। সে অতি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র।

রাজা। বটে! তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা ক'রে মানসিংহকেই কন্যা প্রদান কর্‌বেন, মানস করেছেন।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি যে, রাজকুলপতি ভীমসিংহের আপনার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ। তিনি কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মহারাজ, আমি ত পূর্ব্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলেম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধনদাসের পরামর্শ শুনলেন।

রাজা। আঃ! সে বিষয়ের অনুশোচনে ফল কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? তবে কি না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই এ অনর্থের মূল। সেই কেবল স্বার্থসাধনের জন্যে এ রাজ্যের সর্ব্বনাশটা কল্লে।

রাজা। কেন, কেন, তার অপরাধ কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমি আর কি বল্‌বো? ধনদাসের চরিত্র ত আপনি বিশেষরূপে জানেন না।

রাজা। কেন, কি হয়েছে, বল না।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, এ সকল কথা রাজসম্মুখে কওয়া আমার কোনমতেই উচিত না। কিন্তু—

রাজা। কেন, ধনদাসের এতে অপরাধটা কি?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রতিমূর্ত্তি যে ও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা কি আপনি এখনও বুঝতে পাচ্চেন না?

রাজা। কৈ না,; কি কারণ বল দেখি শুনি।

মন্ত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদর পূর্ণ করবে, এই কারণ, আর কারণ কি? মহারাজ! এর মত স্বার্থপর মানুষ কি আর দুটি আছে?

রাজা। বটে? তাই ও এ বিষয়ে এত উদ্‌যোগী হয়েছিল? আমি তখন বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, ও আগে ফিরে আসুক। তা এখন এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য বল দেখি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

রাজা। (সরোষে) বল কি মন্ত্রি, তুমি উন্মাদ হলে না কি? এমন অপমান কি কেউ কোথাও সহ্য কত্তে পারে?—কেন, আমার কি অর্থ নাই— সৈন্য নাই? না কি বল নাই?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে মহারাজের অভাব কিসের?

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হ'তে বল্‌ছো কেন? মান অপেক্ষা কি ধন না জীবন প্রিয়তর? ছি! তুমি এমন কথা মুখে আন? দেখ, প্রতি দুর্গপতিকে তুমি এখন গিয়ে পত্র পাঠাও যে, তারা পত্রপাঠমাত্র সসৈন্যে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ—

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন।

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুল সিংহের কথা বল্‌ছিলে, তিনি কে, আমাকে ভাল ক'রে বল দেখি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃতরাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতার লোকান্তর-প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায় কোন কোন লোক বলে যে, তিনি বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন।

রাজা। বটে! মরুদেশের বর্ত্তমান রাজা মানসিংহ ত গোমান সিংহের পুত্র। গোমান সিংহ ধনকুল সিংহের পিতামহ, বীরসিংহের কনিষ্ঠ ছিলেন। তা ধনকুল সিংহই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ কলিকালে কি আর ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আছে? যার শক্তি, তারই জয়। কুমার ধনকুল সিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাবেন?

রাজা। অবশ্য পাবেন। আমি তাঁকে মরুদেশের সিংহাসনে বসাব। দেখ মন্ত্রি! তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা যে, সে আমার বিপক্ষতা করে? এখন দেখি, সে আপন রাজ্য কি ক'রে রাখে?

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি?—যাও।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই মহৎ কুলের প্রসাদে মনুষ্যত্ব লাভ করেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতা—

রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি আর তোমাকে চিনি না, মন্ত্রি, তুমি যে আমাকে পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্লে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না, আমার পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।

রাজা। মন্ত্রি! মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু অপযশঃ চিরস্থায়ী। আমি যদি এ অপমান সহ্য করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল করবে। বরঞ্চ ধনে-প্রাণে মরবো, সেও ভাল, কিন্তু এ কথাটা যেন কেউ না বলে যে, অম্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। ছি! ছি! আমার সে অপযশ হ'তে সহস্র গুণে মরণ ভাল। তা তুমি যাও!

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে আজ্ঞা মহারাজ! (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্তে পারে? হায়! হায়! দুষ্ট ধনদাস-টাই এই অনর্থ ঘটালে। [প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এত দিন রাজভোগে মত্ত ছিলেম, এখন একটু পরিশ্রমই ক'রে দেখি। তরবারি চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও কলঙ্কিত হয়। (চিন্তা করিয়া) যা হোক্, ধনদাসকে একবার বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত কুকর্ম্ম করেছি, সকলেতেই ঐ দুষ্ট আমার গুরু। ওঃ! বেটার কি চমৎকার বুদ্ধি! তা দেখি, এবারও কি হয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ

(বিলাসবতী ও মদনিকা)

বিলা। বাঃ! তোর ভাই কি বুদ্ধি! ধন্য যা হোক্।

মদ। (সহাস্যবদনে) সে বড় মিছা কথা নয়। আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড ক'রে এসেছি, তা মনে হ'লে আপনা আপনি হেসে মত্ত হই। হাঃ হাঃ হাঃ!

বিলা। তাই ত, কি আশ্চর্য্য! ভাল, ধনদাস কি তোকে যথার্থই চিন্‌তে পারে নাই?

মদ। তা পাল্লে কি ও আমাকে আর অঙ্গুরীটি দিত?

বিলা। ভাল, ভাই! তুই লোকের কাছে কি ব'লে আপনার পরিচয়টা দিতিস্?

মদ। কেন? উদয়পুরের লোককে বল্‌তেম, আমার জয়পুরে বাড়ী, আর জয়পুরের লোককে বল্‌তেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী, আর যেখানে দেখতেম, দুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে আদতে যেতাম না।

বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি ভাই!

মদ। হাঃ—হাঃ! রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংহের দূত, রাজকুমারী, আমি কার সঙ্গে দেখা না করেছি? আর কত বেশ যে ধর্ত্তেম, তার আর কি বল্‌বো?

বিলা। তাই ত! ভাল মদনিকে! রাজকুমারী কৃষ্ণা না কি বড় সুন্দরী?

মদ। আহা! সুন্দরী ব'লে সুন্দরী! ও কথা ভাই, আর জিজ্ঞাসা করো না। আমি বলি, এমন রূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

বিলা। ও কি লো? তুই যে একেবারে বিরসবদন হলি? কেন? তিনি কি এতই তোর মন ভুলিয়েছেন? ইঃ! ইঃ! অবাক্ কল্লি মা!

মদ। ভাই, বল্‌বো কি, রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কথা মনে হ'লে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। আহা! সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুল্‌তে পারে?

বিলা। বলিস্ কি লো! তিনি কি এমন সুন্দরী? কি আশ্চর্য্য! আয় ভাই, আমরা এখানে বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাল ক'রে বল্ দেখি শুনি।

মদ। কেন, তাঁর কথা শুনে আর তোমার কি উপকার হবে বল?

বিলা। কে জানে ভাই! তোর মুখে তাঁর কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছা হচ্ছে যে, উদয়পুরে গিয়ে তাঁকে একবার দেখে আসি।

মদ। যে ভাই কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বৃথা চক্ষু দিয়েছেন!—সে যাক্ মেনে, এখন মহারাজ ক'দিন এখানে আসেন নাই, বল্ দেখি?

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? আজ তিন দিন।

মদ। বটে? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে আসবার দিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। বোধ করি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড়ই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তা হবেনই ত। তাঁর দূতকে আমি জুতো খাইয়ে এসেছি—হাঃ—হাঃ! ধনদাস ভাই আর এ জন্মেও কারো ঘটকালী করবে না। হাঃ হাঃ হাঃ।

বিলা। হাঃ হাঃ হাঃ! বোধ হয় না।

মদ। দেখ সখি, মহারাজ বোধ করি, আজ এখানে আস্‌বেন এখন। তা তুমি ভাই, যদি তাঁকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইব না।

বিলাস। ও মা! সে কি লা? ছি! তাও কি কখন হয়?

মদ। হবে না কেন? বুদ্ধি থাকলেই সব হয়। এই যে এসো না, তোমাকে না হয় মানভঙ্গের পালাটা অভিনয় ক'রে দেখিয়ে দি। (উপবেশন) আমি যেন মানিনী নায়িকা, ব'সে আছি; তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধো। (বদনাবৃতকরণ)

বিলা। হাঃ—হাঃ—হাঃ! বেশ লো বেশ। তুই ভাই কত রঙ্গই জানিস্। তা এখন কি করবো বল্?

মদ। (গাত্রোত্থান করিয়া) কি আপদ! তুমিই না হয় মান ক'রে ব'সো, আমি নায়ক হয়ে সাধি।

বিলা। (উপবেশন করিয়া) আচ্ছা, আমি এই বস্‌লেম—

মদ। এখন মান কর।

বিলা। এই কল্লেম। (বদনাবৃতকরণ)

মদ। হে সুন্দরি! তোমার বদনশশীকে অভিমানরূপ রাহুগ্রাসে দেখে আজ আমার চিত্তচকোর—

বিলা। হাঃ হাঃ হাঃ!

মদ। ছি! ছি! ও কি? ঐ ত সব নষ্ট কল্লে। এমন সময়ে কি হাসতে হয়?

বিলা। ঐ না মহারাজ এই দিকে আস্‌চেন?

মদ। তাই ত। দেখ ভাই, মহারাজ এলে যেন এমন ক'রে হেসে উঠ না। আমি এখন যাই। এত দিনের পর আজ ধনদাসের মাথা খাবার যোগাড় হয়েছে।

[প্রস্থান।

(রাজা জগৎসিংহের প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আজ তিন দিন এখানে আসি নাই, আর কেমন ক'রেই বা আস্‌ব? আমার কি আর নিশ্বাস ত্যাগ কর্‌বার অবকাশ ছিল—এ তিন দিন প্রায় নব্বুই হাজার সৈন্য এসে নগরে একত্র হয়েচে। আর ধনকুল সিংহও প্রায় আট দশ হাজার লোক সঙ্গে ক'রে আস্‌ছেন। শত সহস্র বীর। দেখি, এখন মানসিংহ আপন রাজ্য কেমন ক'রে রক্ষা করে? সে যাক্, এ গৃহে ত পুষ্পধনু আর পঞ্চশর ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের

কথা নাই। এ ভগবান্ কন্দর্পের রণভূমি। তা কৈ—বিলাসবতী কোথায়? (প্রকাশ্যে) ওহে, বসন্ত এলে কি কোকিল নীরবে থাকে, (অবলোকন করিয়া) এই যে—কেন প্রিয়ে, তুমি এত বিরস-বদন হয়ে ব'সে রয়েছো কেন? এ কি—এ কয়েক দিন না আসাতে তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছো? (নিকটে উপবেশন) দেখ ভাই, তুমি কখনও ভেবো না যে, আমি সাধ ক'রে তোমার কাছে আসি নাই। কি আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে কথা কইলে কি তোমার জাত যাবে? একটা কথা কও। এ কি? একেবারে নিস্তব্ধ!—তা তুমি যদি ভাই, আমার সঙ্গে একান্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহস্র কর্ম্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে ব'সে রইলে?

বিলা। যাও না, আমি কি তোমাকে বারণ কচ্চি?

রাজা। কেন ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমার উপর আজ এত দয়াহীন হ'লে?

বিলা। সে কি মহারাজ! আপনি হচ্ছেন রাজকুলচূড়ামণি, তাতে আবার রাজা ভীমসিংহের জামাই হবেন—আমি এক জন—

রাজা। তুমি দেখ্‌ছি ভাই, আমার উপর যথার্থই রেগেছো! ছি! ও কি? তুমি যে আবার নীরব হ'লে। দেখ, যে ব্যক্তি এত অনুগত, তার উপর কি এত রাগ করা উচিত? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) আহা! এমন সুমধুর ধ্বনি শুন্‌লেও কি তোমার আর রাগ যায় না?

(নেপথ্যে গীত)

কাফিজংলা—যৎ

এ মান সহজে যাবে না তা কি জান না।
যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরী তাহার প্রতি;
তার প্রতীকার, না হ'লে আর
কোন কথা কবে না।
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী
হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধ'রে সাধ না॥

রাজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! সত্য বটে! দেখ ভাই, তোমার সখীরা আমাকে বড় সৎপরামর্শ দিচ্ছে! তা এসো, তোমার পায়েই ধরি, সব দোষ ক্ষমা কর। (পদধারণ)

বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি মহারাজ! ছি! ছি! আমি কেবল আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়। বলি দেখি, মহারাজ নারীর মান রাখেন কি না।

রাজা। আর ভাই, পরিহাস! ভাগ্যে তোমার রোগের ঔষধ পেলেম, তাই রক্ষা,—যা হোক্, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো?

বিলা। কেন সখে! আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল না।

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। আরে এসো! দেখ সখি! তোমাকে দেখ্‌লে আমার ভয় হয়।

মদ। ও মা! সে কি মহারাজ? আপনি এ কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। তুমি সখি, মদনকেতু। তুমি যে স্থানে বায়ুচালনা কচ্চে থাক, সেখানে কি আর রক্ষা থাকে। অনবরত কামদেবের রণভেরী বাজতে থাকে, প্রমাদ প্রেমযুক্ত উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচানো ভার হয়ে উঠে।

মদ। আপনার তার নিমিত্ত চিন্তা কি? মহারাজ, আপনি যদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন, তার উচিত ঔষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে, এমন বিশল্যকরণী থাকতে আপনার ভয় কি?

রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ! সাবাস্, সখি! ভাল কথা বলেছ। তুমি ভাই, সরস্বতীর পিতামহী। যা হোক্, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (স্বর্ণহার প্রদান)

মদ। (প্রণাম করিয়া) আমি মহারাজের এক জন দাসী মাত্র।

রাজা। বসো। (মদনিকার উপবেশন) দেখ সখি! তুমি ধনদাসের বিষয় আমাকে যে সকল কথা বল্‌ছিলে, সে কি সত্য?

মদ। মহারাজ! আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার সখীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত্ত আর স্বার্থপর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি; কিন্তু ওর যে এত দুঃসাহস, এ ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস হয় না।

মদ। মহারাজ! স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুন্‌লে ত আপনার বিশ্বাস হবে?

রাজা। হাঁ, তবে হবে না কেন? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে?

মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম ব'লে।

বিলা। নরনাথ! দুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের মূল।

রাজা। তার সন্দেহ কি? আমার এ বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষতঃ (হস্ত ধরিয়া) তুমি থাক্‌তে ভাই, আমি কাকেও ভালবাসতে পারি?

বিলা। ঐ ত মহারাজ! এই সকল মধুমাখা কথা কয়েই আপনারা কেবল আমাদের মন চুরি করেন। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) যথার্থ বলুন দেখি মহারাজ! এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না?

রাজা। রাম বল! এ বিবাহে আমার কি আবশ্যক? তবে কি না, ধনদাসের মন্ত্রণা শুনে আমার ভাই অহি-মূষিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা ত রক্ষা করা চাই। সে জন্যেই এ সব উদ্‌যোগ।

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ)

মদ। মহারাজ, আপনি সত্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্লে ভাল হয়। ধনদাস আসচে। (বিলাসবতীর প্রতি) ভাই! এখন মহারাজকে একবার প্রমাণটা দেখিয়ে দাও। (রাজার প্রতি) আসুন তবে মহারাজ!

রাজা। (উঠিয়া) আচ্ছা, তবে চল। তুমি যেখানে যেতে বল, সেইখানেই যাব। এমন মাঝির হাতে নৌকা দেব, তার ভয় কি?

(উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি)

বিলা। (স্বগত) ধনদাস ধূর্ত্তরাজ; কিন্তু মদনিকা আজ যে ফাঁদ পেতেছে, তা থেকে এ শৃগাল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

(ধনদাসের প্রবেশ)

এসো, এসো, ধনদাস, বসো। তবে ভাই, ভাল আছ ত?

ধন। (বসিয়া) আর ভাই ভাল, কেমন ক'রে ভাল থাক্‌বো বল? উদয়পুর থেকে ফিরে আসা অবধি মহারাজ একবারও আমাকে রাজসম্মুখে ডাকেন নাই, আর লোকের মুখে যে কত শুনি, তার আর কি বলব, তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছ, এই ভাল।

বিলা। গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে?

ধন। না, তা ত থাকে না। তবে কি না, তুমি যদি ভাই, আমার এ মেঘাবৃত গগনের পূর্ণ শশী হও, তা হ'লে আমাকে আর পায় কে?

মদ। (জনান্তিকে) মহারাজ, শুন্‌ছেন?

রাজা। (জনান্তিকে) চুপ—

ধন। (স্বগত) মদনিকা না হবে ত সহস্রবার আমাকে বলেছে যে, বিলাসবতী আমাকে মনে মনে ভালবাসে। আর এর ভাবভঙ্গী দেখলে সে কথাটায় একপ্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। (প্রকাশ্যে) তুমি যে ভাই, চুপ ক'রে রইলে? আমি যে তোমাকে কত ভাববাসি, তা কি তুমি জান না?

বিলাস। (ব্রীড়াসহকারে) তা ভাই, আমি কেমন ক'রে জান্‌বো?

ধন। সে কি ভাই, তুমি কি এও জান না যে, ভেক সর্ব্বদা কমলিনীর সহবাস করে বটে, কিন্তু সে ফুল যে কি সুধারসের আকর, তা কেবল মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলার কর্ম্ম বুঝা? হা! হা! হা!

রাজা। (জনান্তিকে) শুন্‌লে বেটার স্পর্দ্ধার কথা! ইচ্ছা হয় যে, এ নরাধমের মাথাটা এই মুহূর্ত্তেই কেটে ফেলি। (অসি নিষ্কোষকরণে উদ্যত)

মদ। (জনান্তিকে) ও কি মহারাজ! আপনি করেন কি? (হস্তধারণ)

ধন। দেখ, বিলাসবতি!

বিলা। কি বল ভাই?

ধন। আমি ভাই, তোমার নিতান্ত চিহ্নিত দাস, আর আমি এ রাজসংসারে কর্ম্ম ক'রে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার। (স্বগত) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বহুমূল্য রত্ন আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে? তা একে একবার হাত করবার কি? এদেশ থেকে একবার নে যেতে পাল্লে হয়! (প্রকাশ্যে) তুমি যে ভাই চুপ ক'রে রইলে?

বিলা। আমি আর কি বল্‌বো?

ধন। দেখ, কাল সকালে ত রাজা সৈন্য লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কত্তে যাত্রা করবে। তা সে

শস্ত্রবিদ্যায় যত নিপুণ, তা কারোয়ই অগোচর নাই। রণভূমি দেখে মূর্চ্ছা না গেলে বাঁচি। হাঃ। হাঃ! হাঃ! তা আমি বেশ জানি, এমন ভীত মানুষ ত আর ছুটি নাই।

রাজা। (জনান্তিকে) কি, বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে? (মারিতে উদ্যত)

মদ। (ধরিয়া জনান্তিকে) করেন কি মহারাজ! একটু শান্ত হউন, আর কি বলে, শুনুন না?

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে যে, রাজা হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় ত মুখে চুণ-কালি নিয়ে দেশে ফিরে আস্‌বে!

রাজা। (জনান্তিকে) ভাল, দেখি, কার মুখে চুণ-কালি পড়ে। কৃতঘ্ন!—পামর!

ধন। তা তুমি যদি ভাই, বল, তবে আমি সব প্রস্তুত করি। চল, আমরা কা'ল দু'জনে এ দেশ থেকে চ'লে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে থাক্‌লে তোমার কি আর উপকার হবে? বালির বাঁধের ভরসা কি বল?

রাজা। (অগ্রসর হইয়া সরোষে ধনদাসের গলদেশ আক্রমণ করিয়া) রে দুরাচার নরাধম দাসীপুত্র! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা? তুই যে দেখছি চির উপকারী জনের গলায় ছুরী দিতে পারিস্‌।

ধন। (সভয়ে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! ইনি যে এখানে ছিলেন, তা ত আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। কি হবে? কোথায় যাব? এইবার গেলাম আর কি। এই দুশ্চারিণী মাগীই আমাকে মজালে!

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই, তুই যে কেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর টের পেলাম। তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই, তা বসুমতী এমন দুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহ্য করবেন না। (অসি নিষ্কোষ)

বিলা। (সসম্ভ্রমে রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ, করেন কি? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র! সিংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ, আমাকে এর প্রাণ-ভিক্ষা দেন।

রাজা। প্রিয়ে! তোমার কথার অন্যথা কত্তে পারি না। আচ্ছা, প্রাণদণ্ড করবো না; (অসি কোষস্থ করিয়া) কিন্তু যাতে আমাকে ওর মুখাবলোকন কত্তে না হয়, এমন দণ্ডবিধান করা আবশ্যক।—রক্ষক!

(নেপথ্যে)। মহারাজ!

(রক্ষকের প্রবেশ)

রাজা। দেখ্‌, এ দুরাচারকে নগরপালের নিকট এই মুহূর্ত্তে লয়ে যা। আর তাকে বল্‌ গে যে, এর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, গালে চুণ-কালি দিয়ে, একে দেশান্তর ক'রে দেয়। আর এর যা কিছু সম্পত্তি আছে, সব দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করে।

রক্ষ। যে আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার! (ধনদাসের প্রতি) চল্‌।

ধন। (করযোড়ে সজলনয়নে) মহারাজ—

রাজা। চুপ—চুপ, বেহায়া! আর আমি তোর কোন কথা শুনতে চাইনে! নে যা একে! ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

রক্ষ। চল্‌।

[ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আহা! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা। এখনই ভায়ার লীলাসংবরণ হয়েছিল আর কি। হাঃ হাঃ! যা হোক, ইঁদুর ভায়া সমস্ত রাত্রি চুরি ক'রে ক'রে খেয়ে শেষ রাত্রে ফাঁদে পড়েছেন। হাঃ হাঃ হাঃ!

বিলা। এ সব ভাই, তোমারই কৌশলে ঘটলো। যা হোক্‌, মহারাজ যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ। তবে কি না, মহারাজের চোখ দুটি যে এতদিনে খুল্‌লো, এও আহ্লাদের বিষয়।

রাজা। এ দুরাচার আমাকে যে কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হ'লে লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিতে হলো।

(নেপথ্যে রণবাদ্য) মহারাজের জয় হোক্‌, রাজকুমারের জয় হোক্‌!

রাজা। (সচকিতে) বোধ হয়, কুমার ধনকুল সিংহ এসে উপস্থিত হলেন! প্রিয়ে! এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে এখন যেতে হবে!

বিলা। সে কি মহারাজ? এত শীঘ্র? তবে আবার কখন্‌ দেখা হবে বলুন।

রাজা। তা ভাই, কেমন ক'রে বল্‌বো? আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা কর্‌বো। যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়া) দেখ ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হ'লে

আমাকে নিতান্তই ভুলো না, এক একবার মনে করো, আর কি বল্‌বো?

বিলা। (নিরুত্তরে রোদন)।

মদ। (সজলনয়নে) বালাই মহারাজ! এমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?

রাজা। সখি! এ বড় সামান্য ব্যাপার ত নয়। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে। সে যা হোক্, এখন বসো, বিলাসবতি! আমাকে হাস্যমুখে বিদায় দাও, এসো।

মদ। এসো, সখি! মহারাজের সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাই। আর কাঁদ্‌লে কি হবে, ভাই? এখন পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা কর যে, মহারাজ যেন ভালোয় ভালোয় স্বরাজ্যে ফিরে আসেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—নগরপ্রান্তে রাজপথ

সম্মুখে দেবালয়

(দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী ও মদনিকা)

মদ। আর কেন সখি! চল, বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্ গে, বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর এখানে থাক্‌লে লোকে বল্‌বে কি?

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

বিলা। ঐ শোন্ লো শোন্। মহারাজ বুঝি আবার ফিরে আস্‌ছেন।

মদ। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি, কে আস্‌ছে?

বিলা। সখি, আমি চক্ষের জলে একেবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা কৈ! আমি ত কাকেও দেখ্‌তে পাচ্চি না।

মদ। এখন ভাই, কাঁদ্‌লে আর কি হবে? ওই দেখ, মন্ত্রী মহাশয় আস্‌ছেন।

(নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্তে পারে? হায়, একটা তুচ্ছ অগ্নিকণা এ ঘোরতর দাবানল হয়ে জ্বলে উঠ্‌লো! আহা, এতে যে কত সুন্দর তরু আর কত পশু-পক্ষী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ জলস্রোতঃ যখন পর্ব্বত থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ করা কার সাধ্য? (নেপথ্যাভিমুখে) এ কি? অর্জ্জুনসিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে?

(নেপথ্যে)। আজ্ঞা, এই আমরা চল্লেম আর কি?

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ। তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই? এ কি? এ সব ময়দার গাড়ী এখনও প'ড়ে রয়েছে?

(নেপথ্যে)। মহাশয়, গরু পাওয়া ভার।

মন্ত্রী। (কর্ণ দিয়া) অাঁ!—কি বললে, গরু পাওয়া ভার! কি সর্ব্বনাশ! তোমরা তবে কি কত্তে আছ?

(নেপথ্যে)। উঠ হে, শীঘ্র ক'রে গাড়ীগুলন যুতে ফেলো।

(নেপথ্যে)। আজ্ঞা, এই হলো আর কি।

(নেপথ্যে)। ওহে বাদ্যকরেরা, তোমরা ঘুমুতে লাগলে না কি? বাজাও, বাজাও।

(নেপথ্যে)। মহাশয়, আশীর্ব্বাদ করুন, এই আমরা চল্লেম। বাজাও হে, বাজাও।

(নেপথ্যে রণবাদ্য) মহারাজের জয় হোক্।

মন্ত্রী। (স্বগত) দেখি গে আর কোন্ দল কোথায় কি কচ্চে? আঃ! এ সব কি এক জন হতে হয়ে উঠে? ভগবান্ সহস্রলোচন পারেন কি না সন্দেহ, আমার ত দুই চক্ষু বৈ নয়।

[প্রস্থান।

বিলা। মদনিকে, চল ভাই, আমরা ওই ময়-দার গাড়ীর পেছনে পেছনে মহারাজের নিকট যাই।

মদ। তুমি সখি, পাগল হ'লে না কি? চল, বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হলো। এখন রাজহংসীরা সরোবরে ভেসে গা শীতল কচ্চে। তা আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হয় না।

বিলা। আমার কি ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মন আছে?

মদ। হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি ভাই কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কল্লে না কি? হাঃ হাঃ হাঃ! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না। হাঃ হাঃ হাঃ! ওহে রাধে! এ যমুনাপুলিনে ব'সে একলা কাঁদ্‌লে আর কি হবে? তোমার বংশীবদন যে এখন

মধুপুরে কুব্জা সুন্দরীকে ল'য়ে কেলি কচ্চেন। হাঃ হাঃ হাঃ!

বিলা। ছি! যাও মেনে, ভাই! ও সব তামাসা এখন আর ভাল লাগে না।

মদ। এ কি, ধনদাস না?

(নীচে দরিদ্রবেশে ধনদাসের প্রবেশ)

ধন। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? আমি এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ সুখভোগ ক'রে অবশেষে অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর কুক্কুরের ন্যায় আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফির্‌তে হলো? তা তোমারই বা দোষ কি? আমারই কর্ম্মের দোষ। পাপকর্ম্মের প্রতিফল এইরূপেই ত হয়ে থাকে। হায় হায়! লোভমদে মত্ত হ'লে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? তা না হ'লে রঘুপতি কি সীতাকে ফেলে সুবর্ণ-মৃগের অনুসরণ কত্তেন? এই লোভমদে মত্ত হয়ে আমি যে কত কুকর্ম্ম করেছি, তার আর সংখ্যা নাই। (রোদন) প্রভু, আমার অশ্রুজল দিয়ে তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আত্মাকে ধৌত কর! (রোদন) হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান পূর্ব্বে হতো, তবে কি আর আমার এ দুর্দ্দশা ঘট্‌তো?

মদ। আহা! সখি! শুন্‌লে ত? দেখ দেখি, ধনদাসের দশা দেখে আমার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হচ্চে, তা আর কি বল্‌বো? তুমি ভাই, এখানে একটু থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোটা-দুই কথা ক'য়ে আসি।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্ত লোকে কি না করে? কিন্তু সে ধন কারও সঙ্গে যায় না। হায়! এ কথাটি যে লোকে কেন না বুঝে, এই আশ্চর্য্য। এই যে আমি এত ক'রে একগাছি রত্নমালা গেঁথেছিলাম, সেগাছি এখন কোথায় গেল?—কে ভোগ কর্‌বে? হাঃ!

(মদনিকার প্রবেশ)

মদ। ধনদাস যে?

ধন। অ্যাঁ!—কেন—কে ও? মদনিকা? (স্বগত) আরো কি যন্ত্রণা বাকী আছে? (প্রকাশ্যে) দেখ ভাই! আমি যত দূর দণ্ড পেতে হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার—

মদ। না না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর মন্দ কর্‌বো না। তোমার দুঃখে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বল্‌বো? ধনদাস! আমি ভাই সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার নারীর প্রাণ ত বটে, হাজার হোক্, পরের দুঃখ দেখ্‌লে আমার মনে বেদনা হয়। তা ভাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীটি দিলেম।

ধন। (সচকিতে) অ্যাঁ! এ অঙ্গুরীটি ভাই তুমি কোথায় পেলে?

মদ। কেন? তুমি যে আমাকে দিয়েছিলে! এখন ভুলে গেলে না কি? উদয়পুরের মদনমোহনকে তোমার মনে পড়ে কি? (ঈষৎ হাস্য)

ধন। অ্যাঁ! কাকে বল্লে ভাই?

মদ। মদনমোহনকে—যে তোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়েছিল। আজ তা হলো ত? এই দেখ, আমি সেই মদনিকা।

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে?

মদ। আর কেমন ক'রে বল্‌বো? আমি না হ'লে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে? ধনদাস! তুমি ভেবেছিলে যে, তোমার চেয়ে ধূর্ত্ত আর নাই, কিন্তু এখন টের পেলে ত যে, সকলেরই উপর উপর আছে? ভেবে দেখ দেখি ভাই, তুমি কত বড় দুষ্ট ছিলে! সে যা হোক্, ঢের হয়েছে। এখন যদি তোমার সে দুষ্টবুদ্ধি গিয়ে থাকে, তবে আমার সঙ্গে এসো দেখি, আমি যাকে ভেঙ্গেছি, তাকে আবার গড়তে পারি কি না।

ধন। তোমার কথা শুনে ভাই আমি অবাক্ হয়েছি! তুমিই তবে সেই মদনমোহন? কি আশ্চর্য্য, আমি কি কিছুমাত্র চিন্‌তে পারি নাই?

মদ। এসো তুমি, আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখ, বিলাসবতী উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাছে ভাই আর পীরিতের কথার নামও করো না। আর দেখ, এ জন্মে কাকেও মেয়েমানুষ ব'লে অবহেলা করো না। তার ফল ত দেখলে। কি বল! হাঃ! হাঃ! হাঃ! (বিলাসবতীর প্রতি) এসো সখি! তুমি একবার নেমে এস! আমার ভারী ক্ষিদে পেয়েছে। চল হে ধনদাস! চল।

[সকলের প্রস্থান।

—

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজগৃহ

(রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! তার পর?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অসি স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, হয় তিনি সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভস্মসাৎ ক'রে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন। রাজা জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ!

রাজা। (ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত) বটে? এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব ব'লে থাকে? (ললাটে করপ্রহার করিয়া) হায়, হায়, মৃতদেহে কে না খড়্গপ্রহার করতে পারে? আমার যদি এমন অবস্থা না হতো, তা হ'লে কি আর এঁরা এত দর্প কত্তে পাত্তেন? দেখ, আমার ধনাগার অর্থশূন্য, সৈন্য বীরশূন্য, সুতরাং আমি অভিমন্যুর মতন এ সপ্তরথীর মধ্যে যেন নিরস্ত্র হয়ে রয়েছি; তা আমার সর্ব্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়। হা বিধাতঃ! এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য কত্তে হবে? শমন আমাকে কত দিনে গ্রাস করবেন?

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি এত চঞ্চল হলে—

রাজা। (সরোষে) বল কি সত্যদাস? এ সকল কথা শুনে কি স্থির হয়ে থাকা যায়? মরুদেশের অধিপতি কে যে, তিনি আমাকে শাসান? আর রাজা জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিস্মৃত হলেন, এও বড় আশ্চর্য্য! (পরিক্রমণ)

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! হায়! এ কি রাগের সময়, আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরিদলকে কটূক্তিতে বিরক্ত করা উচিত? (দীর্ঘনিশ্বাস) হা বিধাতঃ! কুমারী কৃষ্ণাকে লয়ে যে এত বিভ্রাট ঘটবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সত্যদাস! বসো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (উপবেশন)

রাজা। এখন এতে কি কর্ত্তব্য, তা বল দেখি? আমি কোন দিকেই এ বিপৎসাগরে কূল দেখতে পাচ্চি না। (দীর্ঘনিশ্বাস) মন্ত্রি! এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি যে কত সুখভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার এত প্রতিকূল হলেন, বল দেখি? এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো। হায়! শমন কি আমাকে বিস্মৃত হলেন? এ কৃষ্ণা আমার গৃহে কেন জন্মেছিল? হায়!

মন্ত্রী। নরনাথ, এ সূর্য্যবংশীয় রাজারা পূর্ব্বকালে আপন কুল-মান-রক্ষার্থে যা যা কীর্ত্তি ক'রে গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না?

রাজা। সত্যদাস! তুমি ও সকল কথা আমাকে এখন আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে সে অন্ধকার যেন দ্বিগুণ বোধ হয়; ও সব পূর্ব্ব-কথা মনে হ'লে আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে—

মন্ত্রী। মহারাজ—

রাজা। হায়! এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহ্বরে প্রবেশ করে, কিন্তু সিংহের কি সে রীতি?

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত?

বলেন্দ্র। (উপবেশন করিয়া) আজ্ঞা, হ্যাঁ, মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলেম, তাদের মধ্যে তিন জন ফিরে এসেছে। যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন।

রাজা। সে কি! আমীর না ধনকুল সিংহের দলে ছিলেন?

বলেন্দ্র। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনায় ধনকুল সিংহের প্রাণনাশ ক'রে এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন।

রাজা। অ্যাঁ, বল কি? আহা হা! আমি দেখ্‌ছি, বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ নাই, ভারতবর্ষে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

রাজা। জয়পুর থেকে ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুনি?

বলেন্দ্র। আজ্ঞা, রাজা জগৎসিংহ প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন কচ্ছেন। আর অনেক অনেক রাজবীরও তাঁর সহায় হয়েছেন।

মন্ত্রী। হায়! হায়! এ সময়ের কথা শুন্‌লে যে কত দিক্ থেকে কত লোক গর্জ্জে উঠ্‌বে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হ'লে সাগরে তরঙ্গ-সমূহ কখনই শান্তভাবে থাকে না।

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্ত্তব্য, তুমি কি বল বলেন্দ্র?

বলেন্দ্র। আজ্ঞা, আর কি বল্‌বো? মহারাজের কিংবা স্বদেশের হিতসাধনে যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে কি না, এ বিপদ্ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। যা হোক্, যে পর্য্যন্ত আমার কায়-প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, তাবৎ আমি যত্নে কখনই বিরত হব না। এখন দেবতারা—

রাজা। ভাই! এখন কি আর সে কাল আছে যে, দেবতারা মানবজাতির দুঃখে দুঃখী হবেন? দুরন্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অন্তর্হিত হয়েছেন। তবে এখনও যে চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হয়ে থাকে, সে কেবল বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি ব'লে।

বলেন্দ্র। যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তা হ'লে না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে কি লিখেছেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) তা ভাই, আর দেখতে হবে কেন? বুঝেই দেখ না? যদি কোন ব্যক্তি, 'বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন দেখি', এই ব'লে কোন উচ্চ পর্ব্বত থেকে লাফ দেয়, কিংবা জলন্ত অনলে প্রবেশ করে, তা হ'লে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়।

বলেন্দ্র। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবে—

মন্ত্রী। (বলেন্দ্রের প্রতি) আপনি একবার এ পত্রখানি প'ড়ে দেখুন দেখি। (পত্র প্রদান)

রাজা। ও কি পত্র, মন্ত্রি?

মন্ত্রী। মহারাজ! এ পত্রখানি আমি গত রাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কোথা থেকে কে লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধান পাচ্চি না।

বলেন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! রাম—রাম—রাম—রাম! এমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?

রাজা। কেন ভাই, বৃত্তান্তটা কি বল দেখি শুনি।

বলেন্দ্র। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কত্তে পারি না, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, প'ড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার সাধ্য নয়। (রাজাকে পত্র প্রদান)

মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্তু—

বলেন্দ্র। রাম! রাম! আর ও কথার প্রয়োজন কি? রাম! রাম! এও কি কথা? ছি! ছি! ছি!

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) তা—বলি—বলি—এ উপায় ভিন্ন আর যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তা বরং আপনি বিবেচনা ক'রে দেখুন—

বলেন্দ্র। আমি বিবেচনা করেছি, মহাশয়! এ কি মনুষ্যের কর্ম্ম?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুল-মান রক্ষা করা মানবজাতির প্রধান কর্ম্ম। বিশেষতঃ ক্ষত্রকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন।

রাজা। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) মন্ত্রি!

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। এ পত্রখানি তোমাকে কে লিখেছে হে?

মন্ত্রী। মহারাজ! তা আমি বল্‌তে পারি না।

রাজা। দেখ মন্ত্রি! এ চিকিৎসক অতি কটু ঔষধের ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু এ দেখছি রোগ-নিরাকরণ কত্তে সুনিপুণ। (দীর্ঘনিশ্বাস এবং নীরবে অবস্থান)

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ! আর বোধ হয়, এ রোগের এই ভিন্ন আর কোন ঔষধ নাই।

রাজা। বলেন্দ্র!

বলেন্দ্র। আজ্ঞা!

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাই, কি হবে?

বলেন্দ্র। আজ্ঞা, এ পত্রখানি আমাকে দেন, আমি ছিঁড়ে ফেলি। এ যে শক্রর লিপি, তার কোন সন্দেহ নাই। কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। তুমি কি বল সত্যদাস?

মন্ত্রী। মহারাজ! বিপৎকাল উপস্থিত হ'লে লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষ বিদীর্ণ করেও দেব-পূজায় রক্তদান ক'রে থাকে।

রাজা। সত্যদাস! তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে রক্ত দেওয়াতে আর এ কর্ম্মেতে অনেক প্রভেদ।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখুন, এ সময়ে সর্ব্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনা; তা সর্ব্বনাশ অপেক্ষা—

রাজা। সত্যদাস! এ কথাটা মনে হ'লে সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আর চতুর্দ্দিক্ যেন অন্ধকার

দেখি। আঃ, কি হলো! হা পরমেশ্বর! না না না, এও কি হয়?

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে ক'রে দেখুন, কত শত রাজসতী এই বংশের মানরক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ ক'রে দেহত্যাগ করেছেন, বিশেষতঃ যিনি নরপতি, তিনি প্রজাগণের পিতা-স্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত-সহস্র জনকে ধনে-প্রাণে নষ্ট করা উচিত?

রাজা। হাঁ, সত্য বটে, কিন্তু তা ব'লে আমি কি এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সম্মত হ'তে পারি? আর রাজমহিষী এ কথা শুন্‌লেই বা কি বল্‌বেন? আমাদের পুরুষকুলে জন্ম, সুতরাং অনেক সহ্য কত্তে পারি, কিন্তু—

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি এ কথা কেমন ক'রে টের পাবেন?

রাজা। সত্যদাস, এ কথা কি গোপন থাক্‌বে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাকতে পারে। তবে কি না, এটা একবার চুকে গেলে আর তত ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হ'তে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনি আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরস্থায়ী নয়।

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। না, তাতেই বা কি হবে? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ্ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না—না, কৃষ্ণা থাক্‌তে এ বিবাদ যে মেটে, এমন ত কোনমতেই বোধ হয় না, আর এ বিবাদভঞ্জন না হ'লেও সর্ব্বনাশ! উঃ! না না, (গাত্রোত্থান) তা ব'লে কি আমি এ কর্ম্মে সম্মত হতে পারি? সত্যদাস, এমন কর্ম্ম চণ্ডালেও কত্তে পারে না; আর চণ্ডাল ত মনুষ্য, এমন কর্ম্ম পশু-পক্ষীরাও কত্তে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ! এ তর্ক-বিতর্কের বিষয় নয়, (বলেন্দ্রের প্রতি) আপনি কি বলেন বীরবর?

বলেন্দ্র। আমি এতে আর কি বল্‌বো?

রাজা। বলেন্দ্র, আমি কি ভাই ইচ্ছা ক'রে আমার স্নেহপুত্তলিকা কৃষ্ণার প্রাণনাশ কত্তে সম্মত হ'তে পারি? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, অপত্যস্নেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না! ভাই! এ কথাটা মনে হ'লে প্রাণ যে কেমন ক'রে উঠে, তার আর কি বল্‌বো। উঃ! (বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান) হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে কি তুমি এই লিখেছিলে? আ! এমন সরলা বালা! আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপরাধে—আহা! ও মা কৃষ্ণা! আহা! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলেন্দ্র। হায়, এ কি হলো? কি হবে? এখানে কে আছে রে?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি?—মহারাজ! এ কি?

মন্ত্রী। বীরবর! এ দেখছি বিষম বিপদ উপস্থিত। তা আসুন, আমরা মহারাজকে এখান থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ! তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আন্ গে যা।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন।

[রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—একলিঙ্গের মন্দির-সম্মুখ

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। (স্বগত) উঃ! কি অন্ধকার! আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না, (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি ভয়ানক স্থান, এখানে যে কত ভূত, কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে? মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। (সচকিতে) ও বাবা! ও কি ও! তবে ভাল! একটা পেঁচা! আমার প্রাণটা একেবারে উড়ে গেছিলো। শুনেছি, পেঁচাগুলো ভূতুড়ে পাখী। তা হ'তে পারে, ও মধুর স্বর ভূতের কানে বৈ আর কার কানে ভাল লাগবে? দূর দূর! (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! আজ ক' দিন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, আহার-নিদ্রা, রাজকর্ম্ম সকলই একবারে পরিত্যাগ করেছেন, আর সর্ব্বদাই 'হা বিধাতঃ! আমার কপালে কি এই ছিল! হা বৎসে কৃষ্ণা! যে

তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হ'তে হলো!' কেবল এই সকল কথাই ওঁর মুখে শুন্‌তে পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ —সচকিতে) ও আবার কি! লম্বা যেন তালগাছ! ও বাবা! এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি নন্দী, না ভৃঙ্গী, না বীরভদ্র? বুঝি বীরভদ্রই হবে। তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে? উঃ! ও বাবা! এ দিকেই যে আস্‌চে।

(রক্ষকের প্রবেশ)

কে ও! ও! রঘুবর সিংহ! আঃ, বাঁচলেম, আমি ভাই, তোমাকে বীরভদ্র ভেবে পালাতে উদ্যত হয়েছিলেম। তা তুমি প্রায়ই বীরভদ্র বটে!

রক্ষক। চুপ কর হে, চেঁচিয়ে কথা কয়ো না।

ভৃত্য। কেন, কেন, কি হয়েছে?

রক্ষক। মহারাজ বোধ হয় অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়েছেন, বাঁচেন কি না সন্দেহ?

ভৃত্য। বল কি রঘুবর সিংহ?

রক্ষক। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। ভগবান্ শম্ভুদাস আর তাঁর প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ঔষধপত্র দিচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্‌ছে না। আহা! মহারাজের দুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আর রাজকুমার বলেন্দ্রও দেখছি অত্যন্ত কাতর! দেখ ভাই, বড় ঘরে ভেঁয়ে ভেয়ে এমন প্রণয়, আমি কোথাও দেখি নাই। দুই জনে যেন এক প্রাণ!

ভৃত্য। তার সন্দেহ কি?

রক্ষক। তুমি ত ভাই সর্ব্বদাই মহারাজের কাছে থাক, তা মহারাজের এমন হবার কারণটা কি, বুঝ্‌তে পার?

ভৃত্য। কৈ, না। কেন, তুমিও ত ভাই রাজকুমারের ওখানে থাক, তা তুমি কি কিছু জান না?

রক্ষক। কে জানে ভাই, কিছুই ত বুঝ্‌তে পারি না। তবে অনুমানে বোধ হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ-বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ। দেখ, এ কয়েক দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সর্ব্বদা তাঁরই নাম শুন্‌তে পাই।

ভৃত্য। বটে? আমিও ভাই মহারাজের মুখে তাই শুনি।

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ কি আমার কর্ম্ম? হস্তী সুকুমার কুসুমকে দলন ক'রে ফেলে বটে,—তা সে পশু বৈ ত নয়। রূপলাবণ্য-গুণ-বিষয়ে তার চক্ষু অন্ধ। কিন্তু মনুষ্য কি কখন পশুর কাজ কত্তে পারে? না, না, এ আমার কর্ম্ম নয়। আমার এখন এ স্থান হ'তে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। (প্রকাশ্যে) রঘুবর সিংহ!

রক্ষক। কি আজ্ঞা, বীরপতি!

বলেন্দ্র। শীঘ্র আমার ঘোড়া আন্‌তে বল।

রক্ষক। যে আজ্ঞা, (ভৃত্যের প্রতি) ওহে, বড় অন্ধকারটা হয়েছে, এসো না ভাই, আমরা দুই জনেই যাই।

ভৃত্য। আচ্ছা, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার! রক্ষা করুন; আর কি বল্‌বো? আপনি এত বিরক্ত হ'লে সর্ব্বনাশ হয়। আসুন, মহারাজ আপনাকে আবার ডাক্‌ছেন।

বলেন্দ্র। (হাত ছাড়াইয়া) তুমি বল কি মন্ত্রি, আমি কি চণ্ডাল—না পাষণ্ড? এ কি আমার কর্ম্ম? এ কলঙ্কসাগরে মহারাজ আমাকে কেন মগ্ন কত্তে চান? অ্যাঁ, আমি কি ব'লে মনকে প্রবোধ দিব, বল দেখি? কৃষ্ণা আমার প্রাণপুত্তলিকা, আমি কেমন ক'রে নিরপরাধে তার প্রাণ বিনষ্ট করি? ঐহিক সুখের জন্য লোক পরকাল নষ্ট করে, কেন না, পরকালে যে কি ঘট্‌বে, তার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপকর্ম্মের প্রতিফল কি ইহকালেও ভোগ কর্ত্তে হয় না? মন্ত্রি! তুমি এ ঘৃণাস্পদ কর্ম্ম কত্তে আমাকে আর অনুরোধ করো না।

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার! আপনি মন্দিরের ভিতরে আসুন! এ সব কথার যোগ্যস্থল এ নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(চারি জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্ ভোলানাথ! (সকলে উপবেশন এবং শিবস্তবগীতান্তে) বোম্ মহাদেব!

প্রথম। গোঁসাইজী! আপনি যে বলেছিলেন, অদ্য রাত্রে মহারাজের কোন বিপদ্ হবে, এর কারণ কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জান্‌তে পাল্লেন?

দ্বিতীয়। বাপু! তোমরা আমার চেলা, অতএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন রাখা অতি অকর্ত্তব্য। অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখ্‌লেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে। কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো যেন, সে স্থল হ'তে একটা রক্তস্রোত নির্গত হচ্চে। তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হচ্চেন আর সকল দেবগণ হাহাকার কচ্চেন। এ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে যে কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নাই।

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করান না ?

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্ব্বন্ধ, তা অবশ্যই ঘট্‌বে; অতএব মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তাঁকে উদ্বিগ্ন করা হবে, আর কোন উপকার নাই।

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ ঘট্‌তে পারে।

দ্বিতীয়। তা কেবল ভগবান্ একলিঙ্গই জানেন। আমার অনুমান হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘট্‌তে পারে। যা হোক্, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান হ'তে প্রস্থান করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি ত্বরায় একটা ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হবে।

সকলে। বোম্—বোম্ কেদার! হর—হর! বোম্—বোম্!

[সকলের প্রস্থান।

(বলেন্দ্র এবং মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

মন্ত্রী। রাজকুমার! পিতৃসত্য পালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ ক'রে বনবাসে গিয়েছিলেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য, তা মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা আপনার কোনমতেই উচিত হয় না।

বলেন্দ্র। আর ও সব কথায় আবশ্যক কি? আমি যখন মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, কেমন ক'রে থাক্‌বে?

বলেন্দ্র। দেখ, মন্ত্রি, তুমি মহারাজকে সাবধানে রাজপুরে আন। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কেন এমন ঘট্‌লো! অবশ্য আমার পূর্ব্বজন্মে কোন পাপ ছিল, তা না হ'লে—

(নেপথ্যে)। বীরবর! আপনার ঘোড়া প্রস্তুত।

বলেন্দ্র। আচ্ছা, আমি চল্লেম, মন্ত্রি!

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) রাজকুমার যে এ দুরূহ কর্ম্মে সম্মত হবেন, এমন ত কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা হোক্, এখন বহুকষ্টে সম্মত হ'লেন। আহা। রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়! হায়! হা বিধাতঃ! এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বনা!

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। সত্যদাস! বলেন্দ্র কি গেছে? হায় হায়! হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে কি তুমি এই লিখেছিলে? বাছা, আমি আর কি তোমার সে চন্দ্রানন দেখ্‌তে পাব না? হায়, হায়! ছি! আমি কি পাষণ্ড! নরাধম—

মন্ত্রী। মহারাজ! এখন চলুন, রাজপুরে চলুন।

রাজা। সত্যদাস! আমি ও মশানে আর কেমন ক'রে প্রবেশ কর্‌বো?

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার—

রাজা। সত্যদাস! তুমি আমাকে কেন আর ধর্ম্মাবতার বল? আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। আমি স্বয়ং কলি-অবতার।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয়।

(ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জ্জন)

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বুঝি পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন, আর চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ ক'রে চামুণ্ডারূপে গর্জ্জন কচ্ছেন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ! তুমি আমাকে গ্রাস কত্তে উদ্যত হয়েছ? উঃ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান্ কশাঘাত ক'রে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্ছেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! এ কি প্রলয়কাল? তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হোক্ না? (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া)

হে কাল! আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ?—বিনাশ কর। কৈ, এখনও বজ্রাঘাত হ'ল না? কৈ, বিলম্ব কেন? (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই নেও! এই নেও! (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ, বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্লেন না কি? (বিকট হাস্য)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি বিপদ্ উপস্থিত! মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় হ'লেন! (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আপনি ও কি করেন? আসুন, এক্ষণে রাজপুরে যাই।

রাজা। (না শুনিয়া) পরমেশ্বর! কি কল্লে?—মৃত্যু হবে না? কেন হবে না? কেন?—অ্যাঁ! কি হবে? তবে কি হবে? আমার কি হবে? (রোদন)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি সর্ব্বনাশ! এখন কি করি? এঁকে লয়ে যাবার উপায় কি?

রাজা। এ কি? ও মা কৃষ্ণা! কেন মা?—তোমার কি হয়েছে মা?—আহা! আমি যে তোমার দুঃখী পিতা, মা! যাকে তুমি এত ভালবাসতে, (রোদন) ও কি ভাই বলেন্দ্র? ও কি?—ও কি?—কি কর? কি কর? এমন কর্ম্ম—ওঃ—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি? এ কি? সর্ব্বনাশ! কি হবে? এখানে যে কেউ নাই! (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস্ রে?

(ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ)

ভৃত্য। এ কি? কি সর্ব্বনাশ!

মন্ত্রী। ধর ধর, মহারাজকে শীঘ্র রাজপুরে লয়ে চল।

[রাজাকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—কৃষ্ণকুমারীর মন্দির

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ)

অহল্যা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ভগবতি, কৈ, আমার কৃষ্ণা ত এখানে নাই?

তপ। বোধ করি, রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন নাই। তা আপনি এত উতলা হলেন কেন?

অহল্যা। (নিরুত্তরে রোদন)।

তপ। (হস্ত ধরিয়া) ছি, ছি! ও কি মহিষি! স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? তা হ'লে এ পৃথিবীতে যে কত দরিদ্র রাজা হতো, আর কত শত রাজা দরিদ্র হতেন, তার সীমা নাই। কত লোক যে কত কি স্বপ্নে দেখে, তা কি সব সত্য হয়?

অহল্যা। ভগবতি! আমার প্রাণটা কেমন কচ্ছে, আপনি আমার কৃষ্ণাকে ডাকুন। আমি একবার তার চাঁদবদনখানি ভাল ক'রে দেখি। (রোদন)

তপ। মহিষি! আপনি এত উতলা হবেন না। আপনি এমন কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি?

অহল্যা। ভগবতি! সে স্বপ্নের কথা মনে হ'লে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠে। (রোদন)

তপ। কেন, বৃত্তান্তটাই কি?

অহল্যা। আমার বোধ হলো যেন, আমি ঐ দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে এক জন ভীমরূপী বীরপুরুষ একখানি অসি হস্তে ক'রে এই মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্লে—

তপ। কি আশ্চর্য্য! তার পর?

অহল্যা। আমার কৃষ্ণা যেন ঐ পালঙ্কের উপর একলা শুয়ে আছে, আর ঐ বীরপুরুষ কল্লে কি, যেন ঐ পালঙ্কের নিকটে এসে খড়্গাঘাত কত্তে উদ্যত হলো, আমি ভয়ে অমনি চীৎকার ক'রে উঠলেম, আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবতি! আমার কপালে কি হবে, বলতে পারি না! (রোদন)

তপ। আপনি কি জানেন না মহিষি! যে, স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয় আর ভাল দেখলে মন্দ হয়?

অহল্যা। সে যা হউক, ভগবতি! আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই এ মন্দিরে শুতে দেবো না।

তপ। (সহাস্যবদনে) কেন মহিষি! তাতে দোষ কি? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ঐ শুনুন, আমি বলেছিলেম কি না যে, রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় আছেন। তা চলুন, আমরা সেইখানেই যাই। মহিষি! আপনি কৃষ্ণার সম্মুখে কোনমতেই এত উতলা হবেন না। মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হবে, তা তাকে আর কেন বৃথা মনঃপীড়া দিবেন? আর বিবেচনা ক'রে দেখুন

না কেন, স্বপ্ন নিদ্রা-দেবীর ইন্দ্রজাল বৈ ত নয়! চলুন, এখন আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(খড়্গ-হস্তে বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। (স্বগত) আমি যে কত শতবার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ প্রবেশ কত্তে যেন আমার পা আর উঠ্‌তে চায় না। তা হবেই ত। চোরের মত সিঁদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বীরপুরুষের ধর্ম্ম? হায়! মহারাজ কেন আমাকে এই বিষম ঝঞ্ঝাটে ফেল্লেন? এ নিদারুণ কর্ম্ম কি অন্য কারো দ্বারা হ'তে পাত্তো না? ইচ্ছা করে যে, কৃষ্ণাকে না মেরে আপনিই মরি, (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল দর্শিবে না। (শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া) কৈ? কৃষ্ণা ত এখানে নাই? বোধ হয়, এখানে শুতে আসে নাই। তা এখন কি করি? (পরিক্রমণ) (নেপথ্যে গীত) (স্বগত) আহা! হে বিধাতঃ! আমি কি এমন কোকিলাকে চির-কালের জন্য নীরব কত্তে এলুম? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই যে কৃষ্ণা এ দিকে আস্‌ছেন! হায়! হায়! হে বিধাতঃ! তুমি কি নিমিত্ত এ রাজবংশের প্রতি এত প্রতিকূল হলে? এমন নিধি দিয়ে কি তাকে অপহরণ করবে? হায় হায়, বৎসে, তুমি কেন নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রের গ্রাসে পড়তে আস্‌চো? (অন্তরালে অবস্থিতি)

(কৃষ্ণকুমারীর সহিত তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ)

তপ। বাছা! এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি গান-বাদ্যেতে মত্ত থাকতে হয়? যাও, রাজমহিষী যে শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন কর গে, আর বিলম্ব করো না।

কৃষ্ণ। ভাল, ভগবতি! মাকে আজ এত উতলা দেখলেম কেন, বলুন দেখি? উনি আমাকে আজ রাত্রে এ মন্দিরে শুতে মানা কচ্ছিলেন কেন?

তপ। রাজনন্দিনি! একে ত মায়ের প্রাণ, তাতে আবার তুমি তাঁর একমাত্র মেয়ে, আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে উঠেছে—

কৃষ্ণ। (সহাস্যবদনে) তবে মা কি ভাবেন যে, আমাকে কেউ এ মন্দির থেকে চুরি ক'রে নে যাবে?

তপ। বৎসে! তাও কি কখন হয়? চন্দ্র-লোক থেকে অমৃত অপহরণ করা কি যার তার সাধ্য?

কৃষ্ণ। (গবাক্ষ খুলিয়া) উঃ! ভগবতি! দেখুন, কি অন্ধকার রাত্রি! নিশানাথের বিরহে রজনী যেন বেশভূষা পরিত্যাগ ক'রে দুঃখসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

তপ। (সহাস্যবদনে) বাছা! তুমি আবার এ সব কথা কোথা থেকে শিখলে? যাও, শয়ন কর গে! আমি এখন কুটীরে যাই। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হলো।

কৃষ্ণ। যে আজ্ঞা।

তপ। তবে আমি এখন আসি গে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (স্বগত) রাজা মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি যে, তিনি আবার অনেক সৈন্যসামন্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ করবার উদ্‌যোগে আছেন। তা দেখি, বিধাতা আমার কপালে কি করেন। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) সুভদ্রার জন্য অর্জ্জুন যেমন যদুকুলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন, এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠ্‌লো। (গবাক্ষ খুলিয়া) উঃ! কি ভয়ানক বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়কালের বিস্ফুলিঙ্গ পাপাত্মার অন্বেষণে পৃথিবী পর্য্যটন কচ্চে, আর মেঘের গর্জ্জন শুন্‌লে মহা মহা বীরপুরুষেরও হৃৎকম্প হয়। উঃ! কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচ্ছে। আজ এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত! এ মন্দির পর্ব্বতের ন্যায় অটল, প্রবল ঝড় হলেও এতে কোন ভয় নাই। কিন্তু যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি, তাদের আজ কত কষ্ট হচ্ছে! আহা! পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করুন। হে বিধাতঃ! সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্ব্ব উচ্চ সুবর্ণ-অট্টালিকায় ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, আর কেউ বা আশ্রয়বিহীন হয়ে বৃক্ষমূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে! কিন্তু তাই বলি, অট্টালিকায় বাস কল্লেই যে লোক সুখী হয়, এমন নয়; আমার ত কিছুরই অভাব নাই, তবে কেন আমি সুখী হই না? মনের সুখই সুখ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন? পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল লাগছে না, আমার মন যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি দেখি, যদি একটু শয়ন ক'রে সুস্থ হ'তে পারি! তাই যাই। হে মহাদেব! এ অধীনীর

প্রতি দয়া ক'রে মনের চঞ্চলতা দূর কর! প্রভু! এ দাসী তোমার নিতান্ত শরণাগত। (শয়ন)

(বলেন্দ্রসিংহের পুনঃ প্রবেশ)

বলেন্দ্র। (স্বগত) হায়! হায়! আমি এমন কর্ম্ম কত্তে এলেম যে, পাছে একেবারে রসাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পদার্পণ কত্তেও আশঙ্কা হচ্ছে। আমার এমনি বোধ হচ্চে যেন, পদে পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কত্তে আস্‌ছেন। তা হলেও একপ্রকার ভাল হয়। রজনীদেবি! তুমিই আমার সাক্ষী। আমি এ কর্ম্ম আপন ইচ্ছায় কচ্ছি না। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) হায়! হায়! আমি এ রাজকুলমৃণাল থেকে এ প্রফুল্ল-কনকপদ্মটি যথার্থই কি ছিন্ন-ভিন্ন কত্তে এলেম? এমন স্বুবর্ণমন্দিরে সিঁদ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে? (চিন্তা করিয়া) তা কি করি! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) আমার দেখছি, মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো, কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই। তা জন্মের মতন বাছার চন্দ্রবদনখানি একবার দেখে নি। (মুখ দেখিয়া) হে বিধাতঃ! আমি কি রাহু হয়ে এমন পূর্ণশশীকে গ্রাস কত্তে এলেম? আমি কি প্রলয়ের কালরূপে একে চিরকালের নিমিত্ত জলমগ্ন কত্তে এলেম? (নয়নমার্জ্জন) আহা! মা! আমি নিষ্ঠুর চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কত্তে এসেছি। আহা! বাছা এমন নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রা-দেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচ্চেন, আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্ন দ্বারা পরম সুখানুভব কচ্চেন; কিন্তু নিকটে যে পিতৃব্যস্বরূপ কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন না। হায়! হায়! যাকে আমি এত প্রাণতুল্য ভালবাসি, যার ক্ষমাগুণে যুদ্ধ-জীবী জনের কঠিন হৃদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কত্তে হলো? বলেন্দ্রের অস্ত্রের কি শেষে এই কীর্ত্তি হলো? ধিক্! —ধিক্! (চিন্তা করিয়া) তবে আর কেন!—ওঃ! এ স্নেহনিগড় ভগ্ন করা কি মনুষ্যের কর্ম্ম?— দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় একে যতই খোল, ততই বাড়ে। হে পৃথিবি! তুমি সাক্ষী, হে রজনী দেবি! তুমি সাক্ষী। (মারিতে হস্ত উত্তোলন)

কৃষ্ণ। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) অ্যাঁ—অ্যাঁ —কাকা! এ কি?—এ কি?

বলেন্দ্র। (অসি ভূতলে নিক্ষেপ)

কৃষ্ণ। অ্যাঁ?—কাকা! এ কি? আপনি যে এমন সময়ে এখানে এসেছেন?

বলেন্দ্র। না, এমন কিছু নয়। কেবল তোমাকে একবার দেখতে এসেছি। তা বৎসে,—তা বৎসে, —আমাকে বিদায় দাও। আমি চল্লেম।

কৃষ্ণ। কাকা! আপনি এক জন মহা বীর-পুরুষ, তা আপনার কি দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত?

বলেন্দ্র। (বদনাবৃত করিয়া নিরুত্তরে রোদন)

কৃষ্ণ। (অসি অবলোকন করিয়া) এ কি? (বলেন্দ্র অসি বক্ষঃস্থলে গোপন) (প্রকাশ্যে) কাকা! আমি আপনার পায়ে ধর্‌চি, আপনি আমাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন।

বলেন্দ্র। বাছা! তুমি এ নরাধম নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না। আমি ত তোমার কাকা নই, আমি চণ্ডাল। আমি তোমার কাল হয়ে এসেছিলাম। (রোদন)

কৃষ্ণ। সে কি কাকা?

বলেন্দ্র। হা আমার কুললক্ষ্মি!—হে পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর। (রোদন)

কৃষ্ণ। (হস্তধারণ) কেন, কাকা? আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন?

বলেন্দ্র। কৃষ্ণা! আমি তোমার প্রাণ নষ্ট কত্তে এসেছিলেম।

কৃষ্ণ। কেন? আপনার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি?

বলেন্দ্র। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা। তুমি কি অপরাধ কাকে বলে, তা জান? (রোদন) মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, হয় তোমাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভস্মরাশি ক'রে এ রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবেন। আমাদের যে এখন কি অবস্থা, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান, এই জন্যেই—

কৃষ্ণ। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা যে—

বলেন্দ্র। মা, আমি আর কি বলব? তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কর্ম্ম কত্তে প্রবৃত্ত হই?

কৃষ্ণ। বটে? তা এর নিমিত্ত আপনি এত কাতর হচ্ছেন কেন? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে, আমি তাঁর পাদপদ্মে

জন্মের মত বিদায় হই। কাকা! আমি রাজপুত্রী, —রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীর-কেশরী। আমি আপনার ভাইঝি। আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি? (আকাশে কোমল-বাদ্য) ঐ শুনুন! কাকা! একবার ঐ দুয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন। আহা! কি অপরূপ রূপলাবণ্য! উনিই পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে আর একবার দেখা দিয়েছেন। জননি! তোমার দাসী এলো ব'লে। দেখ, কাকা! এ মন্দির সহসা নন্দন-কাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য!

(নেপথ্যে পদশব্দ)

বলেন্দ্র। এ কি—এ কি?

(রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। (ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ অবলোকন)

মন্ত্রী। (কৃষ্ণাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে, এখনও হয় নাই। আঃ! রক্ষা হউক। (অগ্রসর হইয়া বলেন্দ্রের প্রতি জনান্তিকে) রাজকুমার, আর দেখেন কি? সর্ব্বনাশ উপস্থিত। মহারাজ হঠাৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছেন।

বলেন্দ্র। সে কি? সর্ব্বনাশ! (রাজার নিরাসনে উপবেশন) হায়, হায়! কি হ'লো? তা মন্ত্রি! তুমি ওঁকে এখানে আন্‌লে কেন?

মন্ত্রী। কি করি? উনি আপনিই এই দিকে এলেন; সুতরাং আমাকে ওঁর সঙ্গে আস্‌তে হলো। কি জানি, যদি অন্য কোথাও যান। আর একটা ভাবলেম যে, মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর এ গুরুতর পাপকর্ম্মে প্রয়োজন কি? তাই আপনাকে নিবেদন কত্তে এলেম। এর পর আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে—হায়! রাজকুমার—

রাজা। বলেন্দ্র! ছি ভাই! এমন কর্ম্মও করে? (গাত্রোত্থান করিতে করিতে) কর কি, কর কি?—না,—না,—না,—না, মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ! হুঁ। তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্লেম। (কিঞ্চিৎ গমন) এই যে আমার কৃষ্ণা, কেন মা? কেন? একবার বীণাধ্বনি কর—মা, একটি গান কর—মা, আহা হা! ঐ—ঐ—হা আমার কুললক্ষ্মি! তুমি কোথা গেলে? (রোদন)

কৃষ্ণা। (রাজার অবস্থাকে শোকজ্ঞান করিয়া) কাকা! পিতা এমন কচ্ছেন কেন? পিতঃ! আপনি এই সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন? জীবমাত্রেই শমনের অধীন, তা এতে দুঃখ কল্লে কি হবে? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কা'ল মরবে; কুলমান-রক্ষার জন্যে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম্ম আছে? (আকাশে কোমল বাদ্য) ঐ শুনুন, রাজসতী পদ্মিনী আমাকে ডাক্‌ছেন। উনি এর আগে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন যে, "কুলমান-রক্ষার জন্যে যে যুবতী প্রাণদান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" পিতঃ! আপনি এ দাসীকে জন্মের মত বিদায় দিন। এই অন্তকালে যে মায়ের পা-দুখানি দেখতে পেলেম না, এই একটা বড় দুঃখ মনে রৈল। (রোদন)

বলেন্দ্র। ছি মা, ছি! তুমি ও সকল কথা আর মুখে এনো না! তোমার শত্রুর অন্তকাল উপস্থিত হোক্।

কৃষ্ণ। কাকা! এমন জীব নাই যে, বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লিখেন নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু আবার কোন তরুর কাষ্ঠে দেব-প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। কুলমান-রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের নিমিত্ত যে মরে, সে চির-স্মরণীয় হয়।

বলেন্দ্র। তুমি মা, আর ও কথা কইও না! তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব। তোমার অপেক্ষা কি এ রাজপদ প্রিয়তর?

কৃষ্ণ। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভালবাসেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে আমাকে বিদায় দেন। পিতঃ! আপনি নরপতি; বিধাতা আপনাকে কত শত সহস্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্তে এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন; তা আপনার তাদের সুখ-দুঃখ বিস্মৃত হওয়া উচিত হয় না! আপনি এ দাসীকে জন্মের মত বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন? আমি কি অপরাধ করেছি যে, আপনি আর আমার সঙ্গে কথা কচ্চেন না? পিতঃ! আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আশীর্ব্বাদ করুন যেন, এ ভবযন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হয়ে সুরপুরীতে যেতে পারি! (চরণে পতন)

রাজা। এ না মানসিংহের দূত?—এত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে?

কৃষ্ণ। (উঠিয়া) কেন পিতঃ! আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি ?

রাজা। কি অপরাধ ?—আমার নিকটে ছলনা ? দূর হ !—দূর হ !

মন্ত্রী। এ কি সর্ব্বনাশ !

কৃষ্ণ। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল ? এ সময়ে পিতাও কি বিমুখ হ'লেন ? কাকা! আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি যে, উনি আমার প্রতি বিরক্ত হলেন ? (আকাশে কোমল বাদ্য) আঃ! আমি এই যাই—কাকা! আপনার চরণে ধরি। (চরণে পতন) আপনিই আমাকে বিদায় দেন।

বলেন্দ্র। উঠ মা, উঠ ! ছি মা, ছি ! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন) তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমাকে বিদায়—

(আকাশে কোমল বাদ্য)

কৃষ্ণ। জননি! এই আমি এলেম। (সহসা খড়্গাঘাত ও শয্যোপরি পতন)

সকলে। এ কি ! এ কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ !

বলেন্দ্র। হে বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল ? হে পরমেশ্বর ! আমাদের কি কল্লে ! বৎসে ! তুমি কি যথার্থই আমাদের ত্যাগ কল্লে ? হায়, হায় ! (রোদন)

(তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। এ কি ? (অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ ! এ রাজকুললক্ষ্মী এ অবস্থায় কেন ? হায়, হায় ! এ রত্নদীপ কে নির্ব্বাণ কল্লে ! হায়, হায় ! (রোদন]

বলেন্দ্র। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে ? এদিকে এই, আবার ওদিকে মহারাজের দশা দেখছেন। আহা-হা ! দাদা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল ? ভগবতি—

তপ। কেন কেন ? মহারাজের কি হয়েছে ? উনি অমন কচ্ছেন কেন ?

বলেন্দ্র। আর ভগবতি! সকলই আমাদের অদৃষ্টে করে। মহারাজ হঠাৎ উন্মাদ হ'য়ে উঠেছেন।

তপ। কেন, এর কারণ কি ?

[অহল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ]

অহল্যা। (নেপথ্য হইতে) কৈ ?—কৈ ? আমার কৃষ্ণা কোথায় ? (অবলোকন করিয়া) এ কি ? আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন ? আঁ্যা ! এ যে রক্ত ! মহারাজ ! এমন কর্ম্ম কে কল্লে ?

তপ। মহিষি ! মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছেন ? ওঁতে কি আর উনি আছেন ?

অহল্যা। তবে বুঝি উনিই এ কর্ম্ম করেছেন ? ও মা ! আমার কি সর্ব্বনাশ হলো ! (কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া রোদন) আহা ! বাছা আমার স্বর্ণলতার ন্যায় প'ড়ে আছেন ! ও মা কৃষ্ণা ! আমি যে তোমার অভাগিনী মা এসে ডাকছি যে। ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চল্লে, মা ? উঠ, মা, উঠ। ও মা, ও মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ ? (রোদন)

কৃষ্ণ। (মৃদুস্বরে) মা, এসেছো ? আমাকে পায়ের ধূলা দাও। মা,—পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন, তুমি ওঁকে আমার সকল দোষ ক্ষমা করতে বলো। মা ! আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে সকল ক্ষমা ক'রে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দাও। মা ! তোমার এ দুঃখিনী মেয়েকে এর পর এক একবার মনে করো। (মৃত্যু—আকাশে কোমল বাদ্য)

অহল্যা। ও মা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা, (রোদন) এ কি ? আবার যে মা আমার চুপ কল্লেন ? ও মা ! কৃষ্ণা ! ও মা ! (মূর্চ্ছা)

তপ। এ আবার কি হলো ? রাজমহিষী যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন ? মহিষি উঠুন। হায়, হায় ! একেবারে সব ছারখার হলো ?

অহল্যা। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি কি স্বপ্ন—মহারাজ, এ কর্ম্ম কে কল্লে ? ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন ? এ কি (উঠিয়া) তোমরা যে সকলেই চুপ ক'রে রৈলে ?

রাজা। আঃ! (অগ্রসর হইয়া) মহিষী যে ? (হস্ত ধরিয়া) দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছো ? —কৈ ?

অহল্যা। মহারাজ ! তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার হাতে আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের মতন বিদায় হলেম।

[বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। ভগবতি ! আপনি একবার যান, মহিষী কোথায় গেলেন, দেখুন গে।

[তপস্বিনীর বেগে প্রস্থান।

রাজা। মহিষি! কোথা যাও? কোথা যাও? গেলে, গেলে, গেলে? তুমিও গেলে। (রোদন) হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! আমি যাই মা, —আমি যাই। ভাই বলেন্দ্র! কৃষ্ণা! কৃষ্ণা! আমার কৃষ্ণা! (রোদন)

মন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের অধীন। আমাকে কি শেষে এই দেখতে হলো? (রোদন) (অন্তঃপুরে রোদনধ্বনি)

(তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ)

তপ! হায়! হায়! কি হলো!—রাজকুমার, রাজমহিষীও স্বর্গারোহণ কল্লেন। হায়, হায়! আমি এমন সর্ব্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ কি বিধাতার সামান্য বিড়ম্বনা? হায়, হায়, হায়!

বলেন্দ্র। মন্ত্রি, আর কি? সকলই শেষ হলো! (রোদন) হায়! হায়! হায়! মৃত্যু কি আমাকে ভুলে আছেন?—দাদা! ঐ দেখুন, আমাদের রাজ-কুললক্ষ্মী মহানিদ্রায় অবশ হয়ে আছেন। আর এ রাজ্যে প্রয়োজন কি? হায়! হায়!

রাজা। বলেন্দ্র! ভাই! কৃষ্ণা!—কৃষ্ণা!—আমার কৃষ্ণা!

বলেন্দ্র। আহা! দাদা, তোমার জ্ঞান শূন্য হয়েছে, তুমি এর কিছুই জানতে পাচ্ছো না। হায়! হায়! তা ভাই, এ তো তোমার সৌভাগ্য বলতে হবে। হায়! এমন সময়ে জ্ঞান থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। এ যন্ত্রণা কি সহ্য করা যায়? (রোদন)

সত্য। রাজকুমার! আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া যাক্। আর আসুন, এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, দেখা যাগ গে। এ দিকের ত সকলই শেষ হলো। হায়, হায়! হে বিধাতঃ! তোমার কি অদ্ভুত লীলা! আসুন যুবরাজ, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?

যবনিকা-পতন

পদ্মাবতী নাটক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

ইন্দ্রনীল	...	...	রাজা।
মানবক	...	...	বিদূষক।

রাজমন্ত্রী, দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি অঙ্গিরা, মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কঞ্চুকী,
পুরোহিত, কলি, সারথি নাগরিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

শচীদেবী	...	...	ইন্দ্রপত্নী।
রতিদেবী	...	...	কামপত্নী।
মুরজাদেবী	...	...	কুবেরপত্নী।
পদ্মাবতী	...	...	রাজপত্নী।
বসুমতী	...	...	সখী।
মাধবী	...	...	পরিচারিকা।
গৌতমী	...	...	তপস্বিনী।
রম্ভা	...	...	অপ্সরী।

পদ্মাবতী নাটক

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিন্ধ্যগিরি ;—দেব-উপবন

(ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের বেগে প্রবেশ)

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া, স্বগত) হরিণটা দেখতে দেখতে কোন্ দিকে গেল হে? কি আশ্চর্য্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখছি? আর তাই বা কেমন ক'রে বলি। এই ত ভগবান্ বিন্ধ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিন্তা করিয়া) এই পর্ব্বতময় প্রদেশে রথের গতিরোধ হয় ব'লে আমি পদব্রজে হরিণটার অনুসরণ-ক্লেশ স্বীকার ক'রে, অবশেষে কি আমার এই ফললাভ হলো যে, আমি একলা একটা নির্জ্জন-বনে এসে পড়লেম? মরুভূমিতে মরীচিকা বারিরূপে দর্শন দেয়; তা এ স্থলে কি সে মায়ামৃগ হয়ে আমাকে এত বৃথা দুঃখ দিলে? সে যা হউক, এখন এখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম ক'রে এ ক্লান্তি দূর করা আবশ্যক। (পরিক্রমণ করিয়া) আহা! স্থানটি কি রমণীয়! বোধ করি, এ কোন যক্ষ কিংবা গন্ধর্ব্বের উপবন হবে। প্রকৃতি মানব-জাতির লোচনানন্দের নিমিত্তে, এমন অপরূপ রূপ কোথাও ধারণ করেন না। আমি এই উৎসের নিকটে শিলাতলে বসি। এ যেন কল-কল রবে আমাকে আহ্বান কচ্চে। (উপবেশন করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উদ্যান যে সহসা অপূর্ব্ব সুগন্ধে পরিপূর্ণ হ'তে লাগ্‌লো? (আকাশে কোমল বাদ্য) আহা! কি মধুর ধ্বনি! কি—? (সহসা নিদ্রাবৃত হইয়া শিলাতলে পতন)

(শচী এবং রতির প্রবেশ)

শচী। সখি, সুরপতির কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? তিনি দুষ্ট দৈত্যবংশ কিসে সমূলে ধ্বংস হবে, এই ভাবনায় সদা-সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁর কি আর সুখভোগে মন আছে? রতিদেবি! তুমি কি ভাগ্যবতী। দেখ, তোমার মন্মথ তিলার্দ্ধের জন্যও তোমার কাছ-ছাড়া হন না। আহা! যেমন পারিজাতপুষ্পের আলিঙ্গন-পাশে সৌরভমধু চির-কাল বাঁধা থাকে, তোমার মদনও তেমনি তোমার বশীভূত।

রতি। সখি! তা সত্য বটে। বিরহ-অনল যে কাকে বলে, তা আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (উভয়ের পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! শচীদেবি? ঐ দেখ, তোমার মালতী মলয়মারুতের আগমনে যেন বিরক্ত হয়ে তাকে নিকটে আস্‌তে ইঙ্গিতে নিষেধ কচ্চে।

শচী। করবে না কেন? দেখ, ইনি সমস্ত দিন ঐ নির্ম্মল সরোবরে নলিনীর সঙ্গে কেলি ক'রে কেবল এই এখানে আস্‌ছেন। এতে কি মালতীর অভিমান হয় না? আর আপনার গায়ের গন্ধেই ইনি আপনি ধরা পড়েচেন।

(মুরজাদেবীর প্রবেশ)

কি গো, সখি? মুরজা যে, এসো এসো। আজ তোমার এত বিরস বদন কেন?

মুরজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি! আমার দুঃখের কথা আর কাকে বল্‌বো!

রতি। কেন, কেন? কি হয়েছে?

মুরজা। প্রায় পনর বৎসর হলো, পার্ব্বতী আমার কন্যা বিজয়াকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কত্তে অভিশাপ দেন; তা সেই অবধি তার আর কোন অনুসন্ধান পাই নাই।

শচী। সে কি? ভগবতী পৃথিবী না তাকে স্বগর্ভে ধারণ কত্তে স্বীকার পেয়েছিলেন?

মুরজা। হাঁ, পেয়েছিলেন আর ধরেও ছিলেন বটে; কিন্তু তার জন্ম হ'লে তাকে যে লালন-পালনের জন্যে কার হাতে দিয়েছেন, এ কথাটি তিনি কোনমতেই আমাকে বল্‌তে চান না। আমি আজ তাঁর পায়ে ধ'রে যে কত কেঁদেছি, তা আর কি বল্‌বো?

রতি। তা ভগবতী তোমাকে কি বল্লেন?

মুরজা। তিনি বল্লেন,—"বৎসে! সময়ে তুমি আপনিই সকল জান্‌তে পার্‌বে। এখন তুমি রোদন সংবরণ ক'রে অলকায় যাও। তোমার বিজয়া পরম সুখে আছে।"

শচী। তবে সখি! তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আর বিবেচনা ক'রে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা জল-বিম্বের মত অতি শীঘ্রই শেষ হয়।

মুরজা। সখি! বিজয়ার বিরহে আমার মন থেকে থেকে যেন কেঁদে উঠে। হায়! জগদীশ্বর আমাদের অমর ক'রেও দুঃখের অধীন কল্লেন।

শচী। সখি! বিধাতার এই বিপুল সৃষ্টিতে এমন কোন্ ফুল আছে যে, তাতে কীট প্রবেশ কত্তে না পারে?

(দূরে নারদের প্রবেশ)

নারদ। (স্বগত) আমি মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে শূন্যপথ দিয়ে গমন কচ্ছিলেম, অকস্মাৎ এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেবনারীকে দেখে ইচ্ছা হলো যে, যেমন ক'রে পারি, এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত করাই; এই জন্যেই আমি এই পর্ব্বত-সানুতে অবতীর্ণ হয়েছি। তা আমার এ মনস্কামনাটি কি সুযোগে সুসিদ্ধ করি? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হয়েছে, এই যে সুবর্ণপদ্মটি আমি মানস সরোবর থেকে অবচয়ন ক'রে এনেছি, এর দ্বারাই আমার কার্য্য সফল হবে। (অগ্রসর হইয়া) আপনাদের কল্যাণ হউক!

সকলে। দেবর্ষি! আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি। (প্রণাম)

শচী। (স্বগত) এ হতভাগা ত সর্ব্বত্রই বিবাদের মূল, তা এ আবার কোত্থেকে এখানে এসে উপস্থিত হ'লো?—ও মা! আমি এ কি কচ্চি? ও যে অন্তর্য্যামী। ও আমার এ সকল মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে? (প্রকাশ্যে) ভগবন্! আজ আমাদের কি শুভদিন! আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন ক'রে চরিতার্থ হলেম। তবে আপনার কোথায় গমন হচ্চে?

নারদ। (স্বগত) এ দুষ্টা স্ত্রীটার কিছুমাত্র লজ্জা নাই। এ কি? এর যে উদরে বিষ, মুখে মধু। এ যে মাকালফল। বর্ণ দেখলে চক্ষু শীতল হয়, কিন্তু ভিতরে—ভস্ম! তা আমার যে পর্য্যন্ত সাধ্য থাকে, একে যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হ'তে কোনমতেই প্রস্থান করা হবে না। (প্রকাশ্যে) আপনাদের চন্দ্রানন দর্শন করায় আমি পরমসুখী হলেম। আমার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমি এক ঘোরতর বিপদে প'ড়ে এই ত্রিভুবন পর্য্যটন ক'রে বেড়াচ্চি।

রতি। বলেন কি?

নারদ। আর বল্‌বো কি? কয়েক দিন হলো, আমি কৈলাসপুরীতে হরগৌরী দর্শন ক'রে আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্ছিলেম, এমন সময়ে দৈব-মায়ায় তৃষাতুর হ'য়ে মানস সরোবরের নিকটে উপস্থিত হলেম।

শচী। তার পর মহাশয়?

নারদ। সরোবরতীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেম যে, তার সলিলে একটি কনকপদ্ম ফুটে রয়েছে।

রতি। দেবর্ষি! তার পর কি হলো?

নারদ। আমি পদ্মটির সৌন্দর্য্য দেখে তৃষ্ণা-পীড়া বিস্মৃত হয়ে অতি যত্ন ক'রে তুল্লেম।

সকলে। তার পর? তার পর?

নারদ। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই দৈববাণী হলো—"হে নারদ! এ ভগবতী পার্ব্বতীর পদ্ম। এক্ষণে একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম্ম হয় নাই। ত্রিভুবনমধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা পরম সুন্দরী, তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।" হায়! এ কি সামান্য বিপদ?

শচী। (সহাস্যবদনে) ভগবন্! আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না, আপনি এ পদ্মটি আমাকে প্রদান করুন না কেন?

মুরজা। কেন, তোমাকে প্রদান কর্‌বেন কেন? দেবর্ষি! আপনি এ পদ্মটি আমাকে দিউন।

রতি। মুনিবর! আপনিই বিবেচনা করুন। এ দেবনির্ম্মিত কনকপদ্মের উপযুক্ত পাত্রী আমা অপেক্ষা ত্রিভুবনে আর কে আছে?

নারদ। (স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। তা এ ঝড় প্রারম্ভের আগেই আমার এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। (প্রকাশ্যে) আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে অনুযোগ করা উচিত হয় না। দেখুন, আমি বৃদ্ধ, বনচারী তপস্বী, —আপনারা সকলেই দেবনারী। আপনাদের মধ্যে যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, এ কথার নির্ণয় করা আমার সাধ্য নয়। অতএব আমি এই কনকপদ্মটি ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের শৃঙ্গের উপর

রাখলেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরমা সুন্দরী, তিনি ব্যতীত আর কেহ এ পুষ্প স্পর্শ করবামাত্রই তাঁকে পাষাণমূর্ত্তি ধ'রে এই উপবনে সহস্র বৎসর থাকতে হবে। আমি এক্ষণে বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

শচী। (ঈষৎ কোপে) তোমাদের মতন বেহায়া স্ত্রী কি আর আছে ?

উভয়ে। কেন ? বেহায়া আবার কিসে দেখলে ?

শচী। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কর ? তোমাদের অহঙ্কার দেখলে ভয় হয়। আই মা! কি লজ্জার কথা! তোমাদের কি আমার কাছে এত দর্প করা সাজে ?

উভয়ে। কেন, কেন ? আমরা কি দর্প করেছি ?

শচী। তোমরা কি জান না যে, আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ?

মুরজা। ইঃ, তা হলেই বা! তুমি কি জান না যে, আমি যক্ষেশ্বরের প্রণয়িনী মুরজা ?

রতি। তোমাদের কথা শুন্‌লে হাসি পায়। তোমরা কি ভুল্লে যে, অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের মনোমোহন করেন, আমি তাঁর মনোমোহিনী রতি ?

শচী। আঃ, তোমার মন্মথের কথা আর কয়ো না। হরের কোপানলে দগ্ধ হওয়া অবধি তাঁর আর কি আছে ?

রতি। কেন, কি না আছে ? তুমি যদি আমাকে আর মন্মথের কথা কইতে বারণ কর, তবে তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো না। তোমার প্রতি সুরপতির কত অনুরাগ, তা সকলেই জানে। তা তোমার প্রতি এত অনুরাগ না হ'লে কি তিনি আর সহস্রলোচন হতেন ?

শচী। (সরোষে) তোর এত বড় যোগ্যতা ? তুই সুরেন্দ্রের নিন্দা করিস্ ? তোর মুখ দেখলে পাপ হয়।

(অদৃশ্যভাবে নারদের পুনঃ প্রবেশ)

নারদ। (স্বগত) আহা! কি কোন্দলই বাধিয়েছি! ইচ্ছা করে যে, বীণাধ্বনি ক'রে একবার আহ্লাদে হাত তুলে নৃত্য করি। (চিন্তা করিয়া) যা হোক্, এ দুর্জ্জয় কোপাগ্নি এখন নির্ব্বাণ করা উচিত।

[প্রস্থান।

মুরজা। আঃ, মিছে ঝগড়া কর কেন ?

আকাশে। হে দেবনারীগণ! তোমরা কেন এ বৃথা বিবাদ ক'রে দেবসমাজে নিন্দনীয় হবে ? দেখ, ঐ উৎসের সমীপে শিলাতলে বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীল রায় সুপ্তভাবে আছেন। তোমরা এ বিষয়ে ওঁকে মধ্যস্থ মান।

মুরজা। ঐ শুন্‌লে ত ? আর দ্বন্দ্বে কাজ কি ? এসো, রাজা ইন্দ্রনীল রায়কে জাগান যাক্ গে।

শচী। রাজা ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিদ্রাবৃত হয়ে রয়েছে। এসো, আমরা ঐ শিখরের কাছে দাঁড়ায়ে মহারাজকে মায়াজাল হ'তে মুক্ত করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

(আকাশে কোমল বাদ্য)

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখছিলেম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে নিদ্রাদেবি, আমি কি অপরাধ করেছি যে, তুমি এ সময়ে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলে ? হায়! আমি সশরীরে স্বর্গভোগ কত্তে আরম্ভ করবামাত্রেই তুমি আমাকে আবার এ দুর্জ্জয় সংসারজালে টেনে এনে ফেল্লে ? জননি, এ কি মায়ের ধর্ম্ম ?—আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখছিলাম! বোধ হলো যেন, আমি দেবসভায় ব'সে অপ্সরীগণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ কচ্ছিলেম, আর চতুর্দ্দিক্ থেকে যে কত সৌরভসুধা বৃষ্টি হচ্ছিল, তা বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম। (সচকিতে এ আবার কি ? এঁরা সকল কে ? দেবী, না মানবী ?

(শচী, মুরজা এবং রতির পুনঃ প্রবেশ)

তা এঁদের অনিমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এঁদের দেবত্ব সন্দেহ দূর না কল্লেও এঁদের অপরূপ রূপ-লাবণ্যে আমার সে সংশয় ভঞ্জন হতো। নলিনীর আঘ্রাণ পেলে অন্ধ ব্যক্তিও জান্‌তে পারে যে, নলিনীই তার নিকট ফুটে রয়েছে। এমন অপরূপ রূপলাবণ্য কি ভূমণ্ডলে সম্ভবে ?

শচী। মহারাজের জয় হোক্।

মুরজা। মহারাজ দীর্ঘায়ু হউন।

রতি। মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক।

শচী। হে মহীপতে! আমি ইন্দ্রাণী শচী।

মুরজা। মহারাজ ! আমি যক্ষরাজপত্নী মুরজা।

রতি। নরেশ্বর! আমি মন্মথ-প্রণয়িনী রতি।

শচী। (জনান্তিকে মুরজা এবং রতির প্রতি) এক জনকে কথা কইতে দাও—এত গোল কর কেন? এমন করলে কি কর্ম্ম সিদ্ধ হবে?

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের শ্রীচরণ-দর্শন ক'রে আমার জন্ম সার্থক হলো। তা আপনারা এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন?

শচী। মহারাজ! ঐ যে পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর কনকপদ্মটি দেখতে পাচ্ছেন, ঐটি আমাদের তিন জনের মধ্যে আপনি যাকে সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন।

রতি। মহারাজ! শচীদেবী যা বল্লেন, আপনি তা ভাল ক'রে বুঝ্লেন ত? যে সর্ব্বাপেক্ষা পরম-সুন্দরী

শচী। আরে, এত গোল কর কেন?

রাজা। (স্বগত) এ কি বিষম বিভ্রাট! এঁরা সকলেই ত দেবনারী দেখছি, তা এঁদের মধ্যে কাকে তুষ্ট, কাকেই বা রুষ্ট করবো? (প্রকাশ্যে) আপনারা এ বিষয়ে দাসকে মার্জ্জনা করুন।

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে ধর্ম্ম-অবতার। আপনাকে অবশ্যই এ বিচার কত্তে হবে।

মুরজা। এ মীমাংসা আপনি না কল্লে আর কে করবে?

রতি। তা এতে আপনার ভয় কি? আপনি একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেই ত হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আজ যে আমি কি কুলগ্নেই যাত্রা করেছিলাম, তা আর কাকে বল্‌বো?

শচী। নরনাথ! আপনি যে চুপ ক'রে রইলেন? এ বিষয়ে কি আপনার মনে কোনও সংশয় হয়? দেখুন, আমি সুরেন্দ্রের মহিষী, আমি ইচ্ছা কল্লে, আপনাকে এই মুহূর্ত্তেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্বপদে নিযুক্ত কত্তে পারি।

মুরজা। শচীদেবি! এ সখি তোমার বৃথা গর্ব্ব। দেখ, তোমরা প্রবল দৈত্যকুলের ভয়ে অমরাবতীতে দিবারাত্রি যেন ম'রে থাক। তা তুমি আবার সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্ব কোথা থেকে দিবে গা? (রাজার প্রতি) হে নরেশ্বর! আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী, এ বসুমতী আমারই রত্নাগার,—এতে যত অমূল্য রত্নরাজি আছে, আমি সে সকলের অধিকারিণী।

রতি। (স্বগত) বাঃ! এরা দুই জনেই দেখছি বিচারকর্ত্তাকে ঘুস খাওয়াতে উদ্যত হলেন, তবে আমি আর চুপ ক'রে থাকি কেন? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ইন্দ্রত্বপদের যে কি সুখ, তা সুরপতিই জানেন। পক্ষিরাজ বাজ সদর্পে উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করে বটে, কিন্তু ঝড় আরম্ভ হ'লে সকলের আগে তারই সর্ব্বনাশ হয়। আর ধনের কথা কি বল্‌বো। যে ফণীর মস্তকে মণি জন্মে, সে সর্ব্বদাই বিবরে লুকায়ে থাকে। আর যদি কখন ক্ষুধাতুর হয়ে ঘোরতর অন্ধকার রাত্রেও বাহিরে আসে, তবে তার মণির কান্তি দেখে কে তার প্রাণ নষ্ট কত্তে চেষ্টা না করে? আরও দেখুন, ধন উপার্জ্জনে যার মন, তার অবশেষে তুঁতপোকার দশা ঘটে। এই নির্ব্বোধ কীট অনেক পরিশ্রমে একখানি উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে তার মধ্যে বদ্ধ হয়, ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ হারায়, পরে পট্টবস্ত্র অন্য লোকে পরে।

শচী। আহা! রতিদেবীর কি সূক্ষ্মবুদ্ধি গা! তবে এ পৃথিবীতে সুখী কে?

রতি। তা তুমি কেমন ক'রে জান্‌বে? আমার বিবেচনায় মধুকর সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। পুষ্পকুলের মধু পান ভিন্ন তার আর কোন কর্ম্ম নাই। তা মহারাজ! এ পৃথিবীতে যত পুষ্পস্বরূপ অঙ্গনা বিকসিতা হয়, তারা সকলেই আমার সেবিকা।

রাজা। (স্বগত) এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? এ বিপদ হ'তে কিসে পরিত্রাণ পাই?

শচী। হে নরনাথ! আপনার এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত হয় না।

রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপদ্ম গ্রহণ করিয়া) আপনারা স্বেচ্ছাক্রমে এ বিষয়ে আমাকে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার বিবেচনায় যা যথার্থ বোধ হয়, আমি তা কল্লে ত আপনাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না?

সকলে। তা কেন হবে?

রাজা। তবে আমি এ কনকপদ্মটি রতিদেবীকে প্রদান করি। আমার বিবেচনায় মন্মথমনোমোহিনী রতিদেবীই বামাদলের ঈশ্বরী।

(রতিকে পদ্ম প্রদান)

শচী। (সরোষে) রে দুষ্ট মানব! তুই কামের বশ হয়ে ধর্ম্ম নষ্ট কল্লি? তা তোকে আমি এ নিমিত্ত যথোচিত দণ্ড দিতে কোনমতেই ক্রটি করবো না।

[প্রস্থান।

মুরজা। (সরোষে) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে স্ত্রীলোভে চণ্ডালের কর্ম্ম কল্লি? তা তুই যে কালক্রমে এর সমুচিত শাস্তি পাবি, তার কোন সংশয় নাই। [প্রস্থান।

রতি। (প্রফুল্লবদনে) মহারাজ! আপনি এ বিষয়ে কোনমতেই শঙ্কিত হবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা কর্‌বো, আর আপনার যথাবিধি পুরস্কার কত্তেও ভুল্‌বো না। আপনি আমার আশীর্ব্বাদে পরম সুখভোগী হবেন। এখন আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্তে পারে? তা পরে আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে, এখন যে এ ঝঞ্ঝাটটা মিটে গেল, এতেই বাঁচলেম। শচী আর মুরজা যে আমাকে ক্রোধানলে ভস্ম ক'রে যায় নাই, এই আমার পরম লাভ।

(সারথির প্রবেশ)

সারথি। মহারাজের জয় হোক্! দেব! আপনার রথ প্রস্তুত।

রাজা। সে কি? তুমি এ পর্ব্বত প্রদেশে রথ কি প্রকারে আন্‌লে?

সারথি। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ! আপনার প্রসাদে এ দাসের পক্ষে এ অতি সামান্য কর্ম্ম।

রাজা। তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। আমি এই ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের মতন প্রায় অচল হয়ে পড়েছি। আর্য্য মাণবক কোথায়?

সারথি। আজ্ঞা, তিনি মহারাজের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন।

(নেপথ্যে)। ও—হো! হৈ!—হৈ।

রাজা। সারথি! তুমি রথের নিকটে গিয়ে আমার অপেক্ষা কর। আমি মাণবককে সঙ্গে ক'রে আনি।

সারথি। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মাণবক এখানে একলা এসে কি করে! এমন নিভৃত স্থলে ওর মতন ভীরু মনুষ্যকে ভয় দেখান অতি সহজ কর্ম্ম।

(পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (স্বগত) দূর কর মেনে! এ কি সামান্য যন্ত্রণা! ওরে নিষ্ঠুর পেট! তুই এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে সকল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়। এই দেখ, এই পাহাড়ে দেশে হেঁটে হেঁটে আমি খোঁড়া হয়ে গেলাম। (ভূতলে উপবেশন করিয়া) হায়! এই যে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম, এ চিহ্ন স্বয়ং পুরুষোত্তম কত প্রযত্নে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ, এ পাথরের চোটে একেবারে যেন ছিঁড়ে গেছে। উঃ! একবার রক্তের স্রোতের দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের বৃষ্টিই হচ্ছে। রে দুষ্ট বিন্ধ্যাচল, তোর কি দয়ার লেশমাত্র নাই। আর কোথা থেকেই বা থাকবে? তোর শরীর যেমন পাষাণ, তোর হৃদয়ও তেমন কঠিন। ওরে অধম! তোর কি ব্রহ্মহত্যা-পাপের ভয় নাই?

(নেপথ্যে তর্জ্জন-গর্জ্জন শব্দ)

বিদূ। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! (ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশ্যে) হে ভগবন্ বিন্ধ্যাচল! তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। প্রভু! আমি তোমার পায়ে পড়ি। আমি এই নাক-কান ম'লে বল্‌ছি, আমি তোমাকে আর এ জন্মেও নিন্দা কর্‌বো না। হিমাদ্রিকে অচলেন্দ্র কে বলে? তুমিই পর্ব্বতকুলের শিরোমণি, (গাত্রোত্থান এবং চিন্তা করিয়া স্বগত) দূর, আমার আজ কি হয়েছে? আমি একটুতে এত ডরালাম যে? বোধ করি, ও শব্দটা কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র।

(নেপথ্যে)। ধ্বনি মাত্র।

বিদূ। (সচকিতে) এ আবার কি? এ যে যথার্থই প্রতিধ্বনি। তা পর্ব্বতপ্রদেশেই ত প্রতিধ্বনির জন্মস্থান। দেখি, এর সঙ্গে কেন কিঞ্চিৎ আলাপই করি না। (উচ্চৈঃস্বরে) ওলো প্রতিধ্বনি!

(নেপথ্যে)। পীরিতের ধনী।

বিদূ। ওলো, তুই আবার কোথা থেকে লো?

(নেপথ্যে)। কে লো!

বিদূ। তুই লো।

(নেপথ্যে)। তুই লো!

বিদূ। মর্, তোর মুখে ছাই!

(নেপথ্যে)। মুখে ছাই।

বিদূ। কার মুখে লো? আমার মুখে কি তোর মুখে?

(নেপথ্যে)। তোর মুখে

বিদূ। বাহবা!—বাহবা!

(নেপথ্যে)। বোবা।

বিদূ। মর্ গস্তানি। তুই আমাকে গাল দিস্?

(নেপথ্যে)। ইস্।

বিদূ। যা, এখন যা।

(নেপথ্যে)। আঃ।

বিদূ। ও কি লো? তোর কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না লো?

(নেপথ্যে)। না লো।

বিদূ। দূর মাগি; তুই এখন গেলে বাঁচি।

(নেপথ্যে)। বাঁচি।

বিদূ। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায় দেখি না।

(নেপথ্যে)। না।

বিদূ। বটে? তবে এই দেখ। (মুখাবৃত করিয়া শিলাতলে উপবেশনে)

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত বেশ ধর্ত্তে হচ্ছে, তা বলা দুষ্কর। আমি এই উপবনে নিষাদরূপে প্রবেশ ক'রে প্রথমতঃ দেবদেবীর মধ্যস্থ হলেম; তার পরে আবার প্রতিধ্বনিও হলেম; দেখি, আরও কি হ'তে হয়। (পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি)

বিদূ। (মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া স্বগত) মাগী গেছে ত। ওলো প্রতিধ্বনি, তুই কোথায় লো? রাম বল, আপদ গেছে। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) আহা ফোয়ারাটি কি সুন্দর দেখ। এমন জল দেখলে শীতকালেও তৃষ্ণা পায়। তা আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে, কিছু আহার না ক'রে কখনই জল খাবো না। কি আশ্চর্য্য! ঐ যে একটা উত্তম পাকা দাড়িম দেখতে পাচ্ছি। তা এ নির্জ্জন স্থানে এক জন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে কিছু ফলাহারই করাইনে কেন? (দাড়িম্ব গ্রহণ)

(নেপথ্যে)। রে দুষ্ট তস্কর! তুই কি জানিস্ না যে, এ দেব-উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত?

বিদূ। (সত্রাসে স্বগত) ও বাবা! এ আবার মাটী খেয়ে কি ক'রে বসলেম?

(নেপথ্যে)। ওরে পাষণ্ড! আমি এই তোর মস্তকচ্ছেদন কত্তে আসছি। (হুঙ্কারধ্বনি)

বিদূ। (সত্রাসে ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশ্যে) হে যক্ষরাজ, আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন! আমি এক জন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কর্ম্মটা করেছি।

(নেপথ্যে)। হা মিথ্যাবাদি! যার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সে মহাত্মা কি কখন পরধন অপহরণ করে?

বিদূ। (সত্রাসে) হে যক্ষরাজ! আমি আপনার মাথা খাই, যদি মিথ্যা কথা কই। আমি যথার্থই ব্রাহ্মণ। তা আমি আপনার নিকটে এই শপথ কচ্ছি যে, যদি আর কখন পরের দ্রব্য চুরি করি, তবে যেন আমি সাত পুরুষের হাড় খাই। আমি এই নাকে খৎ দিয়ে বল্‌চি—

(নেপথ্যে)। দে, খৎ দে!

বিদূ। (খৎ দিয়া) আর কি কত্তে আজ্ঞা করেন, বলুন।

(নেপথ্যে)। তুই এ স্থলে কি নিমিত্ত এসেছিস্?

বিদূ। (স্বগত) বাঁচলেম! আর যে কত ফল চুরি ক'রে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্লে না। (প্রকাশ্যে) যক্ষরাজ! আর দুঃখের কথা কি বল্‌বো? আমি বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি।

(নেপথ্যে)। সে কি? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল রায় যে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সে না তার প্রজাদের অত্যন্ত পীড়ন করে?

বিদূ। আপনি দেখছি সকলই জানেন, তা আপনাকে আর অধিক কি বল্‌বো? রাজা বেটা রেয়তের কাছে যখন যা দেখে, তখনই তাই লুটে পুটে নেয়।

(নেপথ্যে)। বটে? সে না বড় অসৎ?

বিদূ। মহাশয়, ও কথা আর বলবেন না, ওর রাজ্যে বাস করা ভার। বেটা রাবণের পিতামহ।

(নেপথ্যে)। বটে। রাজার কয় সংসার?

বিদূ। আজ্ঞা, এখনও বেটা বিয়ে করেনি।

(নেপথ্যে)। কেন?

বিদূ। মহাশয়, বেটা কৃপণের শেষ। পয়সা খরচ হবে ব'লে বিয়ে করেনি।

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। কি হে দ্বিজবর! এ সকল কি সত্য কথা? আমি প্রজাপীড়ন করি? আমি দশানন অপেক্ষাও দুরাচার? আমি কি অর্থব্যয় হবে ব'লে বিবাহ করি না?

বিদূ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ ত যক্ষরাজ নয়, এ যে রাজা ইন্দ্রনীল। তা এখন কি করি, একে যে গালাগালি দিচ্ছি, বোধ করি, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে এখন।

রাজা। কি হে সখে মাণবক! তুমি যে চুপ ক'রে রইলে? এখন আমার উচিত যে, আমিই তোমার মস্তকচ্ছেদন করি।

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য)

রাজা। ও কি ও? হেসে উড়িয়ে দিতে চাও না কি?

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য)

রাজা। মর্ মূর্খ! তুই পাগল হ'লি না কি?

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ বয়স্য! আপনি কি বিবেচনা করেন যে, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম না? হাঃ! হাঃ! হাঃ!

রাজা। বল দেখি, কিসে চিনতে পেরেছিলে?

বিদূ। মহারাজ! হাতীর গর্জ্জন শুনে কি কেউ মনে করে যে, কোলা ব্যাং ডাক্‌চে? সিংহের হুঙ্কারশব্দ কি গলা-ভাঙ্গা গাধার চীৎকার বোধ হয়? হাঃ! হাঃ! হাঃ (উচ্চহাস্য)

রাজা। ভাল, তবে তুমি আমাকে এত নিন্দা কল্লে কেন?

বিদূ। বয়স্য! পাপকর্ম্ম কল্লে তার ফল এ জন্মে ভোগ কত্তে হয়। দেখুন, আপনি এক জন সদ্‌ব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তার জন্যেই আপনাকে নিন্দাস্বরূপ কিছু তিক্তবারি পান কত্তে হ'লো।

রাজা। (সহাস্যবদনে) সখে! তোমার কি অগাধ বুদ্ধি। সে যা হ'ক, আমি যে আজ এ উপবনে কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি শুনলে অবাক্ হবে।

বিদূ। কেন মহারাজ? কি হয়েছিল বলুন দেখি?

রাজা। সে সকল কথা এ স্থলে বক্তব্য নয়। চল, এখন দেশে যাই! সে সব কথা এর পর বল্‌বো।

বিদূ। তবে চলুন। (কিঞ্চিৎ পরিভ্রমণ করিয়া অবস্থিতি)

রাজা। ও আবার কি? দাঁড়ালে কেন?

বিদূ। বয়স্য! ভাবছি কি—বলি, যদি এখানে যক্ষরাজ নাই, তবে ও পাকা দাড়িমটা ফেলে যাব কেন?

রাজা। (সহাস্যবদনে) কে ফেলে যেতে বল্‌ছে?

বিদূ। যে আজ্ঞা। (দাড়িম্ব গ্রহণ)

রাজা। চল, এখন যাই। যদি যক্ষরাজ যথার্থই এসে উপস্থিত হন, তবে কি হবে?

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ—এ বড় মন্দ কথা নয়; তবে শীঘ্র চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজশুদ্ধান্তসংক্রান্ত উদ্যান

(পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ)

পদ্মা। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি! সূর্য্যদেব অস্ত গেছেন বটে, কিন্তু এখনও একটু একটু রৌদ্র আছে।

সখী। প্রিয়সখি! তবুও দেখ, ঐ না একটা তারা আকাশে উঠেছে?

পদ্মা। ওঁকে কি তুমি চেন না সখি? উনি যে ভগবতী রোহিণী। চন্দ্রের বিরহে ওঁর মন এত চঞ্চল হয়েছে যে, উনি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর আসবার আগেই একলা এসে তাঁর অপেক্ষা কচ্ছেন!

সখী। প্রিয়সখি! তা যেন হ'লো, কিন্তু একবার এ দিকে চেয়ে দেখ, কি চমৎকার!

পদ্মা। কেন, কি হয়েছে?

সখী। ঐ দেখ, মধুকর তোমার মালতীর মধু-পান কত্তে এসেছে, কিন্তু মলয়মারুত যেন রাগ ক'রে ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছেন না। আর দেখ, ওরও কত লোভ, ওকে যতবার মলয় তাড়াচ্ছেন, ও ততবার ফিরে ফিরে এসে বস্‌চে!

পদ্মা। সখি! চল, দেখি গে, চক্রবাকী তার প্রাণনাথকে বিদায় করে এখন একলা কি কচ্ছে?

সখী। প্রিয়সখি! তাতে কাজ নাই। বরঞ্চ চল, দেখি গে, কুমুদিনী আজ কেমন বেশ ক'রে তার বাসর-ঘরে চন্দ্রের অপেক্ষা কচ্চে।

পদ্মা। সখি! যে ব্যক্তি সুখী, তার কাছে গেলেই বা কি আর না গেলেই বা কি? কিন্তু যে

ব্যক্তি দুঃখী, তার কাছে গিয়ে দুটি মিষ্টকথা কইলে তার মন অবশ্যই প্রফুল্ল হয়। আমি দেখেছি যে, উচ্চস্থলে বৃষ্টিধারা পড়লে জলটা অতি শীঘ্র বেগে চ'লে যায়, কিন্তু যদি মরুভূমি কখন জলধরের প্রসাদ পায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হয়ে পান করে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। রাজনন্দিনি! এক জন পটোদের মেয়ে পট বেচবার জন্যে এসেছে; আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি। সে বলছে যে, তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম পট আছে।

সখী। দূর, এ কি পট দেখবার সময়?

পদ্মা। কেন? এখনও ত বড় অন্ধকার হয় নাই। (পরিচারিকার প্রতি) যা, তুই চিত্রকরীকে ডেকে আন্ গে।

পরি। রাজনন্দিনি! সে অতি নিকটেই আছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওলো পটোদের মেয়ে! আয়, তোকে রাজনন্দিনী ডাকছেন।

(নেপথ্যে)—এই যাচ্ছি।

(চিত্রকরীবেশে রতিদেবীর প্রবেশ)

সখী। (জনান্তিকে পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়-সখি! এর নীচকুলে জন্ম বটে, কিন্তু এর রূপ-লাবণ্য দেখলে চক্ষু জুড়ায়!

পদ্মা। (জনান্তিকে সখীর প্রতি) তুমি কি ভেবেছ সখি, যে, মণি-মাণিক্য কেবল রাজগৃহেই থাকে! কত শত অন্ধকারময় খনিতেও যে তাদের পাওয়া যায়। এই যে উজ্জ্বল মুক্তাটি দেখছ, এ একটি কদাকার শুক্তির গর্ভে জন্মেছিল। আর যে নলিনীকে লোকে ফুলকুলের ঈশ্বরী বলে, তার কাদায় জন্ম। (রতির প্রতি) তুমি কি চাও?

রতি। (স্বগত) আহা! ইন্দ্রনীলের কি সৌভাগ্য! তা সে শচী ও মুরজার দর্প চূর্ণ ক'রে আমার যখন মান রেখেছে, তখন আমার তাকেই এ অমূল্য রত্নটি দান করা উচিত।

পদ্মা। চিত্রকরি! তুমি যে চুপ ক'রে রইলে? তুমি ভয় করো না, এখানে কার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করে?

রতি। আপনি হচ্ছেন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয়।

পদ্মা। (সহাস্যবদনে) কেন? রাজকন্যারা কি রাক্ষসী? তারাও তোমাদের মতন মানুষ বৈ ত নয়।

রতি। (স্বগত) আহা! মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনই সরলা।

পদ্মা। (শিলাতলে উপবেশন করিয়া) চিত্র-করি! এই আমি বস্‌লেম, তোমার পট সকল এক একখান ক'রে দেখাও।

রতি। যে আজ্ঞা, এই দেখাচ্ছি।

পদ্মা। চিত্রকরি! তুমি কোথায় থাক?

রতি। আজ্ঞে, আমরা পাহাড়ে মানুষ।

পদ্মা। তোমার স্বামী আছে?

রতি। রাজনন্দিনি, আমার পোড়া স্বামীর কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? তিনি আগুনে পুড়েও মরেন না। আর যেখানে যেখানে যান, কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান।

সখী। প্রিয়সখি! যদি তোমার পট দেখতে ইচ্ছা থাকে, তবে আর দেরী করো না।

পদ্মা। চিত্রকরি! এসো, তোমার পট দেখাও।

রতি। এই দেখুন। (একখানা পট প্রদান)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি! এই দেখ, অশোককাননে সীতাদেবী রাক্ষসীদের মধ্যে ব'সে কাঁদছেন। আহা! যেন সৌদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিতা হয়ে রয়েছে, কিংবা নলিনীকে যেন শৈবালকুল ঘিরে বসেছে। আর ঐ যে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ডালে দেখছ, ও পবনপুত্র হনুমান্। দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টিধারার মতন অনর্গল পড়ছে। সখি! এ সকল ত্রেতাযুগের কথা, তবুও এখনও মনে হ'লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

রতি। (স্বগত) আহা! এ কি সামান্য দয়াশীলা। ভগবতী বৈদেহীর দুঃখেও এর নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হলো। (প্রকাশ্যে) রাজ-নন্দিনি! আরও দেখুন। (অন্য একখানা পট প্রদান)

পদ্মা। এ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর। এই যে ব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধ'রে অলক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে দৃষ্টি কচ্ছেন, ইনি যথার্থ ব্রাহ্মণ নন, ইনি ছদ্মবেশী ধনঞ্জয়! ঐ যাজ্ঞসেনী।

রতি। (পদ্মাবতীর প্রতি) রাজনন্দিনি! এই পটখান একবার দেখুন দেখি। (পট প্রদান)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া ব্যগ্রভাবে রতির প্রতি) চিত্রকরি! এ কার মূর্ত্তি লা?

রতি। আজ্ঞে, তা আমি আপনাকে— (অর্দ্ধোক্তি)

পদ্মা। সখি!—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়, এ কি! প্রিয়সখী যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন? (পরিচারিকার প্রতি) ওলো মাধবি, তুই শীঘ্র একটু জল আন্‌তো লা।

[পরিচারিকার বেগে প্রস্থান।

রতি। (স্বগত) ইন্দ্রনীলের প্রতি যে পদ্মাবতীর এত অনুরাগ জন্মেছে, তা ত আমি জানতেম না। এঁদের দু'জনকে স্বপ্নযোগে কয়েকবার একত্র করাতেই এঁরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অনুরক্ত হয়েছেন। এ ত ভালই হয়েছে। আমার আর এখন এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নাই। শচী আর মুরজার ক্রোধে পদ্মাবতীর কি অনিষ্ট ঘট্‌তে পারে? আমি এ সকল বৃত্তান্ত ভগবতী পার্ব্বতীকে অবগত করালে তিনি যে এই পদ্মাবতীর প্রতি অনুকূল হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। (অন্তর্দ্ধান)

সখী। (স্বগত) হায়! প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি?

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া ব্যগ্রভাবে) সখি! চিত্রকরী কোথায় গেল?

সখী। কৈ, তাকে ত দেখতে পাই না। বোধ করি, সে তোমাকে অচেতন দেখে মাধবীর সঙ্গে জল আন্‌তে গিয়ে থাক্‌বে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) তবে কি সে চিত্রপট-খানা সঙ্গে লয়ে গেছে?

সখী। এই যে চিত্রপট তোমার সম্মুখেই প'ড়ে রয়েছে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে চিত্রপট লইয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া) সখি! এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখনও দেখেছ?

সখী। প্রিয়সখি! তুমি যে চিত্রপটখানি এত যত্ন ক'রে বুকে লুকিয়ে রাখলে?

পদ্মা। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্চি, তার উত্তর দাও না কেন? বলি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেছ?

সখী। ওকে আমি কোথায় দেখবো?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ)

পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল না আন্‌তে আনতেই সেরে উঠেছেন, তা বেশ হয়েছে।

সখী। হ্যাঁ লা মাধবি! এ পটো মাগী কোন্ দিকে গেল, তুই দেখেছিস্?

পরি। কেন? সে না এখানেই ছিল? সে ত কৈ আমার সঙ্গে যায় নাই। যাই, এখন আমি এ ঘটিটে রেখে আসি গে।

[প্রস্থান।

পদ্মা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি, আমি বোধ করি, এ চিত্রকরী কোন সামান্য স্ত্রী না হবে।

সখী। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) তাই ত, এ কি পাখী হয়ে উড়ে গেল?

পদ্মা। দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ কথার প্রসঙ্গ করো না।

সখী। প্রিয়সখি! তুমি যদি বারণ কর, তবে নাই বা বল্লেম। (নেপথ্যে নানাবিধ যন্ত্রধ্বনি) ঐ শোন, সঙ্গীতশালায় গানবাদ্য আরম্ভ হলো। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। সখি! তুমি যাও, আমি আরও কিঞ্চিৎ কাল এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা করি।

সখী। প্রিয়সখি! তুমি না গেলে কি ওরা কেউ মন দিয়ে গাবে, না বাজাবে?

পদ্মা। আমি গেলাম ব'লে। তুমি গিয়ে নিপুণিকাকে আমার বীণার সুর বাঁধতে বল।

সখী। আচ্ছা, তবে আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

পদ্মা। হে রজনীদেবি! এ নিখিল জগতে কোন্ ব্যক্তি এমন দুঃখী আছে যে, সে তোমার কাছে তার মনের কথা না কয়? দেখ, এই যে ধুতুরার ফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন না, বিধাতা একে পরম-সুন্দরী ক'রেও এর অধরকে বিষাক্ত করেছেন, কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জাসংবরণ ক'রে বিকসিত হয়। জননি! তুমি পরম দয়াশীলা। (পরিক্রমণ করিয়া) হায়! আমার কি হলো! আজ কয়েক দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রে যে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি, তার কথা আর কাকে বল্‌বো? বোধ হয়, যেন একটি পরমসুন্দর পুরুষ আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে এই বলেন, "কল্যাণি! আমার এই

হৃৎসরোবরকে সুশোভিত কর্‌বার নিমিত্তেই বিধাতা তোমার মত কনকপদ্ম সৃষ্টি করেছেন। প্রিয়ে! তুমি আমার।" এইমাত্র ব'লে সেই মহাত্মা অন্তর্দ্ধান হন, আর এই তাঁর প্রতিমূর্ত্তি। এই যে চিত্রকরী, যিনি আমাকে এই অমূল্য রত্ন প্রদান ক'রে গেলেন, ইনিই বা কে? (পটের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর! তুমি অন্ধকারময় রাত্রে যে গৃহস্থের মন চুরি করেছ, সে তোমাকে এই মিনতি কচ্চে যে, তুমি নির্ভয় হয়ে তার আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাও এসে অপহরণ কর।

(নেপথ্যে)। রাজনন্দিনী যে এখনও এলেন না? তিনি না এলে ত আমরা গাইতে আরম্ভ কর্‌বো না।

পদ্মা। (স্বগত) হায়! আমার এমন দশা কেন ঘট্‌লো? হে স্বপ্নদেবি! এ যদি তোমারই লীলা হয়, তবে তুমি এ দাসীকে আর বৃথা যন্ত্রণা দিও না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমি এ সকল কথা কি জন্মে আর ভুল্‌তে পার্‌বো?

(পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ)

পরি। রাজনন্দিনি, আপনি না এলে ওরা কেউ গাইতে চায় না। আর নিপুণিকাও আপনার বীণার সুর বেঁধেছে।

পদ্মা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ)

শচী। (সরোষে) সখি! রতিকে ত তুমি ভাল ক'রে চেন না। ওর অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? দেখ, রুদ্রদেব রাগলে ভগবতী পার্ব্বতীও তাঁর নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু রতি অনায়াসে তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে তাঁর কোপানল নির্ব্বাণ করে। রতি ফাঁদ পাতলে তাতে কে না পড়ে? অমরকুলে এমন মেয়ে কি আর দুটি আছে?

মুরজা। তা ও এখানে এসে কি করেছে?

শচী। কি না করেছে? এই মাহেশ্বরী-পুরীর রাজা যজ্ঞসেনের মেয়ে পদ্মাবতীর মতন সুন্দরী পৃথিবীতে নাই। রতি এই মেয়েটির সঙ্গে দুষ্ট ইন্দ্রনীলের বিবাহ দিবার চেষ্টা পাচ্চে। সখি! ইন্দ্রনীলকে যদি রতি এই স্ত্রী-রত্নটি দান করে, তবে আমাদের কি মান থাক্‌বে?

মুরজা। তার সন্দেহ কি? তা ও কি প্রকারে এ চেষ্টা পাচ্ছে, তার কিছু শুনেছ?

শচী। শুন্‌বো না কেন? প্রতি রাত্রে এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধ'রে পদ্মাবতীকে স্বপ্নযোগে আলিঙ্গন দেয়; সুতরাং মেয়েটিও একেবারে ইন্দ্রনীলের জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

মুরজা। বাঃ, রতির কি বুদ্ধি!

শচী। বুদ্ধি? আর শোন না। আবার রাজলক্ষ্মীর বেশ ধারণ ক'রে ও গত রাত্রে রাজা যজ্ঞসেনকে স্বপ্নে বলেছে যে, যদি পদ্মাবতীর স্বয়ংবর অতি শীঘ্র মহাসমারোহে না হয়, তবে সে শ্রীভ্রষ্ট হবে।

মুরজা। কি আশ্চর্য্য! স্বয়ংবর হ'লেই ত ইন্দ্রনীল অবশ্যই আস্‌বে। আর ইন্দ্রনীলকে দেখবামাত্রই পদ্মাবতী তাকেই বরণ কর্‌বে।

শচী। তা হ'লে আমরা গেলাম। পৃথিবীতে কি আর কেউ আমাদের মান্‌বে, না পূজা কর্‌বে? সখি! তোমাকে আর কি বল্‌বো? এ কথা মনে পড়লে রাগে আমার চক্ষে জল আসে। আর দেখ, রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রীদের লয়ে আজ এই স্বয়ংবরের বিষয়ে বিচার কচ্চে।

মুরজা। তবে ত আর সময় নাই। তা কি এখন কর্ত্তব্য?—ও কি ও? (নেপথ্যে বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি) আহা! কি মধুর ধ্বনি! সখি, একবার কান দিয়ে শোন। তোমার অমরাবতীতেও এমন মধুর ধ্বনি দুর্ল্লভ।

শচী। আঃ, তুমিও যেমন। ও সকল কি আর এখন ভাল লাগে?

(নেপথ্যে)। চুপ কর্ লো চুপ কর্, ঐ শোন্, রাজনন্দিনী আরম্ভ কচ্চেন। (বীণাধ্বনি)

(নেপথ্যে)। আহা! রাজনন্দিনি, তুমি কি ভগবতী বীণাপাণির বীণাটা একেবারে কেড়ে নিয়েছ গা?

(নেপথ্যে)। মর্! এত গোল করিস্ কেন?

(নেপথ্যে গীত)

খাম্বাজ—মধ্যমান

কেন হেরেছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে॥
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে।

কত করি ভুলিবারে, মন তা ত নাহি পারে,
যবে সে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে ;—
সয়মে মরম-ব্যথা, নাহি প্রকাশিতে কথা,
জড়ের স্বপন যথা মরমে মরি গুমরে ॥

মুরজা। শচীদেবি! আমরা কি নন্দনকাননে উর্ব্বশী আর চারুনেত্রার সুমধুর স্বর শুনে মোহিত হলেম?

শচী। সখি! তুমিও কি এই প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হ'লে? দেখ, যদি রতির মনস্কামনা সুসিদ্ধ হয়, তবে এই সুধারস দুষ্ট ইন্দ্রনীলই দিবারাত্রি পান কর্‌বে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি! যক্ষেশ্বরি! আমার মতন হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? লোকে আমাকে বৃথা ইন্দ্রাণী বলে। আমার পতি বজ্র দ্বারা কত শত উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গকে চূর্ণ ক'রে উড়িয়ে দেন, কত শত বিশাল তরুরাজকে ভস্ম ক'রে ফেলেন, কিন্তু আমি দেখ, এক জন অতি ক্ষুদ্র মানবকে যৎকিঞ্চিৎ দণ্ড দিতে পাল্লেম না। হায়! আমার বেঁচে আর সুখ কি?

মুরজা। তবে সখি, তোমার কি ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দিবার জন্যে এ সুশীলা মেয়ে-টিকেও কষ্ট দিবে?

শচী। কেন দেব না? পরমান্ন চণ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে দেওয়া ভাল। দেখ, দুষ্টদমনের নিমিত্তে বিধাতা সময়বিশেষে ভগবতী পৃথিবীকেও জলমগ্ন করেন?

মুরজা। তবে সখি! চল, আমরা কলিদেবের কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্যই ক'রে দিতে পার্‌বেন।

শচী। (চিন্তা করিয়া) হাঁ, এ যথার্থ কথা। কলিদেবই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য কত্তে পার্‌-বেন। তা সখি, চল, আমরা শীঘ্র তাঁরই কাছে যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরী-পুরী—রাজ-নিকেতন

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। (স্বগত) আহা!
শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন—
সে অমূল্য ধন কভু সহজে কি তিনি
প্রদান করেন পরে? গজরাজ-শিরে
ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে
সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে
সে শিরঃ? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি
মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা
অমৃত—কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি।
হায় রে, কে পারে দিতে ইচ্ছা করি,
যে মণিতে গৃহ তার উজ্জ্বল সতত?
(চিন্তা করিয়া)
বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে?
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর?
সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে
তুলে লয়ে যায় সুখে। মলয়-মারুত,
কুসুমকানন-ধন সুরভিরে হরি
দেশ-দেশান্তরে চলি যান কুতূহলে!
হিমাদ্রির কনক-ভবন ত্যজি সতী—
ভবভাবিনী ভবানী ভজেন ভবেশে।
(পরিক্রমণ)
যার ঘরে জনমে দুহিতা, এ যাতনা-
ভোগী সে (দীর্ঘনিশ্বাস)
প্রভো! তোমারই ইচ্ছা! যা হোক্, মহারাজ যে এখন রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর স্বয়ংবরে সম্মত হয়েছেন, এ পরম আহ্লাদের বিষয়। এখন জগদীশ্বর এই করুন যে, কন্যাটি যেন একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতে পড়ে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া প্রকাশ্যে) কে ও?

(সখীর প্রবেশ)

বসুমতী না? আরে এসো দিদি, এসো! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—কালক্রমে প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, কিন্তু তবুও পূর্ণশশীর উদয় হ'লে তাঁকে চিন্‌তে পারি। এসো এসো।

সখী। ঠাকুরদাদা! প্রণাম করি।

কঞ্চুকী। কল্যাণ হোক্।

সখী। মহাশয়! আমার প্রিয়সখীর না কি স্বয়ংবর হবে?

কঞ্চুকী। এ কথা তোমাকে কে বল্লে?

সখী। যে বলুক না কেন, বলি, এ সত্য ত?

কঞ্চুকী। বাঃ! কেমন ক'রে সত্য হবে? তোমার প্রিয়সখী ত আর পাঞ্চালী নন যে, তাঁর পঞ্চস্বামী হবে? আমি বেঁচে থাক্‌তে তাঁর কি আর

বিবাহ হ'তে পারে? গৌরী কি হরকে বৃদ্ধ ব'লে ত্যাগ কত্তে পারেন? (হাস্য)

সখী। (স্বগত) দূর বুড়ো! (হস্তধারণ করিয়া প্রকাশ্যে) ঠাকুরদাদা! আপনার পায়ে পড়ি, বলুন না, এ কথাটি কি সত্য?

কঞ্চুকী। আরে কর কি? পায়ে হাত দিও না। তুমি কি জান না, নীরস তরুকে দাবানল স্পর্শ কল্লে সে তৎক্ষণাৎ জ্ব'লে যায়?

সখী। তবে আমি চল্লেম।

কঞ্চুকী। কেন?

সখী। এখানে থেকে আবশ্যক কি? আপনার কাছে ত কোনও কথাটিই পাওয়া যায় না।

কঞ্চুকী। (সহাস্যবদনে) আরে, আমি রাজ-সংসারে চাকুরী ক'রে বুড়ো হয়েছি, আমাকে ঘুস না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ম্ম হ'তে পারে? ঘানি-গাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে?

সখী। আচ্ছা, রাজমাতার সোনার হামান-দিস্তায় যে পাণ মসলা দিয়ে ছেঁচা হয়, তাই না হয় আপনাকে একটু এনে দেব। তা হ'লে ত হবে?

কাঞ্চুকী। শুধু পাণ নিয়ে কি হবে? মিঠাই-টিঠাই কিছু দিতে পার কি না?

সখী। হ্যাঁ, পারব না কেন?

কঞ্চুকী। তবে বলি, এ কথা যথার্থ। তোমার প্রিয়সখীর স্বয়ংবর হবে।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) হাঁ মহাশয়! কবে হবে?

কঞ্চুকী। অতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ মন্ত্রি-বরকে স্বয়ংবরের সমুদয় আয়োজন কত্তে অনুমতি করেছেন। আর কা'ল প্রাতে দূতেরা নিমন্ত্রণ-পত্র লয়ে দেশ-দেশান্তরে যাত্রা করবে। দেখো, এ পদ্মের গন্ধে অলিকুল একেবারে উন্মত্ত হয়ে উড়ে আস্‌বে। ও কি ও! তুমি যে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্লে? তোমাকে ত আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না?

সখা। (চক্ষু মুছিয়া) কৈ, আমি কাঁদ্‌ছি, আপনাকে কে বল্লে? (রোদন)

কঞ্চুকী। আরে ঐ যে, কি উৎপাত! তা তোমার জন্যেও না হয় একটা বর ধ'রে দেব, তার নিমিত্তে ভাবনা কি? তোমার প্রিয়সখী ত আর সকলকে বরণ করবেন না। আর যদি তুমি রাজকুলে বিয়ে কত্তে না চাও—তবে শর্ম্মা ত রয়েছেন।

সখী। আঃ যাও! মিছে ঠাট্টা করো না।

(রোদন)

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। কঞ্চুকী মহাশয়, প্রণাম করি।

কঞ্চুকী। এসো, কল্যাণ হোক্। (স্বগত) এ গন্তানী আবার কোথা থেকে এসে উপস্থিত হলো? কি আপদ্! এ যে গঙ্গায় আবার যমুনা এসে পড়্‌লেন। এখন ত আর জলের অভাব থাক্‌বে না।

সখী। মাধবি! প্রিয়সখী যথার্থই এত দিনের পর আমাদের ছেড়ে চল্লেন। (রোদন)

পরি। (ব্যগ্রভাবে) কেন, কেন? কি হয়েছে?

সখী। আমরা যে স্বয়ংবরের কথা শুনেছিলাম, সে সকলই সত্য হ'লো,। (রোদন)

কঞ্চুকী। (স্বগত) আহা! প্রণয়পদ্মের মৃণালে যে কণ্টক জন্মে, সে কি সামান্য তীক্ষ্ণ? আর তার বেঁধনে যে প্রাণ কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়, তা সে বেদনা যে সহ্য করেছে, সেই কেবল বল্‌তে পারে। (প্রকাশ্যে) আরে, তোরা যে কেঁদেই অস্থির হ'লি। এমন কথা শুনে কাঁদতে হয়? রাজনন্দিনী কি চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌লে তোরা সুখী হবি?

পরি। বালাই, তাঁর শত্রু আইবুড়ো থাকুক, তিনি থাক্‌বেন কেন?

কঞ্চুকী। তবে তোরা কাঁদিস্ কেন লো?

পরি। তুমিও যেমন; কে কাঁদ্‌চে? তুমি কাণা হ'লে না কি?

কঞ্চুকী। তবে তুই ভাই, একবার হাস্‌তো দেখি?

পরি। হাস্‌বো না কেন? (হাস্য ও রোদন)

কঞ্চুকী। বেশ! ওলো মাধবি! লোকে বলে, রৌদ্রে বৃষ্টি হ'লে খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হয়, তা আমি দেখছি, তোরও বিয়ে অতি নিকট।

পরি। কেন, আমি কি খেঁকশিয়ালী? যাও, মিছে গাল দিও না।

সখী। ওলো মাধবি, চল্, আমরা যাই।

পরি। চল।

[ক্রন্দন করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

কঞ্চুকী। (স্বগত) আমাদের পদ্মাবতীর রূপ-লাবণ্য দেখলে কোনমতে বিশ্বাস হয় না যে, এর মানবকুলে জন্ম। সৌদামিনী কি কখন ভূতলে উৎপন্ন হয়? আর এ যে কেবল সৌন্দর্য্যগুণে চক্ষের সুখকরী মাত্র, তা নয়, এমন দয়াশীলা পরো-পকারিণী কামিনী কি আর আছে? আরে, তা না,

হবেই বা কেন? পারিজাত পুষ্প কি কখনও সৌরভহীন হতে পারে? আহা! এ মহারত্ন কোন্ রাজগৃহ উজ্জ্বল করবে হে?

(নেপথ্যে বৈতালিক)—

(গীত)

পরজ-কালাংড়া—একতালা

অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল।
জিনি অমরাপুরী, নৃপপুর হইতেছে,
বিভবে সুরেন্দ্র লাজ পাইল॥
মোহন মূরতি অতি রাজন রাজিছে,
রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল।
তুলনা দিবার তরে রজনী সে আপনি
শশীরে সাজায়ে আনিল॥

কঞ্চুকী। (স্বগত) এই ত মহারাজ সভা হতে গাত্রোত্থান কল্লেন। এখন যাই, আপনার কর্ম্ম দেখি গে। [প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতন-সন্নিধানে মদনোদ্যান

(ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। সখে মানবক!

বিদূ। মহারাজ!

রাজা। আরে, ও আবার কি? আমি একজন বণিক্; তুমি আমার মিত্র, আমরা দু'জনে এই মাহেশ্বরী পুরীর রাজকন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ংবর-সমারোহ দেখবার জন্যেই এ রাজ্যে এসেছি—

বিদূ। আজ্ঞে—আর বলতে হবে না।

রাজা। তবে তুমি এই শিলাতলে বসো; আমি ঐ দেবালয়ের নিকটে সরোবর থেকে একটু জলপান ক'রে আসি। আঃ! এই নগর ভ্রমণ ক'রে আমি যে কি পর্য্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি, তার আর কি বলবো?

বিদূ। তবে আপনি কেন এখানে বসুন না, আমিই আপনাকে জল এনে দিচ্চি, ব্রাহ্মণের জল খেলে ত আর বেণের জাত যায় না।

রাজা। (সহাস্যবদনে) সখে! তা ত যায় না বটে, কিন্তু জল আনবে কিসে করে! এখানে পাত্র কোথায়? তুমি ত আর পবনপুত্র হনুমান নও যে, ঔষধ না পেয়ে একেবারে গন্ধমাদনকে উপড়ে এনে ফেলবে? তা তুমি থাক; আমি আপনি যাই।

[প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! দেখ, এই মাহেশ্বরীনগরীর রাজার মেয়ের স্বয়ংবর হবে বলে প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আর এই নগরে চারিদিকে যে কত তাঁবু আর কানাত পড়েছে, তার সংখ্যা নাই। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত রথ, আর যে কত লোকজন এসে একত্র হয়েছে, তা কে গুণে ঠিক কত্তে পারে? আর কত শত স্থানে যে নট-নটীরা নৃত্যগীত কচ্চে, তা বলা দুষ্কর। আর যেমন বর্ষাকালে জল পর্ব্বত থেকে শতস্রোতে বেরিয়ে যায়, রাজভাণ্ডার থেকে তেমনি সিদেপত্র বেরুচ্চে। আহা! কত যে চাল, কত যে তেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে সন্দেশ, কত যে দই, কত যে দুধ ভারে ভারে আসচে যাচ্চে, তা দেখলে একেবারে চক্ষুস্থির হয়। রাজাবেটার কি অতুল ঐশ্বর্য্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা দেখ, এ হতভাগা বামুনের কপালে এর কিছুই নাই। আমাদের মহারাজ কল্লেন কি না, সঙ্গে যত লোক এসেছিল, তাদের সকলকে দূরে রেখে কেবল আমাকে লয়ে ছদ্মবেশে এ নগরে এসে ঢুকেছেন। এতে যে ওঁর কি লাভ হবে, তা উনিই জানেন। তবে লাভের মধ্যে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার দক্ষিণাটি দেখছি লোপাপত্তি হবে। হায়! এ কি সামান্য দুঃখের কথা? (চিন্তা করিয়া) মহারাজ একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছেন যে, তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে করবেন না। হায়! দেখ দেখি, এ কত বড় পাগলামী। আর আমি যে রাত্রে স্বপ্নে নানারকম মিষ্টান্ন খাই, তা ব'লে কি আমার ব্রাহ্মণী যখন থোড়-ছেঁচকি কি কাঁচকলা ভাতে, কি বেগুন পোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি? সাগর সকল জলই গ্রহণ করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও, তাই তিনি চক্ষুর নিমেষে পরিপাক ক'রে ভস্ম ক'রে ফেলেন।

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। কি হে সখে মানবক! তুমি যে একেবারে চিন্তাসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছ?

বিদূ। মহারাজ—

রাজা। মর্ বানর! আবার?

বিদূ। আজ্ঞা—না, তা আপনার এত বিলম্ব হ'লো কেন?

রাজা। সখে! আমি এক অদ্ভুত স্বয়ংবর দেখছিলেম।

বিদূ। বলেন কি? কোথায়?

রাজা। সখে! ঐ সরোবরে কমলিনী আজ যেন স্বয়ংবরা হয়েছে। আর তার পাণিগ্রহণলোভে ভগবান্ সহস্ররশ্মি, মলয়মারুত, অলিরাজ আর রাজহংস—এঁরা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কত যে কোকিলকুল মঙ্গলধ্বনি কচ্চে, তা আর কি বল্‌বো? এসো সখে, আমরা ঐ সরোবর-কূলে যাই।

বিদূ। ভাল মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচ্চেন, তা বলুন দেখি, আমার দক্ষিণা কে দেবে?

রাজা। কেন? কমলিনী আপনিই দেবে। তার সুরভি মধু দিয়ে সে যে তোমার চিত্তবিনোদন কর্‌বে, তার কোন সন্দেহ নাই।

বিদূ। হাঃ হাঃ হাঃ! (উচ্চহাস্য) মহাশয়! আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি ও-সব ভাল লাগে? হয় টাকাকড়ি—নয় খাদ্যদ্রব্য—এই দুটোর একটা না হ'লে আমি কি উঠি?

রাজা। চল হে চল, না হয় আমিই দেব।

বিদূ। হাঁ, এ শোন্‌বার কথা বটে। তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ)

সখী। মাধবি! আমি ত আর চল্‌তে পারি না। উঃ! আমার জন্মেও আমি কখন এত হাঁটি নাই, আমার সর্ব্বাঙ্গে যে কত বেদনা হয়েছে, তার আর বলব কি? বোধ করি, আমাকে এখন চার পাঁচ দিন বুঝি কেবল বিছানাতেই প'ড়ে থাকৃতে হবে।

পরি। ও মা, সে কি? রাজনন্দিনীর স্বয়ং-বরের আর দুটি দিন বৈ ত নাই, তা তুমি প'ড়ে থাক্‌লে কি আর কর্ম্ম চল্‌বে?

সখী। না চল্‌লে আমি কি কর্‌বো? আমার ত আর পাষাণের শরীর নয়।

পরি। সে কিছু মিছে কথা নয়।

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) দেখ, আমি প্রিয়সখীকে না হবে ত প্রায় সহস্রবার বলেছি যে, এ প্রতিমূর্ত্তি কখনই মনুষ্যের নয়, কিন্তু আমার কথায় তিনি কোনমতেই বিশ্বাস করেন না।

পরি। কি আশ্চর্য্য! এই যে আমরা আজ সমস্ত দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে এক লক্ষ রাজা দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ নাই যে, তাঁকে এঁর সঙ্গে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তুলনা করা যায়। হায়! এ মহাপুরুষ কোথায়?

সখী। সুমেরু-পর্ব্বত যে কোথায়, তা কে বল্‌তে পারে? কনকলতা কি লোকে আর এখন দেখতে পায়?

পরি। তা সত্য বটে। তবে এখন কি কর্‌বে?

সখী। আর কি কর্‌বো, আয়, এই উদ্যানে একটুখানি বিশ্রাম ক'রে প্রিয়সখীর কাছে এ সকল কথা বলি গে। (শিলাতলে উপবেশন)

পরি। আহা! রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন ক'রে বল্‌বে? এ কথা শুন্‌লে তিনি যে কত দুঃখিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চক্ষে জল আসে।

সখী। তা এ মায়ার হেমমৃগ ধরা তোর আমার কর্ম্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে কোন্ গহন-কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে বল্‌তে পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সখী এঁর প্রতি লোভ ক'রে অবশেষে সীতাদেবীর মতন ক্লেশে না পড়েন। এ মায়া যে দেবমায়া, তার কোন সন্দেহ নাই। (পরিচারিকার প্রতি) তুই যে বস্‌ছিস্ না? তোর কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রম হয় নাই?

পরি। হয়েছে বৈ কি, কিন্তু রাজনন্দিনীর দুঃখের কথা ভাবলে আর কোন দুঃখই মনে পড়ে না। যে গায়ে সাপের বিষ প্রবেশ করেছে, সে কি আর বিছের কামড়ে জলে? (সখীর নিকট ভূতলে উপবেশন) এখন এই স্বয়ংবরটা হয়ে গেলে বাঁচি।

সখী। তুই দেখিস্, এ স্বয়ংবরে কোন না কোন ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে।

পরি। বালাই, এমন অমঙ্গল কথা কি মুখে আনতে আছে?

সখী। তুই প্রিয়সখীর প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলি না কি? তোর কি মনে নাই যে, যদি এক লক্ষ রাজার মধ্যে তিনি যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছেন,

তাঁর সেই প্রাণেশ্বরকে না পান, তবে তিনি আর কাকেও বরণ করবেন না?

(নেপথ্যে উচ্চহাস্য)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও আবার কি?

পরি। কেন, কি হলো? (উভয়ের গাত্রোত্থান ও সত্রাসে) ও মা! চল, আমরা এখান থেকে পালাই। এ মহাস্বয়ংবরে যে কত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে বলতে পারে? এ নির্জ্জন বনে—

সখী। চুপ কর্ লো—চুপ কর, আর ঐ দেখ—

পরি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ঐ না পুষ্করিণীর ধারে দুই জন পুরুষমানুষ ব'সে রয়েছে? আহা! ওদের মধ্যে এক জনের কি অপরূপ রূপ-লাবণ্য!

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) মাধবি! এতক্ষণের পর বোধ করি, আমাদের পরিশ্রম সফল হলো। ঐ সুন্দর পুরুষটির দিকে একবার বেশ ক'রে চেয়ে দেখ দেখি?

পরি। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এ কি গগনের চাঁদ ভূতলে এসে উপস্থিত হলেন?

সখী। (সপুলকে) এ ত গগনের চন্দ্র নয়, এ যে আমাদের প্রিয়সখীর হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র।

পরি। (পট অবলোকন করিয়া) তাই ত! এ কি আশ্চর্য্য! ওঁকে যে রাজবেশে দেখছি না?

সখী। তাতে বয়ে গেল কি? (চিন্তা করিয়া) মাধবি! তুই এক কর্ম্ম কর্। তুই অন্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে প্রিয়সখীকে একবার ডেকে আন্ গে। যদি এ মহাপুরুষ মনুষ্য না হন, তবু প্রিয়সখী ওঁকে একবার চক্ষে দর্শন ক'রে জন্ম সফল করুন।

পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অন্তঃপুর হ'তে একলা আসতে পারবেন?

সখী। তুই একবার যেয়ে দেখেই আয় না কেন? যদি আসতে পারেন, ভালই ত, আর না পারেন, আমরা ত দোষ হ'তে মুক্ত হলেম।

পরি। বলেছ ভাল, এই আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) ইনি কি মনুষ্য, না কোন দেবতা? মায়াবলে মানবদেহ ধারণ ক'রে এই স্বয়ংবর দেখতে এসেছেন? হায়! এ কথা আমি কাকে জিজ্ঞাসা করবো? এখন প্রিয়সখী এলে বাঁচি। আহা, বিধাতা কি এমন সুন্দর বর প্রিয়সখীর কপালে লিখেছেন?

(পদ্মাবতীর সহিত পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ)

পদ্মা। সখি! তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন? কি সংবাদ, বল দেখি শুনি?

সখী। সকলই সুসংবাদ। তা এসো, এই শিলাতলে বসো।

পদ্মা। সখি! আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন? (উপবেশন)

সখী। (পদ্মাবতীর নিকট উপবেশন করিয়া) হ্যাঁ, দিয়েছেন।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি! তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছ?

সখী। (সহাস্যে) প্রিয়সখি! তুমি স্থির হয়ে ঐ অশোকবনের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি।

পদ্মা। কেন, তাতে কি ফললাভ হবে?

সখী। বলি, দেখই না কেন?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ ত ভগবান্ অশোকবৃক্ষ বসন্তের আগমনে যেন আপনার শতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ ক'রে ঋতুরাজের পূজা করবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সখী। ভাল, বল দেখি, ঋতুরাজ বসন্ত কোথায়?

পদ্মা। সখি, এ কি পরিহাসের সময়?

সখী। পরিহাস কেন? ঐ বেদিকার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) সখি! আমি কি আবার নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলেম? (আত্মগত) হে হৃদয়! এত দিনের পর কি তোমার নিশাবসান কত্তে তোমার দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলেন? (প্রকাশ্যে) সখি! তুমি আমাকে ধর, (অচেতন হইয়া সখীর ক্রোড়ে পতন)

সখী। হায়! এ কি হলো? প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হইয়া পড়লেন! (পরিচারিকার প্রতি) মাধবি! তুই শীঘ্র গিয়ে একটু জল আন্ তো!

পরি। এই যাই।

[বেগে প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়! আমি প্রিয়সখীকে এ সময়ে এ উদ্যানে ডাকিয়ে এনে এ কি কল্লেম?

(বেগে রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। এ কি সুন্দরি! এ স্ত্রীলোকটির কি হয়েছে?

সখী। মহাশয়! এঁর মূর্চ্ছা হ'য়েছে।

রাজা। কেন?

সখী। তা আমি এখন আপনাকে বলতে পারি না।

রাজা। (স্বগত) লোকে বলে যে, পূর্ণশশীর উদয় হ'লে সাগর উথলিত হন, তা আমারও কি সেই দশা ঘটলো? (পুনরবলোকন করিয়া) এ কি? এই যে আমার মনোমোহিনী, যাঁকে আমি স্বপ্নযোগে কয়েকবার দর্শন করেছিলেম। তা দেবতারা কি এত দিনের পর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে আমার হৃদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন?

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

রাজা। (সখীর প্রতি) শুভে! যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী উন্মীলিত হয়, দেখ, তোমার সখীও মোহান্তে আপন কমলাক্ষি উন্মীলন কল্লেন। আহা! ভগবতী জাহ্নবী দেবী ভগ্নতটপতনে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে এইরূপেই আপন নির্ম্মল শ্রী পুনর্ধারণ করেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া মৃদুস্বরে সখীর প্রতি) সখি! চল, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই। এ উদ্যানে আমাদের আর থাকা উচিত হয় না।

রাজা। (স্বগত) আহা! এও সেই মধুর স্বর! আমার বিবেচনায় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কর্ণে জলস্রোতের কলকলধ্বনিও এমন মিষ্ট বোধ হয় না। (প্রকাশ্যে সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখী কি আমার এখানে আসতে বিরক্ত হলেন?

সখী। কেন? বিরক্ত হবেন কেন?

রাজা। তবে যে উনি এখানে থেকে এত ত্বরায় যেতে চান?

সখী। আপনি এমন কথা কখনই মনে করবেন না, তবে কি না, আমরা এখন সকলেই ব্যস্ত।

রাজা। শুভে! তবে তুমি তোমার এ পরমসুন্দরী সখীর পরিচয় দিয়ে আমাকে চরিতার্থ ক'রে দাও।

সখী। মহাশয়! ইনি রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর একজন সখীমাত্র।

রাজা। কি আশ্চর্য্য, আমরা জানি যে, বিধাতা কমলিনীকেই পুষ্পকুলের ঈশ্বরী ক'রে সৃষ্টি করেছেন। তা তাঁর অপেক্ষা কি আরও সুচারু পুষ্প পৃথিবীতে আছে?

পদ্মা। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী। তা ভগবান্ গন্ধমাদন কি কখন সৌরভহীন হ'তে পারেন?

সখী। মহাশয়! আপনি যদি দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তবে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা। তাতে দোষ কি? যদি আমি কোন প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জন কত্তে পারি, তবে তা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি?

সখী। মহাশয়! কোন্ রাজধানী এখন আপনার বিরহে কাতর হয়েছে, এ কথা আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে বলুন?

পদ্মা। (স্বগত) এতক্ষণের পর বসুমতী আমার মনের কথাটাই জিজ্ঞাসা করেছে।

রাজা। (সহাস্যবদনে) সুন্দরি! আমার বিদর্ভনাম্নী মহানগরীতে জন্ম। সে নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমি তোমাদের রাজনন্দিনীর স্বয়ংবর-মহোৎসব দেখবার নিমিত্তেই এ দেশে এসেছি।

পদ্মা (স্বগত) এ কি অসম্ভব কথা! এঁর কি তবে রাজকুলে জন্ম নয়?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ)

সখী। তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

পরি। আমাকে ঘটীর জন্য অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে হয়েছিল।

সখী। তা সত্য বটে, তা এ কথা ত অন্তঃপুরে কেউ টের পায় নি?

পরি। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই, কিন্তু ওরা সকলে মদনের পূজা কত্তে আসছে।

সখী। তবে চল, আমরা যাই।

রাজা। (সখীর প্রতি) সুন্দরি! আমি কি তবে তোমাদের চন্দ্রাননের আর এ জন্মে দর্শন পাব না?

পদ্মা। (সখীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রীড়া সহকারে) প্রিয়সখি! তুমি এ মহাশয়কে বল যে, যদি আমাদের ভাগ্য থাকে, তবে আমরাই এ উদ্যানে পুনরায় ওঁর দর্শন পাব।

(নেপথ্যে)। কৈ লো—কৈ? রাজনন্দিনী আর বসুমতী কোথায়?

সখী। চল, আমরা যাই!

পদ্মা। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া) উহুঁ, এ কি?

সখী। কেন কেন, কি হলো?

পদ্মা। সখি! দেখ, এই নূতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজতে লাগলো। উহুঁ! আমি ত আর চল্‌তে পারি না, তোমরা একজন আমাকে ধর। (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত)

সখী। এসো।

[পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া সখী এবং পরিচারিকার প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে সৌদামিনি! তুমি কি আমার এ মেঘাবৃত হৃদয়াকাশকে আরও তিমিরময় করবার জন্য আমাকে কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য দর্শন দিলে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! তা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুনর্দর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন বিনষ্ট হবে? (নেপথ্যে বহু-বিধ যন্ত্রধ্বনি, (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এই যে, রাজকুলবালারা গানবাদ্য কর্ত্তে কর্ত্তে ভগবান্ কন্দর্পের মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন।

(নেপথ্যে)। নাচ লো—নাচ। এই দেখ, আমি ফুল ছড়াচ্চি।

(নেপথ্যে গীত)

খাম্বাজ—যৎ

চল, সকলে আরাধিব কুসুমবাণে।
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে,
যতনে পূজিব হরষিত-মনে।
বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুসুম,
অঞ্জলি পূরিয়া দিব চরণে।
সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে,
তুষিব দেবেরে মঙ্গলগানে॥

রাজা। (স্বগত) আহা, কি মধুরধ্বনি; তা আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমি এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ ক'রে উত্তমই করেছি। আহা! এই পরম সুন্দরী বামাটি যদি রাজদুহিতা পদ্মাবতী হতো, তবে আর আমার সুখের সীমা থাক্‌তো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—দেবালয়-উদ্যান

(পুরোহিত এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ)

পুরো। আহা, কি আক্ষেপের বিষয়। মহাশয়, যেমন ভগবতী ভাগীরথীকে দর্শন ক'রে জগজ্জনগণ হিমাচলকে ধন্যবাদ করে, রাজদুহিতা পদ্মাবতীকে দেখে সকলেই আমাদের নরপতিকে তদ্রূপ পরম ভাগ্যবান্ ব'লে গণ্য কত্তো। হায়! কোন্ দুর্দ্দৈব-বিপাকে এ নির্ম্মলসলিলা গঙ্গা যেন অকস্মাৎ রোধঃ-পতনে পঙ্কিলা হয়ে উঠলেন।

কঞ্চুকী। দুর্দ্দৈববিপাকই বটে। মহাশয় দেখুন, এ বিপুল ভারতভূমিতে প্রতি যুগে যুগে কত শত রাজগৃহে এই স্বয়ংবরকার্য্য মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়েছে, কিন্তু কুত্রাপি এরূপ ব্যাঘাত কস্মিন্ কালে ঘটে নাই।

পুরো। হায়! এতটা অর্থ কি তবে বৃথাই ব্যয় হলো?

কঞ্চুকী। মহাশয়! তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। দেখুন, যে অকূল সাগরকে শত-সহস্র নদনদী বারিস্বরূপ কর অনবরত প্রদান করে, তার অম্বুরাশির কি কোনমতে হ্রাস হ'তে পারে? তবে কি না, একটা কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে রৈল।

পুরো। ভাল, কঞ্চুকী মহাশয়! রাজকন্যার স্বয়ংবর-সমাজে উপস্থিত না হবার মূল কারণটা কি, তা কি আপনি বিশেষরূপে কিছু অবগত আছেন?

কঞ্চুকী। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমাত্র জানি যে, স্বয়ংবর-সভায় যাত্রাকালে রাজবালা মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে এতাদৃশ দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন যে, রাজবৈদ্য তাঁকে গৃহের বহির্গত হ'তে নিষেধ করেন, সুতরাং স্বয়ংবরা কন্যার অনুপস্থিতিতে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হওয়ায় রাজদল অকৃতকার্য্য হয়ে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান কল্লেন।

পুরো। আহা! বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কর্ত্তে পারে? চলুন, এক্ষণে দেবদর্শন করি গে।

কঞ্চুকী। আজ্ঞে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ)

সখী। কেমন, আমি বলেছিলাম কি না যে, এ স্বয়ংবরে কোন না কোন ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে?

পরি। তাই ত? কি আশ্চর্য্য! তা রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়বেন, তা কে জানতো?

সখী। আহা! প্রিয়সখীর দুঃখের কথা মনে হ'লে প্রাণ যে কেমন করে, তা আর কি বল্‌বো! (রোদন)

পরি। ভাল, রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি?

সখী। আর কারণ কি? প্রিয়সখী যাকে স্বপ্নে দেখে ভালবাসেন, তিনি ত আর রাজা নন যে, তাঁকে প্রিয়সখী পাবেন!

পরি। তা সত্য বটে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে ও? ঐ না সেই বিদর্ভ দেশের লোকটি এই দিকে আসছেন? উনি যে রাজনন্দিনীকে ভালবাসেন, তার সন্দেহ নাই, তা এমন ভালবাসায় ওঁর কি লাভ হবে? বামন হয়ে কি কেউ কখন চাঁদকে ধরতে পারে? চল, আমরা ঐ মন্দিরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি, উনি এখানে এসে কি করবেন।

সখী। চল। [উভয়ের প্রস্থান।

(ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আমার ত এ রাজধানীতে আর বিলম্ব করা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। যত রাজগণ এ বৃথা স্বয়ংবরে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করেছেন, কিন্তু আমি এ সুন্দরী কন্যাটিকে কি প্রকারে পরিত্যাগ ক'রে যাই? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রভো অনঙ্গ! যেমন সুরেন্দ্র আপন বজ্র দ্বারা পর্ব্বতপক্ষচ্ছেদ ক'রে তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্পশরাঘাতে আমাকে তদ্রূপ গতিহীন কত্তে চাও? (চিন্তা করিয়া) এ স্ত্রীলোকটিকে কোনমতেই আমার রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করা যেতে পারে না। সিংহ সিংহীর সহিত সহবাস করে। এ রাজবালা পদ্মাবতীর এক জন সহচরী মাত্র, তা এর সহিত আমার কি সম্পর্ক? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে রতিদেবি! তুমি যে অমূল্য রত্ন আমাকে দান কত্তে চাও, সে রত্ন শচী এবং যক্ষেশ্বরীর ক্রোধে আমার পক্ষে অস্পর্শীয়া অগ্নিশিখা হলো। হায়! এ পবিত্রা প্রবাহিণী কি তাঁদের অভিশাপে আমার পক্ষে কর্ম্মনাশা নদী হয়ে উঠলো? তা আর বৃথা আক্ষেপ কল্লে কি হবে?

(সচকিতে নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ কি?

(নেপথ্যে)। তুই বেটা কি সামান্য চোর? তুই যে দ্বিতীয় হনুমান্।

(নেপথ্যে)। কেন, হনুমান্ কেন?

(নেপথ্যে)। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা করিস্? দেখ্ দেখি—যেমন হনুমান্ রাবণের মধুবন ভেঙ্গে লণ্ড ভণ্ড করেছিল, তুই আজ আমাদের মহারাজের অমৃত ফলবনে সেইরূপ উৎপাত কর্‌ছিস্। তা তোর মাথাটা কেটে ফেলাই উচিত।

(নেপথ্যে)। ইস্!

(নেপথ্যে)। বটে! দাও ত হে, বেটাকে ঘা দুই-তিন লাগিয়ে দাও ত।

(নেপথ্যে)। দোহাই মহারাজের!

(বেগে কতিপয় রক্ষকের সহিত বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। মহারাজ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। কেন, কি হয়েছে?

বিদূ। মহারাজ! এ ব্যাটারা সাক্ষাৎ যমদূত।

প্রথম। ধর ত হে, বেটাকে ধ'রে বাঁধ!

বিদূ। (রাজার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া) ইস্, তোর কি যোগ্যতা যে, তুই আমাকে বাঁধবি! ওরে দুষ্ট রাক্ষস! তুই যদি কনকলঙ্কায় ঢুকতে চাস্, তবে আগে সমুদ্র পার হ। এই মহাত্মা বিদর্ভদেশের অধিপতি রাজা ইন্দ্রনীল রায়।

রাজা। আরে কর কি?

বিদূ। মহারাজ! আপনি যে কে, তা না টের পেলে এ পাষণ্ড বেটারা আমাকে অমনি ছাড়বে? বাপ!

প্রথম। মহাশয়!

বিদূ। মর্ বেটা নরাধম! তুই কাকে মহাশয় বলিস্ রে?

রাজা। (বিদূষকের প্রতি) চুপ কর হে, চুপ কর। (রক্ষকের প্রতি) রক্ষক! তুমি কি বল্‌ছিলে?

প্রথম। মহাশয়! দেখুন, এ ঠাকুরটি আমাদের মহারাজের অমৃত ফলবনে যত পাকা পাকা ফল ছিল, প্রায় তা সব পেড়ে খেয়েছেন।

বিদূ। খাব না কেন? আমি খাব না ত আর কে খাবে? তুই বেটা আমাকে হনুমান ব'লে গাল দিচ্ছিলি, আচ্ছা, আমি যদি এখন হনুমানের মতন

তোদের পুরী পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে যাই, তবে তুই আমার কি কত্তে পারিস্ ?

রাজা। (জনান্তিকে বিদূষকের প্রতি) ও কি কত্তে পারে ? কিন্তু অবশেষে তুমি আপনার মুখ পোড়াবে আর কি ?

(কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের পুনঃ প্রবেশ)

প্রথম। (কঞ্চুকী ও পুরোহিতের সহিত একান্তে কথোপকথন)

কঞ্চুকী। বল কি ? (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক।

পুরো। মহারাজ! চিরজীবী হউন।

কঞ্চুকী। রক্ষক! তুমি এ সংবাদ মহারাজের নিকট অতি ত্বরায় ল'য়ে যাও।

প্রথম। যে আজ্ঞে, তবে আমি চল্লেম।

পুরো। মহারাজ! আপনার শুভাগমনে এ রাজধানী অদ্য কৃতার্থ হলো।

কঞ্চুকী। হে নরেশ্বর, আপনার আর এ স্থলে অবস্থিতি করা উচিত হয় না। অনুগ্রহ ক'রে রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন।

রাজা। (স্বগত) এত দিনের পর আজ সকলই বৃথা হলো। (প্রকাশ্যে) চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ)

সখী! হাঁ লো মাধবি! এ আবার কি? আমরা কি স্বপ্ন দেখছি, না এ বাজীকরের বাজী ?

পরি। ও মা, তাই ত! ঐ কি রাজা ইন্দ্রনীল, যাঁর কথা সকলেই কয় ?

(নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য ও জয়ধ্বনি)

সখী। কি আশ্চর্য্য! চল, আমরা সব কথা প্রিয়সখীকে বলি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(সারথিবেশে কলির প্রবেশ)

কলি। (স্বগত) আমি কলি,—
এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম ?
সতত কুপথে গতি মোর।
নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে।
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায়!
ময়ূরের চন্দ্র-কলাপ দেখি, রাগে
কদাকারে পা-দুখানি গড়ি তার আমি!
(পরিক্রমণ)
জন্ম মম দেবকুলে ;—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।
(চিন্তা করিয়া) এ বিদর্ভপুরে,—
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল ; তার প্রতি
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী,
আর মুরজা রূপসী,—কুবের-রমণী ;
এ দোঁহার অনুরোধে, মায়াজালে আমি
বেড়িয়াছি নৃপবরে,—নিষাদ যেমতি
ঘেরে সিংহে ঘোরবনে বধিতে তাহারে।
মাহেশ্বরী-পুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন—
পদ্মাবতী নামে তাঁর সুন্দরী নন্দিনী ;
ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল
আনিয়াছে নিজালয়ে,—এ সংবাদ আমি
ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে,
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি
থানা দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে।

(নেপথ্যে ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খনাদ)

কলি। (স্বগত) ঐ শুন—
বীরদর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া)
এই অবসরে যদি আমি
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি—
তা হ'লে কামনা মোর হবে ফলবতী।
প্রেয়সী-বিরহ-শোকে ইন্দ্রনীল রায়
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে
মরে বিষাদে। এ হেতু সারথির বেশে
আসিয়াছি হেথা আমি। (পরিক্রমণ)
কি আশ্চর্য্য! আহা!
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী।
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে
অক্ষম কি হইনু হে? (সহাস্যবদনে)

কেনই না হব ?
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু
পারে তারে পরশিতে ? দেখি ভাগ্যক্রমে
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ-সমীপে !
(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া সপুলকে)
এ কি ? এই না সে পদ্মাবতী ?
আয় লো কামিনি—
এইরূপে কুরঙ্গিণী নিঃশঙ্কে অভাগা
পড়ে কিরাতের পথে ; এইরূপে সদা
বিহঙ্গী উড়িয়া পড়ে নিষাদের ফাঁদে !
(চিন্তা করিয়া)
কিঞ্চিৎকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া দেখি,
কি করা উচিত। (অন্তর্দ্ধান)

(অবগুণ্ঠনাবৃতা পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ)

সখী। প্রিয়সখি ! এ সময়ে প্রাচীরের বাইরে যাওয়া কোনমতে উচিত হয় না। তা এসো, আমরা এইখানেই দাঁড়াই। আর এ তোরণ দিয়েও কৈ কেউ ত বড় যাওয়া-আসা কচ্চে না, এ এক প্রকার নির্জ্জন স্থান।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি ! আমার মত হতভাগিনী কি আর দুটি আছে ? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জন্য কি ক্লেশই না পেলেন ! আর এই যে একটা ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হয়েছে, যদি ভগবতী পার্ব্বতীর চরণ-প্রসাদে এ হ'তে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুন্‌লেই শোকানলে দগ্ধ হয়ে আমাকে কত যে অভিসম্পাত দেবে, তা কে বল্‌তে পারে ? হা বিধাতঃ ! তুমি আমার অদৃষ্টে যে সুখভোগ লেখ নাই, আমি তার নিমিত্তে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু তুমি আমাকে সুখনাশিনী কল্লে কেন ? (রোদন)

সখী। প্রিয়সখি ! তুমি এমন কথা মনেও করো না। তোমার জন্যেই যে রাজা কেবল যুদ্ধ কচ্চেন, তা নয়। এ পৃথিবীতে এমন কর্ম্ম অনেক স্থলে হয়ে গেছে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে কি হয়েছিল, তা কি তুমি শোন নি ?

পদ্মা। সখি ! তুমি পাঞ্চালীর কথা কেন কও। শশীর কলঙ্কে তাঁর শ্রী হ্রাস না হয়ে বরঞ্চ বৃদ্ধিই হয়। (নেপথ্যে ধনুষ্টঙ্কার ও হুহুঙ্কারধ্বনি এবং রণবাদ্য)

পদ্মা। (সত্রাসে) উঃ ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ ! সখি ! তুমি আমাকে ধর ! এই দেখ, বীরদলের পায়ের ভরে বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছেন।

সখী। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ ! দেখ প্রিয়সখি ! দেখ, আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। এমন অদ্ভুত শরজাল আমি কখনও দেখি নাই।

পদ্মা। কি সর্ব্বনাশ ! সখি, আমার কি হবে ? (রোদন)

সখী। প্রিয়সখি ! তুমি কেঁদো না। আর ভয় নাই, ঐ দেখ, যখন রাজ-সারথি এই দিকে আসচে, তখন বোধ হয়, মহারাজ অবশ্যই শত্রুদলকে পরাভব ক'রে থাক্‌বেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ ! সারথি যে একলা আস্‌ছে ?

(সারথিবেশে কলির পুনঃ প্রবেশ)

সারথি। তুমি যে রাজপথ পরিত্যাগ ক'রে আসছো ?

কলি। মহিষি ! আপনি এত উতলা হবেন না। মহারাজ এ দাসকে আপনার নিকটেই পাঠিয়েছেন।

পদ্মা। কেন ? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে শীঘ্র ক'রে বল।

কলি। আজ্ঞা, সকলই সুসংবাদ, মহারাজ অন্য এক রথে আরোহণ ক'রে আমাকে এই ব'লে আপনার নিকটে পাঠিয়েছেন যে, আপনি কিঞ্চিৎ-কালের জন্য রাজপুরী ছেড়ে ঐ পর্ব্বতের দুর্গে গিয়ে থাকুন, আর এ দাসও নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে, তা দেবীর কি আজ্ঞা হয় ?

সখী। প্রিয়সখি ! তুমি যে চুপ ক'রে রৈলে ?

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি ! আমি এ নগর ছেড়ে কেমন ক'রে যাই ?

(নেপথ্যে ধনুষ্টঙ্কারধ্বনি ও রণবাদ্য)

সখী। উঃ ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ ! সারথি ! কৈ, রথ কোথায় ? তুমি আমাদের শীঘ্র নিয়ে চল।

কলি। (স্বগত) এ হতভাগিনীর মরণেচ্ছা হ'লো না কি ? তা যে শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে আশ্রয় লয়, সে কি সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হ'তে কখন রক্ষা পেতে পারে ? (প্রকাশ্যে) দেবি ! তবে আসুন।

পদ্মা। (স্বগত) হে আকাশমণ্ডল, তোমাকে লোকে শব্দবহ বলে। তা তুমি এ দাসীর প্রতি

অনুগ্রহ ক'রে আমার এই কথাগুলি আমার জীবন-নাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও, হে রাজন্! তোমার পদ্মাবতী তোমার আজ্ঞা পালন কল্লে; কিন্তু তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে তোমার নিকটেই রৈল। দেখ, চাতকিনী বজ্র, বিদ্যুৎ আর প্রবল বায়ুকেও ভয় না ক'রে, জলধরের প্রসাদ-প্রতীক্ষায় কেবল তার সঙ্গেই উড়তে থাকে।

সখী। প্রিয়সখি! চল, আমরা যাই।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তবে চল।

কলি। (স্বগত) গরুড় ভুজঙ্গিনীকে ধ'রে উড়লেন।

[সকলের প্রস্থান।

(রক্তাক্ত-বস্ত্র-পরিধানে ও রক্তার্দ্র-অসিহস্তে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) রাম বল, বাঁচলেম! বেশ পালিয়েছি। আরে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল ভাল লাগে? তবে করি কি? দুষ্ট ক্ষত্রদলের সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের জ্বালায় সহবাস কত্তে হয়। তা একটু আধটু সাহস না দেখালে বেটারা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করবে ব'লে আমি এই খাঁড়াখানা নিয়ে বেরিয়েছি—যেন যুদ্ধ কত্তেই গিয়েছিলেম। আর যে রক্ত দেখছো, এ ত রক্ত নয়, এ—আলতা-গোলা। (উচ্চহাস্য) এ যুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর সিন্দুরচুপড়ী থেকে খানকতক আলতা চুরি ক'রে টেঁকে গুঁজে রেখেছিলেম। আর কেন যে রেখে-ছিলেম, তা সামান্য লোকের বুঝে উঠা দুষ্কর। ওহে! যেমন সিংহের অস্ত্র দাঁত, ষাঁড়ের অস্ত্র শিঙ, হাতীর অস্ত্র শুঁড়, পাখীর অস্ত্র ঠোঁট আর নখ, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের অস্ত্র বিদ্যা আর বুদ্ধি। তা বিদ্যাবিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমাংস, তবে কি না একটা বুদ্ধি আছে। আর তা না থাক্‌লেই কি এত ক'রে উঠতে পাত্তেম? বল দেখি, আমার কাপড় আর এই খাঁড়া দেখে কে না ভাববে যে, আমি শত শত হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদিগকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি। (উচ্চহাস্য) তা দেখি, আজ মহারাজ এ বেশ দেখে আমাকে কি পুরস্কার করেন। হে দুষ্টের সরস্বতি! এসে আমার কাঁধে ভর কর, তা না কল্লে কর্ম্ম চল্‌বে না। আজ যে আমাকে কত মিথ্যা কথা কইতে হবে, তার সংখ্যা নাই!

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

প্রথম। এই যে আর্য্য মানবক এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহাশয়! প্রণাম করি। (নিকটবর্ত্তী হইয়া সচকিতে) ইঃ! এ কি?

বিদূ। কেন, কি হ'লো?

প্রথম। মহাশয়! আপনার সর্ব্বাঙ্গে যে রক্ত দেখছি?

বিদূ। দেখবে না কেন? ওহে! দোল দেখতে গেলে কি গায়ে আবীর লাগে না?

দ্বিতীয়। তবে মহাশয়! রণক্ষেত্রে গিয়ে-ছিলেন না কি?

বিদূ। যাব না কেন? কি হে, তুমি কি ভেবেছো যে, আমি একটা টোলের ভট্টাচার্য্য—দেড়গজী সমাস ভিন্ন কথা কই না, আর বিচার-সভাতেই কেবল দ্রোণাচার্য্যের বীর্য্য দেখাই? কিন্তু মারামারির গন্ধ পেলেই ব্রাহ্মণীর আঁচল ধ'রে তার পেছনদিকে গিয়ে লুকুই? (উচ্চহাস্য)

দ্বিতীয়। না, না, তাও কি হয়? আপনি এক জন মহাবীরপুরুষ! তা কি সংবাদ বলুন দেখি শুনি?

বিদূ। আর কি সংবাদ! দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভীষ্ম—

প্রথম। মহাশয়, জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম।

বিদূ। তাই ত! তা এ গোলে কি কিছু মনে থাকে হে! দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন, এ ব্রাহ্মণও আজ তাই করেছে।

(নেপথ্যে—জয়বাদ্য)

প্রথম। এই যে, মহারাজ শত্রুদলকে রণস্থলে জয় করে ফিরে আস্‌ছেন।

(নেপথ্যে)। মহারাজের জয় হউক!

তৃতীয়। চল হে, রাজদর্শনে যাওয়া যাক্।

(নেপথ্যে)। বৈতালিকের গীত—

মাজ-সুরাট—একতাল

কি রঙ্গ রাজভবনে, কি রঙ্গ আজ—
করিয়া রণ, শত্রুনিধন, রাজনবর রাজে।
পুলকে সব হইল মগন, উৎসবরত যত পুরজন,
জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে॥

সৈন্য সকল সমরকুশল, নিরখি ভীত অরিদলবল,
কম্পিত হয় ধরণীতল, বাসুকি নত লাজে।
ভূপতি অতি বীর্য্যবান্,
বিভব-নিবহ সুর-সমান,
ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্ত্য-ভুবনমাঝে॥

(নেপথ্যে)। ওরে, এক জন দৌড়ে গিয়ে আর্য্য মানবককে শীঘ্র ডেকে আন্ গে তো, মহারাজ তাঁর অন্বেষণ কচ্ছেন।

বিদূ। ঐ শোন। দেখি, মহারাজ আমাকে আজ কি শিরোপা দেন।

[প্রস্থান।

প্রথম। এ ব্রাহ্মণ বেটা কি সামান্য ধূর্ত্ত গা।

দ্বিতীয়। এমন নির্লজ্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে দুটি আছে?

তৃতীয়। তবে ও আল্‌তাগোলা বটে?

প্রথম। তা বৈ কি! ও কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিল?

দ্বিতীয়। মহাশয়! চলুন, রাজদর্শন করি গে।

প্রথম। চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-শিখরস্থ গহন কানন

(কলির প্রবেশ)

কলি। (স্বগত) এই ত হরণ করি আনিনু রাণীরে
এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রাণী?
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিনু আমি,
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল?)
যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)
আহা! এই যে পৌলোমী
মুরজার সঙ্গে—

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) দেবি! আশীর্ব্বাদ করি।

শচী। প্রণাম! হে দেববর? কি করেছ বল?

কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণি,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।

শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে?

কলি। এই ঘোর বনে
সখীসহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি!
(সহাস্যবদনে)
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হ'লে হাসি আসে মুখে!

মুরজা। (স্বগত) হেন দুরাচার আর আছে
কি জগতে? (প্রকাশ্যে) ভাল কলিদেব?
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে?

কলি। সে কি, দেবি? হরিণীরে মৃগেন্দ্র কেশরী
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে?

শচী। কলিদেব,—
শত ধন্যবাদ আমি করি গো তোমারে।
শত-কোটি প্রণাম তোমার ও চরণে।
বাঁচালে আমারে তুমি। তোমার প্রসাদে
রহিল আমার মান। অপ্সরীর দলে
যাহে প্রাণ চাহে তব পাইবে তাহারে—
পাঠাব তাহারে আমি তোমার আলয়ে,
রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী
নব কমলিনী হাসি—নিশি-অবসানে।
যত রত্নরাজি আছে বৈজয়ন্ত-ধামে,
তোমার সে সব। দেখ, আজি হ'তে শচী—
ত্রিদিবের দেবী—দেব, হলো তব দাসী।
যাও চলি স্বর্গে এবে, শীঘ্র আসি আমি
যথোচিত পুরস্কারে তুষিব তোমারে।

কলি। যে আজ্ঞা,
বিদায় তবে হই আমি সতি।

[প্রস্থান।

মুরজা। সখি, আমাদের কি এ ভাল কর্ম্ম হলো?

শচী। কেন? মন্দ কর্ম্মই বা কি?

মুরজা। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরলা মেয়েটিকে যাতনা দিতে প্রবৃত্ত হলেম।

শচী। আঃ! আর মিছে বকো কেন? তোমাকে আমি না হবে তো প্রায় একশতবার বলেছি যে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা দুষ্টদমন করবার জন্যে সময়বিশেষে ভগবতী বসুমতীকেও জলমগ্ন করেন। তা ভগবতী বসুন্ধরা কি স্বদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন?

মুরজা। তা আমি কেমন ক'রে বল্‌বো? (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) একবার ঐ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, সখি।

শচী। কি?

মুরজা। সখি! ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের অন্তরাল থেকে এ দিকে কে আসছে দেখ তো? আহা! এ কি ভগবতী ভাগীরথী হরিদ্বার হ'তে বেরুচ্ছেন? এমন অপরূপ রূপলাবণ্য ত আমি কোথাও দেখি নাই।

শচী। ঐ সেই পদ্মাবতী।

মুরজা। সখি! ওর মুখখানি দেখলে বোধ হয়, আমি ওকে আরও কোথাও দেখেছি। (স্বগত) এ কি? আমার স্তনদ্বয় যে সহসা দুগ্ধে পরিপূর্ণ হলো? হে হৃদয়! তুমি চঞ্চল হ'লে কেন?

শচী। সখি! চল, আমরা পুনরায় কলিদেবের নিকটে যাই।

মুরজা। কেন?

শচী। চল না কেন? আমার মনস্কামনা এখন সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই।

মুরজা। সখি! আমার মন কলিদেবের নিকট আর কোনমতেই যেতে চায় না, আমি অলকায় চল্লেম।

[প্রস্থান।

শচী। (স্বগত) তুমি গেলেই বা! তোমার দ্বারা যত উপকার হ'তে পারবে, তা আমি বিশেষরূপে জানি। তা যাই—আমি একলাই কলিদেবের নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন স্বয়ংবরসংগ্রামে হত হয়েছে, এইরূপ একটা মিথ্যা ঘোষণা রটিয়ে দিলে আরও ভাল হবে।

[প্রস্থান।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। (স্বগত) হায়! এ বিপজ্জাল হ'তে আমাকে কে রক্ষা করবে? এ কি কোন দেব, না দেবী, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে এত যন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হলেন? (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) কি ভয়ঙ্কর স্থান! বোধ হয় যেন যামিনীদেবী দিবাভাগে এই নিভৃত স্থানেই বিরাজ করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর! যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই করলেন? হে জীবিতেশ্বর! আপনি যে আমাকে পৃথিবীর সুখভোগে নিরাশ করলেন, তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় না। তবে যাবজ্জীবন আমার এই একটা দুঃখ রৈল যে, আপনাকে আমি বিপদসাগর থেকে উত্তীর্ণ হ'তে দেখতে পেলাম না। (রোদন) হায়! আমার কি হবে? আমাকে কে রক্ষা করবে? (পরিক্রমণ ও পর্ব্বতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে গিরিবর! এ অনাথা আপনার নিকট আশ্রয় চায়, তা আপনার কি আজ্ঞা হয়? (চিন্তা করিয়া) আপনি যে নিস্তব্ধ হয়ে রৈলেন? তা থাকবেন বৈ আর কি? হে নগরাজ! এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান্ হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের প্রতি এইরূপ ব্যবহারই বটে! আপনি সিংহের নিনাদ শুনলে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দেন,—মেঘের গর্জ্জনে পুনর্গর্জ্জন করেন, বজ্রের শব্দে অস্থির হয়ে হুহুঙ্কারধ্বনি করেন। আমি অবলা মানবী, তা আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন কেন? (রোদন) কি আশ্চর্য্য! এ এমনি গহন বন যে, এখানে আমার আপনার পদশব্দ শুনলেও ভয় হয়। হায়! আমি এখন কোথায় যাব? বসুমতী যে এখনও আসচে না?

(কদলীপত্রে জল লইয়া সখীর প্রবেশ)

সখী। প্রিয়সখি! এই নাও। আঃ! জলের অন্বেষণে যে আমি কত দূর ঘুরেছি, তার আর কি বল্‌বো?

পদ্মা। (জলপান করিয়া) সখি, আমি তোমাকে বৃথা ক্লেশ দিলেম বৈ ত নয়! হায়! এ জলে কি পাপ প্রাণের তৃষ্ণা দূর হবে? (রোদন)

সখী। প্রিয়সখি! এ পর্ব্বত-প্রদেশ কি ভয়ঙ্কর স্থান!

পদ্মা। কেন—কেন?

সখী। উঃ! আমি যে কত সিংহ, কত ব্যাঘ্র, কত মহিষ, কত ভল্লুক, আর কত যে বরাহের পায়ের চিহ্ন দেখেছি, তা মনে হ'লে বুক শুকিয়ে উঠে। প্রিয়সখি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের আর কে রক্ষা করবে? (রোদন)

পদ্মা। (সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, আমি যে প্রাণনাথের নিকট কি অপরাধ করেছি, তা আমার এখনও স্মরণ হচ্ছে না। কিন্তু তিনি কি আমার প্রতি একেবারে এত নির্দ্দয় হলেন যে, এ হতভাগিনীকে যারা ভালবাসে, তাদের উপরও তাঁর রাগ হলো? (রোদন)

সখী। প্রিয়সখি! তুমি আমার জন্যে কেঁদো না।

পদ্মা। সখি! তুমিও কি আমার দোষে মারা পড়বে? (রোদন)

সখী। (সজলনয়নে পদ্মাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়সখি! আমি কি তোমার জন্যে মরতে ডরাই? আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে তোমাকে এ বিপজ্জাল হ'তে উদ্ধার কত্তে পারি, তবে আমি তা এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। (রোদন)

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! তুমি যদি এ তরণীকে অকূল সমুদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তই নির্ম্মাণ করেছিলে, তবে তুমি একে জনপূর্ণ ক'রে ভাসালে কেন? (রোদন)

সখী। প্রিয়সখি! তুমি আমার জন্যে কেঁদো না। (রোদন)

পদ্মা। সখি! এসো, আমরা এখানে বসি। আমাদের কপালে যদি মরণ থাকে, তবে আমরা একত্রই মরবো (শিলাতলে উভয়ের উপবেশন)

সখী। প্রিয়সখি! এ দুষ্ট সারথি যে আমাদের সঙ্গে এনে এমন অসৎ ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি! তার দোষ কি? সে এক জন ভৃত্য বৈ ত নয়।

(নেপথ্যে)। আরে অবোধ প্রাণ! তুই যদি এ ভগ্নকারাগারস্বরূপ দেহ রণভূমিতেই পরিত্যাগ কত্তিস্, তা হ'লে ত তোকে আর এ যন্ত্রণা সহ্য কত্তে হ'তো না। হায়!—

পদ্মা। (সত্রাসে) এ কি? (উভয়ের গাত্রোত্থান)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) তাই ত প্রিয়সখি! বোধ করি, এ কোন মায়াবী রাক্ষস হবে। হে জগদীশ্বর! আমাদের এখন কে রক্ষা করবে?

(ক্ষতযোদ্ধার বেশে কলির পুনঃ প্রবেশ)

কলি। আপনারা দেবকন্যাই হউন, আর মানবীই হউন, আমার এ স্থলে সহসা প্রবেশে বিরক্ত হবেন না। হায়! যেমন হস্তী সিংহের প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পর্ব্বতগহ্বরে ত্রাসে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ এই স্থলে এসে উপস্থিত হলেম।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) কেন? আপনার কি হয়েছে?

কলি। আমি বীরচূড়ামণি রাজা ইন্দ্রনীলের এক জন যোদ্ধা। তাঁর শত্রুদলের সঙ্গে ঘোরতর সমর ক'রে এই দুরবস্থায় পড়েছি।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) মহাশয়! রণক্ষেত্রের সংবাদ কি?

কলি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! দেবি! আপনি ও কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? প্রবল শত্রুদল মহারাজকে সসৈন্যে নিপাত ক'রে বিদর্ভনগরীকে ভস্মরাশি করেছে।

পদ্মা। অ্যাঁ! আপনি কি বল্লেন?

সখী। এ কি! প্রিয়সখী যে সহসা পাণ্ডুবর্ণা হয়ে উঠলেন।

পদ্মা। (অচেতন হইয়া ভূতলে পতন)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়, প্রিয়সখী যে অচেতন হয়ে পড়লেন! মহাশয়! ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের ঐ দিকে একটা নির্ঝর আছে, আপনি অনুগ্রহ ক'রে ওখান থেকে একটু জল আন্‌লে উপকার হয়। ইনি এক জন সামান্যা স্ত্রী নন, ইনি রাজমহিষী পদ্মাবতী।

কলি। (স্বগত) যেমন কালসর্প আপন শত্রুকে দংশন ক'রে বিবরে প্রবেশ করে, আমিও তদ্রূপ আপন অভীষ্টসিদ্ধি ক'রে স্বস্থানে প্রস্থান করি। (প্রকাশ্যে) এই আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়, এ কি হলো? (আকাশে কোমল বাদ্য) এ কি?

(আকাশে গীত)

লুম—যৎ

আর কি কব তোমারে?
যে জন পীরিতে রত, সুখ-দুঃখ সহে কত,
পরেরি তরে।
সুধাকর-প্রেমাধীনী, অতি সুখী চকোরিণী,
কভু হয় বিষাদিনী বিরহ-শরে॥
নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে।
প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখ ভোগে রহে,
কভু বা বিরহ দহে নয়ন ঝুরে॥

(কাষ্ঠছেদিকা বেশে রতিদেবীর প্রবেশ)

রতি। (স্বগত) হায়, দেবকুলে শচীর মত চণ্ডালিনী কি আর আছে? আহা! সে যে দুষ্ট

কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে কত ক্লেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হ'লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তা আমার এখন কি করা উচিত? (চিন্তা করিয়া) এই চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকট তমসা নদী-তীরে অনেক মহর্ষিরা সপরিবারে বাস করেন, তা পদ্মাবতী আর বসুমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উচিত। তার পর আমি কৈলাসপুরীতে ভগবতী পার্ব্বতীর নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো। তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্লে আর কোন ভয় থাকবে না। যে দেশ গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে দেশে কেউ তৃষ্ণাপীড়া ভোগ করে? (অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে) ওগো! তোমরা কারা গা?

সখী। তুমি কে?

রতি। আমি এই পর্ব্বতে কাঠ কুড়ুতে এসেছি, তোমরা এখানে কি কচ্ছো?

সখী। দেখ, আমার প্রিয়সখী অচেতন হয়ে রয়েচেন, তা তুমি একটু জল এনে দিতে পার?

রতি। অচেতন হয়েছেন? তা জলে কাজ কি? আমি ওঁকে এখনই ভাল ক'রে দিচ্ছি।

(পদ্মাবতীর গাত্রে হস্ত প্রদান)

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

রতি। দেখ, ঐ তোমার সখী চেতন পেলেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখি! আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি। তার কথা আর কি বল্‌বো?

সখী। প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন?

পদ্মা। আমার বোধ হলো যেন, একটি পরম-সুন্দরী দেবকন্যা আমার মস্তকে তাঁর পদ্মহস্ত বুলিয়ে বল্লেন, "বৎসে! তুমি শান্ত হও, তোমার প্রাণনাথের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার মিলন হবে।" (রতিকে অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

সখী। প্রিয়সখি, এ এক জন কাঠুরিয়াদের মেয়ে।

রতি। হাঁ গা, তোমাদের কি এখানে থাক্‌তে ভয় হয় না?

পদ্মা। কেন?

রতি। এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত ভালুক আর কত যে সাপ থাকে, তা কি তোমরা জান না?

সখী। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! এ পাহাড়ের নাম কি গা?

রতি। এর নাম চিত্রকূট।

পদ্মা। এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দূর, তা তুমি জান?

রতি। বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক দিনের পথ। কেন, তোমরা কি সেখানে যেতে চাও?

পদ্মা। (স্বগত) হায়! সে বিদর্ভনগর কি আর আছে? হে প্রাণেশ্বর! তুমি এ হতভাগিনীকে কেন সঙ্গে ক'রে নিলে না? (রোদন)

রতি। (সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখী কাঁদেন কেন? ওঁর যদি এখানে থাক্‌তে ভয় হয়, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

সখী। তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

রতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপস্বী বসতি করেন, তা তাঁদের কারো আশ্রমে গেলে তোমাদের আর কোন ক্লেশই থাক্‌বে না।

সখী। (পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি! তুমি কি বল? আমার বিবেচনায় এখানে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও থাকা উচিত হয় না।

পদ্মা। সখি! তোমার যা ইচ্ছা।

সখী। তবে চল। ওগো কাঠুরেদের মেয়ে, তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দাও ত?

রতি। এই দিকে এস।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভনগরস্থ রাজগৃহ

(রাজা ইন্দ্রনীল ম্লান ও মৌনভাবে আসীন মন্ত্রী)

মন্ত্রী। (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলো, রাজ্ঞী পদ্মাবতী সখী বসুমতীর সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে কোথায় গেছেন, তার কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! মহীপাল অধুনা রাজমহিষীর প্রাপ্তি বিষয়ে প্রায় নিরাশ্বাস হয়ে নিরাহারে এবং অনিদ্রায় দিনযামিনী যাপন করেন, আর আপনার নিত্য-কার্য্যের প্রতি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনোযোগ করেন না। হায়! মহারাজের দুর্দ্দশা দেখ্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হা বিধাতঃ! তোমার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা! তুমি কি এ দয়াসিন্ধুকেও বাড়বানলে

তাপিত কল্লে? এ কল্পতরুকেও দাবানলে দগ্ধ কল্লে?—প্রতাপশালী আদিত্যকেও দুষ্ট রাহুর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্লে? (চিন্তা করিয়া) তা আমার আর এ স্থলে অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় দুই দণ্ডাবধি আমি এ স্থলে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু মহারাজ আমার প্রতি একবার দৃক্‌পাতও কল্লেন না। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে আর্য্য মানবক এ দিকে আগমন কচ্চেন। তা দেখি, এঁর দ্বারা কোন উপকার হ'তে পারে কি না।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ ক'রে এখান থেকে কিঞ্চিৎকালের জন্য প্রস্থান করুন। দেখি, আমি মহারাজের মৌনব্রত ভঙ্গ কত্তে পারি কি না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই। [প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) হায়! প্রিয়বয়স্যের এ দুরবস্থা দেখে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বাঁচতে ইচ্ছা করে না। হা রে দারুণ বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? (চিন্তা করিয়া) প্রিয়বয়স্যের সঙ্গীতে চিরকাল অনুরাগ, আর না হবেই বা কেন? ঋতুরাজ বসন্তই কোকিলকে সমাদর করেন। এই জন্যই আমি রাজমহিষীর কয়েক জন সুগায়িকা সহচরীকে এখানে এনেছি। দেখি, এদের সুস্বরে প্রিয়বয়স্যের চিত্তবিনোদন হয় কি না? (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) কেমন নিপুণিকে! তোমরা সকলে প্রস্তুত হয়েছ? (কর্ণ দিয়া) ভাল; তবে আরম্ভ কর দেখি?

(নেপথ্যে)। (বহুবিধ যন্ত্রের মৃদুধ্বনি)

বিদূ। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) আহা! কি মনোহর ধ্বনি! তা এখন একটা উত্তম গান গাও দেখি।

(নেপথ্যে গীত)

বারোঁয়া—ঠুংরী

পীরিতি পরম রতন।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন॥
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভালবাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে প্রেম আকিঞ্চন॥
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমা-নিশান্তরে শশীর শোভন॥

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মানবক!

বিদূ। (সহর্ষে) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে! যে কুসুম-কানন দাবানলে দগ্ধ হয়ে গেছে, তাতে জলসেচন করা বৃথা পরিশ্রম বৈ ত নয়।

বিদূ। বয়স্য, বিধাতা না করেন যে, এমন সুকুসুমকাননে দাবানল প্রবেশ করে।

রাজা। সে যাহা হোক, সখে! তুমি আমাকে চিরবাধিত কল্লে। দেখ, আগ্নেয় গিরির উপরে মেঘদল বারিবর্ষণ কল্লে যদ্যপি তার অন্তরিত হুতাশন নির্ব্বাণ না হয়, তত্রাচ তার অঙ্গের জ্বালার অনেক হ্রাস হয়। তুমি আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে কি না কচ্চো?

বিদূ। বয়স্য! সাগর উথলিত হ'লে যে কত জীবের জীবনসংশয় হয়, তা কি আপনি জানেন না? তা আপনি একটু সুস্থির হ'লে আমরা সকলেই পরম সুখ লাভ করি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে! এমন প্রবল ঝড় বইতে আরম্ভ কল্লে কি সাগর স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে? দেখ, যে শোকশেলে দেবদেব মহাদেব এবং স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার রঘুপতিও ব্যথিত হয়েছিলেন, তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি অতি ক্ষুদ্রমানব কি প্রকারে স্থির হ'তে পারি? (চিন্তা ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই? যে হলাহল স্বয়ং নীলকণ্ঠের দেহ দাহন করেছিল, তাই তুমি আমাকে পান করালে?

বিদূ। (স্বগত) আহা! প্রিয়বয়স্যের খেদোক্তি শুন্‌লে বুক ফেটে যায়। হায়! রে নিষ্ঠুর বিধি! তোর মনে কি এই ছিল?

রাজা। কি আশ্চর্য্য? সখে! এ সুবর্ণলতাটি যে আমার হৃদয়ভূমি থেকে কোন নিশাচর চুরি ক'রে নিয়ে গেল, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে দিতে পারে না? হে পক্ষিরাজ জটায়ু! তোমার তুল্য পরোপকারী কি বিহঙ্গমকুলে আর এখন কেউ নাই? হায়! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (উচ্চস্বরে) ওরে, এখানে কে আছিস্ রে? একবার শীঘ্র ক'রে এ দিকে আয় তো।

(বেগে মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

মন্ত্রী। এ কি?

বিদূ। মহাশয়! আর কি বল্‌বো? এই চক্ষে দেখুন।

মন্ত্রী। (সজল নয়নে) হে রাজকুলশেখর! এই কি তোমার উপযুক্ত শয্যা? আর্য্য মানবক! এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রজাদলের স্নেহস্বরূপ পরিখায় পরিবেষ্টিত এ রাজনগরে এ দুর্জ্জয় শত্রু কি প্রকারে প্রবেশ কর্‌লে? হে নরশ্রেষ্ঠ! হে বীর-কেশরি! যে অকূলসাগরে ভগবতী বসুমতীকে আপন আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন, তিনি কি এত দিনে তাকে পরিত্যাগ কল্লেন? হায়! হায়! এ কি দুর্ব্বিপাক!

বিদূ। মহাশয়! আসুন, মহারাজকে স্থানান্তরে লয়ে যাওয়া যাক্!

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, চলুন,—

[উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শক্রাবতারাভ্যন্তরে—শচীতীর্থ

(শচীর প্রবেশ)

শচী। (স্বগত) আমি বসন্তকালে এই তীর্থের নির্ম্মলজলে গাত্র প্রক্ষালন করি, আর এই নিকুঞ্জে যে সকল ফুল ফোটে, তা দিয়ে কুন্তল সাজিয়ে দেবেন্দ্রের শয়নমন্দিরে যাই,—এই নিমিত্তেই লোকে এ সরোবরকে শচীতীর্থ বলে। এই জলে অবগাহন কল্লে বামাকুলের যৌবন চিরস্থায়ী হয়, আর তাদের অঙ্গের রূপলাবণ্য রসানে মার্জ্জিত হেমকান্তির মতন শতগুণ বৃদ্ধি হয়। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন) আহা! ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে এ কাননের কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে!

(নেপথ্যে গীত)

বাহারভৈরবী—যৎ

মধুর বসন্ত আগমনে,
মধুপ গুঞ্জরে সঘনে,
করি মধুপান সুখে ফুলকাননে।
কত পিকবরে,
পঞ্চমে কুহরে,
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে।
উপবন যত,
সৌরভ-রসিত,
সতত মলয়-সমীরণে॥
সুখের কারণ,
বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন ত্রিভুবনে॥
রতিপতি রসে,
মোদিত হরষে,
যুবক-যুবতী সুমিলনে॥

শচী। আমার সহচরী অপ্সরীরা ঐ তরুমূলে সুখে গান কচ্চে। এ মধুকালে কার মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন না হয়? (পরিক্রমণ করিয়া) সে যা হোক্, এত দিনের পর দুষ্ট ইন্দ্রনীল সর্ব্বপ্রকারেই সমুচিত দণ্ড পেলে। কি আহ্লাদের বিষয়! কয়েক মাস হ'ল, আমি কলিদেবের সহকারে তার মহিষী পদ্মাবতীকে রাজপুরী হ'তে অপহরণ ক'রে বনবাস দিয়েছি। এখন ইন্দ্রনীল কান্তার বিরহে শোকার্ত্ত হয়ে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করেছে, আর উদাসভাবে দেশদেশান্তর ভ্রমণ কচ্চে। (সরোষে) আঃ! পাষণ্ড দুরাচার! তুই শৃগাল হয়ে সিংহীর সহিত বিবাদ করিস্? তা তুই এখন আপন কুকর্ম্মের ফল বিলক্ষণ ক'রে ভোগ কর্। তোকে আর এখন কে রক্ষা কর্‌বে?

(পুষ্পপাত্র হস্তে রম্ভার প্রবেশ)

রম্ভা। দেবি! এই মালাছড়াটা একবার গলায় দিন দেখি?

শচী। কৈ, দেখি? (পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া) বাঃ, বেশ গেঁথেছিস্। তা তোর এত বিলম্ব হলো কেন?

রম্ভা। (সহাস্যবদনে) দেবি, আজ যে আমি কত শত শত্রুকে সমরে হারিয়ে এসেছি, তা শুন্‌লে আপনি অবাক্ হবেন।

শচী। সে কি লো?

রম্ভা। (সহাস্যবদনে) যখন আমি এই সকল ফুল তুল্‌তে আরম্ভ কল্লেম, তখন যে কত অলি সরোষে এসে আমার চারিদিকে গুন্ গুন্ কত্তে লাগলো, তা আর আপনাকে কি বল্‌বো? দুষ্ট দৈত্যকুল এইরূপে শঙ্খধ্বনি ক'রে স্বর্গপুরী ঘেরে।

শচী। (সহাস্যবদনে) তা তুই কি কল্লি?

রম্ভা। আর কি কর্‌বো? আমি তখন আমার একাবলীর আঁচল নেড়ে এমন পবনবাণ

ছাড়লেম যে, বীরবরেরা সকলেই বিমুখ হয়ে পলালেন।

(ক্রন্দন করিতে করিতে মুরজার প্রবেশ)

শচী। (ব্যগ্রভাবে) সখি যক্ষেশ্বরি! এ কি?

মুরজা। শচীদেবি! তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করেছ!

শচী। কেন? কেন?—কি করেছি?

মুরজা। আর কি না করেছো? (রোদন) হায় হায়! বাছা! আমি কি পৃথিবীর মতন নিষ্ঠুর হয়ে যাকে গর্ভে ধরেছিলেম, তাকেই আবার গ্রাস কল্লেম! আমি সিংহী আর বাঘিনী অপেক্ষাও মমতাহীন হলেম? হে বিধাতঃ! এ কি তোমার সামান্য লীলাখেলা! (রোদন) হায়, এমন কর্ম্ম মা হয়ে কে কোথায় করেছে? (রোদন)

শচী। সখি! বৃত্তান্তটা কি, তা আমাকে ভাল ক'রেই বল না কেন?

মুরজা। সখি, আর বল্‌বো কি? ইন্দ্রনীলের মহিষী পদ্মাবতী আমার বিজয়া। (রোদন)

শচী। বল কি? তা এ কথা তোমাকে কে বল্লে?

মুরজা। আর কে বল্‌বে? স্বয়ং ভগবতী বসুমতীই বলেছেন। (রোদন)

শচী। সখি! তুমি না কেঁদে বরং এ সকল কথা আমাকে খুলে বল। ভাল, যদি পদ্মাবতীই তোমার বিজয়া হবে, তবে মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেন তাকে কোথা থেকে পেলে?

মুরজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতী বসুন্ধরা বিজয়াকে প্রসব করে শ্রীপর্ব্বতের উপর কমলকাননে রেখেছিলেন। পরে রাজা যজ্ঞসেন ঐ স্থলে মৃগয়া কত্তে গিয়ে তাকে পেয়ে আপনার পাটেশ্বরীর হাতে লালনপালনের জন্যে দিয়েছিলেন। হায়! হায়! বাছা! চিত্রকূট পর্ব্বতের উপর তোমার চন্দ্রানন দেখে আমার স্তনদ্বয় দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা আমি তোমাকে তাতেও চিন্‌লেম না? (রোদন)

শচী। সখি! তুমি শান্ত হও।

(আকাশে বীণাধ্বনি)

শচী। এ কি? (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে দেবর্ষি নারদ এই দিকে আসছেন। সখি, তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণই এ বিপদের মূল। দেখ, ও যেন আবার কোঁদল বাধাতে না পারে।

(নারদের প্রবেশ)

উভয়ে। ভগবন্! আমরা আপনাকে অভিবাদন করি।

নারদ। আপনাদের কল্যাণ হোক।

শচী। দেবর্ষি! সংবাদ কি, আজ্ঞা করুন দেখি।

নারদ। দেবি! সকলই শুভসংবাদ। ভগবতী পার্ব্বতী আমাকে অদ্য আপনাদের সমীপে প্রেরণ করেছেন।

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা?

নারদ। তিনি শুনেছেন যে, আপনারা না কি বিদর্ভনগরের রাজা পরম শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়কে কলিদেবের সাহায্যে ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

শচী। ভগবন্! তা ভগবতী পার্ব্বতীকে এ কথা কে বল্লে?

নারদ। ভগবতী এ কথা রতিদেবীর মুখেই শ্রবণ করেছেন।

শচী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ দুষ্টা রতির কিছুমাত্র লজ্জা নাই? এমন কথাও কি মহেশ্বরীর কর্ণগোচর করা উচিত? (প্রকাশ্যে) দেবর্ষি! তা ভগবতী এ কথা শুনে কি আদেশ করেছেন?

নারদ। ভগবতীর এই ইচ্ছা যে, আপনারা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হ'ন।

শচী। ভাল, তা যেন হলেম; কিন্তু এখন পদ্মাবতীই বা কোথায় আর ইন্দ্রনীলই বা কোথায়—তা কে জানে?

নারদ। (সহাস্যবদনে) তন্নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হবেন না। রাজমহিষী পদ্মাবতী এক্ষণে তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে বাস কচ্ছেন।

শচী। (স্বগত) হায়! আমার এত পরিশ্রম কি তবে বৃথা হ'লো? আর অবশেষে রতিই জিতলে! তা করি কি? ভগবতী গিরিজার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা কার সাধ্য? স্রোতস্বতীর পথ রুদ্ধ কত্তে কে পারে?

নারদ। আমি মহাদেবীর আজ্ঞানুসারে যোগীন্দ্র অঙ্গিরার আশ্রমে গমন কত্তে আকাঙ্ক্ষা করি, অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে বিদায় করুন।

মুরজা। ভগবন্! আপনি আমাকে সেখানে সঙ্গে লয়ে চলুন।

শচী। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। (রম্ভার প্রতি) রম্ভা, তুই এখন অমরাবতীতে যা।

আমি একবার যোগিবর অঙ্গিরার আশ্রম থেকে আসি।

রম্ভা। যে আজ্ঞা।

[নারদ, শচী এবং মুরজার প্রস্থান।

আমি আর এখানে একলা থেকে কি কর্‌বো? যাই, দেখি গে, নন্দনকাননে এখন কি হচ্ছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তমসানদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রম

(পদ্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ)

গৌতমী। বৎসে! তুমি এত অধীরা হইও না, তোমার প্রাণেশ্বর অতি ত্বরায় তোমার নিকটে আস্‌বেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ অঙ্গিরা তোমার এ প্রতিকূল দৈবশান্তির নিমিত্তে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।

পদ্মা। ভগবতি! আমি কি সে শ্রীচরণের আর এ জন্মে দর্শন পাব? (রোদন)

গৌতমী। বৎসে! তুমি শান্ত হও, মহর্ষির যজ্ঞ কখনই নিষ্ফল হবার নয়।

পদ্মা। ভগবতি! আপনি যে আজ্ঞা কচ্চেন, সে সকলই সত্য; কিন্তু আমি এ নির্ব্বোধ প্রাণকে কেমন ক'রে প্রবোধ দি? হায়! এ কি আর এখন কোন কথা মানে! (রোদন)

গৌতমী। বৎসে! বিবেচনা ক'রে দেখ, অখিল ব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তুই চিরকাল শ্রীভ্রষ্ট হয়ে থাকে না। বর্ষার সমাগমে জলহীনা নদী জলবতী হয়,—ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজমান হ'লে লতাকুল মুকুলিতা ও ফলবতী হয়,—কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কান্তি হ্রাস হয় বটে, কিন্তু আবার শুক্লপক্ষে তার পূরণ হয়,—তা তোমারও এ যাতনা অতি শীঘ্র দূর হবে।

(নেপথ্যে)। হে শার্ঙ্গরব! ভগবতী গৌতমী কোথায় হে? দেখ, দুই জন অতিথি এসে এ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথাবিধি আতিথ্য কর।

গৌতমী। বৎসে! আমি এক্ষণে বিদায় হলেম। তুমি এই তরুর ছায়ায় কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিশ্রাম কর। দেখ, ভগবতী তমসার নির্ম্মল সলিলে কমলিনী কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ ক'রে বিকসিত হয়েছে, তা তোমার বিরহরজনীও প্রায় অবসান হয়ে এলো।

[প্রস্থান।

পদ্মা। (স্বগত) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন, তার আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ হতভাগিনীকে কি আর তাঁর মনে আছে? (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলেম যে, তুমি আমাকে এত দুঃখ দিলে? তুমি আমাকে রাজেন্দ্র-নন্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণী ক'রেও আবার অনাথা যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণীর মত বনে বনে ফেরালে? (রোদন)

(নেপথ্যে)। প্রিয়সখি! কৈ, তুমি কোথায়?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেন? আমি যে এখানেই আছি।

(বেগে সখীর প্রবেশ)

সখী। প্রিয়সখি! (রোদন)

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীকে আলিঙ্গন করিয়া) এ কি? কেন? কেন সখি! কি হয়েছে?

সখী। (নিরুত্তরে রোদন)

পদ্মা। সখি! কি হয়েছে, তা তুমি আমাকে শীঘ্র ক'রে বল?

সখী। প্রিয়সখি! মহারাজ আর্য্য মানবকের সঙ্গে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

পদ্মা। (অভিমান সহকারে) সখি, তুমিও কি আমার সঙ্গে চাতুরী কত্তে আরম্ভ কল্লে?

সখী। সে কি? প্রিয়সখি, আমি কি তা কখন পারি? ঐ দেখ, ভগবতী গৌতমী মহারাজ আর আর্য্য মানবককে লয়ে এ দিকে আস্‌ছেন। কেমন, আমি সত্য না মিথ্যা বলেছি? (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে বোধ হয় যে, উনি তোমার বিরহে অতি দুঃখে কালযাপন করেছেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি! তাই ত! বিধাতা কি তবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থই অনুকূল হলেন? (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশ্বর! আপনার কি এত দিনের পর এ অভাগিনী ব'লে মনে পড়লো? (রোদন)

সখী। প্রিয়সখি! চল, আমরা এ বৃক্ষবাটিকায় গিয়ে দাঁড়াই। মহারাজকে তোমার সহসা দর্শন দেওয়া উচিত হয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজা ও বিদূষকের সহিত গৌতমীর পুনঃ প্রবেশ)

গৌতমী। হে নরেশ্বর! তার পর কি হলো?

রাজা। ভগবতি! তার পর আমি রাজমহিষীর কোন অন্বেষণ না পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হলেম, তা আর আপনাকে কি বল্‌বো? আর এ দুরূহ শোকানল সহ্য কত্তে অক্ষম হয়ে রাজমন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ ক'রে এই আমার চিরপ্রিয় বয়স্যের সহিত তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা কল্লেম।

গৌতমী। হে নরনাথ! আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। রাজমহিষী এই আশ্রমেই আছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁকে আপন দুহিতার ন্যায় পরম স্নেহ করেন, আর তাঁর আগমনাবধি বহু যত্নে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন।

রাজা। ভগবতি! সে বৃত্তান্ত আমি দেবর্ষি নারদের মুখে বিশেষরূপে শ্রুত আছি। কুলায়ভ্রষ্টা পারাবতী আশ্রয়-আশায় কোন বিশাল বৃক্ষের সমীপে গমন কল্লে তরুবর কি শরণদানে পরাঙ্মুখ হয়ে তাকে নিরাশ করেন? ভগবান অঙ্গিরা ঋষিকুলের চূড়ামণি, তা তিনি যে এরূপ ব্যবহার করবেন, এ কিছু বড় অসম্ভব নয়।

গৌতমী। হে পৃথ্বীশ্বর! আপনি এই শিলাতলে ক্ষণেককাল উপবেশন করুন, আমি গিয়ে রাজ-মহিষীকে এখানে লয়ে আসি।

রাজা। ভগবতি! আপনার যা আজ্ঞা।

গৌতমী। আর আপনার এ আশ্রমে শুভাগমনের সংবাদ মহর্ষির নিকট প্রেরণ করা উচিত; অতএব কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সখে! যেমন তপনতাপে তাপিত জন সুশীতল তরুচ্ছায়া পেলে পূর্ব্বতাপ বিস্মৃত হয়, আমারও আজ অবিকল তাই হলো।

বিদূ। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি? এত দিনের পর আমাদের ডিঙ্গিখানি ঘাটে এসে লাগলো। কিন্তু এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল লাগছে না।

রাজা। কেন, বল দেখি?

বিদূ। বয়স্য! মুনির এ আশ্রম, এখানে সকলেই হবিষ্য করে; তা আমরাও কি একাহারী হয়ে আবার মারা পড়বো?

রাজা। কেন? তুমি ত আর সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন কর নাই যে, তোমাকে একাহারে থাক্‌তে হবে?

(আকাশে কোমল বাদ্য)

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সচকিতে) এ কি! আহা! কি মধুর ধ্বনি! সখে! আমি যে দিন মায়া-মৃগের অনুসরণ ক'রে বিন্ধ্যাচলে দেব-উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেম, সে দিনও আকাশে এইরূপ কোমল বাদ্য শুনেছিলেম।

বিদূ। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। কেন? কি হলো?

বিদূ। মহারাজ! চলুন, আমরা এখান থেকে পালাই। ঐ দেখুন, এ আশ্রম-বনে দাবানল লেগেছে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা!

রাজা। (অবলোকন করিয়া) সখে! ও ত দাবানল নয়।

বিদূ। বলেন কি? মহারাজ, ঐ দেখুন, সব গাছপালা একেবারে যেন ধূ ধূ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে

রাজা। কি হে সখে! তুমি অন্ধ হ'লে না কি?

বিদূ। বয়স্য! তবে ও কি?

রাজা। ওঁরা সকল দেব-কন্যা। ওঁরাও অগ্নি-শিখার মতন তেজস্বিনী বটেন। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) সখে! কি আশ্চর্য্য! এই যে শচীদেবী, যক্ষেশ্বরী আর রতিদেবী আমার প্রেয়সীকে সঙ্গে লয়ে এ দিকে আসছেন! হে হৃদয়! তুমি যে এত দিন পূর্ণশশীর অদর্শনে বিদীর্ণ হও নাই, এই আশ্চর্য্য! (অগ্রসর হইয়া) এ দাস আপনাদিগের শ্রীচরণে প্রণাম কচ্চে। (প্রণাম)

(শচী, মুরজা, রতি, গৌতমী, পদ্মাবতী, সখী, নারদ এবং অঙ্গিরার প্রবেশ)

সকলে। মহারাজের জয় হউক।

নারদ। হে মহীপতে! যেমন মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে দাশরথি ভগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও তদ্রূপ মহিষী পদ্মাবতীকে এই স্থানে লাভ কল্লেন।

অঙ্গিরা। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার বাহুবলে ঋষি-কুলের সর্ব্বত্রই কুশল। অতএব আপনি পুরস্কার-স্বরূপ এই স্ত্রী-রত্নটি গ্রহণ করুন্।

শচী। (রাজার হস্তে পদ্মাবতীর হস্ত প্রদান করিয়া) হে নরনাথ, আপনি অদ্যাবধি নিঃশঙ্কচিত্তে রাজ-সুখভোগে প্রবৃত্ত হউন।

(আকাশে গীত)

বেহাড়া—পোস্তা

সুমতি ভূপতি তুমি ওহে মহারাজ।
সুখে থাক ধনে মানে রিপুগণে দিয়ে লাজ॥
পাইলে হারানিধি, প্রিয়তমা পুনরায়,
বাসনা পূর্ণ হলো, সুখে কর রাজকাজ॥
হয়ে সুবিচারে রত, কর বহু যশোলাভ
যেমন শোভে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাজ॥

(পুষ্পবৃষ্টি)

সকলে। রাজমহিষী চিরবিজয়িনী হউন।

নারদ। (রাজার প্রতি) আমিও আশিস্ করি,
শুন নরপতি!—
সুখে সদা কর বাস অবনীমণ্ডলে,
পরাভবি শত্রুদলে, মিত্রকুলে পালি,
ধর্ম্মপথগামী যথা ধর্ম্মের নন্দন
পৌরব। চরমে লভ স্বর্গ ধর্ম্মবলে।

(পদ্মাবতীর প্রতি)

যশঃসরে চিররুচি কমলিনী-রূপে
শোভ তুমি পদ্মাবতি—রাজেন্দ্রনন্দিনি!
যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজবালা
শর্ম্মিষ্ঠা যেমতি। তার সহ নাম তব
গাঁথুক গৌড়ীয় জন কাব্যরত্নহারে,
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা।

যবনিকা-পতন।

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

যযাতি, রাজমন্ত্রী, মাধব্য (বিদূষক), শুক্রাচার্য্য, কপিল (তস্য শিষ্য), বকাসুর,
অন্য এক জন দৈত্য, এক জন ব্রাহ্মণ, দৌবারিক,
নাগরিকগণ ও সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা, পূর্ণিকা (দেবযানীর সখী), দেবিকা (শর্ম্মিষ্ঠার সখী),
নটী, পরিচারিকা ও দুই জন চেটী।

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হিমালয় পর্ব্বত—দূরে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী

(এক জন দৈত্য যুদ্ধবেশে)

দৈত্য। (স্বগত) আমি প্রতাপশালী দৈত্য-রাজের আদেশানুসারে এই পর্ব্বতপ্রদেশে অনেক দিন অবধি ত বাস কচ্চি; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ, ঐ দূরবর্ত্তী নগরে দেবতারা যে কখন্ কি করে, কখনই বা কে সেখান হ'তে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অসুরপতির নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। (পরিক্রমণ) কিন্তু এ উপত্যকাভূমি যে নিতান্ত অরমণীয়, তাও নয়,—স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ সুমধুর স্বরে গান কচ্চে, চতুর্দ্দিকে বিবিধ বনকুসুম বিকসিত, ঐ দূরস্থিত নগর হ'তে পারিজাতপুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃদু-মন্দ পবন-সঞ্চার হচ্চে, আর কখন কখন মধুরকণ্ঠ অপ্সরীগণের তান-লয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীতে কর্ণকুহর শীতল করে; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র-মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ, আবার কোথাও বা পর্ব্বত-নিঃসৃত বেগবতী নদীর কুল-কুল ধ্বনি হচ্ছে; আচ্ছা, কি আশ্চর্য্য! এই স্থানের গুণে স্বজন-বান্ধবের বিরহ-দুঃখও আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (পরিক্রমণ) আহা! কার যেন পদশব্দ শ্রুতিগোচর হোল না? (চিন্তা করিয়া) তা এ ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও ত অনুমান কত্তে পাচ্চি না, যা হোক্, আমার রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকা উচিত। (অসি-চর্ম্ম গ্রহণ) বোধ হয়, এ কোন সামান্য ব্যক্তি না হবে। উঃ! এর পদভরে পৃথিবী যেন কম্পমানা হচ্চেন।

(বকাসুরের প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) কে হে তুমি?

বক। দৈত্যপতি বিজয়ী হউন, আমি তাঁরই অনুচর।

দৈত্য। (সচকিতে) ও! মহাশয়! আসতে আজ্ঞা হোক! নমস্কার!

বক। নমস্কার। তবে দৈত্যবর! কি সংবাদ বল দেখি?

দৈত্য। এ স্থলের সকলই মঙ্গল। দৈত্যপুরীর কুশলবার্ত্তায় চরিতার্থ করুন।

বক। ভাই হে! তার আর বল্‌বো কি? অদ্য দৈত্যকুলের এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম।

দৈত্য। কেন—কেন মহাশয়?

বক। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্রোধান্ধ হয়ে দৈত্যদেশ পরিত্যাগে উদ্যত হয়েছিলেন।

দৈত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! এর কারণ কি?

বক। ভাই! স্ত্রীজাতি সর্ব্বত্রই বিবাদের মূল। দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত কলহ ক'রে তাঁকে এক অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা তপোধনকে অবগত করালে, তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় একেবারে জ্ব'লে উঠ্‌লেন। আঃ! সে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আমরা সনগর দগ্ধ হই নাই, সে কেবল দেবদেব মহাদেবের কৃপা আর আমাদের সৌভাগ্য।

দৈত্য। আজ্ঞে, তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু গুরুকন্যা দেবযানী রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার প্রাণ-স্বরূপ, তা তাঁদের উভয়ে কলহ হওয়া ত অতি অসম্ভব।

বক। হাঁ, যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই, উভয়েই নব-যৌবনমদে উন্মত্তা।

দৈত্য। তার পর কি হলো মহাশয়?

বক। তার পর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে, রাজসভায় গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্লেন, "রাজন্! অদ্যাবধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে, আমি এই অবধি এ স্থান পরিত্যাগ কল্লেম, এ পাপ-নগরীতে আমার আর অবস্থিতি করা কখনই হবে না।" এই বাক্যে সভাসদ্ সকলেরই মস্তকে যেন বজ্রপাত হ'লো, আর সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দহীন হয়ে রইল।

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। পরে মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক স্তব ক'রে বল্লেন, "গুরো! আমি কি অপরাধ করেছি যে, আপনি আমাকে সবংশে নিধন কত্তে উদ্যত হয়েছেন? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীতদাস আর আপনার প্রসাদেই আমার সকল সম্পত্তি!" তাতে মহর্ষি বল্লেন, "সে কি মহারাজ? তুমি দৈত্য-কুলপতি, আমি একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, আমাকে কি তোমার এ কথা বলা সম্ভবে?" রাজা তাতে আরও কাতর হয়ে মহর্ষির পদতলে পতিত হলেন আর বল্‌তে লাগলেন, "গুরো! আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের কারণ কি, আমাকে বলুন।"

দৈত্য। তা মহর্ষি এ কথায় কি আজ্ঞা কল্লেন?

বক। রাজার নম্রতা দেখে মহর্ষি ভূতল হ'তে তাঁকে উত্থিত কল্লেন, আর আপনার কন্যার সহিত রাজকুমারীর বিবাদের বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত করিয়ে বল্লেন, "রাজন্! দেবযানী আমার একমাত্র কন্যা, আমার জীবনাপেক্ষা স্নেহপাত্রী, তা যে স্থানে তার কোনরূপ ক্লেশ হয়, সে স্থান আমার পরিত্যাগ করাই উচিত।" রাজা এ কথায় বিস্ময়াপন্ন হয়ে করযোড় ক'রে উত্তর দিলেন, "প্রভো! আমি এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানি না, তা আপনি সে পাপশীলা শর্ম্মিষ্ঠার যথোচিত দণ্ডবিধান ক'রে ক্রোধ সংবরণ করুন, নগর পরিত্যাগের প্রয়োজন কি?"

দৈত্য। ভগবান্ ভার্গব তাতে কি বল্লেন?

বক। তিনি বল্লেন, "এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? তোমার কন্যা চিরকাল দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, এই আমার ইচ্ছা।"

দৈত্য। উঃ! কি সর্ব্বনাশের কথা!

বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে যেন জীব-মৃতের ন্যায় হলেন। তাতে মহর্ষি সক্রোধে রাজাকে পুনর্ব্বার বল্লেন, "রাজন্! তুমি যদি আমার বাক্যে সম্মত না হও, তবে বল, আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হ'তে প্রস্থান করি।" মহর্ষি ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্বিত দেখে মন্ত্রিবর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক মহারাজকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন, "মহারাজ! আপনি কি একটি কন্যার জন্যে সবংশে নির্ব্বংশ হবেন? দেখুন দেখি, যদি কোন বণিক্ সুবর্ণ, রৌপ্য ও নানাবিধ মহামূল্য রত্নজাতপরিপূর্ণ একখানি পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করে, আর যদি সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটা দ্বারা আকাশমণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বহিতে থাকে, তবে কি সে আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সে সময়ে সে সমুদায় মহামূল্য রত্নজাত সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে না?"

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। দৈত্যাধিপতি মন্ত্রিবরের এই হিতকর বাক্য শুনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে রাজ-কুমারীকে সভায় আনায়ন কত্তে অনুমতি দিলেন। পরে রাজদুহিতা উপস্থিত হ'লে মহারাজ অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ও গদগদবচনে তাঁহাকে সমুদয় অবগত করালেন, আর বল্লেন, "বৎসে! অদ্য তোমার হস্তেই দৈত্যকুলের পরিত্রাণ। যদি তুমি মহর্ষির এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালন কত্তে স্বীকার না কর, তবে আমার এ রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হবে এবং আমিও চিরবিরোধী দুর্দ্দান্ত দেবগণকর্ত্তৃক পরাজিত হয়ে নানা ক্লেশে পতিত হব।"

দৈত্য। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! রাজকুমারী পিতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

বক। ভাই হে, রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে কল্লে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। রাজকুমারী যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন ছিল, কিন্তু পিতৃবাক্যে মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় একেবারে মলিন হয়ে গেল। (দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা হতদৈব! এমন সুন্দরীর অদৃষ্টে কি এই ছিল! অনন্তর রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা সভা হ'তে পিতৃ-আজ্ঞায় সম্মতা হয়ে প্রস্থান কল্লে পর মহারাজ যে কত প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ কত্তে আরম্ভ কল্লেন, তা স্মরণ হ'লে অধৈর্য্য হ'তে হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস)

দৈত্য। আহা! কি দুঃখের বিষয়! তবে কি না, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন কত্তে পারে? হে ধনুর্দ্ধারিন্! একণে আচার্য্য মহাশয়ের কোপাগ্নি ত নির্ব্বাণ হয়েছে?

বক। আর না হবে কেন?

দৈত্য। তবে আপনি যে বল্‌ছিলেন, অদ্য দৈত্যকুলের পুনর্জ্জন্ম হলো, তা কিছু মিথ্যা নয়। (চিন্তা করিয়া) হে অসুরশ্রেষ্ঠ! যখন মহর্ষির সহিত মহারাজের মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন যদি ঐ দুর্দ্দান্ত দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হতো, তা হ'লে যে তারা কি পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট হতো, তা অনুমান করা যায় না।

বক। তা সত্য বটে। আর আমিও তাই জান্‌তে এসেছি যে, দেবতারা এ কথার কিছু

অনুসন্ধান পেয়েছে কি না? তুমি কি বিবেচনা কর, দেবেন্দ্র প্রভৃতি দৈত্যারিগণ এ সংবাদ পায় নাই?

দৈত্য। মহাশয়! দেবদূতেরা পরম মায়াবী এবং তাদের গতি মনোরথ আর সৌদামিনী অপেক্ষাও বেগবতী। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য নয়।

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, ঐ নগরে সকলেই স্থিরভাবে আছে। বোধ করি, অমরগণ দৈত্যরাজের সহিত ভগবান্ ভার্গবের বিবাদের কোন সূচনা অবগত হয় নাই, তা হ'লে তারা তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নগর হ'তে নির্গত হতো।

দৈত্য। মহাশয়! আপনি কি অবগত নন যে, প্রবল বাত্যারম্ভের পূর্ব্বে সমুদয় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন? যা হোক্, সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন?

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তিনি এখন গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আচার্য্যের আশ্রমেই অবস্থিতি কচ্ছেন। ভাই হে, সেই সুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুরী একেবারে অন্ধকারময়ী হয়ে রয়েছে, রাজমহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ কল্লে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয় এবং মহারাজের যে কি পর্য্যন্ত মনোদুঃখ, তা স্মরণ হ'লে ইচ্ছা হয় না যে, দৈত্যদেশে পুনর্গমন করি।

(নেপথ্যে রণবাদ্য, শঙ্খনাদ ও হুহুঙ্কার ধ্বনি)

দৈত্য। মহাশয়! ঐ শ্রবণ করুন,—শতবজ্রশব্দের ন্যায় দুর্দ্দান্ত দেবগণের শঙ্খনাদ শ্রুতিগোচর হচ্ছে। উঃ! কি ভয়ানক শব্দ!

বক। দুষ্ট দস্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উদ্যত হলো না কি?

(নেপথ্যে)। দৈত্যকুল সংহার কর! দৈত্যদেশ সংহার কর!

দৈত্য। অহো! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত যে, সপ্ত-সমুদ্র ভীষণ গর্জ্জনপূর্ব্বক তীর অতিক্রম কচ্ছে?

বক। ওহে বীরবর! এ স্থানে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই। দুষ্ট দেবগণের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাচ্চে। চল, ত্বরায় দৈত্যরাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই। ঐ দুষ্ট দেবগণের শঙ্খধ্বনি শুনলে আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠে!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৈত্যদেশ—গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম

(শর্ম্মিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ)

দেবিকা। (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) সূর্য্যদেব ত প্রায় অস্তগত হলেন। ঐ যে আশ্রমে পক্ষিসকল কূজনধ্বনি ক'রে চারিদিক্ হ'তে আপন আপন কুলায়ে প্রত্যাগমন কচ্চে, কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোন্মুখ দেখে বিষাদে মুদিতপ্রায় চক্রবাক ও চক্রবাকবধূ আপনাদের বিরহসময় সন্নিহিত দেখে বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কচ্চে; মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন আহুতি প্রদানের উদ্‌যোগে ব্যস্ত; দুগ্ধভারে ভারাক্রান্ত গাভীসকল বৎসাবলোকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচ্চে। (আকাশমণ্ডলের প্রতি পুনর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই ত সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্তু রাজকুমারী যে এখনও আস্‌চেন না, কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! প্রিয়সখীর কথা মনে উদয় হ'লে একবারে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হা হতবিধাতঃ! রাজকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে শর্ম্মিষ্ঠাকে কি যথার্থই দাসী হ'তে হলো? আহা! প্রিয়সখীর সে পূর্ব্বরূপলাবণ্য কোথায় গেল? তা এতাদৃশ অবস্থায় কি প্রকারেই বা সে অপরূপ রূপলাবণ্যের সম্ভব হয়? নির্ম্মল সলিলে যে পদ্ম বিকসিত হয়, পঙ্কিলজলে তাকে নিক্ষেপ কল্লে তার কি আর তাদৃশী শোভা থাকে? (অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ যে আমার প্রিয়সখী আস্‌ছেন।

(শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) রাজকুমারি! তোমার এত বিলম্ব হ'লো কেন?

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি, বিধাতা এক্ষণে আমায় পরাধীনা করেছেন; সুতরাং পরবশ জনের স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করা কি কখনও সম্ভব হয়?

দেবিকা। প্রিয়সখি, তোমার দুঃখের কথা মনে হ'লে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হা কুসুমকুমারি! হা চারুশীলে! তোমার অদৃষ্টে যে এত ক্লেশ ছিল, এ আমি স্বপ্নেও জানতেম না। (রোদন)

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি?

দেবিকা। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখে পাষাণও বিগলিত হয়।

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি! দুঃখের কথায় অন্তঃকরণ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু কৈ, আমার এমন দুঃখ কি?

দেবিকা। প্রিয়সখি! এর অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে? শশধর আকাশমণ্ডল হ'তে ভূতলে পতিত হয়েছেন! দেখ, রাজদুহিতা হয়ে দাসী হলে। হা দুর্দ্দৈব! তোমার কি এ সামান্য বিড়ম্বনা!

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি, যদিও আমি দাসীত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপিও আমি রাজভোগে বঞ্চিত হই নাই। এই দেখ, আমার মনে সেই সকল সুখই রয়েছে। এই অশোকবেদিকা আমার মহার্হ সিংহাসন। (বেদিকোপরি উপবেশন) এই তরুবর আমার ছত্রধর, ঐ সম্মুখস্থ সরোবর-বিকসিতা কুমুদিনীই আমার প্রিয়সখী, মধুকর ও মধুকরীগণ গুন্ গুন্ স্বরে আমারই গুণকীর্ত্তন কচ্চে। স্বয়ং সুগন্ধ মলয়-মারুত আমার বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে; চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে আলোক প্রদান কচ্চেন। সখি! এ সকল কি সামান্য বৈভব? আমাকে এত সুখভোগ কত্তে দেখেও তোমার কি আমাকে সুখ-ভোগিনী ব'লে বোধ হয় না?

দেবিকা। (সস্মিত বদনে) রাজনন্দিনি! এ কি পরিহাসের সময়?

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি! আমি ত তোমার সহিত পরিহাস কচ্চি না। দেখ, সুখ-দুঃখ মনের ধর্ম্ম; অতএব বাহ্য-সুখ অপেক্ষা আন্তরিক সুখই সুখ। আমি পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ, আমার ত কিঞ্চিন্মাত্র চিত্তবিকার হয় নাই।

দেবিকা। সখি! তুমি যা বল, কিন্তু হত-বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা? (রোদন)

শর্ম্মিষ্ঠা। হা ধিক্! সখি! তুমি বিধাতাকে বৃথা নিন্দা কর কেন? দেখ দেখি, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে দেবভোগতুল্য উপাদেয় মিষ্টান্ন ভোজন কত্তে দি, আর সে যদি তা বিষ সহকারে ভোজন ক'রে চিররোগী হয়, তবে কি আমি সে ব্যক্তির রোগের কারণ ব'লে গণ্য হ'তে পারি?

দেবিকা। সখি! তাও কি কখন হয়?

শর্ম্মিষ্ঠা। তবে তুমি বিধাতাকে আমার জন্যে দোষ দাও কেন? বিধাতার এ বিষয়ে দোষ কি? গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ-বিসংবাদ না হ'লে ত আমাকে এ দুর্গতি ভোগ কত্তে হতো না। দেখ, পিতা আমার দৈত্যরাজ, তিনি প্রতাপে আদিত্য, আর ঐশ্বর্য্যে ধনপতি; তাঁর বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত; আমি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। আমি আপন দোষেই এ দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছি। আমি আপনি মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশ্রিত ক'রে ভক্ষণ করেছি, তায় অন্যের দোষ কি?

দেবিকা। প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনলে অন্তর শীতল হয়। তোমার এতাদৃশী বাক্‌পটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বাগ্‌দেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ কর্‌বার আর স্থান পাও নাই? এমন সরলা বালাকেও কি এত যন্ত্রণা দেওয়া উচিত? (রোদন)

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি! আর বৃথা রোদন করো না। অরণ্যে রোদনে কি ফল?

দেবিকা। ভাল, প্রিয়সখি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি, দাসী হয়েই কি চিরকাল জীবন-যাপন কর্‌বে?

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি! কারাবদ্ধ ব্যক্তি কি স্বেচ্ছানুসারে বিমুক্ত হ'তে পারে? তবে আর বৃথা ব্যাকুল হওয়ায় লাভ কি? আমি যেরূপ বিপদে বেষ্টিত, এ হ'তে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার কত্তে সক্ষম? তা সখি! আমার জন্যে তোমার রোদন করা বৃথা।

দেবিকা। রাজনন্দিনি! শান্তিদেবী কি তোমার হৃদয়পদ্মে বসতি কচ্চেন যে, তুমি এককালীন চিত্ত-বিকারশূন্যা হয়েছ? কি আশ্চর্য্য! প্রিয়সখি! তোমার কথা শুন্‌লে বোধ হয় যে, তুমি যেন বৃদ্ধা তপস্বিনী, শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করেছ। আহা! এও কি সামান্য দুঃখের বিষয়! হা হতবিধে! দুর্ল্লভ পারিজাত পুষ্পকে কি নির্জ্জন অরণ্যে নিক্ষেপ করা উচিত? অমূল্য রত্ন কি সমুদ্রতলে গোপন রাখবার নিমিত্তেই সৃজন করেছ? (দীর্ঘনিশ্বাস)

শর্ম্মিষ্ঠা। প্রিয়সখি! চল, আমরা এখন কুটীরে যাই। ঐ দেখ, চন্দ্রনায়িকা কুমুদিনীর ন্যায় দেবযানী পূর্ণিকার সহিত প্রফুল্ল-বদনে এই দিকে আস্‌ছেন। তুমি আমাকে সর্ব্বদা 'কমলিনী, কমলিনী' বল; তা যদ্যপি আমি কমলিনী হই, তবে এ সময় আমার প্রিয়সখা অনেকক্ষণ হলো অস্তগত হয়েছেন, তাঁর বিরহে আমাকে নিমীলিত হ'তে হয়। চল, আমরা যাই।

দেবিকা। রাজকুমারি! ঐ অহঙ্কারিণী ব্রাহ্মণকন্যাকে কি কুমুদিনী বলা যায়? আমার

বিবেচনায় তুমি শশধর, আর ও দুষ্টা রাহু। আমি যদি সুদর্শন চক্র পাই, তা হ'লে ঐ দুষ্টা স্ত্রীকে এই মুহূর্ত্তেই দুই খণ্ড করি।

শর্ম্মিষ্ঠা। হা ধিক্! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হলে? ঐ ব্রাহ্মণকন্যার পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতৃকুল সেই সুদর্শন চক্র হ'তে নিস্তার পায়। তা সখি! চল, এখন আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দেবযানী ও পূর্ণিকার প্রবেশ)

দেব। (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়সখি! বসুমতী যেন অদ্য রাত্রে স্বয়ংবরা হয়েছেন; ঐ দেখ, আকাশমণ্ডলে ইন্দু এবং গ্রহনক্ষত্রগণ প্রভৃতির কি এক অপূর্ব্ব এবং রমণীয় সভা হয়েছে। আহা! রোহিণীপতির কি অনুপম মনোরম প্রভা! বোধ হয়, ত্রিভুবন-মোহিনী জলধিদুহিতা কমলার স্বয়ংবরকালে, পুরুষোত্তম দেবসমাজে যাদৃশ শোভমান হয়েছিলেন, সুধাকরও অদ্য নক্ষত্রমধ্যে তদ্রূপ অপরূপ ও অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করেছেন। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া), প্রিয়সখি! এই দেখ, এ আশ্রমপদেরও কি এক অপরূপ সৌন্দর্য্য! স্থানে স্থানে নানাবিধ কুসুমজাল বিকসিত হয়ে যেন স্বয়ংবরা বসুন্ধরার অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে রয়েছে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

পূর্ণিকা। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সখি! নিশানাথের এতাদৃশী মনোহারিণী প্রভায় তোমার চিত্তচকোরের কি নিরানন্দ হওয়া উচিত? দেখ, শর্ম্মিষ্ঠা তোমাকে যে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তদবধি তোমার তিলার্দ্ধের নিমিত্তও মন স্থির নাই, —সততই তুমি অন্যমনস্ক আর মলিনবদনে দিনযামিনী যাপন কর। সখি! এর নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি আমাকে অকপটে বল, আমি ত তোমার আর পর নই। বিবেচনা কল্লে সখীদের দেহমাত্রই ভিন্ন, কিন্তু মনের ভাব কখনও ভিন্ন নয়।

দেব। প্রিয়সখি! আমার অন্তঃকরণ যে একান্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা সত্য বটে, কিন্তু তুমি যদি আমার চিত্তচঞ্চলতার কারণ শুনতে উৎসুক হয়ে থাক, তবে বলি, শ্রবণ কর।

পূর্ণিকা। প্রিয়সখি! সে কথা শুনতে যে আমার কি পর্য্যন্ত লালসা, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

দেব। শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে কূপে নিক্ষেপ ক'ল্লে পর, আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা ছিলেম, পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখ্‌লেম যে, চতুর্দ্দিক্ কেবল অন্ধকারময়। অনন্তর আমি ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন কত্তে আরম্ভ কল্লেম। দৈবযোগে এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়ে গমন কচ্ছিলেন, হঠাৎ কূপমধ্যে হাহাকার আর্ত্তনাদ শুনে নিকটস্থ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'তুমি কে, আর কি জন্যই বা কূপের ভিতর রোদন কচ্চো?' প্রিয়সখি! তৎকালে তাঁর এরূপ মধুর বাক্য শুনে আমার বোধ হ'লো যেন, বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কে, আমি কিছুই নির্ণয় কত্তে পাল্লেম না, কেবল ক্রন্দন কত্তে কত্তে মুক্তকণ্ঠে এইমাত্র বল্লেম, 'মহাশয়! আপনি দেবতাই হউন বা মানবই হউন, আমাকে এই বিপজ্জাল হ'তে শীঘ্র বিমুক্ত করুন।' এই কথা শুনবামাত্র সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কূপমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন কল্লেন। আমি উপরিস্থিতা হয়ে তাঁর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে একবারে বিমোহিতা হলেম। সখি! বল্‌লে প্রত্যয় করবে না, বোধ হয়, তেমন রূপ এ ভূমণ্ডলে নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

পূর্ণিকা। কি আশ্চর্য্য! তার পর, তার পর?

দেব। তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে এই কথা জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'হে ললনে! তুমি দেবী কি মানবী? কার অভিশাপে তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটেছিল? সবিশেষ শ্রবণে অতিশয় কৌতূহল জন্মেছে, বিবরণ বল্‌লে আমি যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হই।' তাঁর এই কথা শুনে আমি সবিনয়ে বল্লেম, 'হে মহাভাগ! আমি দেবকন্যা নই—আমার ঋষিকুলে জন্ম, আমি ভগবান্ মহর্ষি ভার্গবের দুহিতা, আমার নাম দেবযানী।' প্রিয়সখি! আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে বল্লেন, 'ভদ্রে! আপনি ভগবান্ ভার্গবের দুহিতা? আমি ঋষিবরকে বিলক্ষণ জানি, তিনি এক জন ত্রিভুবনপূজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি; আপনি তাঁকে আমার শত সহস্র প্রণাম জানাবেন; আমার নাম যযাতি—আমার চন্দ্রবংশে জন্ম। হে ঋষিতনয়ে! এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই।' এই কথা বলে তিনি সহসা প্রস্থান কল্লেন। প্রিয়সখি! যেমন কোন দেবতা পরম ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে, তার অভিলষিত

বর প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হ'লে সেই ভক্তজন মুহূর্ত্তকাল আনন্দরসে পুলকিত ও মুদ্রিত নয়ন হয়ে আপন ইষ্টদেবকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখে এবং বোধ করে যেন, তিনি বারংবার মধুরভাবে তার শ্রুতিসুখ প্রদান কচ্চেন, আমিও সেই মহোদয়ের গমনান্তর ক্ষণকাল তদ্রূপ সুখসাগরে নিমগ্না ছিলেম। আহা! সখি! সেই মোহনমূর্ত্তি অদ্যাপি আমার হৃৎপদ্মে জাগরূক রয়েছে! প্রিয়সখি! সে চন্দ্রানন কি আমি আর এ জন্মে দর্শন কর্‌বো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) সেই অমৃতবর্ষিণী মধুর ভাষা কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্‌বে? প্রিয়সখি! শর্ম্মিষ্ঠা যখন আমাকে কূপে নিক্ষিপ্ত করেছিল, তখন আমার মৃত্যু হ'লে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ কত্তে হতো না। (রোদন)

পূর্ণিকা। প্রিয়সখি! তুমি কেন এ সমুদয় বৃত্তান্ত ভগবান্ মহর্ষিকে অবগত করাও না?

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি! তাও কি হয়? এ কথা ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি ক্ষত্রিয়—আমি হলেম ব্রাহ্মণকন্যা।

পূর্ণিকা। প্রিয়সখি! তোমার নবযৌবনরূপ কুসুমকুলে যে রাজা যযাতির প্রতি অনুরাগস্বরূপ কীট প্রবিষ্ট হয়েছে, তার সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে এর যথোচিত প্রতিবিধান না কর্‌লে, কালক্রমে যেমন পুষ্প-অন্তরস্থ কীট পুষ্প ভেদ ক'রে বহির্গত হয়, কালান্তরে তোমারও তাদৃশী দুর্গতি ঘটতে পারে; অতএব সখি! আমার বিবেচনায় এ কথা মহর্ষির কর্ণগোচর করা আবশ্যক।

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হয়েছ? এ কথা মহর্ষি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

পূর্ণিকা। প্রিয়সখি! ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষির নাম গ্রহণমাত্রেই তিনি এ দিকে আগমন কচ্চেন। এ একটা সৌভাগ্য বা কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি এ কথা ভগবান্ পিতার নিকটে কোন প্রকারেই ব্যক্ত ক'রো না। হে সখি! তুমি আমার এই অনুরোধ রক্ষা কর।

পূর্ণিকা। সখি! যেমন অন্ধব্যক্তির সুপথে গমন করা দুঃসাধ্য, জ্ঞানহীন জনের পক্ষে সদসদ্‌বিবেচনা তদ্রূপ সুকঠিন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি কি একেবারে আমার প্রাণনাশ ক'ত্তে উদ্যত হয়েছ? কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি প্রজ্বলিত হুতাশনে আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে? ভগবান্ পিতা স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব, এতাদৃশ বাক্য তাঁর কর্ণগোচর হ'লে আর কি নিস্তার আছে?

পূর্ণিকা। প্রিয়সখি! আমি তোমার অপকারিণী নই। তা তুমি এ স্থান হ'তে প্রস্থান কর; ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষি এই দিকেই আগমন কচ্চেন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! এক্ষণে আমার জীবন-মরণে তোমারই সম্পূর্ণ প্রভুতা; কিন্তু আমি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট হ'তে বিদায় হলেম।

পূর্ণিকা! প্রিয়সখি! এতে চিন্তার বিষয় কি? আমি কৌশলক্রমে মহর্ষির নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন কর্‌বো, তার ভয় কি?

দেব। প্রিয়সখি! তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর। হয় ত জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো।

[বিষণ্ণভাবে দেবযানীর প্রস্থান।

(মহর্ষি শুক্রচার্য্যের প্রবেশ)

পূর্ণিকা। তাত! প্রিয়সখী দেবযানীর মনোগত কথা অদ্য জ্ঞাত হয়েছি, অনুমতি হ'লে নিবেদন করি।

শুক্র। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) বৎসে পূর্ণিকে! কি সংবাদ?

পূর্ণিকা। ভগবন্! সকলই সুসংবাদ, আপনি যা অনুভব করেছিলেন, তাই যথার্থ।

শুক্র। (সহাস্যবদনে) বৎসে! সমাধিনির্ণীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব? তবে দুহিতার মনোগত ব্যক্তির নাম কি?

পূর্ণিকা। ভগবন্! তাঁর নাম যযাতি।

শুক্র। (সহাস্যবদনে) শ্রীনিবাসের বক্ষঃস্থলকে অলঙ্কৃত কর্‌বার নিমিত্তেই কৌস্তুভ মণির সৃজন। হে বৎসে! এই রাজর্ষি যযাতি চন্দ্রবংশাবতংস। যদ্যপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তথাচ বেদবিদ্যাবলে তিনিই আমার কন্যারত্নের অনুরূপ পাত্র। অতএব হে বৎসে পূর্ণিকে! তুমি তোমার প্রিয়সখী দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান কর। আমি অনতিবিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষি-সান্নিধ্যে প্রেরণ করবো। সুচতুর কপিল একেবারে রাজর্ষি

চন্দ্রবংশচূড়ামণি যযাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন কর্‌বেন। তদনন্তর আমি তোমার প্রিয়সখীর অভীষ্টসিদ্ধি কর্‌বো। তার চিন্তা কি?

পূর্ণিকা। ভগবন্‌! যথা আজ্ঞা, আমি তবে এখন বিদায় হই।

শুক্র। বৎসে, কল্যাণমস্তু তে।

[পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) আমার চিরকাল এই বাসনা যে, আমি অনুরূপ পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করি; কিন্তু ইদানীং বিধি আনুকূল্য প্রকাশ পূর্ব্বক মদীয় মনস্কামনা পরিপূর্ণ কল্লেম। এক্ষণে কন্যাদায়ে নিশ্চিন্ত হলেম। সুপাত্রে প্রদত্তা কন্যা পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না। [প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী রাজপথ

(দুই জন নাগরিকের প্রবেশ)

প্রথম। ভাল মহাশয়! আপনার কি এ কথাটা বিশ্বাস হয়?

দ্বিতীয়। বিশ্বাস না ক'রেই বা করি কি?—ফলে মহারাজ যে উন্মাদপ্রায় হয়েছেন, তার আর সংশয় নাই।

প্রথম। বলেন কি? আহা! মহাশয়! কি আক্ষেপের বিষয়! এত দিনের পর নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবংশে কলঙ্ক হলো?

দ্বিতীয়। ভাই! সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা। এমন মহাতেজা যশস্বী-বংশের কি কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হ'তে পারে? দেখ, যেমন দুষ্ট রাহু এই বংশনিদান নিশানাথের জ্যোতির্ম্ময় আলোক কিঞ্চিৎকাল মলিন ক'রে পরিশেষে পরাভূত হয়, সেইরূপ এ বিপদ্‌ও অতি ত্বরায় দূরীভূত হবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

প্রথম। আহা! পরমেশ্বর কৃপা ক'রে যেন তাই করেন। মহাশয়! আমরা চিরকাল এই বিপুলবংশীয় রাজাদিগের অধীন; অতএব এর ধ্বংস হ'লে আমরাও একেবারে সমূলে বিনষ্ট হব। দেখুন, বজ্রাঘাতে যদি কোন বিশাল আশ্রয়তরু ভ'ঙ্গে যায়, তবে তার পদাশ্রিত লতাদির কি দুরবস্থা না ঘটে?

দ্বিতীয়। হাঁ, তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই, তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ো না।

প্রথম। মহাশয়! এ বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন কোন-মতেই সম্ভবে না। দেখুন, মহারাজ রাজকার্য্যে এক-বারও দৃষ্টিপাত করেন না, রাজধর্ম্মে তাঁরও এক-কালে ঔদাস্য হয়েছে। মহাশয়! আপনি এক জন বহুদর্শী এবং সুবিজ্ঞ মনুষ্য, অতএব বিবেচনা করুন দেখি, যদ্যপি দিনকর সতত মেঘাচ্ছন্ন থাকেন, তবে কি পৃথিবীতে কোন শস্যাদি জন্মে? আর দেখুন, যদ্যপি কোন পতিপরায়ণা রমণীর প্রিয়তম তার প্রতি হতশ্রদ্ধা করে, তবে কি সে স্ত্রীর পূর্ব্ববৎ রূপ-লাবণ্যাদি আর থাকে? রাজ-অবহেলায় রাজ-লক্ষ্মীও প্রতিদিন সেইরূপ শ্রীভ্রষ্টা হচ্চেন।

দ্বিতীয়। ভাই হে! তুমি যা বল্লে, তা সকলই সত্য, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত বিষণ্ণ হয়ো না। বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের অনুরাগসঞ্চার হয়ে থাক্‌বে, তাই তাঁর চিত্ত সততই চঞ্চল। যা হোক্‌, নরপতির এ চিত্তবিকার কিছু চিরস্থায়ী নয়, অনতিবিলম্বেই তিনি প্রকৃতিস্থ হবেন। দেখ, সুরাপায়ী ব্যক্তি কিছু চিরকাল উন্মত্তাবস্থায় থাকে না। আমাদের নরবর অধুনা আসক্তিরূপ সুরাপানে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বিলম্বে যে তিনি স্বভাবস্থ হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্রথম। মহাশয়! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা করে। আহা! নরপতি যে এরূপ অবস্থায় কাল-যাপন করবেন, এ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর।

দ্বিতীয়। (সহাস্যবদনে) ভাই, তোমার নিতান্ত শিশুবুদ্ধি। দেখ, এই বিপুলা পৃথিবী কামস্বরূপ কিরাতের মৃগয়াস্থান। তিনি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক মৃগমিথুনরূপ নরনারী লক্ষ্যভেদে অনবরতই পর্য্যটন কচ্চেন; অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন্‌ ব্যক্তি এমন জিতেন্দ্রিয় আছে যে, তাঁর শরপথ অতিক্রম কত্তে সমর্থ হয়? দৈত্যদেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, আর তারা নানাবিধ মোহগুণে নিপুণা, সুতরাং নরপতি যৎকালে মৃগয়া উপলক্ষে তথায় প্রবেশ করেছিলেন, বোধ করি, সে সময় কোন সুরূপা কামিনী তাঁর দৃষ্টিপথে পতিতা হয়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল করেছে। যা হোক্‌, যদিও মহারাজ কোন বনকুসুমের আঘ্রাণে একান্ত লোভাসক্ত হয়ে থাকেন, তথাপি স্বীয় উদ্যানস্থ সুরভিপুষ্পের মাধুর্য্যে যে ক্রমশঃ তাঁর সে লোভ সংবরণ হবে, তার কোন

সংশয় নাই। তুমি কি জান না ভাই যে, ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্রহ্ম-অস্ত্রেই নিরস্ত হয়, আর বিষই বিষের পরমৌষধ ?

প্রথম। আজ্ঞা হাঁ, তা যথার্থ। ফলতঃ এক্ষণে মহারাজ সুস্থ হলেই আমাদের পরম লাভ। দেখুন, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ দেবসখা। শ্রুতি আছে যে, লোকেরা ঔষধ আর মন্ত্রবলে প্রাণিসমূহের প্রাণনাশে পারগ হয়, অতএব পরমেশ্বর এই করুন যেন, কোন দুর্দ্দান্ত দানব দেবমিত্র ব'লে মহারাজকে সেইরূপ না ক'রে থাকে।

দ্বিতীয়। ভাই, ঔষধ কি মন্ত্রবলে যে লোককে বিমোহিত করা, এ আমার কখনই বিশ্বাস হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষজাতিকে কটাক্ষস্বরূপ ঔষধে ও মধুরভাবরূপ মন্ত্রে মুগ্ধ কত্তে সক্ষম হয়, এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস্য বটে। (দৃষ্টিপাত করিয়া) এ ব্যক্তিটে কে হে ?

(কপিলের দূরে প্রবেশ)

প্রথম। বোধ হয় কোন তপস্বী, দুরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত করাতে বুঝি মহারাজের শরণাপন্ন হ'তে আসচেন।

দ্বিতীয়। কি কোন মহর্ষির শিষ্যই বা হবেন।

কপিল। (স্বগত) মহর্ষি গুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশানুসারে এই ত মহারাজ যযাতির রাজধানীতে অদ্য উপস্থিত হলেম। আঃ! কত দুস্তর নদ, নদী ও কান্তার, অরণ্য প্রভৃতি যে অতিক্রম করেছি, তার আর পরিসীমা নাই। অধুনা মহর্ষিও স্বপরিবার সমভিব্যাহারে গোদাবরীতীরে ভগবান্ পর্ব্বতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা কচ্চেন। মহারাজ যযাতি তথায় গমন কল্লে তপোধন তাঁকে স্বীয় কন্যারত্ন সম্প্রদান করবেন। মহারাজকে আহ্বান কত্তেই আমার এ নগরীতে আগমন হয়েছে। আহা! নরাধিপের কি অতুল ঐশ্বর্য্য! স্থানে স্থানে কত শত প্রহরিগণ গজবাজি আরোহণপূর্ব্বক করতলে করাল করবাল ধারণ ক'রে রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে; কোন স্থলে বা মন্দুরায় অশ্বগণ অতি প্রচণ্ড হ্রেষারব কচ্চে; কোথাও বা মদমত্ত করিরাজের ভীষণ বৃংহিতনিনাদ শ্রুতিগোচর হচ্চে, কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয়া সম্পাদনে জনগণ অনুরক্ত রয়েছে; স্থানে স্থানে ক্রয়-বিক্রয়ের বিপণি নানাবিধ সুখাদ্য ও সুদৃশ্য দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ। নানা স্থানে সুরম্য অট্টালিকা সন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হচ্চে, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য, এবংবিধ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করায় আমাদের মনোবৃত্তির যে কতদূর পরিবর্ত্তন হয়, তা অনুমান করা যায় না। কি আশ্চর্য্য! প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌসাদৃশ্য, কোন্‌টি যে রাজভবন, তার নির্ণয় করা সুকঠিন! যাহা হোক্, অদ্য পথ-পরিশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি, কোন একটা নির্জ্জন স্থান প্রাপ্ত হলে, তথায় কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করি, পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবো। (নাগরিকদ্বয়কে অবলোকন করিয়া) এই ত দুই জন অতি ভদ্র-সন্তানের মত দেখছি; এঁদের নিকট জিজ্ঞাসা কল্লে বোধ করি, বিশ্রামস্থানের অনুসন্ধান পেতে পারবো। (প্রকাশ্যে) ওহে পৌরজনগণ, তোমাদের এ নগরীতে অতিথিশালা কোথায় ?

প্রথম। মহাশয়! আপনি কে? এ নগরে কার অন্বেষণ করেন ?

কপিল। আমি দৈত্য-কুল-গুরু ত্রিভুবনপূজিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের শিষ্য। এই জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান-নগরীতে রাজচক্রবর্ত্তী প্রবলপ্রতাপশালী বাহুবলেন্দ্র রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে আগমন করেছি।

প্রথম। ভগবন্! তবে আপনার অতিথিশালায় গমনের প্রয়োজন কি? ঐ রাজনিকেতন দৃষ্ট হচ্চে! আপনি ওখানে পদার্পণ করবামাত্রেই যথোচিত সমাদৃত ও পূজিত হবেন এবং মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকারও লাভ করবেন।

কপিল। তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি।

[প্রস্থান।

প্রথম। এ আবার কি মহাশয়! দৈত্যগুরু যে মহারাজের নিকট দূত প্রেরণ করেছেন? চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক্। দেখি গে ব্যাপারটাই কি।

দ্বিতীয়। চল না, হানি কি ?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপুরীস্থ নির্জ্জন গৃহ

(রাজা যযাতি আসীন, নিকটে বিদূষক)

বিদূ। (চিন্তা করিয়া) মহারাজ! আপনি হিমাচলের ন্যায় নিস্তব্ধ আর গতিহীন হলেন না কি?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মাধব্য! সুরপতি যদ্যপি বজ্র দ্বারা হিমাচলের পক্ষ-চ্ছেদ করেন, তবে সে সুতরাং গতিহীন হয়।

বিদূ। মহারাজ! কোন্ রোগস্বরূপ ইন্দ্র আপনার এতাদৃশী দুরবস্থার কারণ, তা আপনি আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলুন।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য! তুমি কি ধন্বন্তরি? তোমাকে আমার রোগের কথা বল্লে কি উপকার হবে?

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) রাজচক্রবর্ত্তিন্! আপনি কি শ্রুত নন যে, মৃগরাজ কেশরী সময়বিশেষে অতি ক্ষুদ্র মূষিক দ্বারাও উপকৃত হ'তে পারে?

রাজা। (সহাস্যবদনে) ভাই হে! আমি যে বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা তোমার ন্যায় মূষিক-দন্তে কখনই ছিন্ন হ'তে পারে না।

বিদূ। মহারাজ! আপনি এখন হাস্য-পরিহাস পরিত্যাগ করুন এবং আপনার মনের কথাটি আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলুন। আপনি এ প্রকার অস্থির ও অন্যমনা হ'লে রাজলক্ষ্মী কি আর এ রাজ্যে বাস করবেন?

রাজা। না কল্লেনই বা।

বিদূ। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি সর্ব্বনাশ! আপনার কি এ কথা মুখে আনা উচিত? কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ! আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ ক'রে তপস্যাধর্ম্ম অবলম্বন কত্তে ইচ্ছা করেন?

রাজা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন। সখে! আমার কি তেমন অদৃষ্ট?

বিদূ। মহারাজ! আপনি ব্রাহ্মণ হ'তে চান না কি?

রাজা। সখে! আমি যদি এই জগত্রয়ের অধীশ্বর হতেম, আর ত্রিজগতের ধনদান দ্বারা এক অতিক্ষুদ্র ব্রাহ্মণও হ'তে পাত্তেম, তবে তার অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি?

বিদূ। উঃ! আজ যে আপনার গাঢ় ভক্তি দেখতে পাচ্ছি। লোক বলে যে, দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার; দেবতা-ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রদ্ধা করে না; কিন্তু আপনি যে ঐ দেশে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণ ক'রে এত দ্বিজভক্ত হয়েছেন, এ ত সামান্য চমৎকারের বিষয় নয়! বয়স্য! আপনার কি মহর্ষি ভার্গবের সহিত গোবিষয়ক কোন বিবাদ হয়েছে? বলুন দেখি, মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে কি কোন নন্দিনী-নাম্নী কামধেনু আছে, না আপনি তার দেবযানী-নাম্নী নন্দিনীর কটাক্ষশরে পতিত হয়েছেন? বয়স্য! বলুন দেখি, শুক্রকন্যা দেবযানীকে আপনি দেখেছেন কি না?

রাজা। (স্বগত) হা পরমেশ্বর! সে চন্দ্রানন কি আর এ জন্মে দর্শন করবো? আহা! ঋষিতনয়ার কি অপরূপ রূপলাবণ্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা অন্তঃকরণ! তুমি কি সেই নির্জ্জন বন এবং সেই কূপতট হ'তে আর প্রত্যাগমন করবে না? হায়! হায়! সে কূপের অন্ধকার কি আর চন্দ্রের আভায় দূরীকৃত হবে?

ভুবনমোহিনী যিনি সাধনের ধন,
বিরাগেতে ত্যজ্য তিনি করি ত্রিভুবন,
অতল জলধিতলে কমল-আসনে,
বিরাজেন কমলা কমল-উপবনে ;
সেইরূপ তপোধন ভার্গব আশ্রম,
উজ্জ্বল করয়ে ধনী রূপে নিরুপম ;
কে ভরায় সিন্ধু, তোরে করিতে মথন,
পায় যদি সেই এই রমণীরতন!

বিদূ। (স্বগত) হরিবোল হরি! সব প্রতুল হয়েছে। সেই ঋষিকন্যাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্ছি। যা হোক্, এখন রোগ-নির্ণয় হয়েছে; কিন্তু এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত আর ঔষধি কি আছে? (প্রকাশ্যে) কেমন মহারাজ! আপনি কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। সখে মাধব্য! তুমি কি বলছিলে?

বিদূ। বলবো আর কি? মহারাজ! আপনি প্রলাপ বকছেন, তাই শুনছি।

রাজা। কেন ভাই? প্রলাপ কেন? তুমিই বল দেখি, বিধাতার এ কি অদ্ভুত লীলা! দেখ, যে মহা অমূল্য মাণিক্য রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটের উপযুক্ত, তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জ্জন কাননে,
গজমুক্তা শোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে ;
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর ;
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ-শশধর ;
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া,
হায় বিধি এ কুবিধি কিসের লাগিয়া ?

বিদূ। ও কি মহারাজ! যেরূপ ভাবোদয় দেখছি, আপনার স্কন্ধে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন না কি ? (উচ্চহাস্য)।

রাজা। কি হে সখে! আমার প্রতি ভগবতী বাগ্‌দেবীর কৃপাদৃষ্টি হ'লে দোষ কি ?

বিদূ। (সহাস্যবদনে) এমন কিছু নয় ; তবে তা হ'লে রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় হৌন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ ক'রে বীণা গ্রহণ করুন্, আর রাজবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।

রাজা। কেন ? কেন ?

বিদূ। বয়স্য! আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী, অতএব ভূমণ্ডলে সপত্নী-প্রণয় কি সম্ভব ?

রাজা। সখে মাধব্য! তুমি কবিকুলকে হেয়জ্ঞান করো না, তাঁরা প্রকৃতিস্বরূপ বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতার বরপুত্র।

বিদূ। (সহাস্যবদনে) মহারাজ! এ কথা কবি-ভায়ারাই বলেন। আমার বিবেচনায় তাঁরা বরঞ্চ উদরস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুত্র।

রাজা। (সহাস্যবদনে) সখে! তবে তুমিও ত এক জন মহাকবি ; কেন না, সেই উদরদেবের তুমি এক জন প্রধান বরপুত্র!

বিদূ। বয়স্য! আপনি যা বলেন। সে যা হোক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ভার্গবদুহিতা দেবযানীর সহিত আপনার কি প্রকারে, কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন দেখি ?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে! তাঁর সহিত দৈবযোগে এক নির্জ্জন কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিদূ। কি আশ্চর্য্য। তা মহারাজ, আপনি এমন অমূল্য রত্ন নির্জ্জন স্থানে পেয়ে কি কল্লেন ?

রাজা। আর কি কর্‌বো, ভাই। তাঁর পরিচয় পেয়ে আমি ব্যস্তে-ব্যস্তে তথা হ'তে প্রস্থান কল্লেম।

বিদূ। (সহাস্যবদনে) সে কি মহারাজ! বিকসিত কমল দেখে কি মধুকর কখনও বিমুখ হয় ?

রাজা। সখে। সত্য বটে ; কিন্তু দেবযানী ব্রাহ্মণ-কন্যা, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হ'তে সর্পমণির কান্তি দেখে তৎপ্রতি ধাবমান হয়, পরে নিকটবর্ত্তী হয়ে সর্পদর্শনে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে নবযৌবনা অনুপমা রূপবতী ঋষিতনয়ার পরিচয় প্রাপ্তে সেইরূপ কল্লেম।

বিদূ। মহারাজ! আপনি তা এক প্রকার উত্তমই করেছেন।

রাজা। না ভাই! কেমন ক'রে আর উত্তম করেছি ? দেখ, আমি যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কল্লেম, এখন সেই প্রাণ রক্ষা করা দুষ্কর হয়েছে ? (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে! এ যাতনা আমার আর সহ্য হয় না। আগ্নেয়গিরি কি হুতাশনকে চিরকাল অভ্যন্তরে রাখতে পারে ? (দীর্ঘনিশ্বাস)

বিদূ। মহারাজ! আপনি এ বিষয়ে নিতান্তই হতাশ হবেন না।

রাজা। সখে মাধব্য ? মরুভূমে তৃষ্ণাতুর মৃগবর মায়াবিনী মরীচিকাকে দূর থেকে দর্শন ক'রে বারিলাভে ধাবমান হ'লে জীবন উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এ বিষয়ে আশা কল্লে আমারও সেই দশা ঘট্‌তে পারে। ঋষিকন্যা দেবযানী আমার পক্ষে মরীচিকাস্বরূপ, যেহেতু, তাঁর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়-দুষ্প্রাপ্য। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি যে, তুমি এমন পরমরমণীয় বস্তুকে আমার প্রতি দুঃখকর কল্লে ? কেবল আমাকে যাতনা দিবার জন্যেই কি এ পদ্ম সকণ্টক মৃণালের উপর রেখেছ ?

বিদূ। মহারাজ। আপনি এত চঞ্চল হবেন না। বয়স্য! বুদ্ধি থাকলে সকল কর্ম্মই কৌশলে সুসিদ্ধ হয়। দেখুন দেখি, আমি এমন সদুপায় ক'রে দিচ্চি, যাতে এখনই আপনার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে।

রাজা। (সহাস্যবদনে) সখে! তবে আর বিলম্ব কেন ? এসো, তোমার এ উপায়ের দ্বার মুক্ত কর।

বিদূ। যে আজ্ঞা মহারাজ! আমি আগত-প্রায়।

[প্রস্থান।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ

করেছিলেম! (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়ন-যুগল ব্যথিত হয়, কেন না, দৈত্য-দেশে গমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে। যেহেতু, তারা তথায় বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে! (পরিক্রমণ) বাড়বানলে পরিতপ্ত হ'লে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও কি অদ্য সেইরূপ হলেম? হে প্রভো অনঙ্গ! তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে ব'লে কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? (দীর্ঘনিশ্বাস) কি আশ্চর্য্য! আমি কি মৃগয়া কত্তে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ্য হয়ে এলেম? (উপবেশন) তা আমার এমন চঞ্চল হওয়ায় কি লাভ? (সচকিতে) এ আবার কি?

(এক জন নটীর সহিত বিদূষকের পুনঃ প্রবেশ)

বিদূ। মহারাজ! এই দেখুন, ইনিই কামসরোবরের উপযুক্ত পদ্মিনী।

নটী। মহারাজের জয় হউক। (প্রণাম)

রাজা। কল্যাণি! তুমি চিরকাল সধবা থাক।

বিদূ। (সহাস্যবদনে) মহারাজ আপনার আশীর্ব্বাদ কখনই ব্যর্থ হবার নয়; ইনি রক্তবীজ-কুলের কুলবধূ, সুতরাং চিরসধবা থাকা কোনমতেই অসম্ভব নয়।

রাজা। (বিদূষকের প্রতি) সে কি হে সখে! এ সুন্দরী কে?

বিদূ। আজ্ঞা,. ইনি বারবিলাসিনী, সুতরাং পুরুষকুল নির্ম্মূল না হ'লে এঁর বৈধব্যদশা কোনক্রমেই ঘটতে পারবে না।

রাজা। ছি! ছি! ঐ দেখ, তোমার কথায় সুন্দরী লজ্জায় অধোবদনা হয়েছেন।

বিদূ। (নটীর প্রতি) অয়ি নিতম্বিনি, তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধা হ'লে না কি? দেখ, যদি তোমার নবযৌবন-সুরভি-কুসুমের মধুলোভে আমার চিত্ত-মধুকর উন্মত্ত হয়ে থাকে, তবে সে কি আমার দোষ? তুমি কি জান না, তোমার প্রতি আমার কতদূর অনুরাগ? দেখ, পুরুষোত্তম যেমন ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বক্ষঃস্থলে রাখেন, তোমাকে পেলে আমিও তদপেক্ষা অধিক প্রযত্নে হৃৎপদ্মে রাখবো।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য! তুমি যে একেবারে রসিকচূড়ামণি হয়ে উঠ্‌লে।

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) বয়স্য! না হয়ে করি কি? দেখুন, মলয়গিরির নিকটস্থ অতি সামান্য সামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়। তা এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনারই অনুচর; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য্য কি?

রাজা। সে যা হোক, এ সুন্দরীকে এখানে আনা হয়েছে কেন বল দেখি?

বিদূ। বয়স্য! আপনি সেই ঋষিকন্যাকে দেখে ভেবেছেন যে, তার তুল্য রূপবতী বুঝি আর নাই, তা এখন একবার এর দিকে চেয়ে দেখুন দেখি?

রাজা। (জনান্তিকে) সখে, অমৃতাভিলাষী ব্যক্তির কি কখন মধুতে তৃপ্তি জন্মে?

বিদূ। (জনান্তিকে) তা বটে, মহারাজ! কিন্তু চন্দ্রে অমৃত আছে ব'লে কি কেউ মধুপান ত্যাগ করে? বয়স্য! আপনি একবার এঁর একটি গান শুনুন। (নটীর প্রতি) অয়ি মৃগাক্ষি! তুমি একটি গান ক'রে মহারাজের চিত্তবিনোদন কর।

নটী। আমি মহারাজের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। (উপবেশন)

(গীত)

বাহার—জলদ-তেতালা

উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত!
মোদিত দশদিশ পুষ্পগণে—
আর বহিছে সমীর সুশান্ত।
পিককুল-কূজিত ভৃঙ্গ-বিগুঞ্জিত,
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত!
হত বিরহিণী, মন্মথ-তাড়ন,
তাপিত তনু বিনে কান্ত॥

রাজা। আহা! কি মধুর স্বর! সুন্দরি! তোমার সঙ্গীত শ্রবণে যে আমার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বল্‌তে পারি না।

(নেপথ্যে সরোষে)। রে দুরাচার পাষণ্ড দ্বারপাল! তুই কি মাদৃশ ব্যক্তিকে দ্বাররুদ্ধ কত্তে ইচ্ছা করিস্?

রাজা। এ কি! বহির্দ্বারে দাম্ভিকের ন্যায় অতি প্রগল্‌ভতার সহিত এক জন কথা কচ্ছে হে?

বিদূ। বোধ করি, কোন তপস্বী হবে, তা না হ'লে আর এমন সুস্বর কার আছে?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজের জয় হোক্! মহারাজ, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার

নিকট স্বশিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ করেছেন; অনুমতি হ'লে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে) সে কি! মুনিবর কোথায়? আমাকে শীঘ্র তাঁর নিকটে লয়ে চল।

[রাজা এবং দৌবারিকের প্রস্থান।

নটী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়! মহারাজ এত চঞ্চল হলেন কেন?

বিদূ। হে চারুহাসিনি! তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখলে, কার মন-অলি না অধীর হয়?

নটী। বাঃ, ঠাকুরের কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি গো; অলি কি বিকশিতা মধুমালতীর আঘ্রাণে পলায়ন করে? চল, দেখি গে মহারাজ কোথায় গেলেন।

বিদূ। হে সুন্দরি, তুমি অয়স্কান্ত মণি, আমি লৌহ, তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেইখানে আছি। (হস্তধারণ) আহা! তোমার অধরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন ক'রে রেখেছেন। হে মনোমোহিনি! তুমি একটি চুম্বন দিয়ে আমাকে অমর কর।

নটী। (স্বগত) ও মা! বামুন বেটা ত কম ষাঁড় নয়। (প্রকাশ্যে) দূর হতভাগা!

[বেগে পলায়ন।

বিদূ। এঃ! এ দুশ্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ! কেবল অর্থই চিনেছে, রসিকতা দেখে না। যাই, দেখি গে, বেটী কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজতোরণ

(কতিপয় নাগরিক দণ্ডায়মান)

প্রথম। আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, ঐ দেখুন,—

দ্বিতীয়। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তুই যেন ধূসরময় বোধ হচ্চে। ভাই হে, সর্ব্বচোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্টিপ্রসর প্রায়ই অপহরণ করেছে!

প্রথম। মহাশয়! ঐ দেখুন, শত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে অগ্রভাগে গমন কচ্চে। আচ্ছা!—এ কি মেঘাবলী না পক্ষহীন অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? আহা! মধ্যভাগে নানা সজ্জায় সজ্জিত বাজিরাজিই বা কি মনোহর গতিতে যাচ্চে! মহাশয়! এবার রথসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ঐ দেখুন, শত শত পতাকাশ্রেণী আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান হচ্চে। কি চমৎকার! পদাতিক-দলের বর্ম্ম সূর্য্যকিরণে মিশ্রিত হয়ে যেন বহ্নি উদ্গিরণ কচ্চে। আবার দেখুন, পশ্চাদ্ভাগে নটনটীরা নানা যন্ত্রসহকারে কি মধুস্বরে সঙ্গীত কচ্চে। (নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য) ঐ দেখুন, মহারাজ রথোপরি মহাবল বীরদলে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। আহা! মহারাজের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! বোধ হচ্চে যেন, অদ্য স্বয়ং পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনিবাসী জনগণ সমভিব্যাহারে গরুড়ধ্বজ রথারোহণে কমলার স্বয়ংবরে গমন কচ্চেন।

দ্বিতীয়। ভাই হে! নহুষপুত্র যযাতি রূপগুণে পুরুষোত্তমই বটেন! আর শ্রুত আছি যে, শুক্রকন্যা দেবযানীও কমলার ন্যায় রূপবতী। এখন পরমেশ্বর করুন, পুরুষোত্তমের কমলাপরিণয়ে জগজ্জনগণ যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়েছিল, অধুনা রাজর্ষি এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইরূপ অবিকল সুখসম্পত্তি লাভ করে।

তৃতীয়। মহাশয়! মহারাজের পরিণয়ক্রিয়া কি দৈত্যদেশেই সম্পন্ন হবে?

দ্বিতীয়। না, দৈত্যগুরু ভার্গব স্বকন্যা সহিত গোদাবরীতীরে পর্ব্বতমুনির আশ্রমে অবস্থিতি কচ্চেন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ হবে।

তৃতীয়। মহাশয়! এ পরম আহ্লাদের বিষয়, কেন না, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ চিরকাল দেবমিত্র, অতএব মহারাজ দৈত্যদেশে প্রবেশ কল্লে বিবাহ না হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতীয়। বোধ হয়, ঋষিবর ভার্গব সেই নিমিত্তেই স্বীয় আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে পর্ব্বতমুনির আশ্রমে কন্যার সহিত আগমন করেছেন। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে হে? রাজমন্ত্রী নয়?

তৃতীয়। আজ্ঞে হাঁ, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (স্বগত) অদ্য অনন্তদেব ত আমার স্কন্ধেই ধরাভার অর্পণ ক'রে প্রস্থান কল্লেন।

প্রথম। (মন্ত্রীর প্রতি) হে মন্ত্রিবর! মহারাজ কত দিনের নিমিত্ত স্বদেশ পরিত্যাগ কল্লেন?

মন্ত্রী। মহাশয়! তা বলা সুকঠিন। শ্রুত আছি যে, গোদাবরী-তীরস্থ প্রদেশ সকল পরমরমণীয়। সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় ও মহাতীর্থ আছে। মহারাজ একে ত মৃগয়াসক্ত, তাতে নূতন পরিণয় হ'লে মহিষীর সহিত সে দেশে কিঞ্চিৎকাল সহবাস ও নানা তীর্থ পর্য্যটন না ক'রে, বোধ হয়, স্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন না।

দ্বিতীয়। এ কিছু অসম্ভব নয়। আর যখন আপনার তুল্য মন্ত্রিবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন, তখন রাজকার্য্যেও নিশ্চিন্ত থাকবেন।

মন্ত্রী। সে আপনাদের অনুগ্রহ! আমি শক্ত্যনুসারে প্রজাপালনে কখন ত্রুটি করবো না। কিন্তু দেবেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর তেমন শোভা থাকে? চন্দ্র উদিত না হ'লে কি আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোভমান হয়? কুমার ব্যতিরেকে দেবসৈন্যের পরিচালনা কত্তে আর কে সমর্থ হয়?

দ্বিতীয়। তা বটে, কিন্তু আপনি বুদ্ধিবলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি। অতএব আমাদের মহীন্দ্রের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত যে আপনার দ্বারা রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হবে, তার কোন সংশয়ই নাই! (কর্ণপাত করিয়া) আর যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্ছে না? বোধ করি, মহারাজ অনেক দূরে গমন করেছেন। আমাদের আর এ স্থলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করি।

মন্ত্রী। হাঁ, তবে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজনিকেতন-সম্মুখ

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (স্বগত) মহারাজ যে মুনির আশ্রম হ'তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরম সৌভাগ্য, আর আহ্লাদের বিষয়। যেমন রজনী অবসান হ'লে সূর্য্যদেবের পুনঃপ্রকাশে জগন্মাতা বসুন্ধরা প্রফুল্লচিত্তা হন, রাজবিরহে কাতরা রাজধানীও নৃপাগমনে অদ্য সেইরূপ হয়েছে। (নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য) পুরবাসীরা অদ্য অপার আনন্দার্ণবে মগ্ন হয়েচে। অদ্য যেন কোন দেবোৎসবই হচ্ছে! আর না হবেই বা কেন? নহুষপুত্র যযাতি এই বিশাল চন্দ্রবংশের চূড়ামণি, আর ঋষিবর-দুহিতা দেবযানীও রূপগুণে অনুপমা, অতএব এঁদের সমাগমে নিরানন্দের বিষয় কি? আহা! রাজমহিষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণা স্ত্রী, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে আর নাই; আর আমাদের মহারাজও বেদবিদ্যাবলে নিরুপম! অতএব উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পাত্র বটেন। তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত। নচেৎ অমৃত কি কখন চণ্ডালের ভক্ষ্য হয়ে থাকে? লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা হয়? রাজহংসী বিকসিত কমলকাননেই গমন ক'রে থাকে। মহারাজ প্রায় সার্দ্ধেক বৎসর রাণীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ দর্শন ক'রে এত দিনে স্বরাজধানীতে পুনরাগমন কল্লেন। —যদু নামে নৃপবরের যে একটি নবকুমার জন্মেছেন, তিনিও সর্ব্বসুলক্ষণধারী। আহা! যেন সুচারু শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জ্বল করবার জন্যে বহির্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই যে, কৃপাময় পরমেশ্বর পিতার ন্যায় পুত্রকেও যেন চন্দ্রবংশশেখর করেন। আঃ! মহারাজ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে আমার মস্তক হ'তে যেন বসুন্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, তত্রাচ আমার পরিশ্রমের সীমা নাই। যাই, রাজভবনের উৎসব-প্রকরণ সমাধা করি গে।

[প্রস্থান।

(মিষ্টান্ন হস্তে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (স্বগত) পরদ্রব্য অপহরণ করা যেন পাপকর্ম্মই হলো, তার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু চোরের ধন চুরি কল্লে যে পাপ হয়, এ কথা ত কোন শাস্ত্রেই নেই! এই উত্তম সুখাদ্য মিষ্টান্নগুলি ভাণ্ডারী বেটা রাজভোগ হ'তে চুরি ক'রে এক নির্জ্জন স্থানে গোপন ক'রে রেখেছিল। আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি! উঃ, আমার কি বুদ্ধি! আমি কি পাপকর্ম্ম করেছি? যদি পাপকর্ম্মই ক'রে থাকি, তবে যা হোক এর উচিত প্রায়শ্চিত্ত কল্লেই ত খণ্ডন হ'তে পারে। এক জন দরিদ্র সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান ক'রে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেই ত আমার পাপ ধ্বংস হবে। আহা! ব্রাহ্মণ-ভোজনই পরম ধর্ম্ম। (আপনার প্রতি লক্ষ্য

করিয়া) হে দ্বিজবর! এ স্থলে আগমন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। এই যে এলেম। হে দাতঃ! আমায় কি মিষ্টান্ন দিবে, দাও দেখি? তবে, বস্‌তে আজ্ঞা হোক্। (স্বয়ং উপবেশন) এই আহার করুন। (স্বয়ং ভোজন) ওহে ভক্ত-বৎসল! তুমি আমাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট কল্লে। (স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া) তুমি কি বর প্রার্থনা কর? ওহে দ্বিজবর! যদি এই মিষ্টান্নচুরির বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে পাপ দূর হয়। তথাস্ত! এই ত নিষ্পাপী হলেম। ওহে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম কি সামান্য পুণ্যের কর্ম্ম? (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য) যা হোক্, প্রায় দেড় বৎসর রাজার সহিত নানা দেশে পর্য্যটন আর নানা তীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু মা যমুনা! তোমার মত পবিত্র নদী আর দুটি নাই! তোমার ভগিনী জাহ্নবীর পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম। কিন্তু মা! তোমার শ্রীচরণাম্বুজে সহস্র সহস্র প্রণিপাত! তোমার নির্ম্মলসলিলে স্নান কল্লে কি ক্ষুধার উদ্রেকই হয়! এখন যাই, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। রাণী বল্লেন যে, একবার তুমি গিয়ে দেখে এসো দেখি, আমার যদু কি কচ্ছে? তা দেখতে গিয়ে আমার মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টান্নও লাভ হয়ে গেল। বেগারের পুণ্যে কাশীদর্শন! মন্দই বা কি? আপনার উদরতৃপ্তি হলো—এখন রাণীর মনস্তুষ্টি করি গে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজশুদ্ধান্ত

(রাজা যযাতি এবং রাজ্ঞী দেবযানী আসীন)

রাজ্ঞী। হে নাথ! আপনার মুখে যে সে কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, তা আমি একমুখে বল্‌তে পারি না! কতবার ত আপনার মুখে সে কথা শুনেছি, তথাপি আবার তাই শুন্‌তে বাসনা হয়। হে জীবিতেশ্বর। আপনি আমাকে সেই অন্ধকারময় কূপ হ'তে উদ্ধার ক'রে আমার নিকটে বিদায় হয়ে কোথায় গেলেন?

রাজা। প্রিয়ে? যেমন কোন মনুষ্য কোন দেবকন্যাকে দৈবযোগে অকস্মাৎ দর্শন ক'রে ভয়ে অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ তোমার নিকট বিদায় হয়ে দ্রুতবেগে ঘোরতর মহারণ্যে প্রবেশ কল্লেম; কিন্তু আমার চিত্তচকোর তোমার এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল হলো, যিনি অন্তর্য্যামী ভগবান্, তিনিই তা বল্‌তে পারেন। পরে আমি আতপতাপে তাপিত হয়ে বিশ্রামার্থে এক তরুতলে উববেশন কল্লেম এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই অন্ধকারময় এবং শূন্যাকার, কিঞ্চিৎ পরে সে স্থান হ'তে গাত্রোত্থান ক'রে গমনের উপক্রম কচ্চি, এমন সময়ে এক হরিণী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলো। স্বাভাবিক মৃগয়াসক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর শর যোজনা কল্লেম; কিন্তু সন্ধ্যাকালে কুরঙ্গিণী আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ হলো, এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমুগ্ধ হলেম যে, আমার হস্ত হ'তে শরাসন ভূতলে কখন্ যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জান্‌তে পারলেম না।

রাজ্ঞী। (রাজার হস্ত ধরিয়া এবং অনুরাগ সহকারে) হে প্রাণনাথ, আমার কি শুভাদৃষ্ট!—তার পর?

রাজা। প্রেয়সি! যদি তোমার শুভাদৃষ্ট, তবে আমার কি? প্রিয়ে! তুমি আমার জন্ম সফল করেছ!—তার পর গমন কত্তে কত্তে এক কোকিলার মধুর ধ্বনি শ্রবণ ক'রে আমার মনে হলো যে, তুমিই আমাকে কুহুরবে আহ্বান কচ্চো।

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই কোকিলার দেহে আমার প্রাণ প্রবিষ্ট হ'তে পাত্তো, তবে সে কোকিলা কুহুরবে কেবল এইমাত্র বলতো, "হে রাজন্! আপনি সেই কূপতটে পুনর্গমন করুন, আপনার জন্যে শুক্রকন্যা দেবযানী ব্যাকুলচিত্তে পথ নিরীক্ষণ কচ্চে।"

রাজা। প্রিয়ে! আমার অদৃষ্টে যে এত সুখ আছে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না; যদি আমি তখন জান্‌তে পাত্তেম, তবে কি আর এ নগরীতে একাকী প্রত্যাগমন করি? একেবারে তোমাকে আমার হৃৎপদ্মাসনে উপবিষ্ট করিয়েই আন্‌তেম। আমি যে কি শুভলগ্নে দৈত্যদেশে যাত্রা করেছিলেম, তা কেবল এখনই জান্‌তে পাচ্ছি।

(বিদূষকের প্রবেশ)

কি হে দ্বিজবর! কি সংবাদ?

বিদূ। মহারাজ! শ্রীমান্ নবকুমার রাজকুমারকে একবার দর্শন ক'রে এলেম। রাজমহিষী চিরজীবিনী

হউন। আহা! কুমারের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! যেন দ্বিতীয় কুমার, কিবা তরুণ অরুণের তুল্য শোভা! আর না হবেই বা কেন? "পিতা যস্ত, পিতা যস্ত"—আ হা হা! কবিতাটা বিস্মৃত হলেম যে?

রাজা। (সহাস্যবদনে) ক্ষান্ত হও হে, ক্ষান্ত হও! তোমার মত ঔদরিক ব্রাহ্মণের খাদ্যদ্রব্যের নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে?

রাজ্ঞী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়! আমার যত্নুর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে না কি? (রাজার প্রতি) জীবিতেশ্বর! তবে আমি এখন বিদায় হই।

[রাজ্ঞীর প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! এই আপনাদের ক্ষত্রিয়জাতির যে কি স্বভাব, তা ব'লে উঠা ভার। এই দেখুন দেখি! আপনি দৈত্যদেশে মৃগয়া কত্তে গিয়ে কি না কল্লেন? ক্ষত্রিয়-দুষ্প্রাপ্যা মহর্ষিকন্যাকেও আপনি লাভ করেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। আহা! আপনি দৈত্যদেশ হ'তে কি অপূর্ব্ব অনুপম রত্নই এনেছেন। ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, এমন রত্ন কি সেখানে আর আছে?

রাজা। (সহাস্যমুখে) ভাই হে! বোধ হয়, দৈত্যদেশে এপ্রকার রত্ন অনেক আছে।

বিদূ। মহারাজ! আমার ত তা বিশ্বাস হয় না।

রাজা। তুমি কি মহিষীর সকল সহচরীগণকে দেখেছ?

বিদূ। আজ্ঞে না।

রাজা। আহা! সখে, তাঁর সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা আর কি বলবো। বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। সে যে মহিষীর নিতান্ত সহচরী কি সখী, তাও নয়।

বিদূ। কি তবে মহারাজ?

রাজা। কি, তা ভাই বলতে পারি না, মহিষীকেও জিজ্ঞাসা কত্তে শঙ্কা হয়। আর আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখেছি, তাও নয়। যেমন রাত্রিকালে আকাশমণ্ডল ঘনঘটা দ্বারা আচ্ছন্ন হ'লে নিশানাথ মুহূর্ত্তকাল দৃষ্ট হয়ে পুনরায় মেঘাবৃত হন, সেই সুন্দরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েকবার সেইরূপে পতিত হয়েছিল। বোধ হয়, রাজ্ঞীও বা তাকে আমার সম্মুখে আসতে নিষেধ ক'রে থাক্‌বেন। আহা! তার কি রূপ-মাধুর্য্য! তার পদ্মনয়ন দর্শন কল্লে পদ্মের উপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে রতিসর্ব্বস্ব বল্লেও বলা যেতে পারে।

(নেপথ্যে)। দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ! হায়! আমার সর্ব্বনাশ হলো।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) এ কি দেখ ত হে? কোন্ ব্যক্তি রাজদ্বারে এত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার কচ্চে?

বিদূ। যে আজ্ঞা! আমি—(অর্দ্ধোক্তি)

(নেপথ্যে)। দোহাই মহারাজের! হায়! হায়! হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেল।

রাজা। যাও না হে! বিলম্ব কচ্ছো কেন? ব্যাপারটা কি? চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় যে নিস্পন্দ হয়ে দণ্ডায়মান রইলে?

বিদূ। আজ্ঞা না, ভাবছি—বলি, দেব-অমাত্য হয়ে আপনি দৈত্যগুরুর কন্যাকে বিবাহ করেছেন, সেই ক্রোধে যদি কোন মায়াবী দৈত্যই বা এসে থাকে, তা হ'লে—(অর্দ্ধোক্তি)

রাজা। আঃ ক্ষুদ্রপ্রাণি! তুমি থাক, তবে আমি আপনিই যাই।

বিদূ। আজ্ঞা না মহারাজ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে, আপনার যাওয়া কখনই উচিত হয় না।

[প্রস্থান।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্মিতমুখে স্বগত) ব্রাহ্মণজাতি বুদ্ধে বৃহস্পতি বটে; কিন্তু স্ত্রীলোকাপেক্ষাও ভীরু। (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক্, সে স্ত্রীলোকটি যে কে, তা আমি ভেবে-চিন্তে কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চি না। আমরা যখন গোদাবরী-তীরস্থ পর্ব্বতমুনির আশ্রমে কিঞ্চিৎকাল বিহার করি, তৎকালে এক দিবস আমি একাকী নদীতটে ভ্রমণ কত্তে কত্তে এক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম। তথায় সেই পরম-রমণীয়া নবযৌবনা কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল-বিন্যাস ক'রে অশোক-বৃক্ষতলে উপবিষ্টা আছে। বোধ হলো যে, সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে; আর তার চতুর্দ্দিকে নানা কুসুম বিস্তৃত ছিল, তাতে এমনি অনুমান হ'তে লাগলো যেন, দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্য্যগুণে পরিতুষ্ট হয়ে তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছেন, কিংবা স্বয়ং বসন্তরাজ বিকসিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রতিভ্রমে তাঁকে পূজা করেছেন! পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই বামা আমার দিকে নয়নপাত

ক'রে যেমন কোন ব্যাধকে অবলোকন ক'রে কুরঙ্গিণী পবনবেগে পলায়ন করে, তেমনি ব্যস্তসমস্তে অন্তর্হিত হলো। পরম্পরায় শুনেছি যে, ঐ সুন্দরী দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, কিন্তু তার পর আর কোনও পরিচয় পাই নাই। সবিশেষ অবগত হওয়ার আবশ্যক, কিন্তু—(অর্দ্ধোক্তি)

(বিদূষকের এক জন ব্রাহ্মণ সহিত পুনঃ প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ! আমার সর্ব্বনাশ হোলো।

রাজা। কেন, কেন? বৃত্তান্তটা কি, বলুন দেখি?

ব্রাহ্মণ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ধর্ম্মাবতার! কয়েক জন দুর্দ্দান্ত তস্কর আমার গৃহে প্রবেশ ক'রে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ কচ্ছে। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হে নরেশ্বর! আপনি আমাকে রক্ষা করুন্।

রাজা। (সরোষে) সে কি? এ রাজ্যে এমন নির্ভয় পাষণ্ডলোক কে আছে যে, ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে? হে ব্রাহ্মণ! আপনি ক্রন্দন সংবরণ করুন, আমি স্বহস্তে এই মুহূর্ত্তেই সেই দুরাচার দস্যুদলের যথোচিত দণ্ডবিধান করবো। (বিদূষকের প্রতি) সখে মাধব্য! তুমি ত্বরায় আমার ধনুর্ব্বাণ ও অসিচর্ম্ম আন দেখি।

বিদূ। মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি?

রাজা। (সক্রোধে) তুমি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর?

বিদূ। (সত্রাসে) সে কি মহারাজ? আমার এমন কি সাধ্য যে, আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি?

[প্রস্থান।

রাজা। মহাশয়! কত জন তস্কর আপনার গৃহাক্রমণ করেছে?

ব্রাহ্মণ। হে মহীপতে! তা নিশ্চয় বলতে পারি না। হায়! হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেল।

রাজা। হে ব্রাহ্মণ! আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; আর বৃথা আক্ষেপ করবেন না।

(বিদূষকের অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্লেম। (অস্ত্রগ্রহণ) এখন চলুন যাই।

[রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) যেমন আহুতি-প্রদানে অগ্নি প্রজ্জলিত হয়, সেইরূপ শক্র-নামে আমাদের মহারাজেরও কোপাগ্নি জ্ব'লে উঠ্‌লো। চোর বেটাদের আজ যে মরণদশা ধরেছে, তার কোন সন্দেহ নাই। মর্‌বার জন্যেই পিঁপড়েদের পাখা উঠে। এখন এখানে থেকে আর কি কর্‌বো? যাই, নগরপালের নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করি গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজ-অন্তঃপুরসংক্রান্ত উদ্যান

(বকাসুর এবং শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

বক। ভদ্রে! এ কথা আমি তোমার মাতা দৈত্যরাজমহিষীকে কি প্রকারে বল্‌বো? তিনি তোমার বিরহে শোকানলে যে কি পর্য্যন্ত পরিতাপিতা হচ্চেন, তা বলা দুষ্কর। হে কল্যাণি! তোমা ব্যতিরেকে সে শোকানল নির্ব্বাণ হবার আর উপায়ান্তর নাই।

শর্ম্মিষ্ঠা। মহাশয়! আমার অশ্রুজলে যদি সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তবে আমি তা অবশ্যই কর্‌বো; কিন্তু আমি দৈত্যপুরীতে আর এ জন্মে প্রত্যাগমন করব না। (অধোবদনে রোদন)

বক। ভদ্রে! গুরু মহর্ষিকে তোমার পিতা নানাবিধ পূজাবিধিতে পরিতুষ্ট করেছেন; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতির পাটরাণী দেবযানী স্বীয় পিতৃ-আজ্ঞা কখনই উল্লঙ্ঘন বা অবহেলা কর্‌বেন না; যদ্যপি তুমি অনুমতি কর, আমি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নৃপতিকে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করাই। হে কল্যাণি! তোমার বিরহে দৈত্যপুরী এককালে অন্ধকার হয়েছে, আর পুরবাসীরাও রাজদম্পতীর দুঃখে পরম দুঃখিত।

শর্ম্মিষ্ঠা। মহাশয়! আপনি যদি এ কথা নৃপতিকে অবগত কত্তে উদ্যত হন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তে এ স্থলে প্রাণত্যাগ কর্‌বো। (রোদন)

বক। শুভে! তবে বল, আমার কি করা কর্ত্তব্য?

শর্ম্মিষ্ঠা। মহাশয়! আপনি দৈত্যদেশে পুনর্গমন করুন। আমার জনক-জননীকে সহস্র সহস্র প্রণাম জানিয়ে এই কথা বল্‌বেন, তোমাদের হতভাগিনী দুহিতার এই প্রার্থনা যে, তোমরা তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হও।

বক। রাজনন্দিনি! তোমার জনক-জননীকে আমি এ কথা কেমন ক'রে বলবো? তুমি তাঁদের একমাত্র কন্যা, তুমি তাঁদের মানস-সরোবরের একটিমাত্র পদ্মিনী; তুমিই কেবল তাঁদের হৃদয়াকাশের পূর্ণশশী।

শর্ম্মিষ্ঠা। মহাশয়! দেখুন, এ পৃথিবীতে কত শত লোকের সন্তান-সন্ততি যৌবনকালে মানবলীলা সংবরণ করে; তারা কি চিরকাল শোকানলে পরিতপ্ত হয়? শোকানল কখন চিরস্থায়ী নয়।

বক। কল্যাণি! তবে কি তোমার এই ইচ্ছা যে, তুমি আপনার জন্মভূমি আর দর্শন করবে না? তোমার পিতামাতাকে কি একেবারে বিস্মৃত হ'লে? আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে হ'লো?

শর্ম্মিষ্ঠা। মহাশয়! আমার পিতা-মাতা আমার মানসমন্দিরে চিরকাল পূজিত রয়েছেন। যেমন কোন ব্যক্তি কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন ক'রে এসে, তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে তাঁদের প্রতিমূর্ত্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত ক'রে ভক্তিভাবে সর্ব্বদা ধ্যান করে, আমিও সেইরূপ আমার জনক-জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণ করবো; কিন্তু দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন কত্তে আপনি আমাকে আর অনুরোধ করবেন না।

বক। বৎসে। তবে আমি বিদায় হই।

শর্ম্মিষ্ঠা। (নিরুত্তরে রোদন)

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভদ্রে! এখনও বিবেচনা ক'রে দেখ! রাজসভা অতি দূরবর্ত্তিনী নয়; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতিও পরম দয়ালু ও পরমহিতৈষী; তোমার আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ শ্রবণমাত্রেই তিনি যে তোমাকে স্বদেশগমনে অনুমতি করবেন, তার কোন সংশয় নাই।

শর্ম্মিষ্ঠা। (স্বগত) হা হৃদয়! তুমি জালাবৃত পক্ষীর ন্যায় যত মুক্ত হ'তে চেষ্টা কর, ততই আরও আবদ্ধ হও। (প্রকাশ্যে) হে মহাভাগ! আপনি ও কথা আর আমাকে বলবেন না।

বক। তবে আর অধিক কি বলবো? শুভে! জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নাই; আমি বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

শর্ম্মিষ্ঠা। (স্বগত) এ দুস্তর শোকসাগর হ'তে আমাকে আর কে উদ্ধার করবে? হা হতবিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? তা তোমার বা দোষ কি! (রোদন) আমি আপন কর্ম্মদোষে এ ফলভোগ কচ্ছি। গুরুকন্যার সহিত বিবাদ ক'রে প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে দাসী হলেম। তা দাসী হয়েও ত-বরং ভাল ছিলেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্লেশই ছিল না; কিন্তু এ আবার বিধির কি বিড়ম্বনা! হা অবোধ অন্তঃকরণ! তুই যে রাজা যযাতির প্রতি এত অনুরক্ত হলি, এতে তোর কি কোন ফললাভ হবে? তা তোরই বা দোষ কি? এমন মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পকে দেখে কে তার বশীভূত না হয়? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী নিমীলিত থাকতে পারে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমার এ রোগের মৃত্যু ভিন্ন আর ঔষধ নাই। আহা! গুরুকন্যা দেবযানী কি ভাগ্যবতী! (অধাবদনে বৃক্ষতলে উপবেশন)

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আমি এই উদ্যানে বহুকালাবধি আসি নাই। শ্রুত আছি যে, এর চতুষ্পার্শ্বে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে। আহা! স্থানটি কি রমণীয়! সুন্দর সমীরণ-সঞ্চারে এখানকার লতামণ্ডপ কি সুশীতল হয়ে রয়েছে! চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড তপনতাপ যেন দেবকোপাগ্নির ন্যায় বসুমতীকে দগ্ধ কচ্ছে, কিন্তু এ প্রদেশের কি প্রশান্তভাব! বোধ হয় যেন, বিজনবিহারিণী শান্তিদেবী দুঃসহ প্রভাকর-প্রভাবে একান্ত অধীরা হয়ে, এখানেই স্নিগ্ধচিত্তে বিরাজ কচ্ছেন; এবং তাঁর অনুরোধে আর এই উদ্যানস্থ বিহঙ্গকুলের কূজনরূপ স্তুতিপাঠেই যেন সূর্য্যদেব প্রখরতর কিরণজাল এ স্থল হ'তে সংবরণ করেছেন। আহা! কি মনোহর স্থান, কিয়ৎকাল এখানে বিশ্রাম ক'রে শ্রান্তি দূর করি। (শিলাতলে উপবেশন) দুষ্ট তস্করগণ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিল; কিন্তু আমি অগ্নি-অস্ত্রে তাদের সকলকে ভস্ম করেছি। (নেপথ্যে বীণাধ্বনি) আহা হা! কি মধুরধ্বনি! বোধ হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা মহিষীর কোন সহচরী সঙ্গিনীগণ-সমভিব্যাহারে আমোদ-প্রমোদে কালযাপন কর্চ্চে। কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হয়ে শ্রবণ করি, —দেখি। (নিকটে গমন)

(নেপথ্যে গীত)

সোহিনী-বাহার—আড়া

আমি ভাবি যার ভাবে, সে ভাবে না।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা ॥
করিয়ে সুখের সাধ এ কি বিবাদ ঘটনা ;
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিল না ॥
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা,
খেদে আছি ম্রিয়মাণ, বুঝি প্রাণ রহিল না ॥

রাজা। আহা! কি মনোহর সঙ্গীত! মহিষী যে এমন এক জন সুগায়িকা স্বদেশ হ'তে সঙ্গে এনেছেন, তা আমি ত স্বপ্নেও জানতেম না। (চিন্তা করিয়া) এ কি! আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দন হ'তে লাগল কেন? এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফললাভ হ'তে পারে? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই মুক্ত রয়েছে। দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

শর্ম্মিষ্ঠা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) হা হতভাগিনি! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রণয়-পরবশ হয়ে পুনরায় স্বাধীন হ'তে চাও? তুমি কি জান না যে, পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর চঞ্চল হওয়া বৃথা? হা পিতা-মাতা! হা বন্ধু-বান্ধব! হা জন্মভূমি! আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না? (রোদন)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! মধুরস্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নীরব হলো? (শর্ম্মিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া) এ পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনীটি কে? ইনি কি কোন দেব-কন্যা এ বনবিহার অভিলাষে স্বর্গ হ'তে এ উদ্যানে অবতীর্ণা হয়েছেন? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ অপরূপ রূপের কি প্রকারে সম্ভব হয়? তা ক্ষণেক অদৃশ্যভাবে দেখিই না কেন, ইনি একাকিনী এখানে কি কচ্ছেন? (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)

শর্ম্মিষ্ঠা। (মুক্তকণ্ঠে) বিধাতা স্ত্রীজাতিকে পরাধীন ক'রে সৃষ্টি করেছেন। দেখ, ঐ যে সুবর্ণ-বর্ণ লতাটি স্বেচ্ছানুসারে অশোকবৃক্ষকে বরণ ক'রে আলিঙ্গন কচ্চে, যদ্যপি কেউ ওকে অন্য উদ্যান হ'তে এনে এ স্থলে রোপণ ক'রে থাকে, তথাপি কি ও জন্মভূমি দর্শনার্থে আপন প্রিয়তম তরুবরকে পরিত্যাগ কত্তে পারে? কিংবা যদি কেউ ওকে এখান হ'তে স্ববলে লয়ে যায়, তবে কি ও আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে? হে রাজন্! আমিও সেই মত তোমার জন্যে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভূমি সকলই পরিত্যাগ করেছি। যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের সুপ্রসন্নতার অভিলাষে পৃথিবীস্থ সমুদয় সুখভোগ পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে, আমিও সেইরূপ যযাতিমূর্ত্তি সার ক'রে অন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি। (রোদন)

রাজা। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য! এ যে সেই দৈত্যরাজ-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা! কিন্তু এ আমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানি না। (চিন্তা করিয়া সপুলকে) বোধ হয়, এই জন্যেই বুঝি আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দন হতেছিল। আহা! অদ্য আমার কি সুপ্রভাত! এমন রমণী-রত্ন ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হ'লে যে কত যত্নে তাকে হৃদয়ে রাখি, তা বলা অসাধ্য। (অগ্রসর হইয়া শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি) হে সুন্দরি! রুদ্রের কোপানলে মন্মথ পুনরায় দগ্ধ হয়েছেন না কি যে, তুমি স্বর্গ পরিত্যাগ ক'রে একাকিনী এ উদ্যানে বিলাপ কচ্চো?

শর্ম্মিষ্ঠা। (রাজাকে অবলোকন করিয়া লজ্জিত হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে একাকী এ উদ্যানে এসেছেন?

রাজা। হে মৃগাক্ষি! তুমি যদি মন্মথ-মনোহারিণী রতি না হও, তবে তুমি কে এ উদ্যান অপরূপ রূপলাবণ্যে উজ্জ্বল কচ্চো?

শর্ম্মিষ্ঠা। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী!—হা অন্তঃকরণ! তুমি এত চঞ্চল হ'লে কেন?

রাজা। ভদ্রে! আমি কি অপরাধ করেছি যে, তুমি মধুরভাষে আমার কর্ণকুহরের সুখপ্রদানে একবারে বিরত হ'লে?

শর্ম্মিষ্ঠা। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে নরেশ্বর! আমি রাজমহিষীর এক জন পরিচারিকা মাত্র; তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সম্বোধন করা উচিত হয় না।

রাজা। না, না সুন্দরি! তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী! যা হোক্, যদ্যপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমাকে বরণ কর।

শর্ম্মিষ্ঠা। হে নরবর! আপনি এ দাসীকে এমত আজ্ঞা করবেন না।

রাজা। সুন্দরি ! আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে গান্ধর্ব্ববিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে সর্ব্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব কল্যাণি ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণিগ্রহণ কর।

শর্ম্মিষ্ঠা। (স্বগত) হা হৃদয় ! তোমার মনোরথ এত দিনের পর কি সফল হবে? (প্রকাশ্যে) হে নরনাথ! আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনা মাত্র।

রাজা। প্রিয়ে ! আমি সূর্য্যদেব ও দিঙ্মণ্ডলকে সাক্ষী ক'রে এই তোমার পাণিগ্রহণ কল্লেম, (হস্ত-ধারণ) তুমি অদ্যাবধি আমার রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা হ'লে।

শর্ম্মিষ্ঠা। (সসম্ভ্রমে) হে নরেশ্বর! আপনি এ কি করেন? শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্য কুসুমে কখন স্পৃহা করেন?

রাজা। (সহাস্যবদনে) আর কুমুদিনীরও চন্দ্রস্পর্শে অপ্রফুল্ল থাকা উচিত নয়। আহা! প্রেয়সি! অদ্য আমার কি শুভদিন! আমি যে দিবস তোমাকে গোদাবরী-নদীতটে পর্ব্বতমুনির আশ্রমে দর্শন করেছিলেম, সেই দিন অবধি তোমার এই অপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! তা দেবতা সুপ্রসন্ন হয়ে এত দিনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ কল্লেন।

শর্ম্মিষ্ঠা। আমার ভাগ্যে যে এত সুখ হবে, তা আমার কখনই মনে ছিল না। নাথ! যেমন কোন যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী প্রাণভয়ে ভীত হয়ে কোন বিশাল পর্ব্বতান্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসী অদ্যাবধি সেইরূপ আপনার শরণাপন্ন হলো। মহারাজ! আমি এত দিন চিরদুঃখিনী ছিলাম। (রোদন)

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার অশ্রু মোচন করিতে করিতে) কেন প্রিয়ে! বিধাতা ত তোমার নয়ন-যুগল কখন অশ্রুপূর্ণ হবার নিমিত্তে করেন নাই।

(দেবিকার প্রবেশ)

দেবিকা। (স্বগত) আহা! বকাসুর মহাশয়ের খেদোক্তি স্মরণ হ'লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (চিন্তা করিয়া) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়সখীর মনে জন্মভূমির প্রতি এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য! এমন সরলা বালার অন্তঃকরণ কি গুরু-কন্যার সৌভাগ্যহিংসায় পরিণত হলো! (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) এ কি! মহারাজ যযাতি যে প্রিয়সখীর সহিত কথোপকথন কচ্ছেন। আহা! দুই জনের একত্রে কি মনোহর শোভাই হয়েছে! যেন কমলিনী-নায়ক অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়তমা কমলিনীকে মধুরভাবে পরিতুষ্ট কচ্ছেন।

রাজা। (দেবিকাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) প্রিয়ে! দেখ দেখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

শর্ম্মিষ্ঠা। মহারাজ! ইনি আমার প্রিয়সখী, এর নাম দেবিকা।

দেবিকা। মহারাজের জয় হোক!

রাজা। (দেবিকার প্রতি) সুন্দরি! তোমার কল্যাণে আমি সর্ব্বত্রই বিজয়ী। এই দেখ, আমি বিনা সমুদ্রমন্থনে অদ্য এই কমলকাননে কমলাস্বরূপ তোমার সখীরত্ন প্রাপ্ত হলেম।

দেবিকা। (করযোড়ে) নরনাথ! এ রত্ন রাজ-মুকুটের যোগ্যাভরণ বটে; আমাদেরও অদ্য নয়ন সফল হ'লো?

শর্ম্মিষ্ঠা। (দেবিকার প্রতি) তবে সখি, সংবাদ কি বল দেখি?

দেবিকা। রাজনন্দিনি! বকাসুর মহাশয় তোমার নিকটে বিদায় হয়েও পুনর্ব্বার একবার সাক্ষাৎ কত্তে নিতান্ত ইচ্ছুক; তিনি পূর্ব্বদিকের বৃক্ষবাটিকাতে অপেক্ষা কচ্ছেন, তোমার যেমন অনুমতি হয়।

রাজা। কোন্ বকাসুর?

শর্ম্মিষ্ঠা। বকাসুর মহাশয় এক জন প্রধান দৈত্য, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎকারণেই আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) সে কি? আমি দৈত্যবর বকাসুর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত আছি। তিনি এক জন মহা বীরপুরুষ। তাঁর যথোচিত সমাদর না কল্লে আমার এ রাজধানীর কলঙ্ক হবে। প্রিয়ে! চল, আমরা সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (স্বগত) এই ত মহিষীর পরিচারিকা-দের উদ্যান; তা কৈ, মহারাজ কোথায়? রক্ষক বেটা মিথ্যা কথা বল্লে না কি? কি আপদ্! প্রিয়বয়স্য অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একেবারে নেচে উঠেন। ছি! ক্ষত্রজাতির কি দুঃস্বভাব!

এঁদের কবিভায়ারা যে নরব্যাঘ্র বলেন, সে কিছু অযথার্থ নয়। দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাহির হ'তে পারে? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু সুখের শরীর নয়, তবুও আমার যে এ রৌদ্রে কত ক্লেশ বোধ হচ্ছে, তা বলা দুষ্কর। এই দেখ, আমি যেন হিমাচল-শিখর হয়েছি, আমার গা থেকে যে কত শত নদ ও নদী নিঃসৃত হয়ে ভূতলে পড়ছে, তার সীমা নাই। (মস্তকে হস্ত দিয়া) উঃ! আমি গঙ্গাধর হ'লেম না কি? তা না হ'লে আমার মস্তকপ্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি কচ্ছেন, এর কারণ কি? যা হোক্, মহারাজ গেলেন কোথায়? তিনি যে একাকী দস্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে বেরিয়েছেন, এ কথা শুনে পুরবাসীরা সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছে, আর সৈন্যাধ্যক্ষেরা পদাতিকদল লয়ে তাঁর অন্বেষণে নানাদিকে ভ্রমণ কচ্চে। কি উৎপাত! ডাঙ্গায় ব'সে যে মাছ বঁড়শীতে অনায়াসে গাঁথা যায়, তার জন্যে কি জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, এও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ, এই উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বে রাণীর পরিচারিকারা বসতি করে। তারা সকলেই দৈত্যকন্যা। শুনেছি, তারা না কি পুরুষকে ভেড়া ক'রে রাখে। কে জানে, যদি তাদের মধ্যে কেউ আমাদের কন্দর্প-স্বরূপ মহারাজের রূপ দেখে তাঁকে মায়াবলে সেইরূপ ক'রে থাকে, তবেই ত ঘোর প্রমাদ! (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ, তাও বটে, আমারও ত এমন জায়গায় দেখা দেওয়া উচিত কর্ম্ম নয়। যদিও আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ মন্মথ নই, তবু আমি যে নিতান্ত কদাকার, তাও বলা যায় না। কে জানে, যদি আমাকেও দেখে আবার কোন মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলেম! তা ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না। আমি দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কি তা চলে? ও সব বরঞ্চ রাজাদের পোষায়। আমরা উদর পূরে খাব আর আশীর্ব্বাদ করবো, এই ত জানি; তা সাত জন্ম বরং নারীর মুখ না দেখবো, তবু ত ভেড়া হ'তে স্বীকার হবো না। বাপ্! (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও কি? ঐ না— এক মাগী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে? ও বাবা, কি সর্ব্বনাশ! (বস্ত্রের দ্বারা মুখাবরণ) মাগী আমার মুখটা না দেখতে পেলেই বাঁচি। হে প্রভু অনঙ্গ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এ বিপদ্ হ'তে রক্ষা কর! তা আর কি? এখন দেখছি, পালাতে পাল্লেই রক্ষা।

[বেগে পলায়ন।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজগৃহ

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। বয়স্য! আপনি অদ্য এত বিরসবদন হয়েছেন কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর ভাই! সর্ব্বনাশ হয়েছে! হে বিধাতঃ! এ দুরন্ত বিপদার্ণব হ'তে কিসে নিস্তার পাব?

বিদূ। সে কি মহারাজ? ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। আর ভাই! বল্‌বো কি? যেমন কোন পোতবণিক্ ঘোরতর অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুলচিত্তে কোন দিক্‌নির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রতি প্রবল সহায় বিবেচনায় মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিপাত করে, আমিও সেইরূপ এই অপার বিপদ্‌সাগরে পতিত হয়ে পরমকারুণিক পরমেশ্বরকে একমাত্র ভরসা জ্ঞানে সর্ব্বদা মানসে ধ্যান কচ্চি। হে জগৎপিতঃ! এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন।

বিদূ। (স্বগত) এ ত কোন সামান্য ব্যাপার নয়। ত্রিভুবন-বিখ্যাত, রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি যে এতাদৃশ ভাবিত হয়েছেন, কারণটাই কি? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। কি আর বলুব ভাই! এবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত; এত দিনের পর রাণী আমার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার বিষয় সকল অবগত হয়েছেন।

বিদূ। বলেন কি মহারাজ? তা এ যে অনিষ্ট-ঘটনা, তার কোন সন্দেহ নাই; ভাল, রাজমহিষী কি প্রকারে এ সকল বিষয় জান্‌তে পাল্লেন?

রাজা। সখে! সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? বিধাতা বিমুখ হ'লে লোকের আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিষী অদ্য সায়ংকালে অনেক যত্ন-পূর্ব্বক তাঁর পরিচারিকাগণের সহিত উদ্যানভ্রমণ কত্তে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, আমিও তাতে অস্বীকার হ'তে পাল্লেম না, সুতরাং আমরা

উভয়ে তথায় ভ্রমণ কত্তে কত্তে প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার গৃহের নিকটবর্ত্তী হলেম। ভাই হে, তৎকালে অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্বিগ্ন হ'লো, তা বলা দুষ্কর।

বিদূ। বয়স্য! তার পর?

রাজা। আমাকে দেখে প্রিয়তমা প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র তাদের বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ ক'রে প্রফুল্লবদনে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার নিকটে এল এবং রাজমহিষীকে আমার সহিত দেখে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান রইলো।

বিদূ। কি দুর্ব্বিপাক! তার পর?

রাজা। রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখে মৃদুস্বরে বল্লেন, "হে বৎসগণ! তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করো না।" এই কথা শুনে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সক্রোধে স্বীয় কোমলবাহু আস্ফালন ক'রে বল্লে, "আমরা কাকেও শঙ্কা করি না, তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও—তিনি হ'লে আমাদের কত আদর কত্তেন।"

বিদূ কি সর্ব্বনাশ! বয়স্য! তার পর কি হলো?

রাজা। সে কথা আর বল্‌বো কি? তৎকালে আমার মস্তক কুলালচক্রের ন্যায় একেবারে ঘূর্ণায়মান হ'তে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা করলেম, যদি এ সময়ে জগন্মাতা বসুন্ধরা দ্বিধা হন, তা হ'লে আমি তৎক্ষণাৎ তাতে প্রবেশ করি। (দীর্ঘনিশ্বাস)

বিদূ। বয়স্য! আপনি যে একেবারে নিস্তব্ধ হলেন?

রাজা। আর ভাই! করি কি বল! রাজমহিষী আমাকে আর প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভর্ৎসনা কল্লেন, তার আর সীমা নাই। অধিক কি বল্‌বো, যদ্যপি তেমন কটুবাক্য স্বয়ং বাগ্‌দেবীর মুখ হ'তে বহির্গত হতো, তা হ'লে আমি তাও সহ্য কত্তেম না, কিন্তু কি করি? রাজমহিষী ঋষিকন্যা, বিশেষতঃ প্রিয়া শর্ম্মিষ্ঠার সহিত তাঁর চিরবিবাদ। (দীর্ঘনিশ্বাস)

বিদূ। বয়স্য! সে যথার্থ বটে! কিন্তু আপনি এ বিষয়ে অধিক চিন্তাকুল হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাণ হবে। দেখুন, আকাশমণ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, প্রবল ঝটিকা কিছু চিরকাল বয় না।

রাজা। সখে! তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্রকৃতরূপে অবগত নও। তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী।

বিদূ। বয়স্য! যে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কখন আপনার প্রিয়তমকে কাতর দেখতে পারে?

রাজা। সখে! তুমি কি বিবেচনা কর যে, আমি রাজমহিষীর নিমিত্তই এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছি? মৃগীর ভয়ে কি মৃগরাজ ভীত হয়? যে কোমল বাহু পুষ্পশরাসনে গুণযোজনায় ক্লান্ত হয়, এতাদৃশ বাহুকে কি কেউ ভয় করে?

বিদূ। তবে আপনার এতাদৃশ চিন্তাকুল হবার কারণ কি?

রাজা। সখে! যদ্যপি রাণী এ সকল বৃত্তান্ত তাঁর পিতা মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপস্বীর ক্রোধাগ্নি হ'তে আমাকে কে উদ্ধার করবে? যে হুতাশন প্রজ্বলিত হ'লে স্বয়ং ব্রহ্মাও কম্পায়মান হন, সে হুতাশন হ'তে আমি দুর্ব্বল মানব কি প্রকারে পরিত্রাণ পাবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! হায়! শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ ক'রে কি কুকর্ম্মই করেছি! (চিন্তা করিয়া) হা রে পাষণ্ড নির্ব্বোধ অন্তঃকরণ! তুই সে নিরুপমা নারীকে কেমন ক'রে নিন্দা করিস্, যার সহিত তুই মর্ত্ত্যে স্বর্গভোগ করেছিস্! হা নিষ্ঠুর! তুই যে এ পাপের যথোচিত দণ্ড পাবি, তার আর কোন সন্দেহ নাই। আহা, প্রেয়সি! যে ব্যক্তি তোমার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কত্তে উদ্যত, সেই কি তোমার দুঃখের মূল হলো! হা চারুহাসিনি! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? হা প্রিয়ে! হা আমার হৃৎসরোবরের পদ্মিনি!

বিদূ। বয়স্য! এ বৃথা খেদোক্তি করেন কেন? চলুন, আমরা উভয়ে মহিষীর মন্দিরে যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা, আর পতিপরায়ণা, তিনি আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্যই ক্রোধ সংবরণ করবেন।

রাজা। সখে! তুমি কি বিবেচনা কচ্ছো যে, মহিষী এ পর্য্যন্ত এ নগরীতে আছেন?

বিদূ। (সসম্ভ্রমে) সে কি বয়স্য! তবে রাজমহিষী কোথায়?

রাজা। ভাই! তিনি সখী পূর্ণিকাকে সঙ্গে লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, তা কেউ বল্‌তে পারে না।

বিদূ। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ! কি সর্ব্বনাশের কথা! যদ্যপি রাজ্ঞী ক্রোধাবেশে দৈত্যদেশেই

প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল! আপনি এ বিষয়ে কি উপায় করেছেন?

রাজা। আর কি কর্‌বো? আমি জ্ঞানশূন্য ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি ভাই!

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ, মহারাজ! আর কি বিলম্ব করা উচিত?—চলুন চলুন, অতি ত্বরায় পবন-বেগশালী অশ্বারূঢ়গণকে মহিষীর অন্বেষণে পাঠান যাক্ গে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরীর নিকটস্থ যমুনানদীতীরে অতিথিশালা

(শুক্রাচার্য্য ও কপিলের প্রবেশ)

শুক্র। আহা! কি রম্যস্থান! ভো কপিল! ঐ পরিদৃশ্যমানা নগরী কি মহাত্মা, মহাতেজাঃ, পরন্তপ, চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তিগণের রাজধানী?

কপিল। আজ্ঞা হাঁ।

শুক্র। আহা, কি মনোহর নগরী! বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্ম্মা ঐ সকল অট্টালিকা, পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য প্রীতিকর বস্তু, কুবের-পুরী অলকা আর ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে লজ্জা দিবার নিমিত্তেই পৃথিবীতে নির্ম্মাণ করেছেন।

কপিল। ভগবন্! ঐ প্রতিষ্ঠানপুরী বাহু-বলেন্দ্র রাজচক্রবর্ত্তী নহুষপুত্র যযাতির উপযুক্তই রাজধানী। কারণ, তাঁর তুল্য বেদবেদাঙ্গপারগ, পরমধার্ম্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি মনুজেন্দ্র সকলের মধ্যে দেবেন্দ্রের ন্যায় স্থিতি করেন।

শুক্র। আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দেবযানীকে এতাদৃশ সুপাত্রে প্রদান করায় আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি।

কপিল। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি?

শুক্র। বৎস! বহুদিবসাবধি আমার পরম স্নেহপাত্রী দেবযানীর চন্দ্রানন দর্শন করি নাই এবং তার যে সন্তানদ্বয় জন্মেছে, তাদেরও দেখতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। সেই জন্যই ত আমি এ দেশে আগমন করেছি; কিন্তু অদ্য ভগবান্ আদিত্য প্রায় অস্তা-চলে গমন কল্লেন; অতএব এ মুখ্য কালবেলার সময়; তা এইক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কোন-ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে বৎস! অদ্য এই নিকটবর্ত্তী অতিথিশালায় বিশ্রামের আয়োজন কর।

কপিল। প্রভো! যথা ইচ্ছা।

শুক্র। বৎস! তুমি এ দেশের সমুদয় বিশেষ-রূপে অবগত আছ, কেন না, দেবযানীর পাণি-গ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্থে আগমন করেছিলে; অতএব তুমি কিঞ্চিৎ খাদ্য-দ্রব্যাদি আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে ভগবান্ মার্ত্তণ্ড অস্তাচলচূড়াবলম্বী হলেন, আমি সায়ংকালের সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করি।

কপিল। ভগবন্! আপনার যেমন অভিরুচি।

[কপিলের প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) যে পর্য্যন্ত কপিল প্রত্যাগমন না করে, আমি তদবধি এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ করি।

(বৃক্ষমূলে উপবেশন)

(দেবযানী এবং পূর্ণিকার ছদ্মবেশে প্রবেশ)

পূর্ণিকা। (দেবযানীর প্রতি) মহিষি! আপনার মুখে যে আর কথাটি নাই?

দেব। সখি! এই নির্জ্জন স্থান দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে। আমরা যে কি প্রকারে সেই দুরতর দৈত্যদেশে যাব আর পথিমধ্যে যে আমা-দিগকে কে রক্ষা কর্‌বে, তা ভাবলে আমার বক্ষঃস্থল শুষ্ক হয়ে উঠে।

পূর্ণিকা। মহিষি! এ আমারও মনের কথা, কেবল আপনার ভয়ে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ কত্তে পারি নাই। আমার বিবেচনায় আমাদের রাজান্তঃপুরে পুনর্গমন করাই উচিত।

দেব। (সক্রোধে) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা থাকে, তবে যাও না কেন? কে তোমাকে বারণ কচ্ছে?

পূর্ণিকা। দেবি! ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেইখানে ছায়ার ন্যায় আপনার পশ্চাদ্‌গামিনী হব!

দেব। সখি! তুমি কি আমাকে ঐ পাপনগরীতে পুনঃপ্রবেশের পরামর্শ দাও? এতাদৃশ নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতঘ্ন পুরুষের মুখ কি আমার আর

দর্শন করা উচিত? সে দুরাচার তার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠাকে লয়ে সুখে রাজ্যভোগ করুক, সে শর্ম্মিষ্ঠাকে রাজমহিষী-পদে অভিষিক্তা ক'রে তার সহিত পরম-সুখে কালযাপন করুক! তার সহিত আমার আর কি সম্পর্ক? তবে আমার দুইটি শিশু-সন্তান আছে, তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের আমার পিত্রা-শ্রমে শীঘ্র আন্‌বো, তাদের রাজ্যভোগে প্রয়োজন কি? শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রেরা রাজ্যভোগে—পরমানন্দে কালাতিপাত করুক। আহা! আমার কি কুলগ্নেই সেই দুরাচার, দুঃশীল, দুষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের কি এই প্রতি-ফল? হা হতদেব! যাকে সুশীতল চন্দন-বৃক্ষ ভেবে আশ্রয় কর্‌লেম, সে ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো! হায়! হায়! আমার এমন দুর্ম্মতি কেন উপস্থিত হয়েছিল? আমি আপন হস্তে খড়্গ তুলে আপনার মস্তকচ্ছেদ করেছি। আহা! যাকে রত্ন ভেবে অতি যত্নে বক্ষঃস্থলে ধারণ কল্লেম, সেই আবার কালক্রমে প্রজ্বলিত অনল হয়ে বক্ষঃস্থল দাহন কল্লে! (রোদন) হায় রে বিধি! তোর কি এই উচিত? আমি এ দুরাচারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে কি দুষ্কর্ম্মই করেছি। এমন পতি থাকা না থাকা দুই তুল্য; তা যেমন কর্ম্ম, তদুপযুক্ত ফলও পেলেম।

পূর্ণিকা। রাজ্ঞি! আপনি একে ত মহর্ষিকন্যা, তাতে আবার রাজগৃহিণী, আপনি এইটি বিবেচনা করুন্ দেখি, আপনার কি এমন অমঙ্গল কথা সধবা হয়ে,—(অর্দ্ধোক্তি)

দেব। সখি! আমাকে তুমি সধবা বল কেন? আমার কি স্বামী আছে? আমি আমার স্বামীকে শর্ম্মিষ্ঠারূপ কাল-ভুজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ ক'রে এসেছি। হা বিধাতঃ!—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

পূর্ণিকা। এ কি! এ কি! রাজমহিষী যে অচৈতন্য হলেন! ওগো, এখানে কে আছ, শীঘ্র একটু জল আন ত! শীঘ্র! শীঘ্র! হায়! হায়! হায়! আমি কি কর্‌বো? এ অপরিচিত স্থান! বোধ হয়, এখানে কেউ নাই। আমিই বা রাজমহিষীকে এমন স্থানে এতাদৃশী অবস্থায় একাকিনী রেখে যমুনায় কি প্রকারে জল আন্‌তে যাই? কি হলো! কি হলো! হায় রে বিধাতঃ! তোর মনে কি এই ছিল? যাঁর ইঙ্গিতে শত শত দাস-দাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, তিনি এক্ষণে ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছেন, অথচ একটি লোক নাই যে, তাঁর নিকটে একটু থাকে। আহা, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়? (রোদন)

শুক্র। (গাত্রোত্থান ও অগ্রসর হইয়া) কার যেন রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হচ্ছে না? (নিকটে আসিয়া পূর্ণিকার প্রতি) কল্যাণি! তুমি কে? আর কি জন্যই বা এতাদৃশী কাতরা হয়ে এ নির্জ্জন স্থানে রোদন কচ্চো? আর এই যে নারী ভূতলে পতিতা আছেন, ইনিই বা তোমার কে?

পূর্ণিকা। মহাশয়! এ পরিচয়ের সময় নয়। আপনি অনুগ্রহ ক'রে কিঞ্চিৎকাল এই স্থানে অবস্থিতি করুন, আমি ঐ যমুনা হ'তে জল আনি।

[প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। এ স্ত্রীলোকেরা মায়াবিনী রাক্ষসী কি যথার্থই মানবী, তাও ত কিছু বুঝতে পারি না।

দেব। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া) হা দুরাচার পাষণ্ড। হা নরাধম! তুই ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণকন্যাকে প্রাপ্ত হয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নাই?

শুক্র। (স্বগত) কি চমৎকার! বোধ করি, এ স্ত্রীলোকটি কোন পুরুষকে ভৎর্সনা কচ্চে।

দেব। যাও—যাও! তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না, আমি কি শর্ম্মিষ্ঠা? চণ্ডালে চণ্ডালে মিলন হওয়া উচিত বটে। আমি তোমার কে? মধুরস্বরা কোকিলা আর কর্কশ-কণ্ঠ কাক কি একত্রে বসতি কর্‌তে পারে? শৃগালের সহিত কি সিংহীর মিত্রতা হয়? তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হ'লেই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দূর বিভিন্নতা, তা কি তুমি কিছুই জান না? আমি দেব-দৈত্য-পূজিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের কন্যা—(পুনর্মূর্চ্ছা-প্রাপ্তি)

শুক্র। (স্বগত) এ কি! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখছি? শিব! শিব! আর যে নিদ্রায় আবৃত আছি, তাই বা কি প্রকারে বলি? ঐ যে যমুনা কল্লোলিনীর স্রোত-কলরব আমার শ্রুতি-কুহরে প্রবেশ কচ্চে, এই যে নবপল্লবগণ মন্দ মন্দ সুগন্ধি গন্ধবহের সহিত কেলি করছে। তবে আমি এ কি কথা শুন্‌লেম? ভাল, দেখা যাক দেখি, এই নারীটি কে? (অবগুণ্ঠন খুলিয়া) আহা! এ যে প্রাণাধিকা বৎসা দেবযানী! যে অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে শশিকলা ছিল, সে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা প্রাপ্ত হয়েছে। তা এ দশায় এ স্থলে কি জন্যে? আমি যে কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চি না, আমি যে জ্ঞানশূন্য—(অর্দ্ধোক্তি)

(পূর্ণিকার পুনঃ প্রবেশ)

পূর্ণিকা। মহাশয়! সরুন্ সরুন্, আমি জল এনেছি। (মুখে জল প্রদান)

দেব। (সচেতন হইয়া) সখি পূর্ণিকে! রাত্রি কি প্রভাতা হয়েছে? প্রাণেশ্বর কি গাত্রোত্থান ক'রে বহির্গমন করেছেন? (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) অয়ি পূর্ণিকে! এ কোন্ স্থান?

পূর্ণিকা। প্রিয়সখি! প্রথমে গাত্রোত্থান করুন্, পরে সকল বৃত্তান্ত বলা যাবে।

দেব। (গাত্রোত্থান ও শুক্রাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া জনান্তিকে) অয়ি পূর্ণিকে! এ মহাত্মা মহা-তেজা ঋষিতুল্য ব্যক্তিটি কে?

শুক্র। বৎসে! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছ?

দেব। ভগবন্! আপনি কি আজ্ঞা কচ্চেন?

শুক্র। বৎসে! বলি, আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছ?

দেব। (পুনরবলোকন করিয়া) আর্য্য! আপনি —হা পিতঃ! হা পিতঃ! (পদতলে পতন ও জানু গ্রহণ) পিতঃ! বিধাতাই দয়া ক'রে এ সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন। (রোদন)

শুক্র। কেন, কেন? কি হয়েছে? আমি যে এর মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। তোমার কুশলসংবাদ বল? (উত্থাপন ও শিরশ্চুম্বন)

দেব। হে পিতঃ! আপনি আমাকে এ দুঃখানল হ'তে ত্রাণ করুন্। (রোদন)

শুক্র। বৎসে! ব্যাপারটা কি বল দেখি? তুমি এত চঞ্চল হয়েছ কেন? এত যে ব্যস্তসমস্ত হয়ে তোমাকে দেখ্তে এলেম, তা তোমার সহিত এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো, তুমি রাজগৃহিণী, তাতে আবার কুলবধূ, তোমার কি রাজান্তঃপুরের বহির্গামিনী হওয়া উচিত? তুমি এ স্থানে এ অবস্থায় কি নিমিত্তে?

দেব। হে পিতঃ! আপনার এ হতভাগিনী দুহিতার আর কি কুলমান আছে? (রোদন)

শুক্র। সে কি? তুমি কি উন্মত্ত হয়েছ? (স্বগত) হা হতোঽস্মি! এ কি দুর্দ্দৈব! (প্রকাশ্যে) বৎসে! মহারাজ ত কুশলে আছেন?

দেব। ভগবন্! আপনি দেবদানবপূজিত মহর্ষি, আপনি সে নরাধমের নাম ওষ্ঠাগ্রে আন্‌বেন না।

শুক্র। (সক্রোধে) রে দুষ্টে পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা করিস্?

দেব। (পদতলে পতন্ ও জানুগ্রহণ) হে পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্জ্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন্, সেও বরঞ্চ ভাল; হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখবো না।

শুক্র। (বিষণ্নবদনে) এ কি বিষম বিভ্রাট্! বৃত্তান্তটাই কি বল না কেন?

দেব। হা পিতঃ! হা পিতঃ (রোদন)

শুক্র। অয়ি পূর্ণিকে! ভাল, তুমিই বল দেখি, কি হয়েছে?

পূর্ণিকা। ভগবন্, আমি আর কি বল্‌বো?

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ! আমার দুঃখের কথা আর কি বলবো? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা ক'রে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম।

শুক্র। কি সর্ব্বনাশ! এ কি কথা?

দেব। তাত! সে দৈত্যকন্যা দুশ্চারিণী শর্ম্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।

শুক্র। আঃ! এরই নিমিত্ত এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই? বৎসে! গান্ধর্ব্ববিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না?

দেব। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নীযন্ত্রণা ভোগ করবে?

শুক্র। ক্ষত্রিয়রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখনি আমি জানি যে, এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্ব্বেই এ বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

দেব। পিতঃ! আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দ্বারা উচিত শাস্তি প্রদান করুন।

(পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ)

শুক্র। (কর্ণে হস্ত দিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! বৎসে! আমি এ কর্ম্ম কি প্রকারে করি? রাজা যযাতি পরম ধর্ম্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ।

দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন্, আমি যমুনাসলিলে প্রাণত্যাগ করি।

শুক্র। (স্বগত) এও ত সামান্য বিপত্তি নয়, এখন কি করি? (প্রকাশ্যে) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা যে, আমি তোমার স্বামীকে অভিসম্পাতে ভস্ম করি?

দেব। না, না, তাত! তা নয়, আপনি সে দুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন, যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ কত্তে না পারে।

শুক্র। (চিন্তা করিয়া) ভাল! তবে তুমি গাত্রোত্থান ক'রে গৃহে পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ! আমি ত আর সে দুরাচারের গৃহে প্রবেশ করবো না।

শুক্র। (ঈষৎ কোপে) তবে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না।

দেব। তাত! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কত্তেই হবে; কিন্তু আমার প্রার্থনাটি যেন সুসিদ্ধ হয়, সখি পূর্ণিকে! তবে চল যাই।

[দেবযানী ও পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) অপত্যস্নেহের কি অদ্ভুত শক্তি! আবার তাও বলি, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্তে পারে? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিৎ পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তার অনিষ্ট-ঘটনা ঘটবে? তা যাই, একটু নিভৃত স্থানে ব'সে বিবেচনা করি, এক্ষণে কিরূপ কর্ত্তব্য। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—শর্ম্মিষ্ঠার গৃহসম্মুখস্থ উদ্যান

(শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবিকার প্রবেশ)

দেবিকা। রাজনন্দিনি, আর বৃথা আক্ষেপ কল্লে কি হবে?—আমি একটা আশ্চর্য্য দেখছি যে, কালে সকলই পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু দেবযানীর স্বভাব চিরকাল সমান রৈল। এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী কি আর দুটি আছে?

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি! তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি? যদ্যপি আমি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর যদি সে রত্নকে কেহ অপহরণ করে, তবে অপহর্ত্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না?

দেবিকা। হাঁ, তা যথার্থ বটে।

শর্ম্মিষ্ঠা। তবে সখি! দেবযানীকে কি তোমার ভৎসনা করা উচিত? পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা তার প্রিয়তর অমূল্য রত্ন কি আছে বল দেখি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি! দেবযানী আমার অপমান করেছে ব'লে যে আমি রোদন কচ্চি, তা তুমি ভেবো না। দেখ সখি! আমার কি দুরদৃষ্ট? কি ছিলেম, কি হলেম! আবার যে কি কপালে আছে, তাই বা কে বলতে পারে? এই সকল ভাবনায় আমি একেবারে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রাণেশ্বরের সে চন্দ্রানন দর্শন না কল্লে আমি আর প্রাণধারণ কিরূপে করবো? সখি! যেমন মৃগী তৃষ্ণায় নিতান্ত পীড়িতা হয়ে সুশীতল জলাভাবে ব্যাকুল হয়, প্রাণনাথ-বিরহে আমার প্রাণও সেইরূপ হয়েছে! (অধোবদনে রোদন)

দেবিকা। রাজনন্দিনি! তুমি এত ব্যাকুল হইও না; মহারাজ অতি ত্বরায় তোমার নিকটে আসবেন।

শর্ম্মিষ্ঠা। আর সখি! তুমিও যেমন! মিথ্যা প্রবোধে কি আর মন মানে? (রোদন)

দেবিকা। প্রিয়সখি, তোমার কিছুমাত্র ধৈর্য্য নাই? দেখ দেখি, কুমুদিনী দিবাভাগে তার প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহ্য করে; চক্রবাকীও তার প্রাণেশ্বর বিহনে একাকিনী সমস্ত যামিনী যাপন করে; তা তুমি কি আর, সখি, ক্ষণকাল পতিবিচ্ছেদ সহ্য কত্তে পার না?

শর্ম্মিষ্ঠা। প্রিয়সখি! তুমি কি জান না যে, আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশধর চিরকালের মিনিত্তে অস্তে গিয়েছেন? হায়! হায়! আমার বিরহ-রজনী কি আর প্রভাতা হবে? (রোদন)

দেবিকা। প্রিয়সখি! শান্ত হও, তোমার এরূপ দশা দেখে তোমার শিশুসন্তানগুলিও নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর তোমার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদা রোদন কচ্ছে।

শর্ম্মিষ্ঠা। হা বিধাতঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমার কপালে কি এই ছিল? সখি! তুমি বরঞ্চ গৃহে যাও, আমার শিশুগুলিকে সান্ত্বনা কর গে, আমি এই নির্জ্জন কাননে আরও একটু থেকে যাব।

দেবিকা। প্রিয়সখি! এ নির্জ্জন স্থানে একাকিনী ভ্রমণ করায় প্রয়োজন কি?

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি! তুমি কি জান না, যখন কুরঙ্গিণী বাণাঘাতে ব্যথিত হয়, তখন কি সে আর অন্যান্য হরিণীগণের সহিত আমোদ-প্রমোদে কালযাপন ক'রে থাকে? বরঞ্চ নির্জ্জন বনে প্রবেশ ক'রে একাকিনী ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন করে এবং সর্ব্বব্যাপী অন্তর্য্যামী ভগবান্ ব্যতিরেকে তার অশ্রুজল

আঁর কেহ দেখতে পান না। সখি! প্রাণেশ্বরের বিরহবাণে আমারও হৃদয় সেইরূপ ব্যথিত হয়েছে, আমার কি আর বিষয়ান্তরে মন আছে?

(নেপথ্যে)। অয়ি দেবকে! রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন গা? এমন দুরন্ত ছেলেদের শান্ত করা কি আমাদের সাধ্য?

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি, ঐ শুন, তুমি শীঘ্র যাও!

দেবিকা। প্রিয়সখি, এ অবস্থায় তোমাকে একাকিনী রেখে আমি কেমন করেই বা যাই? কি করি, না গেলেও ত নয়।

[প্রস্থান।

শর্ম্মিষ্ঠা। (স্বগত) হে প্রাণেশ্বর! তোমার বিরহে আমার দগ্ধ-হৃদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, তা, আর কাকে বল্‌বো? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রাণনাথ! তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত পরিত্যাগ কল্লে? জীবিতনাথ! তোমাকে সকলে দয়াসিন্ধু বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে কি তোমার সে নামে কলঙ্ক হলো? হে রাজন্! তুমি দরিদ্রকে অমূল্য রত্ন প্রদান ক'রে আবার তা অপহরণ কল্লে? অন্ধকার রাত্রে অতি পথশ্রান্ত পথিককে আলোক দর্শন করিয়ে তাকে গহনকাননে এনে দীপ নির্ব্বাণ কল্লে? (বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া) হা ভগবান্ অশোকবৃক্ষ! তুমি কত শত ক্লান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত শত জন্তু তপন-তাপে তাপিত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ কল্লে সুশীতল ছায়া দ্বারা তাহাদের ক্লান্তি দূর কর। তুমি পরম পরোপকারী; অতএব তুমি ধন্য! হে তরুবর! যেমন পিতা কন্যাকে বরপাত্রে প্রদান করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তদ্রূপ প্রদান করেছ, কেন না, তোমার এই সুগন্ধি ছায়ায় তিনি এ হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। হে তাত! এক্ষণে এ অনাথা অভাগিনীকে আশ্রয় দাও। (রোদন) আহা! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত যে কত সুখভোগ করেছি, তা বলতে পারি না! (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হায়, সে সকল দিন এখন কোথায় গেল? হে প্রভু নিশানাথ! হে নক্ষত্রমণ্ডল! হে মন্দমলয়-সমীরণ! তোমাদের সম্মুখে আমি পূর্ব্বে যে সকল সুখানুভব করেছি, তা কি আমার জন্মের মত শেষ হলো? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! গত সুখের কথা স্মরণ হ'লে দ্বিগুণ দুঃখবৃদ্ধি হয় বৈ ত নয়।

(গীত)

ঝিঁঝিট—মধ্যমান

এই সে কুসুম-কানন গো,
পাইয়াছিলাম যথা পুরুষ-রতন।
সেই মত পিকবরে স্বরে হরে মন!
সেই পূর্ণ-শশধরে সেইরূপ শোভা ধরে,
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন!
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে ঝরিছে বারি,
এ দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন॥

আমরা এই স্থানে গানবাদ্যে যে কত সুখলাভ করেছি, তার আর পরিসীমা নাই, কিন্তু এক্ষণে সে সুখানুভব কোথায় গেল? আহা! কি চমৎকার ব্যাপার! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে আমার সকলই অসুখ। বীণার তার ছিন্ন হ'লে তার যেমন দশা ঘটে, জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে। আর না হবে বা কেন? জলধরের প্রসাদ অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকল রবে প্রবাহিত হয়? হে প্রাণনাথ! তুমি কি অনাথা অধীনীকে একেবারে বিস্মৃত হলে? যে যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী মহৎ গিরিবরের আশ্রয় পেয়ে কিঞ্চিৎ সুখী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি তাকে আশ্রয় দিতে একান্ত পরাঙ্মুখ হলেন! (অধোবদনে উপবেশন)

(রাজার একান্তে প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আহা! নিশাকরের নির্ম্মল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে! যেমন কোন পরমা সুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমলদর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন ক'রে পুলকিত হয়, অদ্য সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবর-সলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। নানা শব্দ-পূর্ণ ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় মৌন-ব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত খদ্যোতিকাগণ উজ্জ্বল রত্নরাজির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হ'তে পল্লবান্তরে শোভিত হচ্ছে। হে বিধাতঃ! তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই সুখী! (চিন্তা করিরা গমন) মহিষীর অন্বেষণে নানাদিকে রথী আর অশ্বারূঢ়গণকে ত প্রেরণ করা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার কোন সংবাদ

পাওয়া যায় নাই! তা ভেবেই বা আর কি ফল? বিধাতার মনে যা আছে, তাই হবে, কিন্তু আমি প্রাণেশ্বরী শর্ম্মিষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাব? আহা! আমার নিমিত্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহ্য করেছেন, তা মনে হ'লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (পরিক্রমণ) ঐ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করেছিলেম। আহা! সে দিন কি শুভদিনই হয়েছিল!

শর্ম্মিষ্ঠা। (গাত্রোত্থান করিয়া) দেবযানীর কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই রাজভোগে বঞ্চিত হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকেও হারালেম! হা বিধাতঃ! তুমি আমার সুখনাশার্থেই কি দেবযানীকে সৃষ্টি করেছ? (দীর্ঘনিশ্বাস)

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে) এ কি! এই যে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠা এখানে রয়েছেন।

শর্ম্মিষ্ঠা। (রাজাকে দেখিয়া ও রাজার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া এবং হস্তধারণ করিয়া) প্রাণনাথ! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছিলেম, না কোন দৈবমায়ায় বিমুগ্ধ ছিলেম? নাথ! আমি যে আপনার চন্দ্রবদন আর এ জন্মে দর্শন কর্‌বো, এমন কোন প্রত্যাশা ছিল না।

রাজা। কান্তে! তোমার নিকটে আমার আস্‌তে অতি লজ্জাবোধ হয়।

শর্ম্মিষ্ঠা। সে কি নাথ?

রাজা। প্রিয়ে! আমার নিমিত্তে তুমি কি না সহ্য করেছ?

শর্ম্মিষ্ঠা। জীবিতনাথ! দুঃখ ব্যতিরেকে কি সুখ হয়? কঠোর তপস্যা না কর্‌লে ত কখনও স্বর্গলাভ হয় না।

রাজা। আবার দেখ, মহিষী ক্রোধান্বিত হয়ে—

শর্ম্মিষ্ঠা। (অভিমান-সহকারে রাজার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া) মহারাজ! তবে আপনি অতি ত্বরায় এ স্থান হ'তে গমন করুন; কি জানি, এখানে মহিষীর আগমনের সম্ভাবনা আছে।

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার হস্ত ধারণ করিয়া) প্রিয়ে! তুমিও কি আমার প্রতি প্রতিকূল হ'লে? আর না হবেই বা কেন? বিধি বাম হ'লে সকলেই অনাদর করে।

শর্ম্মিষ্ঠা প্রাণেশ্বর! আপনি এমন কথা মুখে আন্‌বেন না। বিধাতা আপনার প্রতি কেন বিমুখ হবেন? আপনার আদিত্যতুল্য প্রতাপ, কুবেরতুল্য সম্পত্তি, কন্দর্পতুল্য রূপলাবণ্য;—আর আপনার মহিষীও দ্বিতীয় লক্ষ্মীস্বরূপা।

রাজা। প্রিয়ে! রাজমহিষীর কথা আর উল্লেখ করো না, তিনি প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ ক'রে কোন্ দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এ পর্য্যন্ত তার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় নাই।

শর্ম্মিষ্ঠা। সে আবার কি, মহারাজ?

রাজা। প্রিয়ে! বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে পিত্রালয়ে গমন ক'রে থাক্‌বেন।

শর্ম্মিষ্ঠা। এ কি সর্ব্বনাশের কথা! আপনি এই মুহূর্ত্তেই রথারোহণে দৈত্যদেশে গমন করুন। আপনি কি জানেন না যে, গুরু শুক্রাচার্য্য মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ? তাঁর এত ক্ষমতা আছে যে, তিনি কোপানলে এই ত্রিভুবনকেও ভস্ম কত্তে পারেন।

রাজা। প্রিয়ে! আমি সকলই জানি, কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখে আমি দৈত্যদেশে ত কোনমতেই গমন কত্তে পারি না। ফণী কি শিরোমণি কোথায় রেখে দেশান্তরে যায়?

শর্ম্মিষ্ঠা। প্রাণনাথ! আপনি এ দাসীর নিমিত্ত অধিক চিন্তা কর্‌বেন না; আমি বালকদিগের সহিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে উদরপোষণ কর্‌বো। আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্ব্বনাশ কত্তে উদ্যত হয়েছেন?

রাজা। প্রাণেশ্বরি! তোমা অপেক্ষা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হলো? তুমি আমার—(স্তব্ধ)

শর্ম্মিষ্ঠা। এ কি! প্রাণবল্লভ যে অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হ'লেন! কেন—কেন, কি হ'লো?

রাজা। প্রিয়ে! যেমন রণভূমিতে বক্ষঃস্থলে শেলাঘাত হ'লে পৃথিবী একেবারে অন্ধকারময় বোধ হয়, আমার সেইরূপ—(ভূমিতলে অচেতন হইয়া পতন)

শর্ম্মিষ্ঠা। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণনাথ! হা দয়িত! হা প্রাণেশ্বর! হা রাজচক্রবর্ত্তিন্! তুমি এ হতভাগিনীকে কি যথার্থই পরিত্যাগ কল্লে? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) হায়! হায়! বিধাতঃ তোমার মনে কি এই ছিল! হা রাজকুলতিলক

(দেবিকার পুনঃ প্রবেশ)

দেবিকা। প্রিয়সখি! তুমি কি নিমিত্তে—(রাজাকে অবলোকন করিয়া) হায়! হায়! এ

কি সর্ব্বনাশ! এ পূর্ণশশধর ধূলায় লুণ্ঠিত কেন? হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এবং মৃদুস্বরে) প্রেয়সি শর্ম্মিষ্ঠে! আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হ'লো, আর আমার প্রাণ কেমন কচ্চে; অদ্যাবধি আমার জীবন-আশা শেষ হলো।

শর্ম্মিষ্ঠা। (সজল-নয়নে) হা প্রাণেশ্বর! এ অনাথাকে সঙ্গে কর। আমি মাতা, পিতা, বন্ধুবান্ধব সকলকেই পরিত্যাগ ক'রে কেবল আপনার শ্রীচরণে শরণ লয়েছি। এ নিতান্ত অনুগতা অধীনীকে পরিত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নয়।

দেবিকা। প্রিয়সখি! এ সময়ে এত চঞ্চল হ'লে হবে না। চল, আমরা মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাই।

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি! যাতে ভাল হয় কর, আমি জ্ঞানহত হয়েছি।

[উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (কর্ণপাত করিয়া স্বগত) এ কি? রাজ-অন্তঃপুরে যে সহসা এত ক্রন্দনধ্বনি আর হাহাকার শব্দ উঠলো, এর কারণ কি? প্রিয় বয়স্যেরও অনেকক্ষণ হলো দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা কি? দ্বারপালের নিকট শুনলেম যে, মহিষী পূর্ণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তা তাঁর নিমিত্তে ত আর কোন চিন্তা নাই—তবে এ কি?

(এক জন পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হা রে পোড়া বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? হায়! হায়! কি হ'ল?

বিদূ। (ব্যগ্রভাবে) কেন—কেন, ব্যাপারটা কি?

পরি। তুমি কি শুননি না কি? হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আমরা কোথায় যাব? আমাদের কি হবে?

[রোদন করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) দূর মাগী লক্ষ্মীছাড়া! তুই ত কেঁদেই গেলি, এতে আমি কি বুঝলেম? (চিন্তা করিয়া) রাজপুরে যে কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তার আর কোন সংশয় নাই। কিন্তু—

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মহাশয়, ব্যাপারটা কি?

মন্ত্রী। (সজলনয়নে) আর কি বল্‌বো? এ কালসর্প—(অর্দ্ধোক্তি)

বিদূ। সে কি? মহারাজকে কি সর্পে দংশন করেছে না কি?

মন্ত্রী। সর্পই বটে। মহারাজকে যে কালসর্পে দংশন করেছে, স্বয়ং ধন্বন্তরিও তার বিষ হ'তে রক্ষা কত্তে পারেন না; আর ধন্বন্তরিই বা কে? স্বয়ং নীলকণ্ঠ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কত্তে ভীত হন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

বিদূ। মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে পাল্লেম না।

মন্ত্রী। আর বুঝবে কি? গুরু শুক্রাচার্য্য মহারাজকে অভিসম্পাত করেছেন।

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! তা মহর্ষি ভার্গব এখানকার বৃত্তান্ত এত ত্বরায় কি প্রকারে জান্‌তে পাল্লেন?

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস) এ সকল দৈব ঘটনা। তিনি এত দিনের পর অদ্য সায়ংকালে এ নগরীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বিদূ। তবে ত দৈবঘটনাই বটে! তা এখন আপনি কি স্থির কচ্চেন বলুন দেখি?

মন্ত্রী। আমি ত প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়েছি, তা দেখি, রাজপুরোহিত কি পরামর্শ দেন।

বিদূ। চলুন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই। হায়! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আর আমার জীবন থাকার ফল কি? মহারাজ! আপনিও যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে, তা আমি আর প্রাণধারণ করবো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজ্ঞী দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ)

পূর্ণিকা। রাজমহিষি! আর বৃথা আক্ষেপ করেন কেন? যে কর্ম্ম হয়েছে, তার আর উপায় কি?

রাজ্ঞী। হায়! হায়! সখি! আমার মত চণ্ডালিনী কি আর আছে? আমি আমার হৃদয়নিধি সাধ ক'রে হারালেম, আমার জীবনসর্ব্বস্ব ধন হেলায় নষ্ট কল্লেম। পতিভক্তি হ'তেও কি ক্রোধ বড় হলো? হায়! হায়! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার

মন্মথকে ভস্ম কল্লেম ! হে জগন্মাতঃ বসুন্ধরে ! তুমি আমার মতন পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহ্য কচ্চো ? হে প্রভো নিশানাথ ! তোমার সুশীতল কিরণ যে এখনও আমাকে অগ্নি হয়ে দগ্ধ কচ্চে না ? সখি ! শমনও কি আমাকে বিস্মৃত হলেন ? হায় ! হায় ! হায় আমার কন্দর্প ! আমি কি যথার্থই তোমাকে ভস্ম কল্লেম ? (রোদন)

পূর্ণিকা। রাজমহিষি ! রতিপতি ভস্ম হ'লে রতিদেবী যা করেছিলেন, আপনিও তাই করুন। যে মহেশ্বর কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দগ্ধ করেছেন, আপনি তাঁরই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হউন।

রাজ্ঞী। সখি ! আমি এ পোড়ামুখ আর ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি ব'লে দেখাবো ? হা প্রাণনাথ ! হা রাজকুলতিলক ! হা নরশ্রেষ্ঠ ! হায় ! হায় ! হায় ! আমি এ কি কল্লেম ! (রোদন)

পূর্ণিকা ! দেবি ! চলুন, আমরা পুনরায় মহর্ষির নিকটে যাই, তা হ'লেই এর একটা উপায় হবে।

রাজ্ঞী। সখি ! আমার এ পাপ হৃদয় কি সামান্য কঠিন ! এ যে এখনও বিদীর্ণ হ'লো না। হায় ! হায় ! প্রাণনাথ আমাকে বল্লেন, "প্রেয়সি ! তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী হয়ে তপস্যায় এ জরাগ্রস্ত দেহভার পরিত্যাগ করি।" আহা ! নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে এখনও প্রাণ রইলো ! (রোদন)

পূর্ণিকা। মহিষি ! চলুন, আমরা ভগবান্ তাতের নিকট যাই। তিনিই কেবল এ রোগের ঔষধ দিতে পারবেন। এখানে বৃথা আক্ষেপ কল্লে কি হবে ?

[রাজ্ঞীর হস্তধারণ করিয়া প্রস্থান

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজদেবালয়-সম্মুখ

(বিদূষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

বিদূ। আঃ ! তোমরা কি উন্মত্ত হয়েছ ? ঐ দেখ দেখি, সূর্য্যদেবের রথ আকাশমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত হয়েছে, আর এই পথপ্রান্তের বৃক্ষসকলও ছায়াহীন হয়ে উঠলো। তোমরা কি এ রাজধানীর সর্ব্বনাশ করবে না কি ?

প্রথম। কেন মহাশয় ?

বিদূ। কেন মহাশয় ? কেন তা আবার জিজ্ঞেসা কচ্চো ? বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হয়েছে, আমার এখনও স্নান-আহ্নিক-আহারাদি কিছুই হলো না ! যদি আমি ক্ষুধায় কি তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে কি জানি হঠাৎ এ রাজ্যকে একটা অভিশাপ দিয়ে ফেলি, তবে কি হবে বল দেখি ?

প্রথম। (সহাস্যবদনে) হাঁ, যথার্থ বটে ! তা এর মধ্যে দুই প্রহর কি, মহাশয় ? ঐ দেখুন, এখনও সূর্য্যদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি কচ্ছেন, আর শিশিরবিন্দু সকল এখনও পর্য্যন্ত মুক্তাফলের ন্যায় পত্রের উপর শোভমান হচ্ছে।

বিদূ। বিলক্ষণ ! তোমরা ত সকলি জান। (উদরে হস্ত দিয়া) ওহে, এই যে ব্রাহ্মণের উদর দেখছ, এটি সময় নির্ণয় কত্তে ঘটীযন্ত্র হ'তেও সুপটু। আর তোমরা এ ব্যক্তিটে যে কে, তা ত চিন্‌লে না ; ইনি যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বিষয়ে আর্য্যভট্টর পিতামহ।

প্রথম। তার সন্দেহ কি ? আপনি যে এক জন মহাপণ্ডিত মনুষ্য, তা আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি।

দ্বিতীয়। (স্বগত) এ ত দেখছি, নিতান্ত পাগল, এর সঙ্গে কথা কইলে সমস্ত দিনেও ত কথা শেষ হবে না। (প্রকাশ্যে) সে যা হোক্ মহাশয়, মহারাজ যে কিরূপে এ দুরন্ত অভিশাপ হ'তে পরিত্রাণ পেলেন, সে কথাটার যে কোন উত্তর দিলেন না ?

বিদূ। (সহাস্যবদনে) ওহে, আমরা উদরদেবের উপাসক, অতএব তাঁর পূজা না দিলে আমাদের নিকট কোন কর্ম্মই হয় না। বিশেষ জান ত যে, সকল কার্য্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণভোজনটা আবশ্যক ?

দ্বিতীয়। (সহাস্যমুখে) হাঁ, তা গো-ব্রাহ্মণের সেবা ত অবশ্যই কর্ত্তব্য।

বিদূ। বটে ? তবে ভালই হ'লো ; অগ্রে আমি ভোজন করবো, পরে তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গো-ব্রাহ্মণ দুয়েরই সেবা করা হবে।

প্রথম। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসছেন।

বিদূ। ও কি ও ? তোমরা কি এখন আমাকে ছেড়ে যাবে না কি ? এ কি ? ব্রাহ্মণ-সেবা ফেলে রেখে গো-সেবা আগে ?—হা দেখ, আশা দিয়ে না দিলে তোমাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

দ্বিতীয়। (হাস্যমুখে) না না, আপনার সে ভয় নাই।

(মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

প্রথম। আস্‌তে আজ্ঞা হোক, মহাশয়! মহারাজ যে কি প্রকারে আরোগ্য হয়েছেন, সেটি শুনবার জন্যে আমরা সকলে ব্যস্ত হয়েছি, আপনি আমাদের অনুগ্রহ ক'রে বলুন দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয়! সে সব দৈবঘটনা, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। রাণী মহারাজের সেইরূপ দুর্দ্দশা দেখে, দুঃখে একেবারে উন্মত্তার ন্যায় হয়ে উঠলেন, পরে তাঁর প্রিয়সখা পূর্ণিকা তাঁকে একান্ত কাতরা ও অধীরা দেখে পুনরায় মহর্ষির নিকট নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের সমীপে নানাবিধ বিলাপ কল্লে পর ঋষিরাজের অন্তঃকরণ দুহিতা-স্নেহে আর্দ্র হ'লো এবং তিনি বল্লেন, "বৎসে! আমার বাক্য ত কখন অন্যথা হবার নয়, তবে কেবল তোমার স্নেহে আমি এই বল্‌ছি, যদি মহারাজের কোন পুত্র তাঁর জরাভার গ্রহণ করে, তা' হলেই কেবল তিনি এ বিপদ্ হ'তে নিস্তার পান, এ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।" রাণী এ কথা শ্রবণমাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন কল্লেন এবং মহারাজকেও এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন। অনন্তর রাজা প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে আহ্বান ক'রে বল্লেন, "হে পুত্র! মহামুনি শুক্রের অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্ছি; তুমি আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এই জরারোগ সহস্র বৎসরের নিমিত্তে গ্রহণ কর, তা হ'লে, আমি এ পাপ হ'তে পরিত্রাণ পাই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার এ সহস্র বৎসর স্রোতের ন্যায় অতি ত্বরায় গত হবে। হে প্রিয়তম! জরারোগ হ'তে পরিত্রাণ পেলে আমার পুনর্জ্জন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হ'তে কিয়ৎকালের জন্যে মুক্ত কর।"

প্রথম। আহা! কি দুঃখের বিষয়! মহাশয়, এতে রাজপুত্র যদু কি বল্লেন?

মন্ত্রী। রাজকুমার যদু পিতার এরূপ বাক্যশ্রবণে বিরসবদনে বল্লেন, "হে পিতঃ! জরারোগের ন্যায় দুঃখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কি আছে? জরা-রোগে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও কুৎসিত হয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার কিছুমাত্র উদ্রেক হয় না, আর সমস্ত সুখ-ভোগে এককালে বঞ্চিত হ'তে হয়; তা পিতঃ, আপনি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করুন।"

প্রথম। ইঃ! কি লজ্জার কথা! এতে মহারাজ কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

মন্ত্রী। মহারাজ যদুর এই কথা শুনে তাঁকে সরোষে এই অভিসম্পাত প্রদান কল্লেন যে, তাঁর বংশে রাজলক্ষ্মী কখনই প্রতিষ্ঠিত হবেন না।

প্রথম। হ্যাঁ, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার আর সংশয় নাই। তার পর মহাশয়?

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন সন্তানকে আনয়ন ক'রে এরূপ বল্লেন, তাতে সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধান্বিত হয়ে সকলকেই অভিশাপ দিলেন।

দ্বিতীয়। মহাশয়! কি সর্ব্বনাশ! তার পর? তার পর?

বিদূ। আরে, তোমরা ত এক "তার পর" ব'লে নিশ্চিন্ত হ'লে, এখন এত বাক্যব্যয় ক'ত্তে কি মন্ত্রী মহাশয়ের জিহ্বার পরিশ্রম হয় না? তা উনি দেখ্‌ছি পঞ্চানন না হ'লে আর আমাদের কথার পরিশেষ কত্তে পারেন না।

মন্ত্রী। অনন্তর মহারাজ এ চারি পুত্রের ব্যবহারে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হলেন, তা বলা দুঃসাধ্য। তিনি একেবারে নিরাশ হয়ে অধোবদনে চিন্তাসাগরে মগ্ন হলেন। তার পর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার চরণে প্রণাম ক'রে বল্‌লেন, 'পিতঃ! আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্লেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ কত্তে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাকে এ রোগ সমর্পণ ক'রে স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করুন। আপনি আমার জীবন-দাতা,—আপনি এ অতি সামান্য কর্ম্মে যদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি আছে?' মহারাজ পুত্রের এই কথা শুনে একেবারে যেন গগনের চন্দ্র হাতে পেলেন, আর পুত্রকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে কোলে নিলেন।

প্রথম। আহা! রাজকুমার পুরুর কি শুভ লগ্নে জন্ম!

মন্ত্রী। মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হয়ে পুত্রকে এই বর দিলেন যে, 'পুত্র! তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হবে এবং তোমার বংশে রাজলক্ষ্মী কারাবদ্ধার ন্যায় চিরকাল আবদ্ধা থাকবেন।'

প্রথম। মহাশয়! তার পর?

মন্ত্রী। তার পর আর কি? মহারাজ জরামুক্ত হয়ে পুনরায় কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছেন। আহা! মহারাজ যেন কন্দর্পের ন্যায় ভস্ম হ'তে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান কল্লেন; এ কি সামান্য আহ্লাদের বিষয়!

প্রথম। মহাশয়! আমরা আপনার নিকট এ কথা শুনে এক্ষণে যথার্থ প্রত্যয় কল্লেম। তবে কয়েক দিনের পর অদ্য রাজদর্শন হবে, আমরা সত্বর গমন করি। (নাগরিকগণের প্রতি) এসো হে, চল, রাজভবনে যাওয়া যাক্।

মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন কচ্ছি, আর অপেক্ষা কর্‌বো না।

[নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) মা কমলার প্রসাদে রাজ-সংসারে কোন খাদ্যদ্রব্যেরই অভাব নাই এবং সকলেই এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি যথেষ্ট স্নেহও ক'রে থাকে, কিন্তু তা ব'লে ঐ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়া ত উচিত নয়। পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খাওয়া বড় আরাম হে! তা না হ'লে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে উদর পূরেন কেন?

(নটী ও যন্ত্রিগণের প্রবেশ)

(সচকিতে) আহা হা! কি আশ্চর্য্য!—এ যে দেখ্‌ছি, তৃষ্ণা না এগিয়ে, জল আপনি এগিয়ে আস্‌ছেন! ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে, তখন এমনি হয়। (নটীর প্রতি) তবে—তবে, সুন্দরি, এ দিকে কোথায় বল দেখি? তুমি কি স্বর্গের অপ্সরী মেনকা? ইন্দ্র কি তোমাকে আমার ধ্যানভঙ্গ কত্তে পাঠিয়েছেন?

নটী। কি গো ঠাকুর, আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র না কি?

বিদূ। হাঃ হাঃ হাঃ, প্রায় বটে। কি তা জান, আমি যেমন বিশ্বামিত্র, তুমিও তেমনি মেনকা। তা তুমি যখন এসেছ, তখন ইন্দ্রত্ব আমার কি ছার! এসো এসো, মনোহারিণি! এসো।

নটী। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি রাজসভায় যাচ্ছি।

বিদূ। সুন্দরি! তুমি যেখানে, সেইখানেই রাজসভা! আবার রাজসভা কোথা? তুমি আমার মনোরাজ্যের রাজমহিষী। (নৃত্য)

নটী। (স্বগত) এ পাগল বামুনের হাত থেকে পালাতে পাল্লে যে বাঁচি। (প্রকাশ্যে) আরে, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি?

বিদূ। হাঁ, তা বৈ কি? (নৃত্য)

নটী। কি উৎপাত!

[বেগে পলায়ন।

বিদূ। ধর, ধর! ঐ চোর মাগীকে ধর। ও আমার অমূল্য মনোরত্ন চুরি ক'রে পালাচ্ছে।

[বেগে প্রস্থান।

প্রথম মন্ত্রী। এ আবার কি?

দ্বিতীয় মন্ত্রী। ওটা ভাঁড়, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, চল, আমরা যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী,—রাজসভা

(রাজা যযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, বিদূষক, পূর্ণিকা, পরিচারিকা, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি)

রাজা। অদ্য কি শুভদিন! বহুদিনের পর যে ভগবান্ ঋষিপ্রবরের শ্রীচরণ দর্শন কর্‌বো, এতে আমার কি আনন্দ হচ্ছে!

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর! ভগবান্ তাতকে আনয়ন কত্তে মন্ত্রী মহাশয় কি একাকী গিয়েছেন?

রাজা। না, অন্যান্য সভাসদ্‌গণকেও তাঁর সঙ্গে পাঠান হয়েছে।

(নেপথ্যে)। বম্ ভোলানাথ!

(গীত)

বেহাগ—জলদ-তেতালা

জয় উমেশ শঙ্কর, সর্ব্বগুণাকর,
ত্রিতাপ-সংহর, মহেশ্বর।
হলাহলাঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
মৌলি-বিরাজিত-সুধাকর॥
পিনাক-বাদক, শৃঙ্গ-নিনাদক,
ত্রিশূল-ধারক ভয়ঙ্কর।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত, সুরেন্দ্র-সেবিত-
পদাম্বুজ, পূজিত, পরাৎপর॥

রাজা। (সচকিতে) ঐ যে মহর্ষি আগমন কচ্চেন। (সকলের গাত্রোত্থান)

(মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, কপিল, মন্ত্রী ইত্যাদির প্রবেশ)

শুক্র। হে মহীপতে! আপনাকে জগদীশ্বর চিরবিজয়ী এবং চিরজীবী করুন্। (দেবযানীর প্রতি) বৎসে! তোমার কল্যাণ হোক্, আর চির-কাল সুখে থাক।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবন্! আপনার পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয় রাজধানী এত দিনে পবিত্রা

হলো, বসতে আজ্ঞা হোক্। (কপিলের প্রতি) প্রণাম মুনিবর, বস্থন। (সকলের উপবেশন)

কপিল। মহারাজের কল্যাণ হোক্! (দেবযানীর প্রতি) ভগিনি! তুমি চিরসুখিনী হও।

শুক্র। হে নরাধিপ! আমার প্রিয়তমা দৈত্য-রাজনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা কোথায়?

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) আপনি শর্ম্মিষ্ঠাদেবীকে অতি ত্বরায় এখানে আনান।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

শুক্র। হে নরেশ্বর! আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যে এই বিপুল চন্দ্রবংশের প্রধান হবেন, এ জন্যই বিধাতা আপনার উপর এ লীলা প্রকাশ কল্লেন। যা হোক, আপনি কোন প্রকারে দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন না। বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্তে পারে? (দেবযানীর প্রতি) বৎসে! তোমার সন্তানদ্বয় অপেক্ষা সপত্নীতনয় পুরুর সম্মানবৃদ্ধি হলো ব'লে এ বিষয়ে তুমি ক্ষোভ করো না, কেন না, জগৎপিতা যা করেন, তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা মহা পাপকর্ম্ম। বিশেষতঃ ভবিতব্যের অন্যথা কত্তে কে সক্ষম?

(শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবিকার সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

শর্ম্মিষ্ঠা। আমি মহর্ষি ভার্গবের শ্রীচরণে প্রণাম করি আর এই সভাস্থ গুরুলোকদিগকে বন্দনা করি।

শুক্র। রাজনন্দিনি! বহু দিবসের পর তোমার চন্দ্রানন-দর্শনে যে আমি কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, তা প্রকাশ করা দুষ্কর। কল্যাণি! তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম। যেমন অদিতিপুত্র স্বীয় কিরণজালে সমস্ত ভূমণ্ডলকে আলোকময় করেন, তোমার পুত্র পুরুও আপন প্রতাপে সেইরূপ অখিল ধরাতল শাসন করবেন! তা বৎসে! অদ্যাবধি তুমি দাসীত্বশৃঙ্খল হ'তে মুক্তা হলে, আর দুঃখান্তেই না কি সুখানুভব অধিকতর হয়; সেই নিমিত্তই বুঝি বিধাতা তোমার প্রতি কিঞ্চিৎকাল বিমুখ হয়েছিলেন, তার মর্ম্ম অদ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হলো! (রাজার প্রতি) হে রাজন্! যেমন আমি আপনাকে পূর্ব্বে একটি কন্যারত্ন সম্প্রদান করেছিলেম, অধুনা একেও আপনার হস্তে অর্পণ কল্লেম, আপনি এ কন্যারত্নের প্রতিও সমান যত্নবান্ হবেন। এখন একেও গ্রহণ ক'রে আপনার এক পার্শ্বে বসান।

রাজা। ভগবান্ মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (দেবযানীর প্রতি) কেমন প্রিয়ে! তুমি কি বল?

রাজ্ঞী। (সহাস্যমুখে) নাথ! এত দিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষা হলো?

শুক্র। বৎসে! তুমিও তোমার সপত্নী অথচ আবাল্যের প্রিয়সখী শর্ম্মিষ্ঠাকে যথোচিত সম্মান কর; আর আপনার সহোদরার ন্যায় এর প্রতি পূর্ব্বমত স্নেহ-মমতা করবে।

রাজ্ঞী। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠার কর গ্রহণ করিয়া) প্রিয়সখি! আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর।

শর্ম্মিষ্ঠা। প্রিয়সখি! তোমার দোষ কি? এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়!

রাজ্ঞী। সে যা হোক্, সখি! অদ্যাবধি আমাদের পূর্ব্ব-প্রণয় সঞ্জীবিত হলো। এখন এসো, দুই জনেই পতিসেবায় কিছুদিন সুখে যাপন করি। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরুবর—মালতী আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো।

রাজা। (প্রফুল্লমুখে উভয়কে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া। অদ্য একবৃন্তে যুগল পারিজাত প্রস্ফুটিত। (নেপথ্যে কোমলবাদ্য)

শুক্র। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে, ইন্দ্রের অপ্সরীরা এই মাঙ্গলিক ব্যাপারে দেবতাদের অনুকূলতা প্রকাশকরণার্থে উপস্থিত হয়েছেন।

(আকাশে সঙ্গীত ও পুষ্পবৃষ্টি)

বিদূ। মহারাজ! এতক্ষণ ত আকাশের আমোদ হলো, এখন কিছু মর্ত্ত্যের আমোদ হ'লে ভাল হয় না? নর্ত্তকীরা এসেছে, অনুমতি হয় ত এখানে আনয়ন করি?

রাজা। (হাস্যমুখে) ক্ষতি কি?

বিদূ। মহারাজ! ঐ দেখুন, নটিরা নৃত্য কত্তে কত্তে সভায় আসচে। (জনান্তিকে রাজার প্রতি) বয়স্য, দেখুন! মলয়মারুতের স্পর্শসুখানুভবে সরসী হিল্লোলিতা হ'লে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইরূপ মনোহররূপে নেচে নেচে আসচে।

রাজা। (সহাস্যবদনে জনান্তিকে) সখে! বরঞ্চ বল যে, যেমন মন্দ প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চশর-তরঙ্গে তদ্রূপ প্লবমানা হয়ে এদিকে আসচে।

(চেটীদিগের প্রবেশ)

চেটী। (প্রণাম করিয়া) রাজদম্পতি চির-বিজয়িনী হউন। (নৃত্য)

(গীত)

ভৈরব—একতালা

মাত হে, আনন্দরসে পঙ্কজিনি ধনি।
রাহুগ্রাসে মুক্ত শেযে তব দিনমণি॥
নিখরিয়ে পুনঃ প্রভাতকরে,
ধরণী হাসিছে রঙ্গভরে,
ললিত লহরী গণি॥

রাজা। আহা! কি মধুর সঙ্গীত! সখে মাধব্য! এদের যথোচিত পুরস্কার প্রদানে অনুমতি কর।

শুক্র। এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো। হে রাজন্! এখন আশীর্ব্বাদ করি যে, তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপে পরমসুখে কালযাপন কর এবং শর্ম্মিষ্ঠার কীর্ত্তিপতাকা ধরাতলে চিরকাল উড্ডীয়মান থাকুক।

রাজা। ভগবন্! সিদ্ধবাক্য অমোঘ; আমি ঐহিক সুখের চরমলাভ অদ্যই করলেম।

যবনিকা-পতন

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

ভক্তপ্রসাদ বাবু, পঞ্চানন বাচস্পতি, আনন্দ বাবু, গদাধর, হানিফ গাজী ও রাম।

স্ত্রীগণ

পুঁটী, ফতেমা (হানিফের পত্নী), ভগী ও পঞ্চী।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুষ্করিণীতটে বাদামতলা

(গদাধর এবং হানিফ গাজীর প্রবেশ)

হানিফ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি, তা আর বলবো কি। তা ভাই, কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্‌লো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আনতে পাল্লাম না— খোদাতালার মর্জ্জি!

গদা। বিষ্টি না হ'লে কখন ধান হয় রে? তা দেখ্, এখন কত্তাবাবু কি করেন।

হানিফ। আর কি করবেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন?

গদা। তবে তুই কি করবি?

হানিফ। আর মোর মাথা করবো। এখন মলেই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গলখানা আর গরু দুটো যায়, তা হলি তো আমিও গেলাম। আ আল্লা! বাব-দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়্‌তি হলো!

গদা। এই যে কত্তাবাবু এ দিকে আসচেন। তা আমিও তোর হয়ে দুই এক কথা বলতে কসুর করব না। দেখ্ কি হয়।

(ভক্তবাবুর প্রবেশ)

হানিফ। কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হাঁ রে হানফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত। তুই খাজনা দিস্‌নে কেন রে বল্ তো?

(মালা জপন)

হানিফ। আগ্যে কত্তা, এবারকার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ হয়েছেন।

ভক্ত। তোদের ফসল হোক্ আর নাই হোক্, তাতে আমার কি বয়ে গেল?

হানিফ। আগ্যে, আপনি হচ্ছেন কত্তা—

ভক্ত। মর বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না।—তা এখন বল্,—খাজনা দিবি কি না?

হানিফ। কত্তাবাবু! বন্দা অনেক কালের রাইওৎ, এখনে আপনি আমার উপর মেহেরবাণী না কল্লি, আমি আর যাবো কনে? আমি এখনে বারোটি গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতে পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত নোস্ রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্? গদা—

গদা। আজ্ঞে—এ—এ—এ!

ভক্ত। এ পাজী বেটাকে ধ'রে নে যেয়ে জমাদারের জিম্মে ক'রে দিয়ে আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল্ রে!

হানিফ। কত্তাবাবু! আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ! আপনার খায়ে প'রেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস্ কেন?

গদা। চল্ না।

হানিফ। দোহাই কত্তার, দোহাই জমীদারের (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে তুই একটা কথা বল্ না কেন?

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু স'রে দাঁড়া। (জনান্তিকে) কত্তাবাবু—

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হানফেকে এবারকার মত মাপ করুন।

ভক্ত। কেন?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে, তাকে আপনি দেখেছেন?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়! তার রূপের কথা আর কি বল্‌বো? বয়স বছর উনিশ, এখনও ছেলেপিলে হয়নি, আর রং যেন কাঁচা সোনা।

ভক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যাঁ! —অ্যাঁ—বলিস্ কি রে?

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বল্‌ছি? আপনি তাকে দেখতে চান তো বলুন?

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক-ভক ক'রে বেরোয়, তা মনে হ'লে বমি এসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান!—যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট কর্‌বো?

গদা। মহাশয়! মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কতবার বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়ে নিয়ে কেলি কত্তেন?

ভক্ত। দীনবন্ধো! তুমিই যা কর! হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে;—বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ? আচ্ছা, ডাক, হানফেকে ডাক।

গদা। ও হানিফ, এ দিকে আয়।

হানিফ। অ্যাঁ, কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদবাকী টাকা কবে দিবি বল দেখি?

হানিফ। কর্ত্তামহাশয়! আল্লাতালা চায় তো মাস ছাড়েকের বিচেই দিতি পার্‌বো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ানজীকে দে গে।

হানিফ। (সহর্ষে) যা আগ্যে কর্ত্তা! (স্বগত) বাচলেম! বারো গণ্ডা পয়সা ত গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়াপেড়ী কত্তো, তা হ'লে দিয়ে ফ্যালতাম। (প্রকাশ্যে) সেলাম কত্তা।

[প্রস্থান।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞে—এ—এ—এ!

ভক্ত। এ ছুঁড়ীকে তো হাত কর্ত্তে পার্‌বি?

গদা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি? গোটা কুড়িক টাকা খরচ কল্লে—

ভক্ত। কু-ড়ি টা-কা! বলিস্ কি?

গদা। আজ্ঞে, এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগতে পারে, হাজারো হোক, ছুঁড়ী বউ-মানুষ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈঠকখানায় যাবো, তখন আসিস্, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে, বাচস্পতি না?

(বাচস্পতির প্রবেশ)

কে ও! বাচস্পতি দাদা যে! প্রণাম! এ কি?

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বল্‌বো? এত দিনের পর মা-ঠাকুরুণের পরলোক হয়েছে!

(রোদন)

ভক্ত। বল কি? তা এ কবে হলো?

বাচ। অদ্য চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি?

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না, বড় প্রাচীন হয়েছিলেন।

ভক্ত। প্রভো! তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা।

বাচ। তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ দায় হ'তে যাতে মুক্ত হই, তা আপনাকে কত্তে হবে। যা কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেয়াপ্ত হয়ে বয়ে গিয়েছে!

ভক্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে, সে কথা আর কেন?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে—"গতস্য শোচনা নাস্তি"—সে তো এমনেও নেই, অমনেও নেই, তবে কি না, আপনার অনেক ভরসা ক'রে থাকি, তা, যাতে এ দায় হ'তে উদ্ধার হ'তে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই কত্তে হবে।

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কু-সময়, অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্তে হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কটাক্ষ কল্লে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হ'তে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার ক'রে উঠি, এমন তো আমার কোনমতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্যত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্তে পারি।

বাচ। বাবুজী! আপনি হচ্চেন ভূস্বামী—রাজা; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না; আপনার যা বিবেচনা হয়, তাই করুন। (দীর্ঘনিশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হ'লেম।

ভক্ত। প্রণাম।

[বাচস্পতির প্রস্থান।

আঃ! এই বেটাই আমাকে দেখছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও! দাও বৈ তার কথা নাই। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞে—এ—এ—এ।

ভক্ত। ছুঁড়ী দেখতে খুব ভাল তো রে?

গদা। কত্তা মহাশয়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো?

ভক্ত। কোন ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে, ঐ যে ভট্টচার্য্যিদের মেয়ে, আপনি যাকে—(অর্দ্ধোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়ীটে দেখতে ছিল ভাল বটে, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধেকৃষ্ণ! প্রভো, তুমিই সত্য। তা, সে ইচ্ছের এখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে, সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হান্‌ফ্রের মাগ তার চাইতেও দেখতে ভাল।

ভক্ত। বলিস্ কি! অ্যাঁ? আজ রাত্রে ঠিক কত্তে পারবি তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয়, ক'ল-পরশুর মধ্যে ক'রে দেব।

ভক্ত। দেখ্, টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে, আমি দেব।

গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি ক্ষেপে উঠ্‌লেই তো আমরা বাঁচি,—গো-মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ওরে?

গদা। আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচী। জল আন্‌তে আস্‌চে।

ভক্ত। কোন্ ভগী রে?

গদা। আজ্ঞে, পীতেম্বরে তেলীর মাগ।

ভক্ত ঐ কি পীতেম্বরের মেয়ে পঞ্চী? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।

গদা। আজ্ঞে, ও আজ দুদিন হ'লো শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে।

ভক্ত। (স্বগত) "মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া, অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।" আহা! "কুচ হইতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে। শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে।"

গদা। (স্বগত) আবার ভাব লাগলো দেখছি। বুড়ো হ'লে লোভাত্তি হয়; কোন ভাল মন্দ জিনিষ সাম্‌নে দিয়ে গেলে আর রক্ষা থাকে না।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞে,—এ—এ—এ।

ভক্ত। এ দিকে কিছু কত্তে টত্তে পারিস্?

গদা। আজ্ঞে, এ বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়-মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি।

(কলসী লইয়া ভগী ও পঞ্চীর প্রবেশ)

ভক্ত। ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা?

ভগী। সে কি কত্তাবাবু? আপনি আমার পাঁচীকে চিনতে পারেন না?

ভক্ত। এই কি তোমার সেই পাঁচী? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে থাকুক। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

ভগী। আজ্ঞে, খানাকুল কৃষ্ণনগরের পালেদের বাড়ী।

ভক্ত। হাঁ, হাঁ, তারা খুব বড়মানুষ বটে! তা জামাইটি কেমন গা?

ভগী। (সগর্ব্বে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখ্‌তে বড় ভাল! আর কল্‌কাতায় থেকে লেখাপড়া শেখে। শুনেছি যে, এক লাট সাহেব তারে না কি বড় ভালবাসেন· আর বছর বছর একখানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কল্‌কেতাতেই থাকে বটে?

ভগী। আজ্ঞে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত ক'রে এনেছি, তা আর কি বল্‌বো। বড়-ঘরে বিয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ীর নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্তে পারি, তবে আর কিসে পারবো? (প্রকাশ্যে) ও পাঁচি! একবার নিকটে আয় তো, তোকে ভাল ক'রে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখে-ছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর-ডোগরটি হয়ে উঠেছিস্।

ভগী। যা না মা, ভয় কি? কত্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর্, বাবু যে তোর জ্যেঠা হন।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) ও মা! এ বুড়ো মিন্‌ষে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেল্‌তে চায় না কি? ও মা! ছি! ও কি গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে? মর্!

ভক্ত। আহা! "শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে!" আহা হা!

ভগী। আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। না, এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাক্‌বে?

ভগী। ওর এখানে এক মাস থাক্‌বার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হ'লেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন,—আমি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্তে পারবো না? (প্রকাশ্যে) কৃষ্ণ হে! তোমার ইচ্ছা।

ভগী। কর্ত্তাবাবু! আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। বলি, পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায়?

ভগী। সে নুনের জন্তে কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত। আসবে কবে?

ভগী। আজ্ঞে, চার পাঁচ দিনের মধ্যে আস্‌বে ব'লে গেছে। কর্ত্তাবাবু! এখন আমরা তবে ঘাটে জল আন্‌তে যাই।

ভক্ত। হাঁ, এসো গে।

ভগী। আয় মা, আয়।

[ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) পীতাম্বরে না আস্‌তে আস্‌তে এ কর্ম্মটা সার্‌তে পাল্লে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অব-লোকন করিয়া) আহা, ছুঁড়ী কি সুন্দরী! কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী ব'লে বর্ণনা করেন, সে কিছু মিথ্যা নয়। (প্রকাশ্যে) ও গদা!

গদা। আজ্ঞে, (স্বগত) এই আবার সাল্লে দেখছি।

ভক্ত। কাছে আয় না, দেখ, এ বিষয়ে কিছু কত্তে পারিস্?

গদা। কত্তামশায়! এ আমার কর্ম্ম নয়। তবে যদি আমার পিসী পারে, তা বল্‌তে পারিনে।

ভক্ত। তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এ সব কথা বল্ গে। আর দেখ্, এতে যত টাকা লাগে, আমি দেবো।

গদা। যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই। (গমন করিতে করিতে) কত্তা আজকে কল্পতরু, তা দেখি, গদার কপালে কি ফলে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) প্রভো! তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালীও আছে। তা দেখি কি হয়।

(চাকরের গাড়ু-গামছা লইয়া প্রবেশ)

এখন যাই, সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলো। (গাত্রোত্থান করিয়া) দীনবন্ধো! তুমি যা কর। আঃ, এ ছুঁড়ীকে যদি হাত কত্তে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হানিফ গাজীর নিকেতন-সম্মুখ

(হানিফ এবং ফতেমার প্রবেশ)

হানিফ। বলিস্ কি? পঞ্চাশ টাকা?

ফতেমা। মুই কি আর ঝুট কথা বল্‌ছি।

হানিফ। (সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হিঁদুদের বিচে আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারিগো জানে মারে, তাগোর সব লুটে নিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা, দেখি, এ কুম্পানীর মুলুকে এনছাপ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মকদুর! আমি গরিব হলাম ব'লে বোয়ে গেল কি? আমার বাপ-দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে, আর মোর বুন, কখনো বায়রে গিয়ে তো কসবীগিরী করেনি। শালা—

ফতেমা। আরে, মিছে গোসা কর কেন? ঐ দেখ, যে কুট্‌নী মাগীকে মোর কাছে পাঠিয়েছ্যাল, সে ফের এই দিকে আস্‌তিছে।

হানিফ। গন্তানীর মাথাটা ভাঙ্‌তি পাত্তাম, তা হলি গা ঠাণ্ডা হ'তো।

ফতেমা। চল, মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আসে কি করে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পুঁটীর প্রবেশ)

পুঁটী। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) থু, থু, পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়ীতেও আস্‌তে গা বমি বমি করে। থু, থু, কুঁকড়োর পাখা, প্যাজের খোসা! থু, থু! তা করি কি? ভক্তবাবু কি এ কর্ম্মে কখনও ক্ষান্ত হবে? এত যে বুড়ো, তবু আজও যেন রস উথলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বছর ওর কর্ম্ম কচ্চি, এতে যে কত কুলের ঝি-বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি, তার কিছু ঠিকানা নেই। (সহাস্যবদনে) বাবু এ দিকে পরম বৈষ্ণব, মালা ঠক্‌ঠকিয়ে বেড়ান—ফি সোম-বারে হবিষ্যি করেন, আ মরি, কি নিষ্ঠে গো! (চিন্তা করিয়া) সে যাক্ মেনে, দেখি, এখন এ মাগীকে পারি কি না। পীতেম্বরে তেলীর মেয়েকে এ সব কথা বল্‌তে ভয় হয়। সে তো আর দুঃখী কাঙ্গালের বউ নয় যে, দুই চারি টাকা দেখলে নেচে উঠবে। আর ভক্তবাবুর যদি যুবকাল থাক্‌তো, তা হ'লেও ক্ষতি ছিল না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগতো, তা হ'লে না হয় কথাটা ঠাট্টা ক'রেই উড়িয়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়! (উচ্চৈঃস্বরে) ও ফতি, তুই বাড়ী আছিস্?

(নেপথ্যে)। ও কে ও?

পুঁটী। আমি, একবার বেরো তো।

(ফতেমার প্রবেশ)

ফতেমা। পুঁটী দিদি যে, কি খবর?

পুঁটী। হানিফ কোথায়?

ফতেমা। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে।

পুঁটী। (স্বগত) আপদ্ গেছে, মিন্‌ষে যেন যমের দূত; (প্রকাশ্যে) ও ফতি! তুই এখন বলিস্ কি ভাই?

ফতেমা। কি বল্‌বো?

পুঁটী। আর কি বল্‌বি, সোনার খাবি, সোনার পর্‌বি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাক্‌বি?

ফতেমা। তা ভাই, যার যেমন নসিব। তুই মোকে জোয়ান খসম ছেড়ে একটা বুড়োর কাছে যাতি বলিস্? তা সে বুড়ো মলি ভাই আমার কি হবে?

পুঁটী। আঃ, ও সব কপালের কথা, ও সব ভাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ, পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কর্ম্ম করিস্ তো বল্, টাকা—দিই, আর না করিস্ তো, তাও বল্, আমি চল্লেম!

ফতেমা। দাঁড়া ভাই, একটু সবুর কর্ না কেন।

পুঁটী। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্, তবে তোর আর দেরী ক'রে কাজ নাই।

ফতেমা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ভাই, দে, টাকা দে।

পুঁটী। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতেমা। তার জন্যে ভয় কি? আমি সাঁজের বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন। দে, টাকা দে। তা ভাই, এ কথা তো কেউ মালুম কত্তি পার্‌বে না?

পুঁটী। কি সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়। আর এ কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ,

তোর তো আর তত নয়। আমরা হলেম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুল-মান নেই, তোরা রাঁড় হ'লে আবার বিয়ে করিস্।

ফতেমা। (সহাস্যবদনে) মোরা রাঁড় হলি নিকে করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি? সে যা হোক মেনে, এখন দে, টাকা দে।

পুঁটী। এই নে।

ফতেমা। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম পাঁচ গণ্ডা টাকা হলো?

পুঁটী। ছ টাকা ভাই আমার দস্তরী।

ফতেমা। না, না, তা হবে না, তুই ভাই দু টাকা নে।

পুঁটী। না ভাই, আমাকে না হয় চারুটে টাকা দে।

ফতেমা। আচ্ছা, তবে তুই বাকী দুটো টাকা ফিরিয়ে দে।

পুঁটী। এই নে—আর দেখ্, তুই সাঁজের বেলা ঐ আমবাগানে যাস্, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো।

ফতেমা। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটী। দেখ্ ভাই, এ কম মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি ক'রে হজম করা তোর আমার কর্ম্ম নয়, তা এখন আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

(হানিফের পুনঃ প্রবেশ)

হানিফ। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে) হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হ'লি গা জুড়োয়। হা আল্লা! এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জৎ মাত্তি চায়! দেখিস্ ফতি! যা কয়ে দিছি, যেন ইয়াদ থাকে, আর তুই সমঝে চলিস্; বেটা বড় কাফের, যেন গায়টায় হাত না দিতি পায়।

ফতেমা। তার জন্যি কিছু ভাবৃতি হবে না। ঐ দেখ, এ দিকে কেটা আস্‌তিছে, আমি পালাই।

[প্রস্থান।

(বাচস্পতির প্রবেশ)

বাচ। (স্বগত) অনেক কাষ্ঠের দেখ্‌ছি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন্ তেঁতুল-গাছটাই কাটা যাক্ না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে ঐ বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি, তা স্মরণপথারূঢ় হ'লে মনটা চঞ্চল হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দূর হোক্, (উচ্চৈঃস্বরে) ও হানিফ গাজী!

হানিফ। আগ্যে, কি বল্‌চো?

বাচ। ওরে দেখ্, একটা তেঁতুলগাছ কাটতে হবে, তা তুই পার্‌বি?

হানিফ। পার্‌বো না কেন?

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখান নে আমার সঙ্গে আয়।

হানিফ। ঠাকুর! কত্তাবাবু এই ছরাদের জন্যি তোমাকে কি দেছে গা?

বাচ। আরে, ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? যে বিঘে কুড়িক ব্রহ্মত্র ছিল, তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি বল্লেন যে, "এখন আমার বড় কু-সময়, আমি কিছু দিতে পার্‌বো না।" তার পরে কত ক'রে ব'লে কয়ে পাঁচটি টাকা বার করেছি। (দীর্ঘনিশ্বাস) সকলি কপালে করে!

হানিফ। (চিন্তা করিয়া) ঠাকুর! একবার এ দিকে আসো তো, তোমার সাথে মোর থোড়া বাতচিৎ আছি।

বাচ। কি বাত-চিৎ, এখানেই বল্ না কেন?

হানিফ। আগ্যে না, একবার ঐ দিকে যাতি হবে।

বাচ। তবে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফতেমার এবং পুঁটীর পুনঃ প্রবেশ)

পুঁটী। না ভাই, ও আঁববাগানে হলো না।

ফতেমা। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্, তা বল্?

পুঁটী। দেখ্, ঐ যে পুকুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত চারঘড়ীর সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস্, তার পরে আমি এসে যা কত্তে হয়, ক'রে কর্ম্মে দেবো।

ফতেমা। আচ্ছা, তবে তুই যা—দেখিস্ ভাই, এ কথা যেন কেউ টেরটোর না পায়।

পুঁটী। ওলো, তুই কি কায়েৎ না বামুনের মেয়ে যে, তোর এত ভয় লা?

ফতেমা। আমি যা হই ভাই, আমার আদ্‌মী এ কথা টের পালি আমাদের দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটী। (সত্রাসে) সে সত্যি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক যমদূত। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

ফতেমা। (স্বগত) দেখি, আজ রাত্তির বেলা কি তামাসা হয়; এখন যাই, খানা পাকাই গে।

[প্রস্থান।

(বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃ প্রবেশ)

বাচ। শিব! শিব! এ বয়সেও এত? আর তাতে আবার যবনী! রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থরূপে এ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হলেন। হানিফ! দেখ্, যে কথা বল্লেম, তাতে যেন খুব সতর্ক থাকিস্। এতে দেখ্ছি, আমাদের উভয়েরই উপকার হ'তে পারবে!

হানিফ। আগ্যে, তার জন্ত ভাবৃতি হবে না।

বাচ। এখন বল্। তোর কুড়ালি কোথায়?

হানিফ। কুরুলখানা বুঝি ক্ষেতে প'ড়ে আছে, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈঠকখানা

(ভক্তবাবু আসীন)

ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমার ইচ্ছা। পুটী বলে যে, পঞ্চী ছুঁড়ীকে পাওয়া দুষ্কর। কি দুঃখের বিষয়! এমন কনক-পদ্মটি তুলতে পাল্লেম না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় ক'রে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হলেন? যা হোক্, এখন যে হানুফের মাগটাকে পাওয়া গেছে, এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখ্তে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবনমদে একেবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে, যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা! (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই তিন দণ্ড বেলা আছে। কি উৎপাত!

(আনন্দ বাবুর প্রবেশ)

কে ও, আনন্দ না কি? এসো বাপু, এসো, বাড়ী এসেছো কবে?

আনন্দ। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, কা'ল রাত্রে এসে পৌছেছি।

ভক্ত। তবে কি সংবাদ, বল দেখি শুনি।

আনন্দ। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয়নি ব'লে মাসখানেকের ছুটী নিয়ে এসেছি।

ভক্ত। তা বেশ করেছো। আমার অম্বিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আনন্দ। আজ্ঞে, অম্বিকার সঙ্গে কলকাতায় তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত। কেন? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক?

আনন্দ। আজ্ঞে, থাক্তেম বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি।

ভক্ত। অম্বিকার লেখাপড়া হচ্চে কেমন?

আনন্দ। জ্যেঠা মহাশয়! এমন ক্লেবর ছোক্‌রা তো হিন্দুকালেজে আর দুটি নাই।

ভক্ত। এমন কি ছোক্‌রা বল্লে বাপু?

আনন্দ। আজ্ঞে ক্লেবর্, অর্থাৎ সুচতুর—মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে? ও সকল বাপু, আমাদের কানে ভাল লাগে না। জহীর কিংবা চালাক্ বল্লে আমরা বুঝতে পারি। ভাল, আনন্দ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অম্বিকা তো কোন অধর্ম্মাচরণ শিখছে না?

আনন্দ। আজ্ঞে, অধর্ম্মাচরণ কি?

ভক্ত। এই দেব-ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খৃষ্টিয়ানী মত—

আনন্দ। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ ক'রে বল্‌তে পারি না।

ভক্ত। আমার বোধ হয়, অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্ম্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই সত্য। ভাল, আমি শুনেছি যে, কলকেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্চে; কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোনারবেণে, কপালি, তাঁতি, জোলা, তেলী, কলু সকলেই না কি একত্রে বসে, আর খাওয়াদাওয়াও করে? বাপু! এ সকল কি সত্য?

আনন্দ। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা, তাও নয়।

ভক্ত। কি সর্ব্বনাশ! হিন্দুয়ানীর মর্য্যাদা দেখছি আর কোন প্রকারেই রৈলো না! আর রৈবেই বা কেমন ক'রে? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়ছে বৈ তো নয়! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ!

(গদাধরের প্রবেশ)

কে ও?

গদা। আজ্ঞে, আমি গদা। (একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

ভক্ত। (ইসারা)

গদা। (ইসারা)

ভক্ত। (স্বগত) ইঃ! আজ কি সন্ধ্যা হবে না, না কি? (প্রকাশ্যে) ভাল, আনন্দ! শুনেছি, কল্‌কেতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকলে মুসলমান বাবুর্চী রাখে?

আনন্দ। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থু! থু! বল কি বাপু! হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায়? রাম, রাম! থু! থু!

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ! কর্ত্তাবাবুর কি বুদ্ধি।

ভক্ত। অম্বিকাকে দেখছি, আর বিস্তর দিন কল্‌কেতায় রাখা হবে না।

আনন্দ। আজ্ঞে, এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোনমতেই উচিত হয় না।

ভক্ত। বল কি, বাপু? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দিবে? আর "মরা গরুতেও কি ঘাস খায়" এই ব'লে কি পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ কর্‌বে?

(নেপথ্যে শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি)

ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আনন্দ। যে আজ্ঞে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

গদা। (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেল। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) দেখি, একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন) বাঃ! কি নরম বিছানা গা! এর উপরে বস্‌লেই গাটা যেন ঘুম-ঘুম কত্তে থাকে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম!

(নেপথ্যে)। কে ও?

গদা। আমি গদাধর। ও রাম! বলি এক ছিলিম্ অম্বুরী তামাক-টামাক খাওয়া না।

(নেপথ্যে)। রোস্, খাওয়াচ্ছি।

গদা। (তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া স্বগত) আহা! কি আরামের জিনিষ। এই বাবু বেটারাই মজা ক'রে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি আর দুধ খায়, আর এমনি বালিসের উপর ঠেস-দিয়ে বসে, তাদের কত্তে সুখী কি আর আছে?

(তামাক লইয়া রামের প্রবেশ)

রাম। ও কি ও? তুই যে আবার ওখানে বসেছিস?

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি ক'রে জন্মটা সফল ক'রে নি। দে, হুঁকোটা দে। কর্ত্তাবাবুর ফরুসিটে আন্‌তিস্ তো আরও মজা হতো। (হুঁকা গ্রহণ)

রাম। হাঃ—হাঃ—হাঃ! তুই বাবুদের মতন তামাক খেতে কোথায় শিখ্‌লি রে? এ যে ছাতারের নেত্য! হাঃ—হাঃ—হাঃ!—

গদা। হাঃ—হাঃ—হাঃ! তুই ভাই একবার আমার গাটা টেপ্ তো।

রাম। মর্ শালা! আমি কি তোর চাকর? হাঃ——হাঃ—হাঃ!

গদা। তোর পায়ে পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা টিপে দেবো এখন।

রাম। হাঃ! হাঃ! হাঃ! আচ্ছা, তবে আয়।

গদা। রোস্, হুঁকোটা আগে রেখে দি! (হুঁকো রাখিয়া) এখন আয়।

রাম। (গাত্র টিপন)

গদা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! মর্, অমন ক'রে কি টিপ্‌তে হয়?

রাম। কেমন, এখন ভাল লাগে তো? হাঃ! হাঃ! হাঃ!

গদা। আজ ভাই ভারী মজা কল্লেম! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

রাম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পালা রে পালা! ঐ দেখ্, কর্ত্তাবাবু আস্‌চে।

[হুঁকা লইয়া হাসিতে হাসিতে বেগে প্রস্থান।

গদা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) বুড়ো বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কল্লে। ইস্! আজ বুড়োর ঠাট দেখলে হাসি পায়। শান্তিপুরে ধুতি,

আমদনের মেরজাই, ঢাকাই চাদর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

(ভক্তবাবুর পুনঃ প্রবেশ)

ভক্ত। ও গদা!

গদা। আজ্ঞে—এ—এ—এ?

ভক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয়?

গদা। আজ্ঞে, এতক্ষণে এসে থাক্‌তে পার্‌বে। আপনি আসুন।

ভক্ত। যা, তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে!

গদা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) এই তাজটা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরে এই সকল ভালবাসে; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্চে যে, টিকিটা ঢাকা পড়েছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রামা—

(নেপথ্যে)। আজ্ঞে—যাই।

ভক্ত। আমার হাতবাক্সটা আর আরসিখানা আন্ তো। (স্বগত) দেখি, একটু আতর গায় দি! নেড়েরা আবালবৃদ্ধ-বনিতা আতরের খোস্‌বো বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টেঁকে ক'রে সঙ্গে নে যাই। কি জানি, মাগীর গায়ে প্যাজের গন্ধ-টন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূর কর্‌বো।

(বাক্স ও আরসি লইয়া রামের পুনঃ প্রবেশ)

ভক্ত। (আরসিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ করিয়া) এই নে যা, আর দেখ্, যদি কেউ আসে তো বলিস্ যে, আমি এখন জপে আছি।

রাম। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আঃ! গদা বেটা যে এখনও আস্‌ছে না? বেটা কুঁড়ের শেষ!

(গদার পুনঃ প্রবেশ)

কি হলো রে?

গদা। আজ্ঞে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি আসুন।

ভক্ত। তবে চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির

(বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ)

বাচ। ও হানিফ!

হানিফ। জী।

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির, এখনো তো দেখছি, কেউ আসেনি। তা চল্, আমরা ঐ অশ্বত্থ গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে ব'সে থাকি গে।

হানিফ। আপনার যেমন মর্জী।

বাচ। কিন্তু দেখ্, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ ক'রে ব'সে থাকিস্।

হানিফ। ঠাকুর! তা তো থাকবো, লেকিন আমার সাম্‌নে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখন সে হারামজাদা বেটার. মাথাটা টান্তে ছিঁড়ে ফেল্‌বো। আমার তো এখানে আর কোন ভয় নেই; আমি দোস্‌রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাকনা করিছি।

বাচ। (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশ্যে) দেখ্ হানিফ! অমন রাগ্‌লে চল্‌বে না, তা হ'লে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্।

হানিফ। আরে, থোও মানে, ঠাকুর! আমার লহু গরম হয়ে উঠতিছে, আর হাত দুখানা যেন নিস্‌পিস্ কত্তিছে,—একবার শালারে এখানে পালি হয়, তা হ'লি মনের সাধে তারে কিলিয়ে গেরাম ছেড়ে যাব আর কি?

বাচ। না, তবে আমি এর মধ্যে নাই; আমার কথা যদি না শুনিস্, তবে আমি চল্লেম।

(গমনোদ্যত)

হানিফ। আরে, রও না, ঠাকুর! এত গোসা হতিছ কেন? ভাল, কও দিনি, আমি এখানে যদি চুপ ক'রে থাকি, তা হ'লি আখেরে তো শালারে শোধ দিতে পারবো?

বাচ। হাঁ, তা পার্‌বি বৈ কি।

হানিফ। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বল্‌বে, তাই কর্‌বো এখনে।

বাচ। তবে চল্, ঐ গাছে উঠে চুপ ক'রে ব'সে থাকি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফতেমা ও পুঁটীর প্রবেশ)

ফতেমা। ও পুঁটী দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, এ বোনের মদ্দি সাপেই খাবে না কি হবে, কিছু কত্তি পারি নে।

পুঁটী। আরে, এই যে শিবের মন্দির, আর তো ছকোশ পাঁচকোশ যেতে হবে না, তা এইখানে দাঁড়া না। কত্তাবাবু ততক্ষণ আসুন।

ফতেমা। না ভাই, যে আঁধার, বড় ডর লাগে। এই বনের মদ্দি মোরা ছুটিতি কেমন ক'রে থাক্‌বো।

পুঁটী। (স্বগত) বলে মিথ্যা নয়। যে অন্ধকার, গাটাও কেমন ছম্ ছম্ করে। আবার শুনেছি, এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আঃ! এর যে আর আসা হয় না!

ফতেমা। তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি পারবো না। (গমনোদ্যত)

পুঁটী। (ফতেমার হস্ত ধারণ করিয়া) আ মর্, ছুঁড়ী! আমি থাক্‌লে কি হবে? (স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাঁস পেকে শক্ত হ'লে আর তাকে কে খেতে চায়? (প্রকাশ্যে) তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো ব'লে।

ফতেমা। না ভাই, মুই তোর কড়িপাতি চাই নে, মোর আদমী এ কথা মালুম কত্তি পাল্লি, মোরে আর আস্ত রাখ্‌বে না।

পুঁটী। আরে, মিছে ভয় করিস্ কেন? সে কেমন ক'রে জান্‌তে পার্‌বে বল্, সে কি আর এখানে দেখতে আস্‌ছে? তা এতো ভয়ই বা কেন? একটু দাঁড়া না। (সচকিতে স্বগত) ও মা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হলো না? রাম! রাম! রাম! (ফতেমাকে ধারণ)

ফতেমা। (বিষণ্ণভাবে) তুই যদি না ছাড়িস্ ভাই, তবে আর কি কর্‌বো; এখনে আল্লা যা করে। তা চল্, মোরা ঐ মসজীদের মদ্দি যাই; আবার এখানে কেটা কোন্ দিক্ হতি দেখ্‌তি পাবে।

পুঁটী। না না না, এই কাকেই ভালো। (স্বগত) আঃ, এ বুড়ো ডেক্‌রা মরেছে না কি?

ফতেমা। (সচকিতে) ও পুঁটী দিদি! ঐ দেখ দেখি, কে দুজন আস্‌ছে; আমি ভাই ঐ মসজীদের মদ্দি সুকুই।

পুঁটী। না লো না, ঐখানে দাঁড়া না, আমি দেখ্‌চি, বুঝি আমাদের কত্তাবাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদা আস্‌চে। আঃ, বাঁচ্‌লুম।

ফতেমা। না ভাই, মুই তবে যাই।

পুঁটী। আরে, দাঁড়া না; যাবি কোথা?

(ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ)

পুঁটী। আঃ, কত্তাবাবু! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধ'রে গিয়েছে। আপনি দেরী কল্লেন ব'লে আমরা আরো ভাবছিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হ্যাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা! যবনী হলো, তায় বয়ে গেল কি? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আঁস্তাকুড়ে সোনার চাঙ্গড়! (প্রকাশ্যে গদার প্রতি) গদা! তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো, যেন এ দিকে কেউ এসে না পড়ে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। ও পুঁটী! এটি তো বড় লাজুক দেখ্‌চি যে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতেমার প্রতি) সুন্দরি! একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হোক্। হরিবোল—হরিবোল, হরিবোল!—তায় লজ্জা কি?

গদা (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বলো।

ভক্ত। আহা! এমন খোস চেহারা কি হান্‌ফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

"ময়ূর চকের শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥"

বিধুমুখি? তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হলো!—আঃ!

পুঁটী। (স্বগত) কত্তা আজ বাদে কাল শিঙে ফুক্‌বেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা! ছাইতে কি আগুন এতকালও থাকে গা?

(প্রকাশ্যে) কর্ত্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ও সব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ কর্ না কেন?

পুঁটী। যে আজ্ঞে।

ফতেমা। পুঁটী দিদি! মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেথা থেকে নিয়ে চল।

পুঁটী। আ মর্, একশোবার ঐ কথা? বাবু এত করে বল্‌ছে, তবু কি তোর আর মনে উঠে না? হাজার হোক, নেড়ের জাত কি না, কথায় বলে—

তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।

কর্ত্তা বাবুকে পেলে কত বামুন-কায়েতে বর্ত্তে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস্, তোদের জাত আছে, না ধর্ম্ম-আছে? বরং ভাগ্যি ক'রে মান যে, বাবুর চোখে পড়েছিস্।

ফতেমা। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেছি, মোর আদমী আসে এখনি মোকে খোঁজ কর্‌বে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে?—তুমি আমার প্রাণ! তুমি আমার কলিজে—আমার চন্দোপুরুষ—

"তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যেক্ষণ থাক সেইক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো।"

তা দেখ ভাই, বুড়ো ব'লে হেলা করো না; তুমি যদি চ'লে যাও, তা হ'লে আর আমার প্রাণ থাকবে না।

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন রে, এই তো বটে!

পুঁটী। কর্ত্তাবাবু! ফতির ভয় হচ্ছে যে, পাছে ওকে কেউ এখানে দেখতে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়।

ভক্ত। (চিন্তিতভাবে) অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে —হাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিঁদুয়ানী ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার?

(নেপথ্যে গম্ভীরস্বরে)। বটে রেঁ পাষণ্ড নরাধম দুরাচার? (সকলের ভয়)

ভক্ত। (সত্রাসে চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) অ্যাঁ—আ—আ—আ—আমি না! ও বাবা! এ কি? কোথা যাব?

পুঁটী। (কম্পিত-কলেবরে) রাম—রাম—রাম! আমি তখনি ত জানি—রাম—রাম—রাম!

ভক্ত। ও গদা, কাছে আয় না।

গদা। (কম্পিত-কলেবরে) আগে বাঁচি,—তবে—

(নেপথ্যে হুঙ্কারধ্বনি)

পুঁটী। ই—ই—ই—ই। (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা)

ভক্ত। রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম!—ও মা গো—কি হবে?

(নেপথ্যে)। এই দেখ না, কি হয়?

ভক্ত। (করযোড় করিয়া সকাতরে) বাবা! আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ)

[গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটীকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান।

ভক্ত। আঁ—আঁ—আঁ!

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ—
"মায়ের এই তো বিচার বটে,
বটে বটে গো আনন্দময়ি—এই ত
বিচার বটে," এবং প্রবেশ)

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন! আঃ বাঁচলেম, বামুনের কাছে ভূত আস্‌তে পারে না! (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! ভূতের হাত এমন কড়া?

বাচ। এ কি! কর্ত্তাবাবু যে এমন ক'রে প'ড়ে রয়েছেন?—হয়েছে কি, অ্যাঁ?

ভক্ত। (বাচস্পতিকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া) কে ও? বাচস্পতি দাদা না কি? আঃ, ভাই, আজ ভূতের হাতে মরেছিলেম আর কি? তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে।

পুঁটী। (চেতন পাইয়া) রাম—রাম—রাম—রাম।

গদা। ও পিসি, সেটা চ'লে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন উঠ।

পুঁটী। (উঠিয়া) গিয়েছে? আঃ, রক্ষে হলো। তা চল বাছা, আর এখানে নয়; আমি বেঁচে

থাক্‌লে অনেক রোজগার হবে। (বাচস্পতিকে দেখিয়া) ও মা! এই যে ভটচাযি্য মোশাই এখানে এসেছেন।

বাচ। কর্ত্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানীর শব্দ শুনে এখানে এলেম। তা বলুন দেখি, ব্যাপারটাই কি? আপনিই বা এ সময়ে এখানে কেন? আর এরাই বা কেন এসেছে? এ তো দেখছি হানিফ গাজীর মাগ।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট! করি কি? (প্রকাশ্যে বিনীতভাবে) ভাই, তুমি ত সকল বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম্ম করেছিলেম, তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হ্যা দেখ ভাই, তোমার হাতে ধ'রে বল্‌চি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দাও যে, এ কথা যেন কেউ টের না পায়। বুড়ো বয়সে এমন কথা প্রকাশ হ'লে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পড়বে। তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্‌বো?

বাচ। সে কি কর্ত্তাবাবু? আপনি হলেন বড়-মানুষ—রাজা; আর আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও অন্ন যোটা ভার, তা আমি আপনার আত্মীয় হব, এমন ভাগ্য কি করেছি?

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই! আমি কল্যই তোমার সে ব্রহ্মত্র জমী ফিরে দেব, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্ম্মটি কোরো, যেন আজকের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয়।

বাচ। (হাস্যমুখে) কর্ত্তাবাবু! কর্ম্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বল্‌তে হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দান কর্ত্তে স্বীকার হলেন, তখন তার তো এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কি? তার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন।

(স্বাভাবিক বেশে হানিফ গাজীর প্রবেশ)

হানিফ। কর্ত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুলভাবে) এ কি!—অ্যাঁ, আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

হানিফ। (হাস্যমুখে) কর্ত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্তে ফতির তল্লাস কল্লাম, তা সকলে বল্লে যে, সে এই ভাঙ্গা মন্দিরের দিকে পুঁটীর সাতে আয়েছে; তাই তারে ঢুঁড়তি ঢুঁড়তি আস্তে পড়িছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জানতি পাল্লি ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোনার চাঁদ আপনারে আস্তে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত তজদি নেলেন ক্যান্? তোবা—তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ! আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোর উপরে অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেমনি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু, এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা! তোমার হাতে ধরি!

হানিফ। সে কি কর্ত্তাবাবু?—আপনি যে নাড্যেদের এত গাল পাড়তেন, এখানে আপনি খোদ সেই নাড্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুশীর কথা আর কি হতি পারে? তা এ কথা তো আমার জাতকুটুমগো কতিই হবে।

ভক্ত। সর্ব্বনাশ!—বলিস্ কি হানিফ? ও বাচস্পোতি দাদা, এইবারেই তো গেলেম! ভাই, তুমি না রক্ষে কর্‌লে আর উপায় নাই। তা একবার হানিফকে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। (ঈষৎ হাস্যমুখে) ও হানিফ! একবার এ দিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। (হানিফকে একপার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন)

ভক্ত। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে! একে তো অপমানের শেষ, তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্চে যে, পৃথিবী দুভাগ হ'লে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কানে খত, এমন কর্ম্মে আর নয়।

ফতেমা। (অগ্রসর হইয়া সহাস্যবদনে) কেন কর্ত্তাবাবু? নাড্যের মায়্যে কি এখনে পছন্দ হচ্চে না?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগী! তোর জন্যেই ত আজ আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

ফতেমা। সে কি, কর্ত্তবাবু?—এই মুই আপনার কলজে হচ্ছেলাম, আরো কি হচ্ছেলাম; আবার এখন ঘোরে দূর কত্তি চাও?

ভক্ত। কেবল তোকে দূর, এ জঘন্য কর্ম্মটাই আজ অবধিই দূর কল্লেম। এতোতেও যদি

ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তার বাড়া গর্দ্দভ আর নাই।

গদা। (জনান্তিকে) ও পিসি! তবেই তো গদার পেসা উঠ্‌লো।

পুঁটী। উঠুক বাছা, গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে মা যে, নেড়ের মেয়ে-গুলোর সঙ্গে পোয়া ভূত থাকে? তা হ'লে কি আমি এ কাজে হাত দি?

বাচ। (অগ্রসর হইয়া) কর্ত্তাবাবু! আপনি হানিফকে দুই শত টাকা দিন, তা হ'লেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। দু—শো—টা-কা! ও বাবা, আমি যে ধনে-প্রাণে গেলেম। বাচস্পোতি দাদা! কিছু কমজম কি হয় না?

বাচ। আজ্ঞা না, এর কমে কোনমতেই হবে না।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব! আমি বিবেচনা ক'রে দেখলেম যে, এ কর্ম্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই হওয়া উচিত। যা হোক্ ভাই, তোমাদের হ'তে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলাম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার কর্‌বো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, এমন দুর্ম্মতি যেন আমার কখন না ঘটে।

"বাহিরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম্ম-ধোয়া।
পুণ্য-খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম,
"বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া॥"

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন

একেই কি বলে সভ্যতা?

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

কর্ত্তা মহাশয়, নব বাবু, কালী বাবু, বাবাজী, বৈষ্ণনাথ, বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, যন্ত্রিগণ, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান, মালী, বরফওয়ালা, মুটিয়াদ্বয়, মাতাল ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

গৃহিণী, প্রসন্নময়ী, হরকামিনী, নৃত্যকালী, কমলা, খেমটাওয়ালী পয়োধরী ও নিতম্বিনী, বারবিলাসিনীদ্বয় ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর গৃহ

(নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু আসীন)

কালী। বল কি?

নব। আর ভাই, বল্‌বো কি। কর্ত্তা এত দিনের পর বৃন্দাবন হ'তে ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাড়ী থেকে বেরোন ভার।

কালী। কি সর্ব্বনাশ! তবে এখন উপায় কি?

নব। আর উপায় কি? সভাটা দেখছি এবলিশ কত্তে হলো।

কালী। বাঃ! তুমি পাগল হ'লে না কি? এমন সভা কখন কি কেউ এবলিশ ক'রে থাকে? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত? যখন আমাদের সবস্‌ক্রিপসন লিষ্ট অতি পুয়োর ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ করেছিলেম, এখন—

নব। আরে, ও সব কি আমি আর জানিনে যে, তুমি আমাকে আবার নূতন ক'রে বল্‌তে এলে? তা আমি কি ভাই, সাধ ক'রে সভা উঠিয়ে দিতে চাচ্চি? কিন্তু করি কি? কর্ত্তা এখন কেমন হয়েছেন যে, দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী-ছাড়া হই, তা হ'লে তখনি তত্ত্ব করেন। তা ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেণ্ড দেবার উপায় আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস)

কালী। কি উৎপাত! তোমার কথা শুনে ভাই, গলাটা একেবারে যেন শুকিয়ে উঠ্‌লো। ওহে নব! বলি কিছু আছে?

নব। হস্! অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, বোধ করি, একটা ব্র্যাণ্ডি আছে।

কালী। (সহর্ষে) জষ্ট দি থিং, তা আনো না দেখি।

নব। রসো দেখছি। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কর্ত্তা বোধ করি, এখনো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোননি। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে বোদে!

(নেপথ্যে)। আজ্ঞে যাই।

কালী। আজ রাত্রে কিন্তু ভাই, একবার তোমাকে যেতেই হবে! (স্বগত) হাঃ! এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্তে এলো? এই নব আমাদের সর্দ্দার আর মনিম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই।

(বোদের প্রবেশ)

নব। কর্ত্তা কোথায় রে?

বৈদ্য। আজ্ঞে দাদাবাবু! তিনি এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোননি।

নব। তবে বোতলটা আর একটা গ্লাস শীঘ্র ক'রে আন্ তো।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। ভাল নব! তোমাদের কর্ত্তা কি খুব বৈষ্ণব হে?

নব। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও দুঃখের কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর? বোধ করি, কলকাতায় আর এমন ভক্ত দুটি নাই।

(বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃ প্রবেশ)

কালী। এ দিকে দে।

নব। শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোনার লঙ্কাও নাই।

কালী। না থাক্‌লো তো বোয়ে গেল কি! এ তো আছে? (বোতল প্রদর্শন) হাঃ, হাঃ হাঃ!

(মদ্যপান)

নব। আরে কর কি, আবার?

কালী। রসো ভাই, আর একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড জেনেরেল হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে প্রোবিজন জমাতে কসুর করে? হাঃ হাঃ হাঃ! (পুনর্ম্মদ্য পান)

নব। (বোদের প্রতি) বোতল ও গ্লাসটা নিয়ে যা, আর শীগ্‌গীর গোটাকতক পাণ নিয়ে আয়। [বোদের প্রস্থান।

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে একবার দেখা করা যাক্ গে। আজ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্ শালা ছেড়ে যাবে।

নব। তোমার পায়ে পড়ি, ভাই, একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

(পাণ লইয়া বোদের পুনঃ প্রবেশ)

কালী। দে, এ দিকে দে।

(নেপথ্যে)। ও বৈদ্যনাথ!

[বোদের প্রস্থান।

নব। এই যে কর্ত্তা বাইরে আসৃছেন। নেও, আর একটা পাণ নেও।

কালী। আমি ভাই পাণ তো খেতে চাইনে, আমি পান কত্তে চাই। সে যা হোক্, তবে চল না, কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে।

নব। (সহাস্যবদনে) তোমার ভাই, আর অতো ক্লেশ স্বীকার কত্তে হবে না। কর্ত্তা তোমার গাড়ী দরজায় দেখলেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।

কালী। বল কি? আই সে, তোমার চাকর ব্যাটাকে ভাই, আর একটু ব্র্যাণ্ডি দিতে বলো তো; আমার গলাটা আবার যেন শুকিয়ে উঠছে।

নব। কি সর্ব্বনাশ! এমনি দেখছি তোমার একটু যেন নেশা হয়েছে; আবার খাবে?

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক। ভাল, কর্ত্তা এখানে এলে কি বল্‌বো বল দেখি?

নব। আর বল্‌বে কি? একটা প্রণাম ক'রে আপনার পরিচয় দিও।

কালী। কি পরিচয় দেবো, বল দেখি ভাই? তোমাদের কর্ত্তাকে কি বল্‌বো যে, আমি বিএরের —মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়, শত শাশুড়ীর আলয়, আর উইল্‌সনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই— হাঃ হাঃ হাঃ!

নব। আঃ! মিছে তামাসা ছেড়ে দাও, এখন সত্যি কি বল্‌বে, বল দেখি? এক কর্ম্ম কর, কোন একটা মস্ত বৈষ্ণব-ফ্যামিলির নাম ঠাওরাতে পার? তা হ'লে আর কথাটি কইতে হয় না!

কালী। তা পার্‌বো না কেন? তবে একটু আগে মাটী দাও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।

নব। না হে না, (চিন্তা করিয়া) গরাণহাটার কোন্ ঘোষ না পরম বৈষ্ণব ছিল?—তার নাম তোমার মনে আছে?—ঐ যে, যার ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো?

কালী। আমি ভাই, গরাণহাটার প্যারী, আর তার ছুকরী বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না।

নব। কোন্ প্যারী হে?

কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি? তুমি কি গোদা প্যারীকে 'চেন না? ভাই, এক দিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত মজা করেছিলেম, তার আর কি বল্‌বো? সে যাক্, এখন কি বল্‌বো, তাই ঠাওরাও।

নব। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—হয়েছে। দেখ কালী, তোমার কে এক জন খুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না ? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মরেন ?

কালী। হাঁ, একটা ওলড্ ফুল ছিল বটে, তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁরি পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।

কালী। হাঃ হাঃ হাঃ !

নব। দূর পাগল, হাসিস্ কেন ?

কালী। হাঃ, হাঃ, হাঃ ! ভাল, তা যেন হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের দুই একখানা পুঁথির নাম তো না শিখলে নয়।

নব। তবেই যে সার্লে। আমি ত সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো দেখি। (চিন্তা করিয়া) শ্রীমদ্ভগবদগীতা—গীতগোবিন্দ—

কালী। গীত—কি ?

নব। জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কালী। ধর, শ্রীমতী ভগবতীর গীত,—আর—বৃন্দাদূতীর গীত—

নব। হাঃ—হাঃ—হাঃ ! ভায়ার কি চমৎকার মেমারি।

কালী। কেন,—কেন ?

নব। হস্ ! কর্ত্তা আস্‌ছেন। দেখো ভাই, যেন একটা বেশ ক'রে প্রণাম ক'রো।

(কর্ত্তা মহাশয়ের প্রবেশ)

কালী। (প্রণাম)।

কর্ত্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি ?

কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ। মহাশয় ! আপনি—৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জান্‌তেন। আমি তাঁরি ভ্রাতুষ্পুত্র—

কর্ত্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ?

কালী। আজ্ঞে বাঁশবেড়ের—

কর্ত্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন ?

কালী। আজ্ঞে হাঁ।

কর্ত্তা। বেঁচে থাকো বাপু, বসো। (সকলের উপবেশন) তুমি এখন কি কর বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে কর্ম্মকাজের চেষ্টা করা হচ্চে।

কর্ত্তা। বেশ বাপু ! তোমার স্বর্গীয় খুড়ামহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা, আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান ?

কালী। আজ্ঞে।

কর্ত্তা। (স্বগত) আহা ! ছেলেটি দেখতে শুন্‌তেও যেমন, আর তেমন সুশীল। আর না হবেই বা কেন ? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না ?

কালী। জ্যেঠামহাশয় ! আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন—

কর্ত্তা। কেন বাপু ? তোমরা কোথায় যাবে ?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটি সভা আছে, সেখানে আজ মিটিং হবে।

কর্ত্তা। কি সভা বল্‌লে বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা।

কর্ত্তা। সে সভায় কি হয় ?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা হয়েছিল, তা, আমাদের জাতীয় ভাষা ত কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃত-বিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্ত্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা ! কৃষ্ণ-প্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না ! আর এ নবকুমারেরও ত আমার ঔরসে জন্ম। (প্রকাশ্যে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্ত্তা। ভাল, বাপু ! তোমরা কোন্ সকল সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি ?

কালী। (স্বগত) আ মলো ! এতক্ষণের পর দেখ্‌ছি সালে ! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপদেবের বিন্দাদূতী।

কর্ত্তা। কি বল্লে, বাপু ?

নব। আজ্ঞে, উনি বল্‌ছেন, শ্রীমদ্ভগবদগীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্ত্তা। জয়দেব ? আহা হা ! কবিকুলতিলক, ভক্তিরস-সাগর !

কালী। জ্যেঠামহাশয় ! যদি আজ্ঞে হয়, তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্ত্তা। কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা বাজেনি, তা তোমরা বাপু, এত সকালে যাবে কেন?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করবো ব'লে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগলে পাছে ব্যেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মীট করি।

কর্ত্তা। তোমাদের সভাটা কোথায় বাপু?

কালী। আজ্ঞে, সিকদারপাড়ার গলিতে।

কর্ত্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এস গে। দেখো, যেন অধিক রাত্রি করো না।

নব এবং কালী। আজ্ঞে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

কর্ত্তা। (স্বগত) এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই, তাতে ক'রে ছেলেটিকে কি একলা পাঠিয়ে ভাল কল্লেম? (চিন্তা করিয়া) একবার বাবাজীকে পাঠিয়ে দি না কেন, দেখে আসুক ব্যাপারটাই কি? আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে যে, নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিকদারপাড়া ষ্ট্রীট

(বাবাজীর প্রবেশ)

বাবাজী। (স্বগত) এই ত সিকদারপাড়ার গলি, তা কৈ? নববাবুর সভাভবন কৈ? রাধেকৃষ্ণ! (পরিক্রমণ) তা দেখি, এই বাড়ীটিই বুঝি হবে। (দ্বারে আঘাত)

(নেপথ্যে)। তুমি কে গা? কাকে খুঁজচো গা?

বাবাজী। ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ী?

(নেপথ্যে)। ও পুঁটি! পুঁটি। দেখ্ তো লা, কোন্ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্চে? ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো!

বাবাজী। (স্বগত) প্রভো! তোমারি ইচ্ছে। হায়! এত দিনের পর কি মাতাল হলেম!

(নেপথ্যে)। তুই বেটা কে রে? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে দেবো।

বাবাজী। (বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোষে) কি আপদ। রাধেকৃষ্ণ! কর্ত্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না যে, তিনি আমাকেই এ কর্ম্মে পাঠালেন? (পরিক্রমণ) এ দেখছি এক জন ভদ্রলোক এ দিকে আসছেন, তা এঁকেই কেন জিজ্ঞাসা করি না।

(এক জন মাতালের প্রবেশ)

মাতাল। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) ওগো! এখানে কোথা যাত্রা হচ্ছে গা?

বাবাজী। তা বাবু, আমি কেমন ক'রে বল্‌বো?

মাতাল। সে কি গো? তুমি না সং সেজেচ?

বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ!

মাতাল। তবে শালা! তুই এখানে কচ্ছিস্ কি? হাঃ শালা!

[প্রস্থান।

বাবাজী। কি সর্ব্বনাশ! বেটা কি পাষণ্ড গা? রাধেকৃষ্ণ! এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা?—এ আবার কি? (অবলোকন করিয়া) আহাহা! স্ত্রীলোক দুটি যে দেখতে নিতান্ত কদাকার, তা নয়। এরা কে?—হরে-কৃষ্ণ, হরে-কৃষ্ণ! (একদৃষ্টে অবলোকন)

(দুই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ)

প্রথম। ওলো বামা! গুয়ো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখ্‌লি? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি ব'লে আবার কোথায় গেল?

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্‌তে আস্‌তে পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতভাগাকে রেখেচিস্। আমি হ'লে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কত্তেম।

প্রথম। দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খেংরা দে বিষ ঝাড়বো। আমি তেমন বান্দা নই, বাবা! এই বয়সে কত শত বেটাকে নাকের জলে, চোখের জলে ক'রে ছেড়েছি। চল্ না, আগে মদনমোহন দেখে আসি; এসে ওর শ্রাদ্ধ কর্‌বো এখন।

দ্বিতীয়। যদি তাই পার্‌বি, তা হ'লে আর ভাবনা কি—ও থাকী! ঐ মোল্লার মতন কাচা-খোলা কে একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ্?

প্রথম। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ তো। এই যে আমা-দের দিকে আসচে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয়

ভাই, রসের বৈরাগী ঠাকুর। ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্য করিয়া) আহাহা, মিন্‌ষের রকম দেখ্ না—যেন তুলসী-বনের বাঘ।

বাবাজী। (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বল্‌তে পার, এখানে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা কোথা ?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে ? (থাকীকে ধারণ করিয়া হাস্য) বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার বষ্টুমীর নাম বুঝি ?

প্রথম। আহা ! বাবাজী, তোমার কি বষ্টুমী হারিয়েছে ? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে ? যা হবার, তা হয়েছে, কি করবে ভাই ? এখন আমাদের সঙ্গে আস্‌বে তো বল ?—কেমন বামা, ভেক্ নিতে পার্‌বি ?

দ্বিতীয়। কেন পার্‌ব না ? পাঁচ সিকে পেলেই পারি। কি বল বাবাজী ?

প্রথম। বাবাজী আর বল্‌বেন কি ? চল্, আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল।

বাবাজী। (স্বগত) কি বিপদ্ ! রাধেকৃষ্ণ ! (প্রকাশ্যে) না বাছা ! তোমরা যাও, আমার ঘাট হয়েছে।

দ্বিতীয়। হাঁ, আমরা যাব বৈ কি ? তোমার ত সেই তরঙ্গিণী বৈ আর মন উঠবে না ? তা আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ।

(বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া)

"সাধের বষ্টুমী প্রাণ হারিয়েছে আমার।"

[দুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান।

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত ! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল—কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কি ? লাভের মধ্যে আমার যন্ত্রণা সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার ফিরে যাই, তা হ'লে কর্ত্তাটি রাগ কর্‌বেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়্‌লেম। এখন করি কি ? (চিন্তিতভাবে অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হাঁ, ভাল হয়েছে, এই একটা মুস্কিল আসান আস্‌চে, ওর পিছনে আলোয় আলোয় এইবার প্রস্থান করি—না —ও মা ! এ যে সার্‌জন সাহেব রোঁদ ফিরতে বেরিয়েছে দেখচি ; এখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি জানি যদি চোর ব'লে ধরে ? কিন্তু এখন আর যাই কোথা ? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আড়ালে দাঁড়াই—ও মা ! এই যে এসে পড়্‌লো। (বেগে পলায়ন)

(সার্‌জন ও চৌকীদারের আলোক লইয়া প্রবেশ)

সার্। হাল্‌লো ! চৌকীডার ! এক আডমি উটার ডৌড়কে গিয়া নেই ?

চৌকী। নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা।

সার্। আল্‌বট্ গিয়া, হাম ডেকা। টোম্ জল্‌ডী ডৌড়কে যাও। উহ্টরফ ডেকো, যাও যাও, জল্‌ডী যাও ইউ সুওর !

চৌকী। (বেগে অন্য দিকে গমন করিতে করিতে) কোন্ হায় রে, খাড়া রও।

সার্। ড্যাম ইওর আইজ—ইটার ইউ ফুল।

চৌকী। (ভয়ে) হাঁ ছাব, ইধর।

[বেগে প্রস্থান।

সার্। (ক্রোধে) আ ! ইফ আই ক্যেন ক্যেচ হিম—

(নেপথ্যে)। (উচ্চৈঃস্বরে) পাকড়ো—পাকড়ো উহুহুহুহু—

(নেপথ্যে)। আমি যাচ্ছি বাবা, আর মারিস্ নে বাবা ! দোহাই বাবা ! তোর পায়ে পড়ি বাবা !

(নেপথ্যে)। শালা চোট্টা, তোমারা ওয়াস্তে দৌড়কে হামারা জান গিয়া !

(নেপথ্যে)। উহুঁহুঁহুঁ ! বাবা ! আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী বৈষ্ণব, বাবা।

(বাবাজীকে লইয়া চৌকীদারের প্রবেশ)

সার্। আ ইউ, টোম চোট্টা হেয় ?

বাবাজী। (সত্রাসে) না সাহেব বাবা ! আমি কিছু জানিনে, আমি—গ্যে, গ্যে গ্যে—

সার্। হেং—ইওর গ্যে, গ্যে, গ্যে, চুপরাও, ইউ ব্লডি নিগর, ডেকলাও তোমরা ব্যেগমে কিয়া হেয়। (বলপূর্ব্বক মালা গ্রহণ করিয়া আপনার গলায় পরিধান) হাঃ—হাঃ—হাঃ ! বাপ্ রে বাপ্, —হাম বড়া হিন্দু হুয়া—রাটে কিসডে। হাঃ—হাঃ —হাঃ !

বাবাজী। (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয় ! আমি গরীব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দাও।—(গমনোদ্যত)

চৌকী। খাড়া রও শালা !

বাবাজী। দোহাই কোম্পানীর—দোহাই কোম্পানীর।

সার্। হোল্ড ইওর টং, ইউ ব্লাক্‌ব্রুট ইয়েহ ব্যেগমে আওর কিয়া হ্যায় ডেকে গা। (ঝুলি বলপূর্ব্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন)

সার্। হাটস্ রাইট। ইউ সুটি ডেভল্। কেঙ্কো চোরি কিয়া? (চৌকীদারের প্রতি) ওস্কো ঠানেমে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করিনি, আমাকে ছেড়ে দাও,—দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি ও টাকা চাইনে।

সার্। সে নেই হোগা, টোম ঠানেমে চলো—কিয়া? টোম যাগা নেই? আল্‌বট্ যানে হোগা।

চৌকী। চল্‌বে, থানামে চল্।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানীর,—আমি টাকাকড়ি কিছু চাই নে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দাও বাবা।

সার্। (হাস্যমুখে) কেয়া? টোম নেই মাংটা? (আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকীদারের প্রতি) ওয়েল দেন, হাম ডেকথা, ওস্কা কুচ কসুর নেই, ওস্কো ছোড় ডেও।

বাবাজী। (সোল্লাসে) জয় মহাপ্রভু!

চৌকী। (বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে) তোম্ হামকো তো কুছ দিয়া নেহি—আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা! আমি একবার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাব।

চৌকী। হাঁ হাঁ, ঐ বাড়ীমে—ও বড় মজাকি জাগ্‌গা হ্যায়।

সার্। ডেকো চৌকীদার! রোপেয়াকো বাট—(ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান)

চৌকী। যো হুকুম, খাবিন্।

সার্। মম্! ইজ দি ওয়ার্ড, মাই বয়! আবি চলো।

[সারজন্ ও চৌকীদারের প্রস্থান।

বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ! আঃ, বাঁচলেম। আজ কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম! ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সার্‌জন বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে—নইলে আজকে কি হাজতেই থাক্‌তে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না।

(হোটেলবাক্স লইয়া দুই জন মুটিয়ার প্রবেশ)

এ আবার কি? রাধেকৃষ্ণ—কি দুর্গন্ধ! এ বেটারা এখানে কি আন্‌ছে? (অন্তরালে অবস্থিতি)

প্রথম। ইঃ, আজ যে কত চিজ পোঁটিয়েচে, তার হিসাব নাই, মোর গরদানটা যেন বেঁকে যাচ্চে।

দ্বিতীয়। দেখ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা ক'রে নেলে। বেটারগো কি আরামের দিন ভাই!

প্রথম। মর বেকুফ ও হারামখোর বেটারগো কি আর দিন আছে? ওরা না মানে আল্লা, না মানে দেবতা।

দ্বিতীয়। লেকিন্ ক্যাবল এই গরুখেগো বেটারগো দৌলতেই মোগর পোঁচঘর এত ফেঁপে উঠতিচে; সাম হ'লেই বেটারা বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে; আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্‌তি পারে।

প্রথম। ও কাদের মিয়া, যোদের কি সারারাত এহানে দাঁড়িয়ে থাক্তি হবে? দরোয়ানজীকে ডাক না। ও দরোয়ানজী! এ মাড়ুয়াবাদী শালা গেল কোহানে?—ও দরোয়ানজী; —দরোয়ানজী!

(নেপথ্যে)। কোন্ হ্যায় রে?

প্রথম। মোরা পোঁচঘরের মুটে গো।

(নেপথ্যে)। আও, ভিতর চলা আও।

[মুটিয়াগণের প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য। এ সব কিসের বাক্স? উঃ, থু, থু, রাধেকৃষ্ণ! আমি তো জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিষয় কিছু বুঝতে পাচ্চি না!

(নেপথ্যে)। বেলফুল!

(নেপথ্যে)। চাই বরোফ।

(মালী এবং বরফওয়ালার প্রবেশ)

মালী। বেলফুল,—ও দারোয়ানজী। বাবুরা এসেচে?

(নেপথ্যে)। না, আবি আয়া নেহি, থোড়া বাদ আও।

বরফ। চাই বরোফ—কি গো দরোয়ানজী!

(নেপথ্যে)। তোম্বি থোড়া বাদ আও।

[মালী এবং বরফওয়ালার প্রস্থান।

বাবাজী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

(নেপথ্যে দূরে)। বেলফুল—চাই বরোফ।

(যন্ত্রিগণ সহিত নিতম্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ)

নিত। কাল যে ভাই কালী বাবু আমাকে ব্রাণ্ডি খাইয়েছিল—উঃ, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুরচে। আজ যে ভাই আমি কেমন করে নাচবো, তাই ভাবচি!

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারি ধূম লাগিয়েছিল। আজকাল সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ আর দুটি পাওয়া ভার।

যন্ত্রী। চল, ভিতরে যাওয়া যাক্। ও দারো য়ানজী!

(নেপথ্যে)। কোন্ হায়?

পয়ো। বলি আগে দোর খোলো, তার পরে কোন্ হায়, দেখতে পাবে এখন।

(নেপথ্যে)। ওঃ, আপলোক হায়, আইয়ে।

[যন্ত্রিগণ ইত্যাদির প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) এ কি চমৎকার ব্যাপার! এরা ত কস্‌বী দেখতে পাচ্চি। কি সর্ব্বনাশ! আমি এক্ষণে বুঝ্‌তে পাচ্চি, কাণ্ডটা কি? নবকুমারটা দেখছি একেবারে ব'য়ে গেছে। কর্ত্তা মহাশয় এ সব কথা শুনলে কি আর রক্ষে থাকবে?

(নব বাবু এবং কালী বাবুর প্রবেশ)

নব। হাঃ হাঃ হাঃ! শ্রীমতী ভগবতীর গীত! তোমার ভাই কি চমৎকার মেমরি! হাঃ হাঃ হাঃ!

কালী। আরে, ও সব লক্ষ্মীছাড়া বই কি আমি কখন খুলি, না পড়ি যে, মনে থাকবে?

নব। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ যে বাবাজী হে! কেমন ভাই কালী, আমি বলেছিলেম কি না যে, কর্ত্তা একজন না একজনকে অবশ্যই আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন; যা হোক, একে যে আমরা দেখতে পেলাম, এই আমাদের পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে।

কালী। বল ত, ও বৈষ্ণব শালাকে ধ'রে এনে একটু ফাউল, কাটলেট, কি মটন চপ খাইয়ে দি, শালার জন্মটা সার্থক হোক্।

নব। চুপ কর হে—চুপ কর। ঐ ভাই ঠাট্টার কথা নয়। (অগ্রসর হইয়া)। কি গো, বাবাজী যে? তা আপনি এখানে কি মনে ক'রে?

বাবাজী। না, এমন কিছু না, তবে কি না, একটা কর্ম্মবশতঃ এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, তাই ভাবলেম যে, নব বাবুদের সভাভবনটা একবার দেখে যাই।

নব। বটে বটে! চলুন, তবে ভিতরে চলুন।

কালী। (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি) আরে, করিস্ কি পাগল? এটাকে এর ভিতরে নে গেলে কি হবে? আমরা ত আর হরিবাসর ক'ত্তে যাচ্চি নে।

নব। (জনান্তিকে কালীর প্রতি) আঃ, চুপ কর না। (প্রকাশ্যে বাবাজীর প্রতি) বাবাজী! একবার ভিতরে পদার্পণ কল্লে ভাল হয় না?

বাবাজী। না বাবু, আমার অন্যত্তরে কর্ম্ম আছে, তোমরা যাও।

[বাবাজীর প্রস্থান।

কালী। বল ত, শালাকে ধাঁ ক'রে ধ'রে এনে না হয় ঘা-দুই লাগিয়ে দি।

নব। দরোয়ান!

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজ!

নব। ও লোগ সব আয়া?

দৌবা। জী, মহারাজ!

নব। আচ্ছা, তোম যাও।

দৌবা। যো হুকুম, মহারাজ।

[প্রস্থান।

নব। আজ ভাই দেখচি, এই বাবাজী বেটা একটা ভারি হাঙ্গামা ক'রে বসবে এখন। বোধ করি, ও ঐ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে।

কালী। পুঃ! তুমি ত ভারি কাউয়ার্ড হে! তোমার যে কিছু মরাল করেজ নেই। ও বেটাকে আবার ভয়?—চল।

নব। না হে না, তুমি ভাই এ সব বোঝ না। চল, দেখি গে, বেটার হাতে কিছু ওকর্ম্ম ক'রে দিয়ে যদি মুখ বন্ধ কত্তে পারি?

কালী। নন্‌সেন্স, তার চেয়ে শালাকে গোটা কতক কিক্ দিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন? ড্যাম দি ব্রুট! ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায়? ওর কি আর কোন মিশন্ আছে?

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমানুষের কর্ম্ম নয়। চল, আমরা দুজনেই ওর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(কতিপয় বাবুর প্রবেশ)

চৈতন। নব আর কালী যে দেরী কচ্চে, এর কারণ কি ?

বলাই। আমি তা কেমন ক'রে বল্‌বো ? ওহে, ওদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা সকল কর্ম্মেই লীড নিতে চায়, আর ভাবে যে, আমরা না হ'লে বুঝি আর কোন কর্ম্মই হবে না।

শিবু। যা বল ভাই, কিন্তু ওরা দুজনে লেখাপড়া বেশ জানে।

বলাই। বিটুইন আওয়ারসেল্‌ভস, এমন কি জানে ?

মহেশ। হাঁ, হাঁ, সকলেরই বিদ্যা জানা আছে। সে দিন যে নব একখানা চিঠি লিখেছিল, তা ত দেখিইছো, তাতে লিওলি মরের যে দুর্দ্দশা, তা ত মনে আছে ?

বলাই। এতেও আবার প্রাইডটুকু দেখেছো ? কালী আবার ওর চেয়ে এককাটি সরেশ।

চৈতন। আঃ! তারা ফ্রেণ্ড মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কি ? বিশেষ ওরা আছে ব'লে তাই আজও সভা চলেছে—তা জান ?

মহেশ। তা টুরুথ বলবো, তার আর ফ্রেণ্ড কি ?

বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাক্; আমরাও ত মেম্বর বটে, তবে তাদের দুজনের জন্যে আমাদের ওয়েট কর্‌বার আবশ্যক কি ?

শিবু। তাই ত। এখন সভার কর্ম্ম আরম্ভ করা যাক্ না কেন ?

মহেশ। হিয়ার—হিয়ার! আমি এ মোসন সেকেণ্ড করি।

বলাই। হাঃ—হাং—হাঃ! এতে দেখছি কারো অবজেক্‌সন্ নাই, একবারে নেম্‌কন্—ব্র্যাভো। হাঃ হাঃ হাঃ!

মহেশ। (ঘড়ী দেখিয়া) নটা বাজতে কেবল পাঁচ মিনিট বাকি আছে, বোধ করি, নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি চৈতন বাবুকে চেয়ারম্যান প্রপোজ করি।

সকলে। হিয়ার—হিয়ার !

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) জেণ্টেলম্যান, আপনারা অনুগ্রহ ক'রে আমাকে যে পদে নিযুক্ত কল্লেন, তার কর্ম্ম আমি যতদূর পারি, প্রাণপণে চালাতে কসুর করুবো না—নাউ টু বিজনেস্।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার! (করতালি)

চৈতন। (উচ্চৈঃস্বরে) খানসামা—বেহারা—

(নেপথ্যে)। জী—আজ্ঞে!

চৈতন। গোটাদুই ব্রাণ্ডি আর তামাক নে আয়। (উপবিষ্ট হইয়া) যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছে হয় ত বল।

বলাই। এমন সময় কোন্ শালা বিয়ার খায় ?

সকলে। হিয়ার—হিয়ার!

(খানসামা ও বেয়ারার মদ্য এবং তামাক লইয়া প্রবেশ)

চৈতন। সব বাবু লোক্‌কো সরাব দেও, (সকলের মদ্যপান) আর বোতল গ্লাস সব হিঁয়া ধর দেও।

খান। আচ্ছা বাবু।

[বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান।

চৈতন। বেয়ারা—ঐ খেমটাওয়ালীদের ডেকে দে ত। আর দেখ্, খানিকটে বরফ আন্।

বেয়ারা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

বলাই। আমি আমাদের নূতন চেয়ারম্যানের হেল্‌থ দিতে চাই।

সকলে। হিয়ার—হিয়ার! (মদ্যপান করিয়া) হিপ, হিপ, হুরে হুরে।

(নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যন্ত্রিগণের প্রবেশ)

চৈতন। আরে এসো, বসো! কেমন ভাই, চিন্‌তে পার ? তবে ভাল আছ ত ?

(সকলের উপবেশন)

নিত। যেমন রেখেছেন।

চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কৈ ? আমার কি তেমন কপাল ?

সকলে। ব্র্যাভো, হিয়ার! (করতালি)

চৈতন। ও পয়োধরি! একটু এ দিকে স'রে বসো না।

পয়ো। না, আমি বেশ আছি।

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাই বাবু! এদের একটু কিছু খাওয়াও না।

বলাই। এই এসো! (সকলের মদ্যপান)

শিবু। (চতুর্থের প্রতি) ও শালা, তুই ঘুমুচ্চিস্ না কি?

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে, তা নয়, ঘুমবো কেন? নব আসেনি বটে?

সকলে। (হাস্ত করিয়া) ব্রাভো! ব্রাভো!

চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া) একটি গান গাও না ভাই।

পয়ো। এর পর হ'লে ভাল হয় না?

চৈতন। না, না, পরে আবার কেন? শুভ-কর্ম্মে বিলম্বে কাজ কি?

পয়ো। আচ্ছা, তবে গাই, (যন্ত্রীদিগের প্রতি) আড়খেম্‌টা।

(গীত)

শঙ্করা—খেমটা

এখন কি আর নাগর তোমার
আমার প্রতি সে মন আছে।
নূতন পেয়ে পুরাতনে
তোমার সে যতন গিয়েছে।
তখনকার ভাব থাক্‌তো যদি,
তোমায় পেতেম নিরবধি
এখন, ওহে গুণনিধি,
আমায় বিধি বাম হয়েছে।
যা হবার আমার হবে,
তুমি তো হে সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে,
কোন্ নতুনে মন মজেছে॥

সকলে। কিয়াবাৎ! সাবাস্! বেঁচে থাক বাবা! জিতা রও বাবা!

চৈতন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকী হে?

বলাই। সাকী আবার কি?

চৈতন। যে মদ দেয়, তাকে পারসীতে সাকী বলে।

শিবু। (গাইয়া) "গরইয়ার নহো সাকী।"—তা এসো। (সকলের মদ্যপান)

চৈতন। চুপ কর ত, কে যেন উপরে আসছে না?

বলাই। বোধ করি নব আর কালী—

(নব এবং কালীর প্রবেশ)

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) হিপ হিপ হুরে!

কালী। (প্রমত্তভাবে) হুরে, হুরে!

নব। বসো ভাই, সকলে বসো, (সকলের উপবেশন) দেখ ভাই, আজ আমাদের এক্সকিউজ কর্ত্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম্ম ছিল ব'লে তাই আসতে দেরী হয়ে গেছে!

শিবু। (প্রমত্তভাবে) ছাটস এ লাই।

নব। (ক্রুদ্ধভাবে) হোয়াট, তুমি আমাকে লায়ার বল? তুমি জান না, আমি তোমাকে এখনি সুট করবো?

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ! যেতে দাও, যেতে দাও, একটা ট্রাইফলীং কথা নিয়ে মিছে ঝগড়া কেন?

নব। ট্রাইফলীং?—ও আমাকে লায়ার বল্লে—আবার ট্রাইফলীং? ও আমাকে বাঙ্গালা ক'রে বল্লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্লে না কেন? তাতে কোন্ শালা রাগতো? কিন্তু লায়ার—এ কি বরদাস্ত হয়?

চৈতন। আরে যেতে দাও, ও কথার আর মেন্‌সন করো না।

নব। (উপবেশন করিয়া) কি গো পয়োধরি! নিতম্বিনি! তোমরা ভাল আছ ত?

পয়ো। হাঁ, আমরা ত আছি ভাল, কিন্তু তোমায় যে বড় ভাল দেখছিনে—এখন তোমাকে ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচি।

নব। আমি ত ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবো—ওহে বলাই! একটু ব্রাণ্ডি দাও ত।

সকলে। ওহে, আমাদের ভুল না হে। (সকলের মদ্যপান)

নব। ওহে কালী! তুমি যে চুপ ক'রে রয়েছো?

কালী। আমি ঐ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক্ হয়েছি। শালা এ দিকে মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ঘুস খেয়ে মিথ্যা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট।

নব। মরুক, সে থাক্। ও পয়োধরি! তোমরা একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক্।

সকলে। না, না, আগে তোমার ইসপীচ।

নব। (গাত্রোত্থান করিয়া) আচ্ছা জেণ্টেল-ম্যান! আপনারা সকলে এই দেয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখছেন, এই সকল একত্র ক'রে পড়লে "জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা" পাওয়া যায়।

সকলে। হিয়ার্! হিয়ার!

নব। জেণ্টেলম্যান, এ সভার নাম জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মিট ক'রে যাতে জ্ঞান জন্মে, তাই ক'রে থাকি—এণ্ড উই আর জলি গুড ফেলোজ।

সকলে। হিয়ার্—হিয়ার্! উই আর জলি গুড ফেলোজ।

নব। জেণ্টেলম্যান! আমাদের সকলের হিন্দু-কুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারিষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে; জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়েছে! এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক ক'রে এ দেশের সোসিয়াল রিফর্মেশন যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।

সকলে। হিয়ার—হিয়ার!

নব। জেণ্টেলম্যান! তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর,—তাদের স্বাধীনতা দাও,—জাতিভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দাও—তা হ'লে এবং কেবল তা হলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে,—নচেৎ নয়!

সকলে। হিয়ার! হিয়ার! হিয়ার!

নব। কিন্তু জেণ্টেলম্যান, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবারটি অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যা খুসী, সে তাই কর। জেণ্টেলম্যান, ইন্ দি নেম অব ফ্রীডম্, লেট অস্ এঞ্জয় আওয়ারসেলভস!

(উপবেশন)

সকলে। হিয়ার—হিয়ার,—হিপ হিপ হুরে, হু—রে; লিবরটি হল—বি ফ্রী—লেট অস্ এঞ্জয় আওয়ারসেল্ভস!

নব। ওহে বলাই! একবার সকলকে দাও না।

বলাই। আচ্ছা,—এই এসো। (সকলের মদ্যপান)

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক্। কম্, ওপেন্ দি বল্, মাই বিউটিস্।

পয়ো, নিত। (নৃত্য এবং গীত)

নব। কিয়াবাৎ, জীতা রও!—বেঁচে থাক ভাই!

কালী। হুরে!—জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা কর এভার।

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা কর এভার। (করতালি)

নব। চল ভাই, এখন সপর টেবিলে যাওয়া যাক্।

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) থী চিয়াস ফর আমাদের চেয়ারম্যান—

সকলে। হিপ—হিপ—হিপ—হুরে! হু—রে! —হুরে!

নব। ও পয়োধরি! তুমি ভাই, আমার আরম নেও।

পয়ো। তোমার কি নেব ভাই?

নব। এসো, আমার হাত ধর।

কালী। ও নিতম্বিনি! তুমি ভাই, আমাকে ফেভর কর! আহা! কি সফট হাত!

সকলে। ব্রাভো! (করতালি)

[যন্ত্রিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তবলা। ও ভাই, দেখ ত, বোতলটায় আর কিছু আছে কি না?

বেহালা। কৈ দেখি! হাঁ আছে, এই নেও।

(উভয়ের মদ্যপান)

তবলা। আঃ, খাসা মাল যে হে।

(নেপথ্যে)। হিপ—হিপ—হুরে!

বেহালা। চল ভাই, এক ছিলিম গাঁজার চেষ্টা দেখি গিয়ে—এ ব্রাণ্ডিতে আমাদের শানে না!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর শয়ন-মন্দির

(প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমল এবং হরকামিনী আসীন)

প্রসন্ন। এই নেও—

নৃত্য। কি খেলুলে ভাই?

প্রসন্ন। চিড়িতনের নহলা।

নৃত্য। আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, তুরুপ খেলুলি কেন?

প্রসন্ন। তুই ভাই মিছে বক্‌চিস্ কেন? হাতে রঙ না থাকে, পাশ দে যা।

নৃত্য। এই এসো, আমি টেক্কা মারলেম।

হর। এই নেও।

নৃত্য। ও কি ও, পাশ দিলে যে ?

হর। হাতে তুরুপ না থাকলে পাশ দেব না ত কি করবো ?

নৃত্য। এসো কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

কমল। আমি ভাই বিবি দিলেম।

নৃত্য। মর্, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন ?

কমল। বাঃ, বিবি দেব না ত কি ? সায়েব কোথা ?

নৃত্য। এই যে সাহেব আমার হাতে রয়েছে ?

কমল। আমি ত ভাই আর জান্ নই।

নৃত্য। মর্ ছুঁড়ি! খেলার ইসারা বুঝতে পারিস্ নে ? তোর মতন বোকা মেয়ে ত আর দুটি নাই লা, তুই যদি তাস ভাল খেলতে না পারিস্, তবে খেলতে আসিস্ কেন ?

কমল। কেন, খেলতে পারবো না কেন ?

নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে ? তুই যে আমার টেক্কার উপর বিবি দিলি ?

কমল। কেন ? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো ?

হর। আর ভাই মিছে গোল করিস্ কেন ?

নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপদ, যখন সায়েব আমার হাতে আছে, তখন তোর আর ভয় কি ?

কমল। বস্, তুই পাগল হ'লি না কি লো ? তোর হাতে সাহেব, তা আমি টের পাব কেমন ক'রে লো ?

নৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে, তা জানতিস, তবে অবিশ্যি টের পেতিস্।

কমল। ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখনও হয় ? বিবি ধরা গেলে, বিবি পালাবার বাগ পেলে কি তা কেউ ছাড়ে ?

(নেপথ্যে)। ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন। চুপ কর্ লো, চুপ কর্, ঐ শোন্, মা ডাক্‌চেন—

(নেপথ্যে)। ও বউ!

প্রসন্ন। (উচ্চৈঃস্বরে) কি মা!

(নেপথ্যে)। ওলো, তোরা ওখানে কি কর্‌ছিস লা ?

প্রসন্ন। (উচ্চৈঃস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়ছি।

হর। ও ঠাকুরঝি! তাস যোড়াটা ভাই লুকোও, ঠাক্রুণ দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।

প্রসন্ন। (তাস বালিসের নীচে গোপন করিয়া) আয় ভাই, আমরা সকলে এই চাদরখানা ধ'রে ঝাড়তে থাকি ; তা হ'লে মা কিছু টের পাবেন না।

নৃত্য। আরে মলো—আবার টেক্কা—

কমল। আরে তাতে বয়ে গেল কি ? সায়েব কি বিবি ধ'ত্তে পারে না ?

হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই, চুপ কর্, ঐ দেখ্, ঠাক্রুণ উপরে আস্‌চেন। ধর্, সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর্।

(গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃহিণী। ওলো, তোরা এখানে কি কর্‌ছিস্ লা ?

প্রসন্ন। এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়ছি।

গৃহিণী। ও মা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়তে গেল ? তা হবে না কেন? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না।

নৃত্য। কেন জ্যেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন ?

গৃহিণী। আর তোরা দেখছি, একবারে কুড়ের সর্দ্দার হয়ে পড়েছিস্। ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নইলে তো সে এতক্ষণ শুতে আস্‌তো।

প্রসন্ন। হাঁ মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন না ?

গৃহিণী। ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে—

কমল। ছোড়দাদা কি তবে তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় গেছেন ?

হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েছে। ও ঠাকুরঝি! আজ দেখছি, তোর ভারি আহ্লাদের দিন! দেখ, হয় তো তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায়।

গৃহিণী। বউমা কি বল্‌ছে, প্রসন্ন ?

(নেপথ্যে)। ও বেমোল! মাঠাক্রুণ কোথায় গা ? কত্তামশায় বৈঠকখানা থেকে উঠেছেন।

গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোরা মা বিছানা ক'রে শীঘ্র নীচে আয়।

[প্রস্থান।

হর। (সহাস্তবদনে) ও ঠাকুরঝি ! বল্ না রে, সে দিন তোর ভাই কি করেছিল ?

প্রসন্ন। আঃ, ছি !

নৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল ? বল্ না কেন ভাই ?

হর। (সহাস্তবদনে) বল্ না ঠাকুরঝি ?

প্রসন্ন। না ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে আমি চল্লেম।

নৃত্য। কেন ? বল্ না কি হয়েছিল ? ও ছোট বউ, তা তুই ভাই, বল্।

হর। তবে বলবো ? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধ'রে ওর গালে একটি চুমো খেলেন ; ঠাকুরঝি ত ভাই পালাবার জন্তে ব্যস্ত, তা তিনি বল্লেন যে, কেন ? এতে দোষ কি ? সায়েবেরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয় ?

প্রসন্ন। ছিঃ ! যাও মেনে, বউ !

নৃত্য। ও মা, ছি ! ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা ?

হর। আরও শোন্ না, আবার বাবু বলেন কি ?—

প্রসন্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো ?

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক ; সে যা হোক, ঠাকুরঝি ! তুই ভাই, তোর দাদাকে নে না কেন ? আমি না হয়, বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি, তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে।

প্রসন্ন। হ্যাঁ, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নিয়ে থাক্।

(নেপথ্যে)। ছোড় দাও হামকো।

(নেপথ্যে)। তোমার পায়ে পড়ি দাদাবাবু, এত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, কর্ত্তামশায় ও ঘরে ভাত খাচ্চেন।

(নেপথ্যে)। ড্যাম কর্ত্তামশায় ! আমি কি কারো তক্কা রাখি ?

কমলা। ঐ যে, ছোটদাদা আস্‌চেন।

নৃত্য। আয় ভাই, আমরা লুকিয়ে একটু তামাসা দেখি।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর ও সব ভাল লাগে না। আঃ ! সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাজ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ ক'রে বেরুবে এখন, আর এমন নাক ডাকুনি— বোধ করি, মরা মানুষও জেগে উঠে ! ছি !

কমল। আয় লো আয়। (সকলের গুপ্তভাবে অবস্থিতি)

(নব বাবুকে লইয়া বৈদ্যনাথের প্রবেশ)

নব। (প্রমত্তভাবে) বোদে—মাই গুড ফেলো —তোকে আমি রিকরম্ কত্তে চাই। তুই বুঝ্‌লি ?

বোদে। যে আজ্ঞে।

নব। বোদে,—একটা বিয়ার—না, ঐ ব্রাণ্ডি ল্যাও।

বোদে। যে আজ্ঞে, আপনি যেয়ে ঐ বিছানায় বসুন। ব্রাণ্ডি এনে দিচ্ছি। (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখছি, আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কর্ত্তা একে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকী রাখবেন ?

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও ব্রাণ্ডি—ল্যাও—জল্‌দি !

বৈদ্য। আজ্ঞে, এই যাই।

[প্রস্থান।

নব। (স্বগত) ড্যাম কর্ত্তা—ওল্ড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে ? আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনও এবলিশ কত্তে পারবো না ! বুড়ো একবার চোখ বুজলে হয়, তা হ'লে আর আমাকে কোন্ শালার সাধ্য যে, কিছু বলতে পারে ? হাঃ—হাঃ—হাঃ ! ওন্ট আই এঞ্জয় মিসেল্‌ফ ? (উচ্চৈঃস্বরে) ল্যাও— মদ ল্যাও।

হর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্ব্বনাশ ! ওলো ঠাকুরঝি—

প্রসন্ন। (অগ্রসর হইয়া) কি ?

হর। ঐ দেখছিস, কর্ত্তা ঠাকরুণের ঘরে ভাত খেতে বসেছেন।

প্রসন্ন। তা আমি কি কর্‌বো ?

হর। তুই ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ কত্তে বল্ না ?

প্রসন্ন। (সভয়ে) ও মা ! তা ত ভাই আমি পার্‌বো না।

হর। (সহাস্তবদনে) আঃ ! তার দোষ কি ? তুই ত ভাই আর কচি মেয়েটি নোস্ যে, বেটা-ছেলের মুখ দেখলে ডরাবি ? যা না লা ?

প্রসন্ন। ও মা! কি সর্ব্বনাশ! (অগ্রসর হইয়া) কর কি? কর্ত্তা বাড়ীর ভেতর ভাত খাচ্চেন, তা জান?

নব। (সচকিতে) এ কি? পয়োধরী যে? আরে এসো, এসো! এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভালবাস যে, এর জন্যে ক্লেশ স্বীকার ক'রে এই রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! এসো, এসো! (গাত্রোত্থান)

হর। ও ঠাকুরঝি! কি বক্‌ছে, বুঝতে পারিস্ ভাই?

প্রসন্ন। (সহাস্যবদনে) ও ভাই! তোদের কথা, আমি আর ওর কি বুঝবো?

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্‌ড্ শ্লেভ! এসো—(ভূতলে পতন)

হর, প্রসন্ন ইত্যাদি। (অগ্রসর হইয়া) ও মা! এ কি হলো?

(নেপথ্যে)। কেন, কেন, কি হয়েছে?

(গৃহিণীর পুনঃ প্রবেশ)

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) এ কি? এ কি? এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটীতে গড়াচ্ছে? ও মা! কি হলো! (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওঠো বাবা, ওঠো। ও মা! আমার কি হলো! ও মা! আমার কি হলো! ও প্রসন্ন! তুই ওঁকে একবার শীঘ্র ডেকে আন্ তো!

[প্রসন্নের প্রস্থান।

ও মা! ও মা! আমার কি হলো! (ক্রন্দন)

নৃত্য। উঃ! জ্যেঠাইমা! দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদ্‌গন্ধ বেরুচ্ছে।

গৃহিণী। উঃ, ছি! তাই ত লো! ও মা! এ কি সর্ব্বনাশ! আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ-টিষ খাইয়ে দিয়েছে না কি? ও মা, আমার কি হবে! (ক্রন্দন)

(প্রসন্নের সহিত কর্ত্তার প্রবেশ)

কর্ত্তা। এ কি?

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ও মা! আমার কি হবে?

কর্ত্তা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি সর্ব্বনাশ! রাধেকৃষ্ণ। হা দুরাচার! হা নরাধম! হা কুলাঙ্গার!

গৃহিণী। (সরোষে) এ কি? বুড়ো হ'লে লোক পাগল হয় না কি? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন ক'রে বক্‌চো কেন?

কর্ত্তা। (সরোষে) সোনার নব! হ্যাঁ, ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুণ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারনি?

নব। হিয়ার—হিয়ার!—হুরে?

গৃহিণী। ও মা, আমার কি হলো! এমন এলোমেলো বক্‌ছে কেন? ও মা! ছেলেটিকে ত ভূতে-টুতে পায়নি?

কর্ত্তা। (সরোষে) তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, ও লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে।

নব। হিয়ার—হিয়ার!

কর্ত্তা। (সরোষে) চুপ, বেহায়া! তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই?

নব। ড্যাম লজ্জা, মদ ল্যাও?

কর্ত্তা। শুনলে ত?

গৃহিণী। ও মা, আমার দুধের বাছাকে এ সব কে শেখালে গা?

কর্ত্তা। আর শেখাবে কে? এ কলিকাতা মহাপাপ নগর, কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত?

গৃহিণী। ও মা! তাই তো, এত কে জানে মা?

কর্ত্তা। কা'ল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করবো! এ লক্ষ্মী-ছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু ঘুমুক—

নব। হিয়ার হিয়ার! আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।

কর্ত্তা। হায়! আমার বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল?

গৃহিণী। ও প্রসন্ন! ও কমলা! ওলো, তোরা মা এখানে একটু থেকে আয়।

[কর্ত্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান।

হর। (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি! এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ! এই কলকেতায় যে আজ-কাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে, তার সীমা নাই। হা বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাম হ'লে কেন?

প্রসন্ন। তা, এ আজ নূতন দেখলি না কি? জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে এইরূপ জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর। তা বৈ কি আর ভাই! আজকাল কল্‌কাতায় যারা লেখাপড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ্ দেখি, এমন স্বামী থাক্‌লেই বা কি আর না থাক্‌লেই বা কি। ঠাকুরঝি! তোকে বল্‌তে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে, গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছি ছি ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা সাহেবদের মত সভ্য হয়েছি; হা আমার পোড়া কপাল! মদ-মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?

যবনিকা-পতন